মুসনাদে ইমাম আ'যম

বঙ্গানুবাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদক

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল

শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬
৯২

মুসনাদে ইমাম আ'যম

বঙ্গানুবাদ

(ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্নিত ৫২৩ হাদীস)

সংকলক

আল্লামা আবিদ সিন্ধী আনসারী

অনুবাদক

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায়
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি
ইসলামপুর কলেজ রোড
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পরিবেশনায়
রেজবী খাযানা
ইসলামপুর কলেজ রোড
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিবঙ্গ, ভারত
মোবাইল নং — ০৯৭৩৫২০৩৫৩৫
E-mail: imranuddinrezvi@gmail.com

প্রথম সংস্করন — ২০১৩

প্রাপ্তিস্থান
মাওলানা বুক ডিপো্ শেখপাড়া - মুর্শিদাবাদ
কালিমী বুক ডিপো , কালিয়াচক - মালদা
মুফতী বুক ডিপো্ রঘুনাথগঞ্জ - মুর্শিদাবাদ

সুচীপত্র

(১) ইমাম আবু হানীফার পরিচয় অ
(২) ইমাম আবু হানীফার শিক্ষা জীবন আ
(৩) হজরত হাম্মাদের শাগরেদী ই
(৪) হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা ই
(৫) কূফা ও বসরা শহর ঈ
(৬) হারামাইন শরীফে সফর ঈ
(৭) ইমাম বাকীরের সহিদ সাক্ষাত উ
(৮) ইজতেহাদী প্রতিভা ঊ
(৯) ফিকাহ শাস্ত্র ৯
(১০) ফিকাহ শাস্ত্রে সহযোগী ক
(১১) অসাধারন প্রতিভা ক
(১২) ইমাম আবু হানীফার দ্বীনদারী ঘ
(১৩) ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল ঙ
(১৪) ইমাম আ'যমের ইন্তেকালের পরে চ
(১৫) ইমাম আবু হানীফার কয়েকজন সেরা শিষ্য ঝ
(১৬) হাদীস অধ্যায়ে কিছু জরুরী বিষয় ন
(১৭) বর্ননাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়া হাদীসের শ্রেনী ভাগ থ
(১৮) বর্ননাকারীদের দিক দিয়া হাদীসের শ্রেনী ভাগ দ
(১৯) কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা ধ
(২০) কয়েকজন মুফাসসির সাহাবা ন
(২১) কয়েকজন মুফতী সাহাবা ন
(২২) হাদীস অনুসন্ধান কারীদের দরজা ন
(২৩) হাদীসের কিতাব গুলির নাম প
(২৪) হাদীসের কিছু কিতাব ফ
(২৫) ইমাম আবু হানীফার কিতাবুল আসার ব
(২৬) মোসনাদে ইমাম আ'যম ভ
(২৭) ফাকীহ ও মুহাদ্দিসের মধ্যে পার্থক্য ম
(২৮) ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে য
(২৯) আমলের বুনিয়াদ হইল নিয়্যাত ১
(৩০) ঈমান,ইসলাম, তাকদীর ও শাফায়াতের অধ্যায় ২
(৩১) তাওহীদ ও রিসালাতের বিবরন ১০

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩২) মুশরিকদের সন্তানাদী সম্পর্কে নীরব থাকিবার বিবরন ১৩
(৩৩) শাহাদাত হইল আসল ইসলাম ১৪
(৩৪) গোনাহের কাবীরাহ কারী কাফের না হইবার বিবরন ১৫
(৩৫) ঈমানদারগন চির জাহান্নামী হইবে না ১৭
(৩৬) তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা জরুরী ২৬
(৩৭) আমলের প্রতি পেরনা ২৭
(৩৮) ক্বাদরিয়া সম্প্রদায়ের নিন্দা ২৯
(৩৯) শাফায়াতের বিবরন ৩২
(৪০) ইল্ম অধ্যায় ৪৩
(৪১)ফিকাহ হাসেল করিবার ফজীলত ৪৪
(৪২) জিকিরকারীদের ফজীলত ৪৬
(৪৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাই অ সাল্লামের প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবার বিবরন ৪৮
(৪৪) পবিত্রতার অধ্যায় ৫১
(৪৫) মাংস খ্যাইয়া অজু না করিবার নির্দ্দেশ ৫৫
(৪৬) মিসওয়াকের নির্দ্দেশ ৫৫
(৪৭) অজুর অঙ্গগুলি তিনবার করিয়া ধৌত করিবার বিবরন ৫৬
(৪৮) একবার করিয়া অজু করিবার বিবরন ৫৮
(৪৯) মোজার উপরের মাসাহ করিবার বিবরন ৫৯
(৫০) নাপাক অবস্থায় সহবাস করিবার বিবরন ৬৮
(৫১) অজু না করিয়া নাপাক ব্যক্তি নিদ্রায় যাইবেনা ৬৯
(৫২) মুমিন নাপাক হইয়া থাকেনা ৭০
(৫৩) রমনী তাহার স্বপ্নে দেখিয়া থাকে ৭২
(৫৪) নিকৃষ্ট ঘর হইল গোসলখানা ৭৩
(৫৫) কাপড় থেকে মনী আঁচড়াইয়া দেওয়ার বিবরন ৭৩
(৫৬) যে কোন চামড়া দাবাগাত করিলে পাক হইয়া যায় ৭৪
(৫৭) নামাজ অধ্যায় ৭৬
(৫৮) নাভি ও হাঁটুর মাজখানে সতর ৭৭
(৫৯) একটি কাপড়ে নামাজ জায়েজ হইবার বিবরন ৭৭
(৬০) যথা সমায়ে নামাজ পড়িবার বিবরন ৭৯
(৬১) ফজরের নামাজ আলোক অবস্থায় ৮০
(৬২) আসরের নামাজ কাজা করিবাব শাস্তির বিবরন ৮১
(৬৩) আজান ও ইকামাতের বিবরন ৮৩
(৬৪) মসজিদ নির্মানের বিবরন ৮৬
(৬৫) মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজ করা নিষেধ ৮৭
(৬৬) নামাজ আরম্ভ করিবার বিবরন ৮৮
(৬৭) নামাজের মধ্যে প্রকাশ্য বিসমিল্লাহ পাঠ করা ৯৪
(৬৮) ইমামের কিরাত মুক্তাদীর কিরাত ৯৭
(৬৯) তাত্ববীক বাতিল হইবার বিবরন ৯৮
(৭০) সিজদার অবস্থার বিবরন ১০১
(৭১) ফজরের নামাজে দুয়ায় কুনুত ১০৪
(৭২) তাশাহুদের বিবরন ১০৬
(৭৩) অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বিবরন ১১০
(৭৪) অবৈধ্য সন্তানের ইমামতির বিবরন ১১৭
(৭৫) লাইন মিলাইবার ফজিলত ১১৮
(৭৬) ফজর ও ঈশার জামায়াতে শরীক ১১৯
(৭৭) যে ব্যক্তি একা নামাজ পড়িয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়াছে ১২২
(৭৮) জুময়ার দিন গোসল করিবার বিবরন ১২৩
(৭৯) খুতবার বিবরন ১২৫
(৮০) জুময়ার দিন মরিবার ফজিলত ১২৭
(৮১) ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে ১৩০
(৮২) সফরে নামাজ কম করিবার বিবরন ১৩১
(৮৩) সাওয়ারীর উপরে নামাজ ১৩৩
(৮৪) বিতিরের বিবরন ১৩৪
(৮৫) সাজদায় সহুর বিবরন ১৩৮
(৮৬) তিলাওয়াতের সিজদার বিবরন ১৩৯
(৮৭) নামাজে কথা বলা নিষেধ ১৪০
(৮৮) সূর্য গ্রহনের নামাজের বিবরন ১৪৩
(৮৯) ইস্তিখারার নামাজের বিবরন ১৪৭
(৯০) চাশতের নামাজের বিবরন ১৪৮
(৯১) ই'তেকাফের বিবরন ১৪৮
(৯২) তাহাজ্জুদের বিবরন ১৪৯
(৯৩) ফজরের সুন্নাতের বিবরন ১৫০
(৯৪) ঈশার নামাজের পরে ১৫৪
(৯৫) জোহরের নামাজের পরে ১৫৬
(৯৬) বাড়িতে (নফল) নামাজ ১৫৬
(৯৭) কাবা শরীফে দুই রাকাত ১৫৭
(৯৮) জানাজার বিবরন ১৫৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯৯) কবরে প্রশ্ন	১৬৪
(১০০) কবর যিয়ারত	১৬৮
(১০১) যাকাত অধ্যায়	১৭০
(১০২) প্রত্যেক ভাল কাজ সাদকা	১৭১
(১০৩) রোজার অধ্যায়	১৭৩
(১০৪) হজ অধ্যায়	১৮৬
(১০৫) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর শরীফ যিয়ারত	২১৩
(১০৬) বিবাহ অধ্যায়	২১৫
(১০৭) বাচ্চাদানী পবিত্র করিবার অধ্যায়	২৩৩
(১০৮) দুধপান অধ্যায়	২৩৩
(১০৯) তালাক অধ্যায়	২৩৬
(১১০) খোরপোষ অধ্যায়	২৫১
(১১১) মুদাব্বার গোলাম অধ্যায়	২৫২
(১১২) কসম অধ্যায়	২৫৫
(১১৩) ইসলামী শাস্তি অধ্যায়	২৬০
(১১৪) জিহাদ অধ্যায়	২৬৯
(১১৫) ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়	২৭৫
(১১৬) বন্দক অধ্যায়	২৯৩
(১১৭) শুফয়ার অধ্যায়	২৯৪
(১১৮) চাষাবাদ অধ্যায়	২৯৬
(১১৯) ফজীলত অধ্যায়	২৯৮
(১২০) উম্মাতে মুহাম্মাদী আলাইহিস সালামের ফজীলত	৩২৮
(১২১) পানাহার, কুরবানী, শিকার অধ্যায়	৩৩৩
(১২২) পোষাক ও অলংকার অধ্যায়	৩৫৮
(১২৩) চিকিৎসা অধ্যায়	৩৬৫
(১২৪) আদব অধ্যায়	৩৭৩
(১২৫) নরম হৃদয় অধ্যায়	৩৯৩
(১২৬) পাপরাশি অধ্যায়	৩৯৬
(১২৭) বিচার অধ্যায়	৩৯৮
(১২৮) ফিৎনা অধ্যায়	৪০৫
(১২৯) তাফসীর অধ্যায়	৪০৮
(১৩০) অসীয়ত ও মিরাস অধ্যায়	৪২৯
(১৩১) কিয়ামত অধ্যায়	৪৩৪

মুসানাদে ইমাম আ'যম এর বঙ্গানুবাদ

ইমাম আবু হানীফার পরিচয়

নাম - নো'মান, ডাকনাম - আবু হানীফা, উপাধি - ইমাম আ'যম। পিতার নাম - সাবিত। দাদার নাম জ্যোত্বী। পরদাদার নাম - মুরযবান। ইমাম আবু হানীফার দাদা জ্যোত্বী ইসলাম গ্রহন করিবার পরে তাহার নাম রাখা হইয়াছিল নো'মান। হজরত সাবিত তাহার পিতার নাম অনুযায়ী পুত্র আবু হানীফার নাম রাখিয়া ছিলেন নো'মান। যেহেতু 'হানীফ' শব্দের অর্থ হক্ক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। কোরয়ান পাকের মধ্যে দ্বীন ইসলামকে দ্বীনে হানীফ বলা হইয়াছে। যেহেতু ইমাম সাহেব খোদা প্রদত্ত প্রতিভায় জগতবাসীর সামনে হক্ককে বাতিল থেকে - সত্যকে মিথ্যা থেকে পার্থক্য করিয়া দেখাইয়াছেন, এইজন্য তাঁহাকে আবু হানীফা বলা হইয়া থাকে। অন্যথায় তাঁহার সন্তানাদিদের মধ্যে কাহার নাম 'হানীফাহ' ছিলো না।

সব চাইতে সঠিক সূত্রানুযায়ী ইমাম আবু হানীফা আশি (৮০) হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে দেড়শত হিজরীতে। তাঁহার ইন্তেকালের সন সম্পর্কে কাহারো কোন দ্বিমত নাই।

ইসলাম জগতের চতুর্থ খলীফা হজরত আলী মুর্তাজা রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত ইমাম আবু হানীফার খান্দানী সম্পর্ক ছিলো। তাঁহার দাদা জ্যোত্বী - নোমান একবার তাহাদের 'ন'রোয' বা পারস্যবাসীর ঈদের দিন 'ফালূদা' নামক এক প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া হজরত আলীর দরবারে উপঢৌকন নিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন - আজ আমাদের ঈদের দিন। ফালূদা দেখিয়া ও 'ন'রোয' শুনিয়া শেরে খোদা হজরত আলী মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন - ন'রোযু না কুল্লা-ইয়াওমিন অর্থাৎ প্রতিদিন আমাদের ন'রোয হইয়া থাকে। এই ঘটনা থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, ইমাম আ'যম আবু হানীফার পূর্বপুরুষগন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেন।

ইমাম আবু হানীফার পিতা হজরত সাবিতকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার দাদা জ্যোত্বী হজরত আলী রাদী আনাহুর দরবারে হাযির হইয়া আবেদন করিয়াছিলেন - আমার এই পুত্র সাবিতের জন্য দুয়া করিয়া দিন। তখন তিনি তাহার জন্য দুয়া করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন - আল্লাহ, এই সাবিতকে ও ইহার বংশধরকে বর্কাত দিয়া থাকেন। ইমাম আবু হানীফার পৌত্র ইসমাঈল ইবনো হাম্মাদ ইবনো

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা বলিয়াছেন - আমার দাদা (আবু হানীফা) আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। সাবিত তাহার পিতার সহিত হজরত আলীর দরবারে গিয়াছিলেন, যখন তিনি শিশু ছিলেন। হজরত আলী তাহার জন্য ও তাহার বংশধরদের জন্য দুয়া করিয়াছিলেন। ইসমাঈল ইবনো হাম্মাদ বলিতেন, আমরা ধারণা রাখিয়া থাকি যে, এই দুয়ার বর্কাতে আমার দাদাজান ইমাম আ'যম হইয়া গিয়াছেন এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত তাঁহার ফিকাহ চালু হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, যখন হজরত সাবিত হজরত আলীর দরবারে গিয়াছিলেন তখন তাহার বয়স ছিল দুই তিন বৎসর। আরো প্রকাশ থাকে যে, হজরত ইসমাঈলের এই বিবরণটি খতীবে বাগদাদী তাঁহার তারিখের মধ্যে লিখিয়াছেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার পিতা সাবিত এবং তাঁহার দাদা জ্যোত্বী - নো'মান; সবাই তাবেয়ী ছিলেন। এই বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় কোন মাযহাবী ইমামের মধ্যে পাওয়া যায় না। আল হামদু লিল্লাহ! 'তায়েবী' সেই সমস্ত ঈমানদারগনকে বলা হইয়া থাকে যাহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগনের মধ্যে কমপক্ষে একজনের সহিত সাক্ষাত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফার শিক্ষা জীবন

একদিন তিনি ইমাম শায়াবীর বাড়ীর নিকট থেকে বাজারে যাইতে ছিলেন। ইমাম শায়াবী তাঁহাকে একজন নওজোয়ান তালিবুল ইল্ম ধারণা করতঃ নিজের কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - কোথায় যাইতেছো? উত্তরে তিনি একজন সওদাগরের নাম বলিয়া দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ইমাম শায়াবী বলিয়াছেন - আমার উদ্দেশ্য ইহা জানা নয়, বরং জানিতে চাহিতেছি যে, তুমি কাহার নিকটে পড়াশোনা করিয়া থাকো? তিনি অত্যন্ত আফসোসের সহিত উত্তর দিয়াছেন - কাহারো কাছে নয়। ইমাম শায়াবী বলিয়াছেন - আমি তোমার মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে পাইতেছি। তুমি উলামাদের কাছে বসা আরম্ভ করিয়া দাও। এই উপদেশ তাঁহার দিলের দুনিয়াকে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া ইল্ম হাসেল করিবার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, এই ইমাম শায়াবী ছিলেন এক মহা সৌভাগ্যবান

ব্যক্তি। কারণ, তিনি পাঁচশত সাহাবায় কিরামের সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। কেবল তাই নয়, আরো প্রকাশ থাকে যে, ইমাম শায়াবী ছিলেন কূফার সুবিখ্যাত ইমাম। ইনি ইমাম আবু হানীফার প্রথম সারির শায়েখ ছিলেন।

হজরত হাম্মাদের শাগরেদী

ইমাম আবু হানীফার যুগে বহু প্রকারের ইল্মের চর্চা ছিলো। অনুরূপ অনেক বাতিল ফিরকা মাথা চাঁড়া দিয়াছিলো। এইজন্য তিনি সর্ব প্রথম ঈমানকে হিফাজত করিবার উদ্দেশ্যে ইল্মে কালাম বা আক্বায়েদ বিদ্যার দিকে ধ্যান দিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ইল্মে ফিকহের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ছিলেন।

এই যুগে কূফার বিখ্যাত ইমাম ছিলেন হজরত হাম্মাদ। হজরত হাম্মাদ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিশেষ খাদেম হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করিয়া ছিলেন এবং বড় বড় তাবেঈনদের সহিত সাক্ষাত করতঃ তাহাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবন করিয়াছেন। এই যুগে কূফাতে হজরত হাম্মাদের মাদ্রাসা ছিলো সবচাইতে বড়। হজরত ইমাম আবু হানীফা হজরত হাম্মাদের প্রথম সারির শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি শক্তি ও প্রতিভা দেখিয়া হজরত হাম্মাদ ইমাম সাহেবকে নিজের সামনে খুব কাছাকাছি বসাইয়া বলিয়াছিলেন আবু হানীফা সবার সামনে বসিবে। ইমাম সাহেব হজরত হাম্মাদের দরসে দুই বৎসর বসিয়া ছিলেন। একবার হাম্মাদ বিশেষ প্রয়োজনে বাসরায় গিয়াছিলেন, দুই মাস পরে ফিরিয়া ছিলেন। এই দুইমাস ইমাম আবু হানীফা হাম্মাদের স্থানে বসিয়া ইল্মে ফিকহার দরস দিয়া ছিলেন। একশত কুড়ি হিজরীতে হজরত হাম্মাদের ইন্তেকালের পর ইমাম সাহেব আরো অনেক বড় বড় ফকীহদের সঙ্গলাভে ইল্মে ফিকাহার শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন কিন্তু হজরত হাম্মাদই ছিলেন তাঁহার প্রধান গুরু।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা সমুদ্র ছিলেন। কিন্তু ফকীহ হইবার জন্য মুহাদ্দিস হইবার একান্ত প্রয়োজন। ইমাম সাহেবের যুগে সমস্ত মুসলিম

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেশে ইল্মে হাদীসের বড় বড় শিক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়া ছিলো। প্রায় দশ হাজার সাহাবা সমস্ত মুসলিম দেশে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন। যেখানে কোন সাহাবার নাম শুনিতে পাওয়া যাইতো সেখানে চারিদিক দিয়া মানুষের স্রোত বহিয়া যাইতো যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র জীবনী শুনিবো এবং শরীয়তের বিধানাবলী যাঁচাই করিবো। প্রকাশ থাকে যে, যে সমস্ত শহরে অধিক সংখ্যায় সাহাবাগন ও তাবেঈনগন থাকিতেন সেই শহরগুলিকে 'দারুল উলূম' বলা হইতো। এইরূপ শহর ছিল মক্কা মুয়াজ্জামা, মদীনা মুনাওয়ারা, ইয়ামান, বাসরা ও কুফা ছিল বেশি প্রসিদ্ধ। ইমাম আবু হানীফা হাদীস সংকলনের উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক দেশে সফর করিয়াছিলেন।

কূফা ও বাসরা শহর

ইমাম আবু হানীফার জন্মস্থান হইল কূফা। এই শহরে এক হাজার পঞ্চাশ জন সাহাবা বসবাস করিতেন। ইহাদের মধ্যে এমন চব্বিশজন বুজর্গ সাহাবা ছিলেন যাহারা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সঙ্গী হইয়া বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহন কারী। এই শহরের নাম দেওয়া হইয়া ছিল 'কানযুল ঈমান' (ঈমানের ভাণ্ডার), 'জুমজুমাতুল আরব' (আরবের মাথা) ইত্যাদি। বহু সাহাবার বসবাসের কারণে এই শহরে হাদীসের সমুদ্র বহিয়া গিয়াছিল। এই কারণে কূফা শহরের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীই ছিল হাদীস শিক্ষার মাদ্রাসা। যাহার কারণে ইমাম আবু হানীফা হাদীস সংগ্রহ করিবার ব্যাপক সুযোগ পাইয়া ছিলেন। বলা হইয়াছে, কূফা শহরে এমন কোন মুহাদ্দিস ছিলেন না ইমাম আবু হানীফা যাহার শিষ্যত্ব গ্রহন করিয়া ছিলেন না। অনুরূপ কূফার পাশেই হইল বাসরা শহর। এখানেও ইল্মে হাদীসের চর্চা প্রায় কূফার মতই ব্যাপক ছিলো। বড় বড় শায়খুল মাশায়েখ এই শহরে বসবাস করিতেন। ইমাম আবু হানীফা তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহন করিয়াছেন।

হারামাইন শরীফের শফর

ইল্মে হাদীসের সবচাইতে বড় মারকায হইল মক্কা মুয়াজ্জামা ও মদীনা মুনাওয়ারা। কারণ, এই দুই পবিত্র স্থান ছিল হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

সাল্লামের জীবনের শুরু ও শেষ। ইমাম আবু হানীফা যদিও নাকি নিজের দেশ থেকে হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন, তথাপিও তিনি সেখানে ক্ষান্ত না হইয়া ইল্মে হাদীসের পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য হারামাইন শরীফাইনের সফর করিয়া ছিলেন। যদিও তিনি তালিবুল ইল্ম হইয়া হারামাইন শরীফাইন পৌঁছিয়া ছিলেন কিন্তু সেখানে বড় বড় শায়েখগন তাঁহাকে অত্যন্ত আদব ও সম্মান করিতেন। বড় বড় শায়েখ তাঁহাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং নিজেদের মজলিসে সম্মুখে বসাইতেন। ইমাম সাহেবও হাদীস সংগ্রহে কাহার শিষ্যত্ব গ্রহন করিতে সামান্যতম লজ্জা বোধ করিতেন না। পরবর্তী কালে তিনি ইরাকের সুবিখ্যাত শায়েখ হইয়া হারামাইন শরীফাইনের সফর করিয়াছিলেন।

ইমাম বাকিরের সহিত সাক্ষাত

ইমাম আবু হানীফার খোদা প্রদত্ত প্রতিভার প্রতি অনেকের হিংসা ছিলো। কিছু হিংসুক মানুষ তাঁহার সম্পর্কে রটাইয়া দিয়া ছিলো যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীস থাকা সত্ত্বেও নিজের কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া কথা বলিয়া থাকেন। এইরূপ গুজব পৌঁছিয়া গিয়াছিলো রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আওলাদ হজরত ইমাম বাকির রাদী আল্লাহু আনহুর কানে। যখন ইমাম আবু হানীফা দ্বিতীয়বারে মদীনা শরীফে পৌঁছিয়া ছিলেন, তখন তিনি হজরত ইমাম বাকিরের খিদমাতে উপস্থিত হইলে কেহ দেখাইয়া দিয়াছিলো - এই সেই ইমাম আবু হানীফা! ইমাম বাকির বলিয়াছিলেন - আবু হানীফা! তুমি কিয়াসের উপর ভিত্তি করিয়া আমার দাদার হাদীসের বিরোধীতা করিয়া থাকো? ইহা শ্রবণ করিয়া তিনি অতি আদবের সহিত বলিয়াছেন - নাউজু বিল্লাহ! হাদীসের বিরোধীতা কে করিতে পারে? হুজুর! দয়া করিয়া বসিলে আমি কিছু বলিবো। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন - পুরুষ দুর্বল অথবা মহিলা? ইমাম বাকির - মহিলা দুর্বল। ইমাম আবু হানীফা - উত্তরাধিকারী সূত্রে সম্পদের অংশ পুরুষের বেশি, না মহিলার? ইমাম বাকির - পুরুষের বেশি, ইহা কাহার কথা? ইমাম বাকির - আমার দাদার শরীয়তের কথা। ইমাম আবু হানীফা - যদি আমি অনুমানের পিছনে চলিতাম, তাহা হইলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি বলিতাম যে, মহিলার অংশ বেশি দেওয়া উচিত। কারণ, সে হইল দুর্বল। অনুমান ইহাই বলিয়া থাকে যে, দুর্বল স্ববল অপেক্ষা বেশি পাইবে। কিন্তু আমি তো তাহা বলি নাই।

ইমাম আবু হানীফা আবার বলিয়াছেন - নামাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ, না রোজা? ইমাম বাকির - নামাজ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু হানীফা - ইহা কাহার কথা? ইমাম বাকির - আমার দাদার শরীয়তের কথা। ইমাম আবু হানীফা - মহিলাদের মাসিকের অবস্থায় নামাজ ও রোজা কাজা হইয়া গেলে কি করিতে হইবে? ইমাম বাকির - রোজার কাজা করিতে হইবে। নামাজের কাজা আদায় করিতে হইবে না। ইমাম আবু হানীফা - কিয়াস তো ইহাই বলিতেছে যে, নামাজের কাজা আদায় করা উচিত, রোজার নয়। কিন্তু আমি তো তাহা বলি না। বরং আমি রোজার কাজা আদায় করিবার ফতওয়া প্রদান করিয়া থাকি।

ইমাম আবু হানীফা আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - পেশাব বেশি নাপাক, না বীর্য? ইমাম বাকির - পেশাব বেশি নাপাক। ইমাম আবু হানীফা - ইহা কাহার কথা? ইমাম বাকির - ইহা হইল আমার দাদাজানের শরীয়ত। এইবার বলুন - একজনের বীর্যপাত হইয়াছে এবং একজন পেশাব করিয়াছে। দুই জনের প্রতি শরীয়তের নির্দেশ কী? ইমাম বাকির - যাহার বীর্যপাত হইয়াছে তাহাকে গোসল করিতে হইবে এবং যে ব্যক্তি পেশাব করিয়াছে তাহার অজু করিতে হইবে। ইমাম আবু হানীফা - কিয়াস তো এই কথা বলিয়া থাকে যে, পেশাব করিলে গোসল করিবার প্রয়োজন হইবে এবং বীর্যপাত হইলে অজু যথেষ্ট হইবে। কিন্তু আমি তাহাতো বলি না, বরং আমি বীর্যপাতের পর গোসলের প্রয়োজন হইবার ফতওয়া দিয়া থাকি। ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে সরাসরি তাহার বক্তব্য শ্রবন করিয়া ইমাম বাকির যাহার পর নয় সন্তুষ্ট হইয়া নিজে দাঁড়াইয়া ইমাম আবু হানীফাকে তুলিয়া নিয়া বুকে ধরিয়া কপালে চুম্বন দিয়াছেন। আজ থেকে ইমামের প্রতি ইমামের ধারণা হইয়া গিয়াছে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। (উকূদুল জাম্মান ও সীরাতুন নো'মান)

ইজতেহাদী প্রতিভা

ইমাম আবু হানীফা তালেবুল ইল্মের যুগ থেকেই ইজতেহাদ করিবার

খোদা প্রদত্ত প্রতিভা পাইয়া ছিলেন। 'ইজতেহাদ' বলা হইয়া থাকে - কুরয়ান ও হাদীসে সরাসরি যাহা পাওয়া যায় না এইরূপ বিষয়কে কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে গবেষণা করতঃ ফায়সালা করা। যেমন একদা শিক্ষা জীবনে ইমাম আবু হানীফা তাঁহার উস্তাদ হজরত হাম্মাদের সহিত চলিতেছিলেন। এই অবস্থায় মাগরিবের সময় আসিয়া গিয়াছিল। অজু করিবার জন্য পানির সন্ধান করিয়াও পানি পাইয়া ছিলেন না। হজরত হাম্মাদ তাইয়াম্মুম করিবার ফতওয়া দিয়াছিলেন। ইমাম আবু হানীফা ইহার বিরোধীতা করিয়া ছিলেন যে, শেষ সময় পর্যন্ত পানির জন্য অপেক্ষা করা উচিত। ঘটনাক্রমে কিছু দূর যাইবার পরে পানি পাওয়া গিয়াছিলো। অতঃপর সবাই অজু করতঃ নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। ইহা হইল তাঁহার শিক্ষা জীবনে ইজতেহাদী প্রতিভার সামান্যতম দৃষ্টান্ত।

যদিও হজরত হাম্মাদের হায়াতে থাকাবস্থায় তিনি পূর্ণ প্রতিভা অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তবুও কিন্তু কোনো সময়ে তিনি তাঁহার মহা পণ্ডিত উস্তাদ হজরত হাম্মাদের নিকট থেকে শাগরিদানা সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ছিলেন না। হজরত হাম্মাদের ইন্তেকালের সময়ে তাঁহার বয়স ছিলো চল্লিশ বৎসর। তিনি সারা জীবন উস্তাদের স্মরন ও সম্মান করিয়াছেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত হাম্মাদের জীবদ্দশায় আমি কোন দিন তাহার বাড়ির দিকে পা লম্বা করি নাই। হজরত হাম্মাদের ইন্তেকালের পরে সমস্ত বুজর্গদের সর্ব সম্মতিতে ইমাম আবু হানীফা আপন উস্তাদের মসনদে বসিয়া ফতওয়া প্রদানের কাজ করিয়াছেন। কূফার অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সবাই তাঁহার শিক্ষাস্থলে আসিয়া গিয়াছিলেন। এমনকি ইমাম আবু হানীফার বড় বড় উস্তাদগন পর্যন্ত তাঁহার নিকট থেকে শিক্ষা নিতেন এবং তাঁহার নিকট থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য অন্যদের প্রেরণা প্রদান করিতেন। স্পেন ছাড়া পৃথিবীর এমন কোন মুসলিম দেশ ছিলো না যে, সেখান থেকে আসিয়া ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব গ্রহন করেন নাই। যাহারা তাঁহার দরবারে আসিতেন তাহারা কেবল তালেবুল ইল্ম ছিলেন এমন কথা নয়, বরং বড় বড় শায়খুল মাশায়েখগনও তাঁহার দরসে বসা নিজেদের জন্য গৌরব মনে করিতেন। যেমন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারককে সেই যুগে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হইতো, অনুরূপ ইয়াহইয়া ইবনো সাঈদুল কাত্তানকে সেই যুগে হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাস্ত্রে সনদ যাঁচাইয়ের ইমাম বলিয়া মানা হইতো, ইয়াযিদ ইবনো হারুণ যিনি ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বালের উস্তাদ ছিলেন প্রমুখ মহান ব্যক্তিগন ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে বৎসরের পর বৎসর হাদীস অধ্যায়ন করিয়াছেন। ইমাম আবু হানীফা যদি হাদীস শাস্ত্রে মা'মূলী মানুষ হইতেন, তবে তাঁহার কাছে এই সমস্ত মহাপণ্ডিতের দল দিনের পর দিন ভীড় করিতেন না, আমীরুল মু'মিনীন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক বলিতেন - যদি আল্লাহ আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মাধ্যমে আমাকে সাহায্য না করিতেন, তবে আমি একজন মা'মূলী মানুষ হইয়া থাকিতাম। ইহা থেকে উলামায় কিরাম স্পষ্ট করিয়াছেন যে, ইমাম আবু হানীফা কেবল ফিকাহ শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন না, বরং তিনি হাদীস শাস্ত্রে ছিলেন হাফিজুল হাদীস। সেই যুগে কাজী আবু ইউসুফকে 'হাফিজুল হাদীস' আবার 'সাহিবুল হাদীস' বলা হইতো। তিনি বলিয়াছেন - আমরা ইমাম আবু হানীফার নিকটে বিভিন্ন মাসায়ালাতে বাহাস করিতাম। যখন তাঁহার শেষ রায় পাইয়া যাইতাম, তখন আমি তাঁহার দরবার ত্যাগ করতঃ কূফার মুহাদ্দিসগনের কাছে চলিয়া যাইতাম এবং ইমাম আবু হানীফার ফতওয়ার স্বপক্ষে হাদীস জিজ্ঞাসা করতঃ বহু হাদীস নিয়া পুনরায় আবু হানীফার দরবারে উপস্থিত হইতাম। অতঃপর তিনি সেই হাদীসগুলির মধ্যে একাংশ কবূল করিতেন এবং একাংশ সম্পর্কে 'সহী' নয় বলিয়া ত্যাগ করিতেন। আমি জিজ্ঞাসা করিতাম - আপনি কেমন করিয়া জানিলেন যে, এই হাদীসগুলি সহী নয় ? তিনি বলিতেন - কূফাতে যে ইল্ম রহিয়াছে আমি হইলাম তাহার আলেম। (উকূদুল জাম্মান ও সীরাতুন্ নোমান)

ফিকাহ শাস্ত্র

তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয় ইসলামের শুরু থেকে রহিয়াছে, কিন্তু এইগুলি সতন্ত্র বিষয় হিসাবে নির্ধারিত হইয়া ছিলো না। 'ফিকাহ' শব্দ ও ইল্মে ফিকাহ সম্পর্কে কুরয়ান ও হাদীসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ইল্মে ফিকাহ একটি সতন্ত্র বিষয় হইয়া গিয়াছে। যাহাদের দ্বারায় যে বিষয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহাকে সেই বিষয়ের বাণী বা প্রতিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে। যেহেতু ইমাম আবু হানীফার দ্বারায় ইল্মে

ফিকাহ নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এই কারণে সারা দুনিয়া তাঁহাকে ইল্মে ফিকহার বাণী বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্মরণ করিয়া থাকে।

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে ইল্মে ফিক্হার পুরাপুরি প্রচলন হইয়া ছিলো না। হুজূর পাক যেমন অজু করিতেন, সাহবায় কিরাম তাঁহাকে দেখিয়া তেমনই অজু করিতেন। অজুর মধ্যে কতগুলি ফরজ, কতগুলি সুন্নাত ইত্যাদি কেহ জানিবার প্রয়োজনবোধ করিয়া ছিলেন না। অনুরূপ সাহাবায় কিরাম হুজূর পাককে দেখিয়া নামাজ শিক্ষা করিয়া ছিলেন। নামাজের মধ্যে কোন্গুলি ফরজ, কোনগুলি অয়াজিব, কোনগুলি সুন্নাত ও মুস্তাহাব; তাহা তাহারা না জানিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া ছিলেন, না সেই সময়ে এই বিষয়গুলি জানিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট কিতাব ছিলো। কাহারো কিছু জানিবার প্রয়োজন হইলে সবাই সরাসরি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন।

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইন্তেকালের পরে ইসলাম ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া গিয়াছিল। ফলে প্রয়োজনের তাগিদে ইজতেহাদ বা গভেষণা করিবার প্রয়োজন পড়িয়াছে। যেমন কোন ব্যক্তি ভুল বশতঃ নামাজের মধ্যে কোন একটি কাজকে ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন। এখন প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে যে, নামাজ হইয়া গিয়াছে, না নামাজ হয় নাই ? এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য এখন নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাজগুলি খতিয়ে দেখিবার প্রয়োজন চলিয়া আসিয়াছে যে, কোন্ পর্যায়ের কাজ ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। কারণ, নামাজের মধ্যেকার সমস্ত কাজ এক পর্যায়ের নয়। কিছু কাজ ফরজ, কিছু অয়াজিব, কিছু কাজ সুন্নাত ও কিছু মুস্তাহাব। ইতিপূর্বে এইগুলির বিস্তারিত বিবরণ ছিলো না। কিন্তু কেবল একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর বাহির করিবার জন্য শত কথা বাহির হইয়া আসিয়াছে। আবার নামাজের মধ্যে যে কাজটি ফরজ বলিয়া নির্ধারিত করা হইয়াছে তাহা ফরজ হইবার পিছনে কোন্ দলীল রহিয়াছে! কোন্ দলীলের ভিত্তিতে কাজটি অয়াজিব হইয়াছে! সুন্নাত ও মুস্তাহাব হইবার পিছনে কারণ কি রহিয়াছে! ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় সামনে চলিয়া আসিয়াছে। আবার সমস্ত সাহাবা যে সমস্ত কথায় একমত হইবেন এমন কথা নয়। বরং তাঁহারা নিজ নিজ রায় প্রকাশ করিতে স্বাধীন। কাহার ধারনায় লোকটির ফরজ ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নামাজ পুনরায় পড়িতে হইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাহার ধারনায় লোকটির অয়াজিব ত্যাগ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সিজদায়ে সাহু করিলে হইয়া যাইবে। নামাজ পুরনায় আদায় করিবার প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে বহু বিষয়ে সাহাবায় কিরামদিগের মধ্যে মতভেদ হইয়া গিয়াছে। এমন বহু ঘটনা সাহাবায় কিরামদিগের সামনে চলিয়া আসিয়াছে যেগুলি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী যুগে ছিলো না। এই কারণে তাঁহাদের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে ইজতেহাদ ও ইস্তিমবাত করিবার প্রয়োজন। তাঁহারাও অনেক সময়ে কিয়াসে কাজ করিয়াছেন। যে সমস্ত সাহাবাদের ইজতেহাদ করিবার প্রতিভা ছিলো, তাহাদিগকে মুজতাহিদ ও ফকীহ বলা হইতো।

মুজতাহিদ সাহাবায় কিরামদিগের মধ্যে হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন একজন অন্যতম। তিনি নিয়মিত ভাবে হাদীস ও ফিকহার প্রশিক্ষন দিতেন। তাঁহার বহু বড় বড় শাগরিদ ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজন ছিলেন খুবই বিখ্যাত। ইহাদের মধ্যে হজরত আলকামা ছিলেন অন্যতম। ইঁনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে পয়দা হইয়াছেন এবং বহু বড় বড় সাহাবায় কিরামদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া তিনি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদীয়াল্লাহু আনহুর অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। উস্তাদের পূর্ণ পদাংক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়া ছিলো যে, যে ব্যক্তি আলকামাকে দেখিয়াছেন সে আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদকে দেখিয়া নিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদের দাবী ছিলো যে, আমার থেকে যদি কেহ কুরয়ানের বড় আলেম থাকিতেন, তবে আমি তাঁহার নিকট সফর করিতাম। এই আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদীয়াল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আলকামার জ্ঞান অপেক্ষা আমার জ্ঞান বেশি নয়। সাহাবায় কিরাম হজরত আলকামার নিকট থেকে মসলা জিজ্ঞাসা করিয়া নিতেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদের শিষ্যদের মধ্যে একমাত্র হজরত আসওয়াদই ছিলেন হজরত আলকামার সমতুল্য। হজরত আসওয়াদের পরে তাঁহার মসনদে বসিয়াছিলেন হজরত ইবরাহীম নাখয়ী। ইবরাহীম নাখয়ী ইল্মে ফিকহার উপরে বহু কাজ করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার সমস্ত সংগ্রহ সূত্র ছিল হজরত আলী ও হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ। কিন্তু তাঁহার দ্বারায় ইল্মে ফিকহার উপরে সতন্ত্র কোন কিতাব লিপিবদ্ধ হইয়া

ছিল না। তাঁহার নিকট থেকে তাঁহার শিষ্যদের মৌখিক মুখস্ত ছিলো। হজরত ইবরাহীম নাখয়ীর প্রধান শিষ্য ছিলেন হজরত হাম্মাদ। তাঁহার ইন্তেকালের পরে হজরত হাম্মাদ তাঁহার মসনদে বসিয়াছিলেন। এই হাম্মাদ হজরত ইবরাহীমের ইল্মে ফিকহার সবচাইতে বড় হাফেজ ছিলেন। একশত কুড়ি হিজরীতে হজরত হাম্মাদ ইন্তেকাল করিলে সবাই তাঁহার মুসনদে ইমাম আবু হানীফাকে বসাইয়া ছিলেন। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে আরম্ভ করিয়া ইমাম আবু হানীফা পর্যন্ত প্রত্যেকেই হইলেন পর্যায় ক্রমে শরীয়তের সমুদ্র।

কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত হাজার হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ নতুন নতুন সমস্যা শরীয়তের সামনে আসিয়া দাঁড়াইবে। সেই সমস্যা সমূহের সমাধান সরাসরি কুরয়ান ও হাদীস থেকে সম্ভব নয়। কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে ফিকহা শাস্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। যদিও ইতিপূর্বে ইল্মে ফিকহার পথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিলো কিন্তু সেই পথ প্রশস্ত ছিলো না। ইমাম আবু হানীফা এই পথকে প্রশস্ত করিবার জন্য পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করিয়া ছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁহার সাহায্যকারী হিসাবে তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে থেকে অনেককে নির্বাচন করিয়া নিয়াছিলেন। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম যুফার, দাউদ ত্বাই, কাসেম ইবনো মায়ান, হাফ্সা ইবনো গিয়াস প্রমুখগন। মোটকথা, তিনি অতি যত্ন সহকারে একটি মজলিস কায়েম করিয়াছিলেন। এই মজলিসের বৈশিষ্ট্য ছিলো যে, কোন একটি নির্ধারিত অধ্যায়ের উপরে বাহাস বা আলোচনা আরম্ভ করিয়া দেওযা হইতো। যদি সবাই একমত হইয়া যাইতেন, তাহা হইলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া নেওয়া হইতো। অন্যথায় প্রত্যেকের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিতো যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রায় ও রায়ের স্বপক্ষে প্রমান প্রদান করিতে স্বাধীন। এইজন্য কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ের উপরে দীর্ঘ আলোচনা হইয়া যাইতো। ইমাম আবু হানীফা গভীর মনোযোগ দিয়া সবার বক্তব্য শ্রবন করিতেন। শেষে তিনি এমনই চুলচেরা ফায়সালা করিতেন যে, সবাই তাহা মানিয়া নিতে বাধ্য হইয়া যাইতেন। আবার কখনো এমনও হইতো যে, ইমাম আবু হানীফার ফায়সালা প্রদানের পরেও অনেকেই নিজ নিজ রায়ের উপরে অটল থাকিয়া যাইতেন। এই সময়ে তাঁহাদের রায়গুলিও লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইতো। তবে এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

রকম ঘটনা ঘটিয়া গেলে মজলিসের সমস্ত সদস্য যতক্ষণ পর্যন্ত হাজির না হইতেন ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ রায় লিপিবদ্ধ করা হইতো না। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফার মজলিসের বড় বড় সদস্যদের সংখ্যা ছিলো চল্লিশ জন। বর্তমান বিশ্বে তাঁহার সদস্য শিষ্যদের মধ্যে কোন একজনের মত মেধা সম্পন্ন আলেম নাই। তিরিশ বৎসর কাল এই ধরনের মজলিসের মাধ্যমে ইল্মে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের সমস্ত অধ্যায়ের উপরে পূর্ণ বিবরণ আসিয়াছে। ইমাম আবু হানীফার শেষ জীবন জেলখানায় কাটিয়াছে, কিন্তু সেখানেও এই মজলিসের কাজ একই রকম চালু ছিল। ইল্মে ফিকহার প্রথম অধ্যায় হইল - 'বাবুত্ব ত্বাহারত' বা পবিত্রতা অধ্যায় এবং শেষ অধ্যায় হইল 'বাবুল মীরাস' বা বন্টন অধ্যায়। এক কথায় ইল্মে ফিকাহ হইল ইসলামের আইন বিভাগ। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত অধ্যায় ইল্মে ফিকহার মধ্যে রহিয়াছে। ইমাম আবু হানীফা যে সমস্ত মসলা মাসায়েল বলিয়াছেন সেগুলির সংখ্যা বার লক্ষ নব্বই হাজারের অধিক। অবশ্য তাঁহার এই বিশাল দফতর বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমার এই কথায় কাহারো যেন কোন প্রকার সন্দেহ হইয়া না থাকে যে, ইহা কেমন করিয়া সম্ভব! কারণ, সেই যুগের শতশত কিতাব আজ দুনিয়া থেকে মুছিয়া গিয়াছে। শত শত কিতাবের নাম পর্যন্ত আজ পৃথিবীতে নাই। ইমাম আবু হানীফার ফিকহার দফতর গায়েব হইয়া যাইবার পিছনে একটি বিশেষ কারণ হইল যে, ইমাম সাহেবের শাগরিদ ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদ তাহার মসলা সমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর প্রত্যেক মসলার স্বপক্ষে ব্যাপক প্রমানাদি পেশ করিয়াছেন। পরবর্তীতে এই কিতাবগুলি সমাজে ব্যাপকভাবে চালু হইয়া গিয়াছে। শেষ পর্যন্ত মানুষ আসল কিতাব বেপরওয়া হইয়া গিয়াছে। মূল দফতরের দিকে দৌড়াইবার প্রয়োজন মনে করিয়া ছিলো না সাধারণ মানুষ। যেমন ফার্রা, কাস্‌সায়ী, খলীল, আখফাশ ও আবু উবাইদা প্রমুখগন ছিলেন প্রত্যেকই আরবী ব্যকরণের প্রথম পর্যায়ের বানী বা প্রতিষ্ঠিতা। কিন্তু পরবর্তী কালের ব্যকরণ বিদ-গনের ব্যাপক লেখালেখির কারণে তাঁহাদের কিতাবগুলির নামনিশান পর্যন্ত নাই। অনুরূপ অবস্থা হইয়াছে ইমাম আবু হানীফার দফতরগুলির।

ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ বা মাযহাব একমাত্র আরব ছাড়া পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশে ব্যাপক থেকে ব্যাপক হইয়া গিয়াছে। মদীনা শরীফে

ইমাম মালিক স্থায়ী ভাবে থাকিবার কারণে সমগ্র আরবে মালিকী মাযহাবের রেওয়াজ পড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ দেশের রাজা বাদশাগন হানাফী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন। অখণ্ড ভারত হইল হানাফী প্রধান দেশ। একমাত্র কেরালায় শাফয়ী মাযহাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে আরব শরীফে কোন মাযহাব নাই। সেখানে ওহাবী শাসন চলিতেছে। ওহাবী সম্প্রদায় চার মাযহাবের বাহিরে একটি গোমরাহ সম্প্রদায়। অবশ্য ইহাদের কার্যকলাপ বেশির ভাগেই শাফয়ী মাযহাবের সহিত মিলিয়া থাকে। আফ্রিকায় ও সুদান ইত্যাদি দেশে মালিকী মাযহাব রহিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। হাম্বালী মাযহাব খুবই কম।

ফিকাহ শাস্ত্রে সহযোগী

যাহার উস্তাদের সংখ্যা কয়েক হাজার তাহার শাগরিদের সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ নয়। ইমাম আবু হানীফার হাজার হাজার শাগরিদ, যাহারা বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। বিশেষ করিয়া যে চল্লিশজন শাগরিদ ও সঙ্গী ফিকাহ শাস্ত্র প্রস্তুত করিবার সময় তাঁহার সাহায্য করিয়া ছিলেন তাঁহাদের কোন একজনের ন্যায় বর্তমান বিশ্বে একজন আলেম নাই। এইবার অনুমান করিয়া দেখুন! ইল্মে ফিকাহ এর বুনিয়াদ কতো মজবুত। হানাফী মাযহাব কতো সুদৃঢ়। বর্তমান বিশ্বে যদি কোন দেশ পুরাপুরি ইসলামের উপরে চলিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল কুরয়ান ও হাদীস দ্বারা সম্ভব নয়। ইল্মে ফিকাহ হইবে প্রধান হাতিয়ার। ইল্মে ফিকাহ ছাড়া মানব জীবন হইবে অচল। এই প্রধান হাতিয়ারের পিছনে প্রধান হাত হইল ইমাম আবু হানীফার।

অসাধারণ প্রতিভা

জগত উপলব্ধি করিয়াছে যে, ইমাম আবু হানীফার মধ্যে ছিল খোদা প্রদত্ত এক অসাধারণ প্রতিভা। তাঁহার চাল চলন ও কথাবার্তা থেকে সব সময়ে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই প্রতিভা প্রকাশ পাইতো। ইল্মের দিক দিয়াতো ইমাম আবু হানীফা সাগর মহাসাগর ছিলেন, ইহাতে কাহারো বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এই সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিলেন অসাধারণ যুক্তিবাদী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন। সাধারণ থেকে সাধারণ কথায় বড় বড় জটিল বিষয়ের ফায়সালা করিয়া দিতেন। এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহার কিছু কথা উল্লেখ করিতেছি, যাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ম মেধার পরিচয় পাওয়া যাইয়া থাকে।

(ক) একদিন বহু মানুষ ইমাম আবু হানীফার নিকটে এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন যে, ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা ও না করা সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবেন। ইমাম আবু হানীফা তাহাদের সবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন - এতো মানুষের সহিত আমি একাই কেমন করিয়া বাহাস করিতে পারিবো? অবশ্য ইহা হইতে পারে যে, আপনারা নিজেদের মধ্যে থেকে কোন একজনকে বাছিয়া নিয়া তাহাকে সবার পক্ষ থেকে কথা বলিবার জন্য খাড়া করিয়া দিবেন। তাহার কথা হইবে আপনাদের সবার পক্ষের কথা। এই কথা যখন সবাই মানিয়া নিয়াছেন। তখন ইমাম সাহেব বলিয়াছেন, বাহাস তো সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আপনারা যখন এক ব্যক্তিকে সবার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন তাহার কথা বলা হইল সবার পক্ষ থেকে কথা বলা। অনুরূপ ইমাম নামাজে সমস্ত মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে কিরাত পাঠ করিবার জন্য জামিনদার। সুতরাং তাঁহার কিরাত পড়াই হইল সমস্ত মুক্তাদীদের কিরাত পড়া।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কেহ যেন এই কথা মনে করিয়া না থাকে যে, হানাফী মাযহাবে ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ না করিবার সব চাইতে বড় দলীল হইল ইমাম আবু হানীফার যুক্তি। ইমাম সাহেবের এই যুক্তিটি হানাফী মাযহাবের মূলধন নয়, বরং হানাফী মাযহাব কোরয়ান ও হাদীসের ভিত্তিতে সব চাইতে মজবুত। ইমামের পশ্চাতে কিরাত পাঠ করা নাজায়েজ হইবার পিছনে কোরয়ান ও হাদীসের ভুরিভুরি দলীল রহিয়াছে। ডজন ডজন হাদীস থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কোন প্রকার কিরাত নাই। আল হামদু লিল্লাহ, আমার লেখা 'হাদীসের আলোকে নামাজ শিক্ষা' পাঠ করিলে আপনার

ভুল ধারণা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অবশ্য আলেমদের জন্য 'জামেউর রেজবী' কিতাবখানা হাতে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) খারিজী সম্প্রদায়ের এক বড় নেতা যাহ্হাক খারিজী ইমাম আবু হানীফার নিকটে আসিয়া তলোয়ার দেখাইয়া বলিয়াছে - "তওবা করো।" ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - কি জন্য? যাহ্হাক বলিয়াছে, তোমার ধারনা হইল যে, হজরত আলী (রাদী আল্লাহু আনহু) মুয়াবিয়ার ঝগড়ায় তৃতীয় পক্ষ মানিয়া নিয়া ছিলেন। তিনি তো হক্কের উপরে ছিলেন। তৃতীয় পক্ষ মানিয়া নেওয়ার অর্থ কী? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বলিয়াছেন - যদি আমাকে কেবল হত্যা করাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু বলিবার নাই। আর যদি যাঁচাই করিবার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমাকে কিছু বলিতে দিন। যাহ্হাক বলিয়াছে - আমি মুনাজারা করিতে চাহিতেছি। ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন - যদি আমাদের মধ্যে বাহাসের ফলাফল বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? যাহ্হাক বলিয়াছে - আমরা দুই জনে একজন তৃতীয় পক্ষ মানিয়া নিব। অতঃপর যাহ্হাকের সঙ্গীদের মধ্যে থেকে একজনকে বাছিয়া নেওয়া হইয়াছে, যিনি উভয়ের মধ্যে হক্ক ও না-হক্কের ফায়সালা করিবেন। ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন, হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু তো ইহাই করিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার অপরাধ কোথায়? ইহার পরে যাহ্হাক দম ধরিয়া নীরবে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে।

(গ) বোসরার বিখ্যাত আলেম হজরত ক্বাতাদাহ ইমাম আবু হানীফার উস্তাদ ছিলেন। তিনি একবার কূফায় শুভাগমন করতঃ বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন যে, ফিকাহ শাস্ত্রে যাহার যাহা ইচ্ছা আমাকে প্রশ্ন করিলে আমি তাহার উত্তর দিবো। মানুষ দলে দলে আসিয়া প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইমাম আবু হানীফা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে - এক ব্যক্তি সফরে গিয়াছে। এক দুই বৎসর পরে তাহার মৃত্যু সংবাদ আসিয়া গিয়াছে। তাহার স্ত্রী অন্যের সহিত বিবাহ করিয়া নিয়াছে এবং সন্তানও হইয়া গিয়াছে। ইহার কিছু দিন পরে লোকটি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং সে সন্তানটির সম্পর্কে দাবী করিতেছে যে, এই ছেলেটি আমার জন্মের নয়। দ্বিতীয় স্বামী দাবী করিতেছে যে, ছেলেটি আমার। এখন এই দুই জনের মধ্যে কে মালিহার প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ প্রদান করিতেছে? না দুই জনই অপবাদ প্রদান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতেছে? হজরত ক্বাতাদাহ জবাব না দিয়া বলিয়াছেন - বাস্তবে কি এইরূপ ঘটিয়াছে? ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন - না। তবে আলেমদের তো প্রথম থেকে প্রস্তুত থাকা উচিত, তবেই তো যথা সময়ে জবাব দেওয়া সম্ভব হইবে এবং কোন প্রকার পেরিশানী থাকিবে না। হজরত ক্বাতাদাহ বলিয়াছেন - এই মসলাটি রাখিয়া দাও। ইল্মে তাফসীর সম্পর্কে যাহার যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার তাহা জিজ্ঞাসা করো। ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - এই আয়াত পাকের অর্থ কী, যাহাতে বলা হইয়াছে যে, হজরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁহার দরবারীদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, ইয়ামান থেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিলকীসের সিংহাসন আমার নিকটে কে আনিতে পারিবে? তখন আসিফ ইবনো বরখিয়া বলিয়াছিলেন - আমি চোখের পলক ফেলিবার পূর্বে আনিয়া দিব। এই স্থলে সবার ধারণা যে তিনি ইসমে আ'যম জানিতেন। যাহার কারনে তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়া ছিলো। হজরত ক্বাতাদার অভিমত ইহাই। ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - হজরত সুলাইমান নিজে ইসমে আ'যম জানিতেন কিনা? হজরত ক্বাতাদাহ বলিয়াছেন - না। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - আপনি কি ইহা জায়েজ মনে করিতেছেন যে, নবীর যুগে নবীর থেকে কোন মানুষের ইল্ম বেশি থাকিবে? হজরত ক্বাতাদাহ চুপ হইয়া গিয়াছেন। ইহা ছিল ইমাম আবু হানীফার খোদা প্রদত্ত প্রতিভা, যে প্রতিভার সামনে বড় বড় বিদ্যান হায়রান পেরিশান হইয়া গিয়াছেন।

ইমাম আবু হানীফার দ্বীনদারী

এক বিশেষ কারণে কূফার গর্ভনর ইমাম আবু হানীফাকে ফতওয়া দিতে নিষেধ করিয়া দিয়া ছিলেন। যদিও ইমাম আবু হানীফা হক্ব বলিতে কোনদিন কোন রাজা বাদশাকে ভয় করিতেন না কিন্তু যেহেতু ফতওয়া দেওয়া ফরজে কিফাইয়া এবং কূফাতে বড় বড় আলেম মৌজূদ ছিলেন। এই জন্য তিনি গভর্নরের নির্দেশকে সহজে মানিয়া নিয়া ছিলেন। তিনি গভর্নরের নির্দেশ মানিতে কোন প্রকার আপত্তি করিয়া ছিলেন না। একদিন তিনি বাড়িতে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কন্যা জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে, আমি আজ রোযা অবস্থায় রহিয়াছি। দাঁত থেকে রক্ত বাহির হইয়াছে এবং তাহার থুতুর সঙ্গে রক্ত পেটে চলিয়া গিয়াছে।

এখন রোযা হইবে কিনা? ইমাম আবু হানীফা উত্তরে বলিয়াছেন - স্নেহের কন্যা! তুমি তোমার ভাই হাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করো। বর্তমানে আমাকে সরকারী তরফ থেকে ফতওয়া বলিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

সুবহানাল্লাহ! ইহা হইল ইমাম আবু হানীফার এক অসাধারণ তাকওয়া। তিনি ইচ্ছা করিলে কন্যার প্রশ্নের জবাব দিতে পারিতেন। কারণ, ইহাতো ছিল বাড়ির ভিতরকার কথা। কে ইহা খোঁজ রাখিতো! কিন্তু তিনি যেমন একজন অসাধারণ ইমাম, তেমন তাঁহার তাকওয়াও ছিল অসাধারণ। প্রকাশ থাকে যে, ইহার কিছু দিন পর কূফার গভর্নরের একটি জরুরী মসলা জানিবার প্রয়োজন পড়িয়া ছিল। যাহা ইমাম আবু হানীফা ছাড়া কাহার নিকট থেকে জবাব পাওয়া সম্ভব ছিল না। বাধ্য হইয়া ইমাম সাহেবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠাইয়া নিয়া ছিলেন। অতঃপর ইমাম সাহেব পূর্বের ন্যায় ফতওয়া বলিবার অধিকার পাইয়া ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল

আব্বাসী রাজা বাদশাদের মধ্যে সাফ্ফাহ ও মানসূর ছিল বড় অত্যাচারী যালেম। সেই যুগে দ্বীনের বড় বড় আলেমগণ মানসূরের বিপক্ষে ছিলেন। ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা প্রমুখ ইমামগনও তাহার খেলাফ ছিলেন। মানসূর ১৪৬ হিজরীতে বাগদাদকে রাজধানী করিবার পরে মানসূর ইমাম আবু হানীফাকে ডাকিয়া ছিল এবং তাঁহাকে শহীদ করিবার জন্য একটি বাহানা খুঁজিয়া ছিল। মানসূর জ্ঞাত ছিল যে, ইমাম আবু হানীফা তাহার রাজত্বের কোনো পদ গ্রহন করিবেন না। এইজন্য সে ইমাম সাহেবের সামনে বিচারকের পদ পেশ করিয়াছিল। ইমাম সাহেব তাহা এই বলিয়া গ্রহন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন যে, আমি ইহার উপযুক্ত নয়। মানসূর রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছে - তুমি মিথ্যাবাদী। ইমাম সাহেব বলিয়াছেন - যদি আমি সত্যবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে প্রমান হইল যে, আমি বিচারক হইবার উপযুক্ত নয়। আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলেও আমি বিচারক হইবার উপযুক্ত নয়। কারণ, কোনো মিথ্যাবাদীকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করা জায়েজ নয়। ইহাতেও মানসূর ইমাম সাহেবকে না ছাড়িয়া দিয়া কসম করিয়া বলিয়াছে - তোমাকে এই পদ মানিয়া নিতে হইবে। ইমাম সাহেবও কসম করিয়া বলিয়াছেন

pdf By Syed Mostafa Sakib

- আমি কখনোই কবূল করিব না। মানসূরের দরবারী রাবী রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছে - আবু হানীফা! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের মুকাবিলায় কসম করিতেছো? ইমাম সাহেব বলিয়াছেন - হ্যাঁ। ইহা এইজন্য যে, আমার থেকে মানসূরের কসমের কাফ্ফারাহ আদায় করিয়া দেওয়া সহজ। ইহাতে মানসূর ইমামকে গ্রেফতার করতঃ জেলখানায় পাঠাইয়া দিয়াছে। ইসলামী দুনিয়ার সমস্ত আলেম উলামা আম খাস নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ বাগদাদে যাওয়া আসা করিতো। ইমাম আবু হানীফার খ্যাতি সর্বত্রে পৌঁছিয়া ছিল। তাঁহার বন্দী হওয়ায় তাঁহার খ্যাতি আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। জেল খানায় মানুষের যাতায়াত আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মানসূর লক্ষ্য করিয়াছে, ভবিষ্যতে বিপরীত হইবে। এইজন্য সে শীঘ্র কাজ সমাপ্ত করিয়া দেওয়ার জন্য গোপনে ইমাম সাহেবের খাদ্যে বিষ দিয়া দিয়াছে। যখন বিষের প্রতিক্রিয়া শুরু হইয়া গিয়াছে এবং ইমাম সাহেব অনুভব করিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমার সময় শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনি সিজদায় পড়িয়া গিয়াছেন। এই সিজদার অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন - ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁহার মৃত্যু সংবাদ বাগদাদের কোনায় কোনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। চারিদিক থেকে মানুষ আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাগদাদের কাজী আম্মারাহ ইবনো হাসান গোসল দিয়াছেন। গোসল দেওয়ার সময়ে তিনি বলিতে ছিলেন - খোদার কসম! তুমি সবচাইতে বড় ফকীহ, সব চাইতে বড় আবিদ, সব চাইতে বড় জাহিদ ছিলে। তোমার মধ্যে সমস্ত বৈশিষ্ট ছিল। তুমি তোমার সমস্ত উত্তরাধিকারীদের নৈরাশ করিয়া দিয়াছ।

প্রথম বারে তাঁহার জানাজায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ শরীক হইয়া ছিলেন। আবার মানুষ আসিয়াছে আবার জানাজা হইয়াছে। এই প্রকারে তাঁহার জানাজা ছয়বার হইয়াছে। শেষ বারে তাঁহার জানাজা সমাপ্ত করিয়াছেন তাঁহার পুত্র ইমাম হাম্মাদ। আসরের কাছাকাছি সময়ে দাফন হইয়াছেন। দাফন হইবার পরে কুড়িদিন পর্যন্ত মানুষ তাঁহার জানাজা পড়িয়াছেন। আজ পর্যন্ত তাঁহার মাজার শরীফ সারা বিশ্ব মুসলিমদের জন্য যিয়ারতগাহ হইয়া রহিয়াছে।

ইমাম আ'যমের ইন্তেকালের পরে

হজরত ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তেকালের পরে

তাঁহার অনেক উস্তাদ বাঁচিয়া ছিলেন। হজরত আবু হানীফার সেই উস্তাদ ইমাম শো'বা যিনি পাঁচশত সাহাবাদিগের সহিত সাক্ষাত করিয়া ছিলেন এবং ইমাম আবু হানীফাকে প্রেরনা দিয়া দ্বীনের ইল্ম হাসেল করিবার জন্য দ্বীনের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি আজ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া যারপর নয় আফসোস করতঃ বলিয়া ছিলেন - কূফা অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। অনুরূপ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং বাগদাদে পৌঁছিয়া মাজার শরীফে হাজিরী দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া ছিলেন - আবু হানীফা! আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। ইবরাহীম চলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। হাম্মাদ চলিয়া গিয়াছেন, তিনিও তাঁহার প্রতিনিধি রাখিয়া গিয়াছেন। তুমি চলিয়া গিয়াছো কিন্তু সারা দুনিয়াতে তোমার স্থলে বসিবার মতো কেহ নাই।

ইমাম আবু হানীফা নব্বই (৯০) বৎসর হায়াত পাইয়া (১৫০), একশত পঞ্চাশ হিজরীতে শাবান মাসের দ্বিতীয় দিনে ইন্তেকাল করিয়াছেন। এই দিনে ইমাম শাফয়ী রহমাতুল্লাহির জন্ম হইয়া ছিল। প্রকাশ থাকে, ইমাম শাফয়ী মায়ের পেটে চার বৎসর ছিলেন। ইহা ছিল ইমাম আবু হানীফার প্রতি ইমাম শাফয়ীর এক অসাধারণ আদব। যতদিন পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফা হায়াতে ছিলেন ততোদিন পর্যন্ত তিনি দুনিয়াতে পদার্পন করিয়াছিলেন না। ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন - আমি ইমাম আবু হানীফার অসীলা দিয়া বর্কাত হাসেল করিয়া থাকি। আমার সামনে কোন সমস্যা আসিয়া গেলে তাঁহার মাজারের নিকটে দুই রাকায়ত নামাজ পড়িয়া দুয়া করিলে সঙ্গে সঙ্গে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'হাদীস অধ্যায়' থেকে এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিয়াছি সেগুলির বেশির ভাগ সংগ্রহ করিয়াছি 'জামেউল আহাদীস' ও 'নুজহাতুলকারী'র মুকাদ্দামা থেকে। এই দুইখানা কিতাব আমাদের মতো সুন্নী আলেমদের জন্য অমূল্য সম্পদ। 'জামেউল আহাদীস' এর লেখক মাওলানা মোহাম্মাদ হানীফ খান রেজবী সাহেব কিবলা। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করতঃ মাসলাকে আ'লা হজরতের উপরে খিদমাত করিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। ইমাম আহমাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

রেজা খান বেরেলবী প্রায় কিছু কমবেশি এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি চুয়ান্নটি বিষয়ের উপরে কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কলম যেদিকে রওয়ানা হইয়াছে সেইদিকের শেষ কোনা পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে। তাঁহার কলম দুনিয়ার সামনে দ্বীনকে দিনের মতো করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। তবুও তাঁহার পিছনে হিংসুকদের হিংসার কলম দৌড়াইয়াছে। মাওলানা আবুল হাসান নদবী তাঁহার পিতা আব্দুল হাই সাহেবের কিতাব 'নুজহাতুল খাওয়াতির' এর মধ্যে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর শানকে ছোট করিবার জন্য লিখিয়াছেন - "হাদীস ও তাফসীরে ইমাম আহমাদ রেজার পুঁজি কম ছিলো।" হিংসুকের এই কথার জবাব স্বরূপ হজরত মাওলানা হানীফ খান রেজবী সাহেব কিবলা আ'লা হজরতের তিনশত কিতাব হাতে নিয়া সেগুলি থেকে তিন হাজার ছয়শত তেষট্টি (৩৬৬৩) টি হাদীস প্রায় দুইশত হাদীসের কিতাব থেকে সংগ্রহ করিয়া 'জামেউল আহাদীস' নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কিতাবখানা নয় খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। শেষের তিন খণ্ডে ছয়শত আয়াত পাকের উপরে আলা হজরতের তাফসীরী বাহাস দেখাইয়াছেন। মোট নয় খণ্ডের মধ্যে সাড়ে চার হাজার হাদীস দেখাইয়াছেন। কেবল তাই নয়, প্রত্যেক হাদীসের উপরে আসল কিতাবের খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান করিয়াছেন এবং আসমাউর রিজাল সম্পর্কে বহু আলোচনা করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাই নয়, অধিকাংশ উদ্ধৃতির পিছনে চার থেকে কুড়িখানা কিতাবের হাওয়ালা দিয়াছেন। মোট কথা, সুন্নী জগতে 'জামেউল আহাদীস' হইল এক অসাধারণ কিতাব। ১৯৫৫ সালে আল্লামা হানীফ খান রেজবী সাহেব কিবলার জন্ম। এখন তিনি বহাল তবীয়তে ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকাডেমির মাধ্যমে বেরেলী শরীফে মোহাদ্দিসে বেরেলবী ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর খিদমাত করিয়া চলিয়াছেন। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে রমজান মাসে বেরেলী শরীফে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করতঃ তাঁহার কিছু খিদমাতের কথা শ্রবন করিয়া যার-পর-নয় খুশি হইয়া দরবারে ইলাহীতে তাঁহার দীর্ঘায়ুর জন্য দুয়া করিতেছি।

'নুজহাতুলকারী শারহে বোখারী' কিতাব খানা সুন্নী দুনিয়ার জন্য এক অসাধারণ সম্পদ। আমাদের মতো আলেমদের হাতে এই কিতাবখানা একান্ত ভাবে রাখিবার প্রয়োজন। কিতাবখানা বোখারী শরীফের ব্যাখ্যায় লেখা হইয়াছে। নয় খণ্ডে সমাপ্ত। কিতাবখানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল, দেওবন্দী আলেমদের কলম বোখারীর ব্যাখ্যায় যেখানে ঠোক্কর খাইয়াছে সেগুলি ধরিয়া

দিয়াছে লেখক ফকীহুল হিন্দ মুফতী শরীফুল হক আমজাদী আলাইহির রহমাহ। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার করবকে জান্নাতের টুকরা করিয়া দিয়া থাকেন।

ইমাম আবু হানীফার কয়েকজন সেরা শিষ্য

হজরত হাম্মাদ

ইমাম আ'যম আবু হানীফার একমাত্র সাহেবজাদা হজরত হাম্মাদ যুগের জবরদস্ত দ্বীনের আলেম হইয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্ব দেখিয়া ইমাম আবু হানীফা তাঁহাকে মুফতীর মসনদে বসাইয়া দিয়া ছিলেন। এক কথায় হজরত হাম্মাদ ইল্মে ফিকাহতে ছিলেন পিতার নমুনা। ইমাম আ'যমের বড় বড় শাগরিদদের মধ্যে হজরত হাম্মাদও গন্য ছিলেন। তিনি এক সময়ে কূফার কাজী হইয়া ছিলেন। তিনি অনেক কিতাব লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ইল্মে হাদীসের উপরে 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' হইল অন্যতম। একশত ছিয়াত্তর (১৭৬) হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে। এই একশত ছিয়াত্তর (১৭৬) সংখ্যা অনুযায়ী তাঁহার তারিখী নাম হইল 'কুতবে দুনিয়া'। কারণ, কুতবে দুনিয়ার মান হইল একশত ছিয়াত্তর।

ইমাম আবু ইউসুফ

নাম - ইয়াকুব, ডাকনাম - আবু ইউসুফ, উপাধি কাজীউল কুজাত। তিনি একশত তের (১১৩) হিজরী অনুযায়ী সাত শত একত্রিশ (৭৩১) সালে কূফায় জন্মগ্রহন করিয়া ছিলেন। তিনি অত্যন্ত গরীব ঘর থেকে বাহির হইয়া ছিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে লেখাপড়া থেকে উঠাইয়া নিতে চাহিয়া ছিলেন। ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তাঁহার শাগরেদী সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার পর ইমাম সাহেব তাঁহার সমস্ত আর্থিক চিন্তা দূর করিয়া দিয়া ছিলেন।

তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বুদ্ধিমান। এক একটি মজলিসে পঞ্চাশ ষাটটি করিয়া হাদীস শ্রবন করতঃ মুখস্ত করিয়া ফেলিতেন। কুড়ি হাজার মাওজু হাদীস তাঁহার মুখস্ত ছিল। সহী হাদীসের সংখ্যা তো অগণিত। ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন, আমার শিষ্যদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ইল্ম হাসেল করিয়াছে আবু ইউসুফ। তিনি একশত ছেষট্টি (১৬৬) হিজরী অনুযায়ী সাতশত তিরাশি (৭৮৩) সালে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাজী হইয়া ছিলেন। পরে বাদশা হারুণ রশীদের যামানায় একশত তিরানব্বই (১৯৩) হিজরী অনুযায়ী আটশত আট (৮০৮) সালে তিনি সমস্ত বাগদাদের কাজী (প্রধান বিচারপতি) হইয়া ছিলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ বহুত বড় আবিদ জাহিদ মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেই বলিতেন, আমি ইমাম আ'যমের খিদমাতে ঊনতিরিশ বৎসর ছিলাম এবং এই সময়ের মধ্যে আমার কোনদিন ফজরের জামায়াত ফেল হয় নাই। কেবল তাই নয়, তিনি প্রতিদিন দুইশত রাকয়াত করিয়া নফল নামাজ আদায় করিতেন।

১৮৭ হিজরী ৫ই রবীউল আওয়াল বৃহস্পতিবার জোহরের সময়ে বাগদাদ শরীফে ইল্ম ও ইরফানের এই সূর্য অস্ত চলিয়া গিয়াছেন।

ইমাম যাফর

নাম - যাফর, পিতার নাম - হুযাইল। কূফায় একশত দশ (১১০) হিজরীতে জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে আসিয়া ইল্মে ফিকাহতে মন দিয়াছিলেন। ফিকাহ শাস্ত্রে প্রায় ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মাদের সমতুল্য ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার সেই দশজন শাগরিদের একজন ছিলেন, যাহারা তাঁহাকে ফিকাহ লিখিতে সাহায্য করিতেন। একশত সাতাশি (১৮৭) হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে।

আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারক একশত আঠার (১১৮) হিজরীতে জন্মগ্রহন করিয়াছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানীফার শিষ্যত্ব গ্রহন করিয়া ইল্মে ফিকাহতে বহুত বড় ফকীহ হইয়া ছিলেন। পরে তিনি ইল্মে হাদীসের দিকে মনযোগ দিয়া দূর দূরান্তে সফর করিয়া ছিলেন। হজরতের পিতা ছিলেন একজন বিখ্যাত ব্যবসিক। একবার তাঁহার পিতা ব্যবসার জন্য পঞ্চাশ হাজার দিরহাম দিয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত টাকা হাদীস অনুসন্ধানে ব্যয় করিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার পিতা টাকার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার লিখিত সমস্ত হাদীসের দফতর পিতার সম্মুখে পেশ করিয়া বলিয়া ছিলেন - আমি এই ব্যবসা করিয়াছি। ইহাতে আমাদের দুইজনের দুই জগতে কাজ দিবে। এই কথা শ্রবন

করিয়া মোহাতারম পিতা অত্যন্ত খুশি হইয়া আরো তিরিশ হাজার দিরহাম দিয়া বলিয়া ছিলেন - যাও, হাদীস ও ফিকাহ হাসেল করিবার জন্য ব্যয় করিয়া কারবার কামেল করিয়া নাও। একশত একাশি (১৮১) হিজরীতে ইন্তেকাল হইলে ফোরাত নদীর উপকূলে দাফন করা হইয়া থাকে।

ইমাম মোহাম্মাদ

নাম - মোহাম্মাদ, ডাক নাম - আবু আব্দুল্লাহ, পিতার নাম - হাসান। জন্ম - ইরাকের অসিত্ব শহরে একশত বত্রিশ (১৩২) হিজরীতে হইয়াছে। পরে তাঁহার পিতা কূফায় বসবাস আরম্ভ করিয়া ছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া প্রশ্ন করিয়া ছিলেন - নাবালেগ বাচ্চা ঈশার নামাজ পড়িয়া শয়ন করিয়াছে এবং সেই রাতে ফজরের পূর্বে বালেগ হইয়া গিয়াছে। ঈশার নামাজ পুনরায় তাহাকে পড়িতে হইবে কিনা? ইমাম আ'যম জবাব দিয়াছেন - পুনরায় পড়িতে হইবে। ইমাম মোহাম্মাদ সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া এক কোনায় গিয়া নামাজ পড়িয়াছেন। ইহা দেখিয়া ইমাম আ'যম তড়িৎ বলিয়া দিয়াছেন - এই তরুণ একজন হাদী (সুপথ প্রদর্শক) হইবে। এই ঘটনার পরে তিনি মাঝে মধ্যে ইমাম সাহেবের দরবারে হাজির হইতেন। অতঃপর যখন তিনি নিয়মিত শাগরিদ হইবার জন্য ইমাম আ'যমের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন, তখন তিনি বলিয়াছেন - প্রথমে কোরয়ান মাজীদ হিফ্জ করিবে, তারপর আসিবে। অতঃপর তিনি সাতদিনে হাফিজ হইয়া ইমাম আ'যমের দরবারে হাজির হইয়া ছিলেন। তারপর তিনি ধারাবাহিক চার বৎসর ইমাম আ'যমের খিদমাতে ছিলেন। তারপর ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মালিক ও সুফিয়ান সাওরীর নিকট থেকে ইল্মে হাদীসের কামালিয়াত হাসেল করিয়াছেন।

পরে ইমাম মোহাম্মাদ যুগের জবরদস্ত ইমাম হইয়াছেন। ইমাম শাফয়ীর পিছনে তিনি হাজার হাজার দিরহাম ও দীনার ব্যয় করিয়াছেন। তিনি সারা রাত্রী শয়ন করিতেন না। কেবল কিতাবের উপরে চিন্তাভাবনা করিতেন। ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রি তাঁহার কাছে রাত কাটাইয়া ছিলাম। ফজর পর্যন্ত আমি নামাজ পড়িয়াছি। কিন্তু ইমাম মোহাম্মাদ সারা রাত পাশে শুইয়া ছিলেন। সকালে তিনি ফজরের নামাজে শরীক হইয়াছেন। আমি এই সম্পর্কে তাঁহার নিকটে আবেদন করিয়াছি যে, আপনি সারা রাত বেকার কাটাইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়াছেন? তিনি জবাবে বলিয়াছেন - তুমি এই ধারনা করিয়াছো যে, আমি নিদ্রায় গিয়াছি! না, আমি আজ রাতে কোরয়ান পাক থেকে এক হাজার মসলা বাহির করিয়াছি। তুমি সারা-রাত নিজের কাজ করিয়াছো এবং আমি সমস্ত উম্মাতের জন্য কাজ করিয়াছি।

কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি রাতে নিদ্রায় যাইয়া থাকেন না কেন? তিনি বলিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া নিদ্রায় যাইতে পারি! সমস্ত মানুষ তো আমাদের উপরে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।

ইমাম মোহাম্মাদ সারা জীবন ইল্মের রাস্তায় কাটাইয়া দিয়াছে। জীবনে নয়শত নিরানব্বই (৯৯৯) খানা কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা আরো কিছু দিন হায়াতে রাখিলে হাজার পূর্ণ করিয়া দিতেন। অবশ্য কেহ কেহ এই কথার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, নয়শত নিরানব্বই খানা সতন্ত্র ভাবে আলাদা আলাদা কিতাব নয়, বরং তাঁহার সমস্ত কিতাব মিলাইয়া নয়শত নিরানব্বইটি অধ্যায় হইয়াছে। যাইহোক, এখন তাঁহার এমন কিছু কিতাবের কথা উল্লেখ করিতেছি যেগুলি জগত বিখ্যাত এবং বাজারে পাওয়া যাইয়া থাকে। যেমন -

(ক) মোয়াওয়া ইমাম মোহাম্মাদ। ইহা একটি হাদীসের কিতাব। এই কিতাবে একহাজার পাঁচটি হাদীস রহিয়াছে।

(খ) কিতাবুল আসার। ইহাও একটি হাদীসের কিতাব। এই কিতাবখানার মধ্যে একশত ছয়টি হাদীস ও সাতশত আঠারাটি আসার রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও রহিয়াছে ইমাম আবু হানীফার উক্তি। প্রকাশ থাকে যে, তাবেঈনদের হাদীসগুলিকে আসার বলা হইয়া থাকে।

(গ) কিতাবুল হাজ। এই কিতাবে ইমাম মোহাম্মাদ বহু হাদীস জমা করিয়াছেন। হাদীসের উপরে ইমাম মোহাম্মাদ যতগুলি কিতাব লিখিয়াছেন সমস্ত কিতাবে কিন্তু আসল আলোচ্য বিষয় হইল ইল্মে ফিকাহ।

(ঘ) মাবসুত্ব। ইল্মে ফিকার উপরে এই কিতাবখানা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। ইহাতে দশ হাজারের বেশি মসলা রহিয়াছে।

(ঙ) জামে কবীর। ইহাও ইল্মে ফিকহের উপরে লেখা।

(চ) জামে সাগীর। এই কিতাবে ইমাম মোহাম্মাদ এক হাজার পাঁচশত ছত্রিশটি মসলা লিখিয়াছেন। কেবল দুইটি মসলা ছাড়া বাকী সমস্ত মসলার পিছনে হাদীস পেশ করিয়াছেন।

(ছ) সীয়ারে সাগীর। ইহাও একটি ফিকহের কিতাব। এই কিতাবখানা হইল ইমাম আবু হানীফার সেই সমস্ত উক্তিগুলির সমষ্টি, যেগুলি তিনি তাঁহার শাগরিদগণকে লেখাইয়া ছিলেন।

(জ) সীয়ারে কাবীর এই কিতাব খানা ইল্মে ফিকহের উপরে বিশ্বব্যাপী অমুসলিমদের সহিত মুসলমানদের ব্যবহারিক জীবন যাপন কেমন ভাবে করিতে হইবে সেই সম্পর্কে লেখা। এই কিতাবখানা দেখিয়া বাদশা হারুন রশীদ অত্যন্ত খুশি হইয়া ছিলেন।

(ঝ) যিয়াদাত। এই ছয়খানা কিতাবকে জাহিরুর রিওয়ায়েত বলা হইয়া থাকে। এইগুলি ছাড়াও তাঁহার বহু কিতাব রহিয়াছে। তিনি বাদশা হারুন রশীদের আমলের মানুষ ছিলেন। তিনি দুইবার প্রধান বিচারপতি হইয়া ছিলেন। তিনি স্বয়ং বাদশা হারুন রশীদের সঙ্গে এক সফরে গিয়া ইন্তেকাল করিয়াছেন। বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার ইন্তেকালের পরে কেহ স্বপ্নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - মরনের সময়ে আপনার অবস্থা কিরূপ ছিল? তিনি বলিয়াছেন - ঐ সময়ে আমি একটি মসলা সম্পর্কে চিন্তা করিতে ছিলাম। কিভাবে রূহ বাহির হইয়া গিয়াছে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

খতীবে বাগদাদী একজন আবদালের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইমাম মোহাম্মাদকে তাঁহার ইন্তেকালের পরে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - আবু আব্দুল্লাহ! আপনার অবস্থা কেমন? তিনি বলিয়াছেন - আল্লাহ আমাকে বলিয়াছেন, যদি তোমাকে আযাব দেওয়ার ইচ্ছা করিতাম, তাহা হইলে তোমাকে এই ইল্ম দান করিতাম না। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আবু ইউসুফের অবস্থা কি? তিনি বলিয়াছেন - আমার থেকে উপরের দরজায় রহিয়াছেন। আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি ইমাম আবু হানীফার অবস্থা কি? তিনি বলিয়াছেন - তিনি আমাদের থেকে বহু উঁচু দরজায় রহিয়াছেন।

ইমাম দাউদ ত্বাঁই

ইঁনি প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়া ছিলেন এবং কুড়ি বৎসর পর্যন্ত ইল্ম হাসেল করিয়াছেন। ইঁনি ইমাম আবু হানীফার একজন অন্যতম শাগরিদ ছিলেন। একশত ষাট অথবা একশত পঁয়ষট্টি হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। এক বুজর্গ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিয়াছেন, ইমাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাউদ ত্বাঁই দৌড়াইতেছেন। কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছেন - এখনই আমি জেলখানা থেকে রেহাই পাইয়াছি। বুজর্গ স্বপ্ন থেকে উঠিয়া শুনিয়াছেন যে, ইমাম দাউদের ইন্তেকাল হইয়াছে।

ইবরাহীম ইবনো আদহাম

প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া ছিলেন। ইনিও একজন উঁচু ত্ববকার আলেমে দ্বীন হইয়া ছিলেন। হজরত সুফিয়ান সাউরীর ন্যায় বড় বড় ইমামও তাঁহার শাগরিদ ছিলেন। একশত বাষট্টি (১৬২) হিজরীতে রোমে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইবনো সাঈদুল কাত্তান

প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া ছিলেন। তাঁহার নিকট থেকে ইল্মে হাদীস ও ফিকাহ হাসেন করিয়াছিলেন। তিনি যুগের জবরদস্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহ হইয়া ছিলেন। ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল ও বড় বড় আইম্মায়ে দ্বীন তাঁহার মজলিসে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া হাদীস শিক্ষা নিতেন। তিনি স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ বলিয়া গৌরব করিতেন। ইল্মে হাদীস ও ইল্মে ফিকহার এই মহা পণ্ডিত আটাত্তর বৎসর হায়াত পাইয়া একশত আটানব্বই (১৯৮) হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

হাফ্স ইবনো গিয়াস

নাম - হাফ্স, ডাকনাম - আবু উমার, পিতার নাম - গিয়াস ইবনো ত্বালাক। জন্ম একশত সতের (১১৭) হিজরীতে। প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইমাম আ'যমের অন্যতম শাগরিদের মধ্যে গন্য হইয়াছিলেন এবং ইমাম আ'যমের সনদে প্রচুর পরিমানে হাদীস বর্ণনা করিতেন। ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল তাঁহার শাগরিদ ছিলেন। একশত চুরানব্বই (১৯৪) হিজরীতে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়াছে।

অকীউ ইবনো জার্রাহ

নাম - অকীউ, ডাক নাম - আবু সুফিয়ান, পিতার নাম - জার্রাহ। ইঁনি

কূফার মানুষ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার পরে ইমাম আবু হানীফার খিদমাতে হাজির হইয়া ছিলেন। ইল্মে হাদীসে তিনি হাফিজ হইয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার যুগে ইমামুল মুসলিমীন বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া ছিলেন। ইমাম শাফয়ী ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল ছিলেন তাঁহার শাগরিদ। তিনি সত্তর (৭০) বৎসর হায়াত পাইয়া একশত সাতানব্বই (১৯৭) হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

হাদীস অধ্যায়ে কিছু জরুরী বিষয়

হাদীস তিন প্রকার

(ক) হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, তিনি যাহা করিয়াছেন এবং তাঁহার সামনে কিংবা তাঁহার যুগে যাহা কিছু বলা হইয়াছে অথবা করা হইয়াছে তিনি শ্রবণ করিবার পরে তাহা সমর্থন করিয়াছেন; সবই হাদীস। অবশ্য এই হাদীসকে মারফু হাদীস বলা হইয়া থাকে।

(খ) সাহাবায় কিরাম যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন কিংবা তাঁহাদের সম্মুখে যাহা বলা হইয়াছে অথবা করা হইয়াছে এবং তাহারা সমর্থন করিয়াছেন, সবই হাদীস। অবশ্য এই হাদীসকে মাওকূফ হাদীস বলা হইয়া থাকে।

(গ) তাবেঈন কিরাম যাহা বলিয়াছেন, যাহা করিয়াছেন কিংবা তাঁহাদের সম্মুখে যাহা কিছু বলা হইয়াছে অথবা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন; সবই হাদীস। অবশ্য এই হাদীসকে হাদীসে মাকতু বলা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন খাতিমুন্ নাবীঈন বা শেষ নবী। তাঁহার পরে কেহ নবী বলিয়া দারী করিলে সে কাফের হইবে। ইসলামের মধ্যে কোন নারী নবী আসে নাই। সুতরাং কোন নারীকে কোন দিক দিয়া নবী বলিয়া মানিলে কাফের হইতে হইবে। হজরত আসিয়া, হজরত মারিয়াম, হজরত খাদিজা ও হজরত ফাতিমাকে নবী বলিয়া মানিলে কাফের হইতে হইবে।

হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে যাহারা ঈমানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

নজরে দেখিয়াছেন এবং সেই ঈমানের উপরে ইন্তেকাল করিয়াছেন তাহাদিগকে সাহাবী বলা হইয়া থাকে। সাহাবীদিগের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। তন্মধ্যে যাহাদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণিত হইয়া রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা দশ হাজার। হজরত আবু বাকার সিদ্দিক হইলেন হুজূর পাকের প্রথম সাহাবী এবং ইঁনি হইতেছেন উম্মাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

যাহারা ঈমানের নজরে সাহাবায় কিরামদিগকে দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহাদিগকে তাবেঈন বলা হইয়া থাকে। হজরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবকে তাবেঈনদিগের সর্দার বলা হইয়া থাকে। ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি যুগ উত্তম যুগ। আমার যুগ, সাহাবায় কিরামদিগের যুগ ও তাবেঈনদের যুগ। (মিশকাত) অনুরূপ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে আমাকে অথবা আমার সাহাবায় কিরামদিগকে (ঈমানের নজরে) দেখিয়াছে তাহাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না। (মিশকাত)

হাদীস, আসার ও খবর

একাংশ মুহাদ্দিসের নিকটে মারফু ও মাওকুফকে হাদীস বলা হইয়া থাকে এবং মাকতুকে বলা হইয়া থাকে আসার। তবে অনেক সময়ে মারফু হাদীসকেও আসার বলা হইয়া থাকে এবং খবর ও হাদীসের অর্থ একই। আবার কিছু মুহাদ্দিস অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট ও সাহাবায় কিরামদিগের নিকট থেকে এবং তাবেঈনদের নিকট থেকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা হইল হাদীস এবং খবর বলা হইয়া থাকে অতীতের ইতিহাস ও ঘটনাকে। প্রকাশ থাকে যে, কোরয়ান শরীফকে বলা হইয়া থাকে 'কালামুল্লাহ' এবং হাদীসকে বলা হইয়া থাকে কালামুর রসূল।

হাদীসে কুদসী

হাদীসে কুদসী সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার বর্ণনাকারী হইল স্বয়ং হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং বাক্যের সম্বোধন বা নিসবাত

হইবে আল্লাহর দিকে। যেমন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন - নিশ্চয় রোজা হইল আমার জন্য এবং আমি হইলাম উহার পুরস্কার।

সনদ ও ইসনাদ ঃ- এর প্রায় একই অর্থ। হাদীসের প্রথম বর্ণনাকারী থেকে আরম্ভ করিয়া শেষ বর্ণনাকারী পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের নামগুলিকে সনদ বলা হইয়া থাকে এবং বর্ণনাকরাকে বলা হইয়া থাকে ইসনাদ।

মাতান ঃ- যেখানে সনদ শেষ সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত হইল 'মাতান'। অর্থাৎ মূল হাদীসকে বলা হইয়া থাকে মাতান।

মুত্তাসিল ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদের মধ্যে ধারাবাহিকতা রহিয়াছে।

মুনকাতি ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নাই। অর্থাৎ সনদের মধ্যে রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নাই।

মুয়াদ্দাল ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদের মধ্যে কোন জায়গায় দুই অথবা দুয়ের অধিক বর্ণনাকারীর নাম নাই।

মুরসাল ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদে তাবেয়ীর উপরের রাবী বা বর্ণনাকারীর নাম নাই।

মুয়াল্লাক ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যে হাদীসের সনদ নাই কিংবা সনদের শুরুরতে কোন বর্ণনাকারীর নাম নাই।

বর্ণনাকারীদের সংখ্যার দিক দিয়া হাদীসের শ্রেণীভাগ

(ক) মুতাওয়াতার ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে, যাহার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এতবেশি যে, সমস্ত বর্ণনাকারীদের মিথ্যার উপরে ঐক্যমত হওয়া অসম্ভব। এই হাদীস থেকে কোন আদেশ কিংবা নিষেধ প্রমাণিত হইলে তাহা অকাট্য হইবে। হাদীসে মুতাওয়াতরকে অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যাইবে। যেমন বর্তমানে আমাদের কোরয়ান শরীফ, নামাজের রাকয়াতগুলি ও যাকাতের পরিমান ইত্যাদি। এইগুলিতে কেহ সন্দেহ করিলে কাফের হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইবে।

(খ) মাশহুর ঃ- যে হাদীসের বর্ণনাকারী প্রত্যেক পর্যায়ে কমপক্ষে তিনজন থাকিবে এবং দ্বিতীয় যুগে ও তৃতীয় যুগে হাদীসটি খুব খ্যাতি লাভ করিবে এবং উম্মাত তাহা কবূল করিয়া নিবে। যেমন মোজার উপরে মাসাহ করা। এই হাদীসের প্রতি আমল করা জরুরী। এই হাদীসকে অস্বীকার করা বিদয়াত।

(গ) আজীজ ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার বর্ণনাকারীর সংখ্যা প্রত্যেক পর্যায়ে দুইজন থাকিবে।

(ঘ) গরীব ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদে প্রত্যেক জায়গায় অথবা এক জায়গায় কেবল একজন বর্ণনাকারী থাকিবে।

বর্ণনাকারীদের দিক দিয়া হাদীসের শ্রেণীভাগ

সহীহ ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার সনদ ধারাবাহিক এবং সমস্ত বর্ণনাকারী ন্যায় পরায়ন এবং তীক্ষ্ম স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ও সমস্ত আয়েব থেকে মুক্ত।

হাসান ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে যাহার মধ্যে সহী হাদীসের সমস্ত শর্তগুলি পাওয়া যাইয়া থাকে। কিন্তু বর্ণনাকারীদের মধ্যে হাদীসকে ধরিয়া রাখিবার মত ক্ষমতা কম।

যঈফ ঃ- সেই হাদীসকে বলা হইয়া থাকে, যাহার বর্ণনাকারীদের মধ্যে সহী ও হাসান হাদীসের গ্রহনযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত অথবা আংশিক পাওয়া যাইয়া থাকে না এবং কোন গোপন দোষের কারণে হাদীসের বর্ণনাকারীকে নিন্দা করা হইয়াছে।

মুনকার ও মা'রূফ ঃ- যদি দুর্বল বর্ণনাকারী কোন সবল বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার হাদীসকে মুনকার এবং তাহার মুকাবিলাকে মা'রূফ বলা হইয়া থাকে।

মাওজু ঃ- এই হাদীস আসলে কোন হাদীস নয়। বরং রূপক অর্থে সাময়িক ভাবে হাদীস বলা হইয়া থাকে। সেই বাক্য বা বর্ণনাকে মাওজু বলা হইয়া থাকে, যাহা নিজের তরফ থেকে তৈরি করিয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দিকে সম্বোধন করিয়া দেওয়া কিংবা কাহার কোন কথাকে হুজূর পাকের দিকে সম্বোধন করিয়া দেওয়া কিংবা কোন যঈফ হাদীসের সহিত সবল

সনদ লাগাইয়া বর্ণনা করা। এই তিন প্রকার উক্তিকে মাওজু বলা হইয়া থাকে। অবশ্য এই তৃতীয় প্রকার বর্ণনাটি মূলতঃ মিথ্যা নয়। কেবল দুর্বল বর্ণনাকে সবল বর্ণনা করিয়া দেওয়া মিথ্যা হইয়াছে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনা দুইটিই হইল হারাম। প্রকাশ থাকে যে, মাওজু বা মিথ্যা হাদীস নির্ণয় করিবার জন্য অনেকগুলি পন্থা রহিয়াছে, যেগুলি সাধারন মানুষের জানিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে না। তবে সাধারণ মানুষের জন্য কেবল এতটুকু জানিয়া রাখিবার প্রয়োজন যে, যুগ যুগ থেকে যে সমস্ত হাদীস বড় বড় সুন্নী আলেমদিগের জবান থেকে শোনা যাইতেছে কিংবা তাহাদের লিখিত কিতাবগুলি থেকে পাওয়া যাইতেছে সেগুলি সম্পর্কে কোন ওহাবী দেওবন্দী মৌলবী মাওজু বলিয়া দিলে তাহা মাওজু হইয়া যাইবে না। আরো প্রকাশ থাকে যে, যঈফ হাদীস আমলের জন্য যথেষ্ট। বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী ও নামধারী আহলে হাদীসদের মাওজু ও যঈফ বলা একটি মারাত্মক রোগ হইয়া গিয়াছে। ইহারা যখন কোন বিষয়ে নিরুপায় হইয়া যায় তখন মাওজু কিংবা যঈফ বলিয়া জান বাঁচাইয়া থাকে।

কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা

যে সমস্ত সাহাবার নিকট থেকে হাজারের অধিক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহাদিগকে 'মুকাসসিরীন' বলা হইয়া থাকে। এখানে ইহাদের একটি ছোট তালিকা প্রদান করা হইতেছে ঃ-

১। হজরত আবু হুরায়রা - ৫৩৭৪
২। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো উমার - ২৬৩০
৩। হজরত আনাস ইবনো মালিক - ২২৮৬
৪। হজরত আয়শা সিদ্দিকা - ২২১০
৫। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস - ১৬৬০
৬। হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ - ১৫৪০
৭। হজরত আবু সাঈদ খুদরী - ১৭৭০

উপরে যে সমস্ত সাহাবাদিগের নাম দেওয়া হইয়াছে তাঁহার কেবল বেশি হাদীস জানিতেন এমন কথা নয়, বরং তাঁহাদের থেকে কেবল এই হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায় তাঁহারা নিজেরা হাজার হাজার হাদীসের

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাফেজ ছিলেন। বিশেষ করিয়া খোলাফায়ে রাশেদীনগন আল্লাহর রসূলের সমস্ত হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিলেন কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ ব্যস্ততার মধ্যে থাকিবার কারণে হাদীস বর্ণনা করিবার সুযোগ পাইয়া ছিলেন না।

কয়েকজন মুফাস্‌সির সাহাবা

হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, হজরত উমার ফারুক, হজরত উসমান গনী, হজরত আলী মুর্তজা, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ, হজরত উবাই ইবনো কায়াব, হজরত যায়েদ ইবনো সাবিত, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো আব্বাস, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো জোবাইর ও হজরত আবু মুসা আশয়ারী রাদী আল্লাহু আনহুম।

কয়েকজন মুফতী সাহাবা

হজরত উমার ফরুক, হজরত আলী মুর্তজা, হজরত উবাই ইবনো কায়াব, হজরত যায়েজ ইবনো সাবিত, হজরত আবু দারদা, হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মাসউদ, হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুম ও হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা।

হাদীস অনুসন্ধানকারীদের দরজা

ত্বালিব ঃ- যিনি কেবল হাদীস শিক্ষার মধ্যে রহিয়াছেন।

মুহাদ্দিস ঃ- যিনি হাদীস শিক্ষা দিয়া থাকেন। মুহাদ্দিসকে শায়খুল হাদীসও বলা হইয়া থাকে। বর্তমান ভারতে সবচাইতে বড় মুহাদ্দিস বা শায়খুল হাদীস হইলেন আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা। আজকাল যদিও 'আল্লামা' কথাটি আম হইয়া গিয়াছে, সাধারণ থেকে সাধারণ আলেমকে 'আল্লামা' বলিয়া দেওয়া হইতেছে কিন্তু প্রকৃত আল্লামা বলিতে বর্তমানে ভারতে একমাত্র জিয়াউল মুস্তফা কাদেরী সাহেব কিবলা। তাঁহাকে বর্তমান দুনিয়া 'মুহাদ্দিসে কাবীর' বলিয়া চিনিয়া থাকে। তিনি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক ইল্মে হাদীসের দরস দিয়া আসিতেছেন। এখনো পর্যন্ত তিনি পূর্ণ মেজাজে চলিতেছেন। এখন তাঁহার বয়স আশি। আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে একাধিকবার অতি

আন্তরিকতার সহিত দোয়া করিয়াছি, রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ! আমার হায়াত থেকে দশ বৎসর করিয়া কাটিয়া আমার মুর্শিদ তাজুশ্‌শরীয়াহ আখতার রেজা খান আযহারীকে ও মুহাদ্দিসে কাবীর আল্লামা জিয়াউল মুস্তফা কাদেরীকে দান করিয়া দাও। আল্লাহ! আমি তাঁহাদের দুইজনকে জীবনে একবার একসঙ্গে আমার গরীবালয়ে দেখিতে চাই।

হাফিজ ঃ- যিনি সনদ সহ এবং বর্ণনাকারীদের অবস্থাসহ একলক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখিয়াছেন।

হুজ্জাত ঃ- যিনি সনদ সহ তিন লক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখিয়াছেন।

হাকিম ঃ- যিনি সমস্ত হাদীস সনদসহ এবং হাদীসের বিভিন্ন অবস্থাসহ মুখস্ত রাখিয়াছেন।

হাদীসের কিতাবগুলির নাম

জামে' ঃ- যাহার মধ্যে আট প্রকার জিনিষের বিবরণ রহিয়াছে - সীয়ার, আদাব, তাফসীর, আক্বায়েদ, ফিতান, আহকাম, আশরাত্ব ও মানাকিব। যথা - জামে বোখারী, জামে তিরমিজী।

সুনান ঃ- যাহার মধ্যে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী কেবল আহকামের হাদীসগুলির বর্ণিত হইয়াছে। যথা - সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী ও সুনানে ইবনো মাজা।

মোসনাদ ঃ- যাহার মধ্যে প্রত্যেক সাহাবার বর্ণনাকে পৃথকভাবে একত্রিত করা হইয়া থাকে। যথা - মোসনাদে ইমাম আহমাদ ও মোসনাদে আবু দাউদ ত্বায়ালিসী।

মু'জাম ঃ- যাহার মধ্যে হাদীসের বর্ণনাকারীদের তরতীব বা ধারাবাহিকতা হুরুফে তাহজীর তরতীব অনুযায়ী হাদীসগুলি জমা করা হইয়াছে, চাই বর্ণনাকারী মুসান্নিফ বা লেখকের নিজস্ব শায়েখ হউক অথবা সাহাবায় কিরাম। যেমন ইমাম তিরবানীর তিনটি মো'জাম।

মুস্তাদরাক ঃ- যাহাতে কোন শেষ কিতাবের লেখকের শর্তানুযায়ী বাদ পড়িয়া যাওয়া হাদীসগুলি জমা করা হইয়াছে। যথা - ইমাম হাকিমের মুস্তাদরাক।

মুস্তাখরাজ ঃ- যাহাতে অন্য কোন কিতাবের হাদীসগুলি নিজের এমন সনদে বর্ণনা করা যাহার মধ্যে সেই লেখকের নাম আসিয়া থাকে না। যথা -

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুস্তাখরাজে ইসমাঈলী আলাল বোখারী।

জুয ঃ- যাহাতে কোন একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনাগুলি অথবা একটি মাওজু বা আলোচ্য বিষয়ের উপরে হাদীস জমা করা হইয়াছে। যথা - জুযউ রাফয়িল ইয়াদাইন লিল বোখারী।

আফরাদ ও গারাইব ঃ- যাহার মধ্যে কোন একজন মুহাদ্দিসের ভিন্ন হাদীসগুলি জমা করা হইয়াছে। যথা - গারাইবে মালিক ও দরুকুতনীর কিতাবুল ইফরাদ।

জামিউ ঃ- যাহাতে অনেকগুলি হাদীসের কিতাবের বর্ণনাগুলি সনদবিহীন ভাবে জমা করা হইয়াছে। যেমন - হুমাইদীর আল জামউ বাহনাস সহীহাইন।

মুসান্নাফ ও মুয়াত্তা ঃ- যাহাতে ইল্মে ফিকহের তারতীব অনুযায়ী মারফু হাদীসগুলির সাথে সাথে মাওকূফ ও মাকতু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। যথা - মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ও মুসান্নাফে ইবনো আবী শায়বা এবং মুয়াওায় মালিক।

আরবাইন ঃ- যাহাতে বিশেষ একটি বিষয়ের উপরে অথবা বিভিন্ন বিষয়ের উপরে চল্লিশটি হাদীস জমা করা হইয়াছে।

হাদীসের কিছু কিতাব

হাদীসের বহু কিতাব রহিয়াছে। যেমন - মোসনাদে ইমাম আ'যম, মোয়াত্তায় ইমাম মালিক, মোসনাদে ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল, মোসনাদে ইমাম শাফয়ী, মুয়াওায় ইমাম মোহাম্মাদ, ইমাম মোহাম্মাদের কিতাবুল আসার, ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল আসার, বোখারী, মোসলেম, তিরমিজী, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনো মাজা ইত্যাদি। সাধারণতঃ শেষের ছয়খানা কিতাবকে সিহাহ্সিত্তা বলা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ছয়খানা সহী কিতাব। ইহার অর্থ এই নয় যে, এই ছয়খানা কিতাব ছাড়া বাকী কোন কিতাবে সহী হাদীস নাই। কিংবা এই ছয়খানা কিতাবের মধ্যে সমস্ত হাদীস সহী। বর্তমানে কিন্তু কিছু মানুষ একটি ভুল ধারণার মধ্যে রহিয়াছে যে, এই ছয়খানা কিতাব ছাড়া বাকী কিতাবগুলির সমস্ত হাদীস যঈফ। আসল কথা হইল যে, এই ছয়খানা কিতাবের মধ্যে তুলনামূলক সহী হাদীসের সংখ্যা বেশি। অন্যথায় বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া

সমস্ত কিতাবের মধ্যে সহী হাদীস যেমন রহিয়াছে, তেমন যঈফ হাদীসও রহিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'সহীহুল বিহারী'। এই কিতাবখানার আসল নাম 'জামেউর রেজবী'। ইহা একখানা হাদীসের কিতাব। যাহার মধ্যে রহিয়াছে নয় হাজার দুই শত সাতাশি (৯২৮৭) টি হাদীস। সুন্নী জগতে কিতাবখানা এক অদ্বিতীয়। হানাফী মাযহাবের সপক্ষে শতশত হাদীস পাইবেন এই কিতাবখানার মধ্যে। প্রতিটি মাদ্রাসায় মিশকাতের পরিবর্তে কিংবা মিশকাতের পাশাপাশি 'জামেউর রেজবী' পড়াইবার একান্ত প্রয়োজন। কিতাবখানার লেখক আল্লামা জাফরুদ্দীন বিহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। ইঁনি ছিলেন মুজাদ্দিদে জামানা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর খলীফা।

ইমাম আবু হানীফার কিতাবুল আসার

ইমাম আবু হানীফা তাঁহার কিতাবগুলিতে সত্তর হাজারের বেশি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন এবং চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে 'কিতাবুল আসার' কে সংকলন করিয়াছেন। সাধারণতঃ 'আসার' বলা হইয়া থাকে সেই হাদীসকে যাহা তাবেঈনদের নিকট থেকে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায় যাহা সাহাবায় কিরামদের নিকট থেকে বর্ণিত হইয়াছে সেই (মাওকূফ) এবং সর্বোপরি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে যাহা বর্ণিত হইয়াছে সেই (মারফু) হাদীসকেও আসার বলা হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফার 'কিতাবুল আসার' অনেকগুলি রহিয়াছে যেগুলি তাঁহার বড় বড় শাগরিদগন লিখিয়াছেন। যেমন -

(ক) ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল আসার
(খ) ইমাম মোহাম্মাদের কিতাবুল আসার
(গ) হজরত হাম্মাদের কিতাবুল আসার
(ঘ) হাফ্স ইবনো গিয়াসের কিতাবুল আসার
(ঙ) ইমাম যাফরের কিতাবুল আসার
(চ) হাসান ইবনো যিয়াদের কিতাবুল আসার

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবগুলির মধ্যে যত হাদীস রহিয়াছে সবই আবু হানীফার থেকে বর্ণিত।

মোসনাদে ইমাম আ'যম

ইমাম আবু হানীফা তাঁহার শাগরিদগনকে পড়াইবার সময়ে এবং ফিকহের মসলাগুলি বলিবার সময়ে দলীল স্বরূপ সনদসহ যে সমস্ত হাদীস বলিয়া ছিলেন সেগুলি পরবর্তীকালে তাঁহার শাগরিদগন অথবা তাঁহার পরবর্তী কালের মুহাদ্দিসগন একত্রিত করিয়া মোসনাদ নাম দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে এই সমস্ত মোসনাদের সমস্ত হাদীস ইমাম আবু হানীফারই হাদীস। নিম্নে মোসনাদগুলির নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে -

১। ইমাম হাম্মাদ ইবনো আবু হানীফার - মোসনাদুল ইমাম
২। ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকূব ইবনো ইবরাহীমের মোসনাদল ইমাম
৩। ইমাম মোহাম্মাদের মোসনাদুল ইমাম
৪। ইমাম হাসান ইবনো যিয়াদের মোসনাদুল ইমাম
৫। হাফিজ আবু মোহাম্মাদ ইবনো ইয়াকূব হারিস বোখারীর মোসনাদুল ইমাম
৬। হাফিজ আবুল কাসেম ত্বালহার মোসনাদুল ইমাম
৭। হাফিজ আবুল হোসাইন মোহাম্মাদ ইবনো মাজহার ইবনো মূসার মোসনাদুল ইমাম
৮। হাফিজ আবু নাঈসী আহমাদ ইবনো আব্দুল্লাহ ইস্পেহানীর মোসনাদুল ইমাম
৯। আবু বাকার মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল বাকী আনসারীর মোসনাদুল ইমাম
১০। হাফিজ আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ জারজানীর মোসনাদুল ইমাম
১১। হাফিজ উমার ইবনো হাসানের মোসনাদুল ইমাম
১২। হাফিজ আবু বাকার আহমাদ ইবনো মোহাম্মাদ ইবনো খালিদের মোসনাদুল ইমাম
১৩। হাফিজ আবু আব্দুলাহ হুসাইন ইবনো মোহাম্মাদ বলখীর মোসনাদুল ইমাম
১৪। হাফিজ আবুল কাসেম আব্দুল্লাহ ইবনো মোহাম্মাদ সায়াদীর মোসনাদুল

ইমাম
১৫। হাফিজ আব্দুল্লাহ ইবনো মুখাল্লাদ বাগদাদীর মোসনাদুল ইমাম
১৬। হাফিজ আবুল হাসান আলা ইবনো উমার ইবনো আহমাদ দারু কুতনীর মোসনাদুল ইমাম
১৭। হাফিজ আবু হাফ্স উমার ইবনো আহমাদ শাহীনের মোসনাদুল ইমাম
১৮। হাফিজ আবুল খায়ের শামসুদ্দীন সাখাবীর মোসনাদুল ইমাম
১৯। হাফিজ শায়খুল হারামাইন ঈসা মালিকীর মোসনাদুল ইমাম
২০। হাফিজ আবুল ফজল মোহাম্মাদ ইবনো ত্বাহিরের মোসনাদুল ইমাম
২১। হাফিজ আবুল আব্বাস আহমাদ হামদানীর মোসনাদুল ইমাম
২২। হাফিজ আবু বাকার মোহাম্মাদ ইবনো ইবরাহীম ইস্পেহানীর মোসনাদুল ইমাম
২৩। হাফিজ আবু ইসমাঈল আব্দুল্লাহ ইবনো মোহাম্মাদ আনসারী হানিফীর মোসনাদুল ইমাম
২৪। হাফিজ আবুল হাসান উমার ইবনো হাসানুল আশনানীর মোসনাদুল ইমাম
২৫। হাফিজ আবুল কাসেম আলী ইবনো হাসান দামেশকীর মোসনাদুল ইমাম।

ইহা ছাড়াও আরো কয়েকখানা মোসনাদ রহিয়াছে। এই সঙ্গে আরো একটি শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি যে, আমি মাত্র কয়েকমাস পূর্বে বেরেলী শরীফে গিয়াছিলাম। সেখানে 'ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকাডেমির সভাপতি মুফতী হানীফ সাহেব কিবলার তত্ত্বাবধানে দুবাই থেকে ছাপিয়া বাহির হইতে চলিয়াছে - মোসনাদে ইমাম আ'যম। এই কিতাবটির মধ্যে থাকিবে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত তিন হাজার হাদীস।

ফকীহ ও মোহাদ্দিস এর মধ্যে পার্থক্য

যিনি ফকীহ হইবেন তাহার আসল দায়িত্ব হইল কোরয়ান ও হাদীস থেকে ইসলামী আকীদাহ ও আমলের মসলা মাসায়েল বাহির করিয়া দিয়া উম্মাতের ইসলামী জীবন যাপনের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া এবং মুহাদ্দিসের মেন কাজ হইল কেবল হাদীস সংগ্রহ করা ও তাহা প্রচার করিয়া দেওয়া। সুতরাং ফকীহ হইবার জন্য মুহাদ্দিস হওয়া শর্ত কিন্তু মুহাদ্দিস হইবার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফকীহ হওয়া শর্ত নয়। ইমাম আবু হানীফা একজন ফকীহ ছিলেন এবং ইমাম বোখারী ছিলেন একজন মুহাদ্দিস। ইমাম বোখারী যাহার একটি মাত্র কাজ ছিল হাদীস জমা করা। তিনি তাঁহার এই দায়িত্ব পালন করতঃ বোখারী শরীফের মধ্যে মাত্র আড়াই হাজারের কিছু বেশি হাদীস জমা করিয়াছেন। অথচ যাহার দায়িত্বে হাদীস জমা করা ছিল না সেই ইমাম আবু হানীফার থেকে সত্তর হাজারের বেশি হাদীস পাইয়া দুনিয়া উপকৃত হইয়াছে। এইজন্য বলিতেছি, যাহারা ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে ধারণা রাখিয়া থাকে যে, তিনি খুব কম হাদীস জানিতেন তাহাদের এই ভুল ধারণাকে সংশোধন করিয়া নেওয়া উচিত।

ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে

(ক) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো মুবারককে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মুমিনীন' বলা হইয়া থাকে। তিনি ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে বলিয়াছেন - তাঁহার মজলিসে বড়োদের ছোট দেখিতাম। তাঁহার মজলিসে নিজেকে যতো কম দরজার দেখিতাম, অন্য কাহার মজলিসে দেখিতাম না। যদি আমার এই ভয় না হইতো যে, মানুষ আমাকে বলিবে যে, আমি বাড়াবাড়ি করিতেছি, তাহা হইলে আমি বলিতাম - আবু হানীফার থেকে কেহ বড় নাই। তোমরা খবরদার! আবু হানীফার কথাকে আবু হানীফার কথা বলিও না, বরং বলো - তাঁহার কথা হইল হাদীসের তাফসীর, যাহা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে প্রমাণিত, তিনি তাহাই বলিতেন। কোন্ হাদীসের প্রতি আমল করা হইবে এবং কোন্ হাদীসের প্রতি আমল করা হইবে না, এই বিষয়ে তিনি ছিলেন মহা পণ্ডিত। তিনি হইলেন আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন।

(খ) হজরত সুফিয়ান ইবনো উয়াইনিয়া বলিয়াছেন - আবু হানীফা তাঁহার যুগের সবচাইতে বড় আলেম। আমার চক্ষুদ্বয় তাঁহার নযীর দেখে নাই।

(গ) ইমাম শাফয়ী ইমাম মালিককে ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন - সুবহানাল্লাহ! তিনি হইলেন এক আশ্চর্য ব্যক্তি। আমি তাঁহার নযীর দেখি নাই।

(ঘ) ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন - দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফার মুখাপেক্ষি।

(ঙ) ইমাম বোখারীর উস্তাদ মাককী ইবনো ইবরাহীম বলিয়াছেন - ইমাম আবু হানীফা তাঁহার যুগে সব চাইতে বড় আলেম ছিলেন।

(চ) আলী ইবনো হাশিম বলিয়াছেন - আবু হানীফা ছিলেন ইল্মের-ভাণ্ডার। বড়োদের নিকটে যে সমস্ত মসলা কঠিন হইতো সেগুলি তাঁহার কাছে সহজ হইতো।

(ছ) ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল হইলে ইমাম শো'বা বলিয়াছেন - কূফাবাসীদের নিকট থেকে ইল্মের নূর নিভিয়া গিয়াছে।

(জ) ইমাম যাফর বলিয়াছেন - ইমাম আবু হানীফা যখন কথা বলিতেন তখন মনে হইতো তাঁহাকে তালকীন (শিক্ষা প্রদান) করিতেছেন।

(ঝ) ইমাম ইয়াহ ইয়া ইবনো মুঈন বলিয়াছেন - যখন মানুষ ইমাম আবু হানীফার মুর্তবা ধরিতে না পারিয়াছে তখন তাঁহার প্রতি হিংসা করিয়াছে।

(ঞ) ইমাম আবু ইউসুফ বলিয়াছেন - হাদীসের অর্থ ও সূক্ষ্ম তথ্য ইমাম আবু হানীফার থেকে বেশি বুঝদার কাহার দেখি নাই। আমি তাঁহার জন্য আমার পিতার থেকে আগে দুয়া করিয়া থাকি।

এ পর্যন্ত ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে যে সমস্ত মহান ব্যক্তিদের অভিমত উদ্ধৃত করিলাম তাঁহাদের মতো আলেম বর্তমান বিশ্বে একজন নাই। এইবার ইমাম আবু হানীফা কোন্ পর্যায়ের আলেম ছিলেন তাহা অবশ্যই চিন্তা করিবার বিষয়!

গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

بَابُ الْاَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ

আমলের বুনিয়াদ হইল নিয়্যাত

হাদীস নং —১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَ قَّاصٍ اللَّيْثِى عَنْ عُمَرَ رضـ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوِامْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

ইমাম আবু হানীফা-ইয়াহ্‌ইয়া-মোহাম্মাদ ইবনো ইবরাহীম তাইমী-আল কামা ইবনো অক্কাস লাইসী হজরত উমার ইবনুল খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিয়্যাত হইল সমস্ত আমলের বুনিয়াদ এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য তাহাই রহিয়াছে, যাহা সে নিয়্যাত করিয়াছে। সুতরাং যাহার হিজরত হইল আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের জন্য, তাহার হিজরত হইল আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের জন্য (অর্থাৎ সে সওয়াবের অধিকারী হইয়াছে) এবং যাহার হিজরত হইল দুনিয়ার জন্য যে, সে দুনিয়া পাইবে অথবা কোনো রমণীর জন্য (হিজরত করিয়াছে) যে, তাহাকে বিবাহ করিবে; সুতরাং তাহার হিজরত (এর ফল) হইল তাহাই যাহার জন্য সে হিজরত করিয়াছে (অর্থাৎ সওয়াব থেকে বঞ্চিত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الْاِيْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ وَ الْقَدْرِ وَ الشَّفَاعَةِ

ঈমান, ইসলাম, তাকদীর ও শাফায়াত এর অধ্যায়

হাদীস নং —২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ يَعْمُرٍ قَالَ بَيْنَامَعَ صَاحِبٍ لِيْ بِمَدِيْنَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذْ بَصُرْنَا بِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ لِصَاحِبِيْ هَلْ لَكَ اَنْ تَاْتِيَهٗ فَنَسْاَلُهٗ عَنِ الْقَدْرِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ دَعْنِيْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا الَّذِيْ اَسْاَلُهٗ فَاِنِّيْ اَعْرِفُ بِهٖ مِنْكَ قَالَ فَانْتَهَيْنَا اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّا نَتَقَلَّبُ فِيْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَرُبَّمَا قَدِمْنَا الْبَلْدَةَ بِهَا قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لَا قَدْرَ فَبِمَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ اَبْلِغْهُمْ مِنِّيْ اَنِّيْ مِنْهُمْ بَرِيْءٌ وَ لَوْ اَنِّيْ وَجَدْتُ اَعْوَانًا لَجَاهَدْتُهُمْ ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُنَا قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَهٗ رَهْطٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ اِذْ اَقْبَلَ شَابٌّ جَمِيْلٌ اَبْيَضُ حَسَنُ اللِّمَّةِ طَيِّبُ الرِّيْحِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيْضٌ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَرَدَّ عَلَيْهِ

رَسُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ رَدَدْنَا مَعَهٗ فَقَالَ اُدْنُوْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اُدْنُ فَدَنَا دُنُوَّةً اَوْ دَنُوَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ مُوَقِّرًا لَهٗ ثُمَّ قَالَ اُدْنُوْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اُدْنُ فَدَنَا حَتّٰى اَلْصَقَ رُكْبَتَهٗ بِرُكْبَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ لِقَائِهٖ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا مِنْ تَصْدِيْقِهٖ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ قَوْلِهٖ صَدَقْتَ كَاَنَّهٗ يَعْلَمُ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ مَا هِيَ قَالَ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَ حَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَ الْاِغْتِسَالُ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِحْسَانِ مَا هُوَ قَالَ اَلْاِحْسَانُ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ قَالَ فَاِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَاَنَا مُحْسِنٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ مَتٰى هِيَ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَ لٰكِنْ لَهَا شَرَائِطُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْلَمُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

مَا فِى الْاَرْحَامِ وَ مَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّا ذَا تَكْسِبَ غَدًا وَ مَا يَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ قَالَ صَدَقْتَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ نَحْنُ نَرَاهُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَىَّ بِالرَّجُلِ فَقُمْنَا فِىْ اَثَرِهٖ فَمَا نَدْرِىْ اَيْنَ تَوَجَّهَ وَ لَا رَاَيْنَا شَيْئًا فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ وَ اللّٰهِ مَا اَتَانِىْ بِصُوْرَةٍ اِلَّا وَ اَنَا اَعْرِفُهٗ فِيْهَا اِلَّا هٰذِهِ الصُّوْرَةِ.

ইমাম আবু হানীফা-আলকামা -ইয়াহ্ইয়া ইবনো ইয়ামুর বলিয়াছেন — আমি আমার এক সঙ্গীর সহিত একবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মদীনাতে ছিলাম। হঠাৎ আমরা আব্দুল্লাহ্ ইবনো উমারকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। অতঃপর আমি আমার সঙ্গীকে বলিয়াছি, তুমি কি চাও যে, তাহার নিকটে আমরা তাহাকে তাকদীর সম্পর্কে মসলা জিজ্ঞাসা করিবো? তিনি বলিয়াছেন — হ্যাঁ। তখন আমি বলিয়াছি — আচ্ছা, আমাকে প্রশ্ন করিতে দাও। কারণ, আমি তাহাকে তোমার থেকে বেশি জ্ঞাত রহিয়াছি। ইয়াহ্ইয়া বলিয়াছেন — আমরা আব্দুল্লাহ্র নিকট উপস্থিত হইয়াছি। অতঃপর আমি বলিয়াছি — হে আবু আব্দুর রহমান। (ইহা হইল আব্দুল্লাহ্র ডাক নাম) আমরা এই দেশে চলিয়া থাকি। অনেক সময়ে এমন এমন শহরে আমরা পৌঁছিয়া থাকি যে, সেখানকার বাসিন্দারা বলিয়া থাকে — তাকদীর বলিয়া কিছুই নাই। তবে আমরা তাহাদের কি জবাব দিবো? তিনি বলিয়াছেন — আমার পক্ষ থেকে তাহাদিগকে এই কথা পৌঁছাইয়া দাও যে, আমি তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট। আর যদি আমি কিছু সাহায্যকারী পাইয়া থাকি,

তবে আমি অবশ্যই তাহাদের সহিত জিহাদ করিবো। অতঃপর তিনি আমাদের কাছে এই হাদীস বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত ছিলাম এবং তাঁহার সহিত আরো একদল সাহাবা ছিলেন। হঠাৎ এক সুন্দর সাদা যুবক উপস্থিত হইয়াছেন — যাহার কেশ অতি সুন্দর, সুগন্ধময়, যাহার পোষাক সাদা। তিনি বলিয়াছেন — আস্সালামু আলাইকুম। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার সালামের জবাব দিয়াছেন এবং আমরাও তাঁহার সহিত জবাব দিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন — আমি কি নিকটে আসিতে পারি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্? হুজুর পাক বলিয়াছেন — নিকটে এসো। তখন তিনি এক দুই কদম নিকটে হইয়াছেন। আবার দাঁড়াইয়া হুজুর পাকের সম্মান করতঃ বলিয়াছেন — ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আরো নিকটে যাইতে পারি? তিনি বলিয়াছেন — নিকটে এসো। অতঃপর তিনি নিকটে আসিয়া বসিয়া তাঁহার হাঁটুদ্বয়কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাঁটু মুবারকের সহিত মিলাইয়া দিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন — (হুজুর!) আমাকে ঈমান (এর হাকীকাত) সম্পর্কে বলিয়াদিন। হুজুর বলিয়াছেন — ঈমান হইল যে, তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনিবে, তাহার ফিরিশ্তাদের প্রতি, তাহার কিতাব সমূহের প্রতি, তাহার রসূলগণের প্রতি এবং (ইহার প্রতি যে, কিয়ামতের দিন) তাহার দর্শন হইবে ও কিয়ামতের দিনের প্রতি এবং (ইহার প্রতি যে) তাকদীরে ভাল ও মন্দ যাহা রহিয়াছে তাহা হইল আল্লাহ্র তরফ থেকে। তিনি (প্রশ্নকারী) বলিয়াছেন — আপনি সত্য বলিয়াছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — 'আপনি সত্য বলিয়াছেন' বলিয়া প্রশ্নকারী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সমর্থন করায় আমরা আশ্চর্য হইয়াছি যে, যেন তিনি (সব কিছু) জ্ঞাত রহিয়াছেন।

অতঃপর বলিয়াছেন — ইসলামের সংবিধান সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিন যে, সেগুলি কি? হুজুর পাক বলিয়াছেন — নামাজ পড়া, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্জ আদায় করা, যাহার সেখানে পৌঁছিবার শক্তি রহিয়াছে, রমযানের রোযা রাখা ও জানাবাতের গোসল করা। প্রশ্নকারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছেন — আপনি সঠিক বলিয়াছেন। 'আপনি সঠিক বলিয়াছেন' তাহার এই কথায় আমরা আশ্চর্য হইয়াছি। অতঃপর প্রশ্নকারী বলিয়াছেন (ইয়া রসূলুল্লাহ্!) আপনি আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে সংবাদ দিন যে, তাহা কি? হুজুর পাক বলিয়াছেন — 'ইহ্সান' বলা হইয়া থাকে যে, তুমি আল্লাহ্র জন্য (এই প্রকারে) আমল করিবে যে, যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছো। যদি তুমি তাহাকে না দেখিয়া থাকো (অর্থাৎ তোমার এইরূপ দরজা না হইয়া থাকে) তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। প্রশ্নকারী বলিয়াছেন— যদি আমি এই প্রকার করিয়া থাকি, তবে কি আমি মুহসিন (প্রকৃত আবেদ) হইবো? হুজুর পাক বলিয়াছেন— হ্যাঁ। প্রশ্নকারী বলিয়াছেন — আপনি সত্য বলিয়াছেন। প্রশ্নকারী আবার বলিয়াছেন — আপনি আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে সংবাদ দিন যে, তাহা কবে হইবে? হুজুর পাক বলিয়াছেন — তুমি যাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছো তিনি (অর্থাৎ আমি) প্রশ্নকারীর (অর্থাৎ তোমার) থেকে বেশি জ্ঞাত নহেন। কিন্তু উহার কিছু শর্ত রহিয়াছে। অতঃপর বলিয়াছেন — নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকটে রহিয়াছে কিয়ামতের জ্ঞান, পানি কখন বর্ষণ করিবেন, তিনি জ্ঞাত রহিয়াছেন রমণীর পেটে কি (বাচ্চা) রহিয়াছে, কোনো মানুষ জানে না আগামি কাল কি সঞ্চয় করিবে এবং কোনো মানুষ জানে না যে, কোন স্থানে সে মরিবে; নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু জ্ঞাত-সর্বজ্ঞ। প্রশ্নকারী বলিয়াছেন — আপনি সঠিক বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি রওয়ানা হইয়াছেন এবং আমরা তাহাকে দেখিতে রহিয়াছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — লোকটিকে আমার নিকটে ডাকিয়া আনো। অতঃপর আমরা তাহার পিছনে দৌড়াইয়াছি। কিন্তু আমরা জানিতে পারিলাম না যে, তিনি কোন্ দিকে রওয়ানা হইয়াছেন এবং আমরা কিছুই দেখিতে পাই নাই। আমরা এই কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জানাইয়া দিয়াছি। তখন তিনি বলিয়াছেন — ইনি হইলেন হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম। তোমাদের নিকট আসিয়াছেন তোমাদিগকে দ্বীনি বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আল্লাহ্র শপথ কেবল এই সূরাত ছাড়া তিনি যখনই যে সূরাতে আসিয়াছেন আমি চিনিতে পারিয়াছি।

হাদীস নং —৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ جِبْرَئِيْلُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ صُوْرَةِ شَابٍّ عَلَيْهِ ثِيَابٌ اَبْيَضُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَدْنُوْ فَقَالَ اُدْنُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْاِمْيَانُ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَةِ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَ شَرِّهٖ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ كَاَنَّهٗ يَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا شَرَائِعُ الْاِسْلَامِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقَامُ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكٰوةِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لِقَوْلِهٖ صَدَقْتَ كَاَنَّهٗ يَدْرِىْ ثُمَّ قَالَ فَمَا الْاِحْسَانُ قَالَ اَنْ تَعْمَلَ لِلّٰهِ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

قَالَ صَدَقْتَ

قَالَ فَمَتٰى قِيَامُ السَّاعَةِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَقَفّٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيَّ بِالرَّجُلِ .

pdf By Syed Mostafa Sakib

فَطَلَبْنَا فَلَمْ نَرَلَهُ أَثَرًا فَأَخْبَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ذٰلِكَ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَآءَ كُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে একজন যুবকের আকৃতিতে আসিয়াছেন। তাহার পোষাক ছিলো অতি সাদা। তিনি বলিয়াছেন — আস্সালামু আলাইকা ইয়া রসূলুল্লাহ! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — অ আলাইকাস্ সালাম। হজরত জিবরাঈল বলিয়াছেন — ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি কি (আপনার) নিকটে যাইতে পারি? হুজুর পাক বলিয়াছেন — নিকটে এসো। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন — ইয়া রসূলুল্লাহ্! ঈমান কাহাকে বলা হইয়া থাকে? হুজুর বলিয়াছেন — আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা, তাহার ফিরিশতাগণের প্রতি, তাহার কিতাব সমূহ ও রসূলগণের প্রতি এবং তাকদীরের ভাল ও মন্দের প্রতি। জিবরাঈল বলিয়াছেন — 'আপনি সত্য বলিয়াছেন' তাহার এই কথায় আমরা আশ্চর্য হইয়াছি যে, যেন তিনি (সব কিছু) জ্ঞাত রহিয়াছেন। অতঃপর জিবরাঈল বলিয়াছেন — ইয়া রসূলুল্লাহ্! ইসলামের সংবিধান সমূহ কি? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রমযানের রোজা রাখা ও জানাবাতের গোসল করা। জিবরাঈল বলিয়াছেন — 'আপনি সত্য বলিয়াছেন'। তাহার এই কথায় আমরা আশ্চর্য হইয়াছি যে, যেন তিনি (প্রশ্নগুলির উত্তর নিজেই) জ্ঞাত রহিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন — 'ইহ্সান' কাহাকে বলা হইয়া থাকে? তিনি বলিয়াছেন — আল্লাহ্র জন্য (এমন ভাবে) আমল (ইবাদত) করিবে যেন তুমি তাহাকে দেখিতেছো। যদি তুমি তাহাকে না দেখিয়া থাকো, তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখিতেছেন। জিবরাঈল বলিয়াছেন — আপনি সত্য বলিয়াছেন। তবে কিয়ামত কবে হইবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন

— প্রশ্নকৃত ব্যক্তি (অর্থাৎ আমি) প্রশ্নকারীর (অর্থাৎ তোমার) থেকে এই বিষয়ে বেশি অবগত নয়। তারপর তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — লোকটিকে আমার নিকটে ডাকিয়া আনো। আমরা সবাই সন্ধান করিয়াছি কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন পাই নাই। আমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এই সম্পর্কে বলিয়া দিয়াছি। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তিনি হইলেন জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম। তোমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন তোমাদিগকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) যাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে 'নূর' বলিয়া মানিতে অস্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য বর্তমান হাদীসগুলি হইল অত্যন্ত উপদেশপূর্ণ। কারণ, হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম অবশ্যই নূরী মাখলূক ইহাতে কাহারো দ্বিমত নাই। কিন্তু তিনি মানবাকৃতি ধারণ করিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কোনো সাহাবা তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ছিলেন না। ইহা থেকে পরিস্কার প্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, মানুষের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মানবাকৃতিতে শুভাগমন করা তাঁহার নূর হইবার বিরোধী নয়। (অনুবাদক)

(খ) বর্তমান হাদীস থেকে প্রমাণ হইয়া থাকে না যে, কিয়ামত কবে হইবে তাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জানিতেন না। কারণ হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে হুজুর পাক সরাসরি বলেন নাই যে, আমি জানি না। বরং তিনি উত্তর লম্বা করিয়াছেন এবং কিয়ামত কবে হইবে সেই বিষয়ে জিবরাঈল আমীনের থেকে বেশি জ্ঞান নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহাকে প্রশ্ন করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়াছে (অর্থাৎ আমি মুহাম্মাদ), তিনি প্রশ্নকারীর (জিবরাঈলের) থেকে বেশি জানেন না।

আমরা দুনিয়াবী ক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া থাকি যে, কোন বড় কাজ হইলে কাজের পূর্বে বড় বড় আমলাগণ অবগত থাকেন। কিয়ামত হইল এক মহাপ্রলয়, তবে হজরত জিবরাঈল তথা বড় বড় ফিরিশতাগণ জ্ঞাত থাকিবেন না কেন? আয়াত পাকে যে পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ্‌র জন্য খাস বলা হইয়াছে সেগুলির জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা হুজুর পাককে প্রদান করিয়াছেন। (খাসায়েসে কোবরা) অন্যথায় যিনি কিয়ামত কবে হইবে জানেন না, তিনি কেমন করিয়া বলিয়াছেন, কিয়ামত শুক্রবার হইবে, মুহার্‌রম মাসের দশ তারিখে হইবে ইত্যাদি। (অনুবাদক)

بَابُ التَّوْحِيْدِ وَ الرِّسَالَةِ

তাওহীদ ও রিসালাতের বিবরণ

হাদীস নং —৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ اَنَّ رِجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثُوْهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَتْ لَهٗ رَاعِيَةٌ تَتَعَاهَدُ غَنَمَهٗ وَ اَنَّهٗ اَمَرَهَا تَتَعَاهَدُ شَاةً فَتَعَاهَدَتْهَا حَتّٰى سَمُنَتِ الشَّاةُ وَاشْتَغَلَتِ الرَّاعِيَةُ بِبَعْضِ الْغَنَمِ فَجَاءَ الذِّئْبُ فَاخْتَلَسَ الشَّاةَ وَ قَتَلَهَا فَجَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ وَ فَقَدَ الشَّاةَ فَاخْبَرَتْهُ الرَّاعِيَةُ بِاَمْرِهَا فَلَطَمَهَا ثُمَّ نَدِمَ

عَلٰى ذٰلِكَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَظَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ذٰلِكَ وَ قَالَ ضَرَبْتَ وَجْهَ مُؤْمِنَةٍ فَقَالَ سَوْدَاءُ لَاعِلْمَ لَهَا فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَسَاَلَهَا اَيْنَ اللّٰهُ فَقَالَتْ فِى السَّمَاءِ قَالَ فَمَنْ اَنَا قَالَتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ فَاَعْتِقْهَا فَاَعْتَقَهَا.

আবু হানীফা-আত্বা-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কয়েকজন সাহাবার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো রওয়াহা রাদী আল্লাহু আনহুর একজন রাখাল মহিলা ছিলো, যে তাঁহার বকরীগুলি চরাইতো। হজরত আব্দুল্লাহ্ তাহাকে আরো একটি বকরী চরাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং সে সেই বকরীটি দেখা শোনা করিবার দায়িত্ব নিয়াছে। শেষ পর্যন্ত বকরীটি মোটা তাজা হইয়া গিয়াছে। আর (একদিন) সে কিছু বকরীর খেয়ালে ছিলো যে, হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়া বকরীটিকে ধরিয়া নিয়া গিয়াছে এবং তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ আসিয়া (যখন) বকরীটি পান নাই (তখন), মহিলাটি তাহার কাছে সমস্ত ঘটনা বলিয়াছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ ক্রোধে তাহাকে একটি থাপ্পড় মারিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি ইহাতে অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে ঘটনাটি বলিয়াছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্ব দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন — তুমি একজন (নির্দোষ) মু'মিনার মুখে মারিয়াছো। হজরত আব্দুল্লাহ্ (উত্তরে) বলিয়াছেন — সে তো হইল একজন হাবশী, ঈমান সম্পর্কে তাহার কোনো জ্ঞান নাই। হুজুর পাক তাহার নিকটে লোক পাঠাইয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — আল্লাহ্ কোথায়? সে জবাব দিয়েছে — আসমানে। অতঃপর হুজুর পাক বলিয়াছেন — আমি কে? সে বলিয়াছেন — আল্লাহ্‌র রসূল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজূর পাক বলিয়াছেন — নিশ্চয় সে হইল মু'মিনা। সুতরাং তাহাকে আযাদ করিয়া দাও। অতঃপর হজরত আব্দুল্লাহ্ তাহাকে আযাদ করিয়া দিয়াছেন।

হাদীস নং —৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِاَصْحَابِهٖ اِنْهَضُوْا بِنَا نَعُوْدُ جَارَنَا الْيَهُوْدِىَّ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهٗ فِى الْمَوْتِ فَسَاَلَهٗ ثُمَّ قَالَ اِشْهَدْ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ فَلَمْ يُكَلِّمْهُ اَبُوْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِشْهَدْ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلٰى اَبِيْهِ فَقَالَ اَبُوْهُ اِشْهَدْ لَهٗ فَقَالَ الْفَتٰى اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْقَذَنِىْ نَسَمَةً مِنَ النَّارِ .

আবু হানীফা-আলকামা-ইবনো বুরাইদা-তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন — আমরা একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে বসিয়াছিলাম, হুজুর তাঁহার সাহাবাদিগকে বলিয়াছেন- চলো, আমরা আমাদের প্রতিবেশি ইহুদীর রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিবো। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — যখন হুজুর পাক তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাহাকে মুমূর্ষাবস্থায় পাইয়াছেন। অতঃপর তাহার (অবস্থা সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তারপর বলিয়াছেন — তুমি সাক্ষ্য প্রদান করো যে,

আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহ্র রসূল। ইহুদী তাহার পিতার দিকে তাকাইয়াছে। তবে তাহার পিতা কোনো কথা বলে নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন — সাক্ষ্য প্রদান করো যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ (উপাস্য) নাই, আর নিশ্চয় আমি হইলাম আল্লাহ্র রসূল। সে তাহার পিতার দিকে তাকাইয়াছে। তখন তাহার পিতা বলিয়াছে — তুমি তাহার (রসূল হইবার) সাক্ষ্য দাও। অতঃপর যুবক বলিয়াছে — আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন আল্লাহ্র রসূল। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি আমার দ্বারায় একজন মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাইয়াছেন।

بَابُ الْوَقْفِ فِىْ ذَرَارِىِّ الْمُشْرِكِيْنَ

মুশরিকদের সন্তানাদী সম্পর্কে নীরব থাকিবার বিবরণ

হাদীস নং —৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَ يُنَصِّرَانِهٖ قِيْلَ فَمَنْ مَاتَ صَغِيْرًا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-আব্দুর রহমান ইবনো হুরমুয — আবু হুরাইরাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে — নিশ্চয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক বাচ্চা ইসলামের উপরে পয়দা হইয়া থাকে। অতঃপর তাহার পিতা মাতা তাহাকে ইহুদী ও ঈসায়ী বানাইয়া থাকে। (হুজুর পাককে) প্রশ্ন করা হইয়াছে - যে শৈশাবস্থায় মরিয়া গিয়াছে (তাহার কি হইবে) ইয়া রসূলুল্লাহ্! তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ খুব জ্ঞাত রহিয়াছেন যে, তাহারা ভবিষ্যতে কি করিতো।

بَابُ اَصْلِ الْاِسْلَامِ اَلشَّهَادَةُ

শাহাদত হইল আসল ইসলাম

হাদীস নং —৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَاءَ هُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর হজরত জাবির হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমি আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমি মানুষের সহিত লড়াই করিবো শেষ পর্যন্ত তাহারা বলিবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। যখন তাহারা এই কালেমা পাঠ করিবে তখন তাহারা আমার থেকে নিজেদের রক্ত ও সম্পদকে নিরাপদ করিয়া নিয়াছে কিন্তু শরীয়ত সম্মত হক্ব (আমি আদায় করিবো)। আর তাহাদের (আন্তরিক) হিসাব (এর দায়িত্ব হইল) আল্লাহ্ তাবারক তাআলার প্রতি।

بَابُ عَدَمِ كُفْرِ اَهْلِ الْكَبَائِرِ

গোনাহ্ কাবীরাহ্কারী কাফের না হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَا كُنْتُمْ تَعُدُّوْنَ الذُّنُوْبَ شِرْكًا قَالَ لاَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ ذَنْبٌ يَبْلُغُ الْكُفْرَ قَالَ لاَ اِلاَّ الشِّرْكُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমি জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্কে বলিয়াছি, আপনারা কি (বড়ো) গোনাহ্গুলিকে শির্ক (বলিয়া) গণনা করিয়া থাকেন না? তিনি বলিয়াছেন — না। হজরত আবু সাঈদ বলিয়াছেন — আমি বলিয়াছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই উম্মাতের মধ্যে এমন (কোনো) গোনাহ্ রহিয়াছে যাহা কুফর পর্যন্ত পৌছিয়া থাকে? হুজুর পাক বলিয়াছেন — না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সহিত শির্ক করা।

হাদীস নং —৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ اَبِى الْمَخَارِفِ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَاَلَهُ فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَرَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَكْسِرُوْنَ اَغْلاَقَنَاوَ يَنْقُبُوْنَ بُيُوْتَنَا وَ يُغِيْرُوْنَ عَلٰى اَمْتِعَتِنَا اَكَفَرُوْا قَالَ لاَ قَالَ اَرَاَيْتَ هٰؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَتَا وَّلُوْنَ عَلَيْنَا وَ يَسْفِكُوْنَ دِ مَائَنَا اَكَفَرُوْا قَالَ لاَ حَتّٰى يَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ شَيْئًا قَالَ وَ اَنَا اَنْظُرُ اِلٰى اِصْبَعِ ابْنِ عُمَرَ وَ هُوَ يُحَرِّكُهَا وَ يَقُوْلُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ هٰذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ جَمَا عَةٌ فَرَ فَعُوْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

আবু হানীফা-আব্দুল কারীম ইবনো আবুল মাখারিক-ত্বাউস বর্ণনা করিয়াছেন — এক ব্যক্তি হজরত ইবনে উমারের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে — হে আবু আব্দুর রহমান! (তাহাদের সম্পর্কে) আপনার রায় কি যাহারা (চুরি করিবার জন্য) আমাদের তালাগুলিকে ভাঙিয়া থাকে, আমাদের ঘরগুলিতে ছিদ দিয়া থাকে, আমাদের ধন সম্পদ লুট করিয়া থাকে; তাহারা কি কাফের হইয়া গিয়াছে? তিনি বলিয়াছেন — না। তিনি (আবার) বলিয়াছেন —এই সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে আপনার রায় কি, যাহারা আমাদের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতঃ (আমাদের রক্তকে হালাল বলিয়া) আমাদের রক্ত বহাইয়া থাকে; তাহারা কি কাফের? তিনি বলিয়াছেন — না, যতক্ষণ না তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত কোনো জিনিষকে শরীক না করিয়া থাকে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — আমি হজরত ইবনো উমারের আঙ্গুলের দিকে দেখিতে ছিলাম যে, তিনি আঙ্গুল হেলাইতে হেলাইতে বলিতেছিলেন — ইহাই হইল রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত। এই হাদীসটি একদল বর্ণনাকারী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ عَدَمِ الْخُلُوْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى النَّارِ

ঈমানদারগণ চির জাহান্নামী হইবে না

হাদীস নং —১০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ قَالَ بَيْنَا اَنَا رَدِيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ سَاعَةً ثُمَّ سَارَ سَاعَةً فَقَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّىْ سَاعَةً ثُمَّ سَارَسَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ و جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ قَالَ وَ اِنْ زَنٰى وَ اِنْ سَرَقَ وَ اِنْ رُغِمَ اَنْفُ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى اِصْبَعِ اَبِى الدَّرْدَاءِ السَّبَّابَةِ يُوْمِىُ اِلٰى اَرْنَبَتِهِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা আব্দুল্লাহ্ ইবনো জুবাইর — তিনি বলিয়াছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবা হজরত আবু দারদাকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত তাঁহার সওয়ারীর পিছনে সওয়ার ছিলাম, তখন তিনি আমাকে বলিয়াছেন — হে আবু দারদা! যে ব্যক্তি সাক্ষ দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বূদ নাই এবং আমি অবশ্যই হইলাম আল্লাহ্র রসূল, তাহার জন্য জান্নাত অয়াজিব হইয়া গিয়াছে। (আবু দারদা বলিয়াছেন) আমি বলিয়াছি — যদি সেই লোকটি জেনা করিয়া থাকে এবং চুরি করিয়া থাকে? বর্ণনাকারী বলিয়াছেন— হুজুর পাক আমার থেকে কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়াছেন এবং কিছু পথ চলিবার পর বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি সাক্ষ প্রদান করিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আমি হইলাম আল্লাহ্র রসূল, তাহার জন্য জান্নাত অয়াজিব হইয়া গিয়াছে। আমি বলিয়াছি — যদি সে জেনা করিয়া থাকে ও চুরি করিয়া থাকে? বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — হুজুর পাক আমার থেকে কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া কিছু পথ চলিবার পর বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় আমি হইলাম আল্লাহ্র রসূল, তাহার জন্য জান্নাত অয়াজিব হইয়া গিয়াছে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — আমি বলিয়াছি — যদি সে জেনা করিয়া থাকে ও চুরি করিয়া থাকে? (এই বার) হুজুর পাক বলিয়াছেন যদিও জেনা করিয়া থাকে ও যদিও চুরি করিয়া থাকে এবং যদিও আবু দারদার নাকে মাটি উঠিয়া থাকে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — যেন আমি আবু দারদার শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে দেখিতেছিলাম যে, (আবু দারদা) তাহার নাকের দিকে ইঙ্গিত করিতেছেন।

হাদীস নং —১১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْمُسْلِمِ الْخَوْلَانِىْ قَالَ لَمَّا

نَزَلَ مُعَاذٌ حِمْصَ اَتَاهُ رَجُلٌ شَابٌّ فَقَالَ مَا تَرٰى فِىْ رَجُلٍ وَ صَلَ الرَّحِمَ وَ بَرَّ وَ صَدَقَ الْحَدِيْثَ وَ اَدَّى الْاَمَانَةَ وَعَفَّ بَطْنَهٗ وَ فَرْجَهٗ وَ عَمِلَ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ خَيْرٍ غَيْرَ اَنَّهٗ شَكَّ فِى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ قَالَ اِنَّهَا تُحْبِطُ مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْاَعْمَالِ ـ قَالَ فَمَا تَرٰى فِىْ رَجُلٍ رَكِبَ الْمَعَاصِىَ وَ سَفَكَ الدِّمَاءَ وَاسْتَحَلَّ الْفُرُوْجَ وَ الْاَمْوَالَ غَيْرَ اَنَّهٗ شَهِدَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ مُخْلِصًا قَالَ مُعَاذٌ اَرْجُوْ وَ اَخَافُ عَلَيْهِ قَالَ الْفَتٰى وَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتْ هِىَ الَّتِىْ اَحْبَطَتْ مَا مَعَهَا مِنْ عَمَلٍ مَا تَضُرُّ هٰذِهٖ مَا عَمِلَ مَعَهَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مُعَاذٌ مَا اَزْعَمُ اَنَّ رَجُلًا اَفْقَهَ بِالسُّنَّةِ مِنْ هٰذَا.

আবু হানীফা-হারিস-আবু মুসলিম খাওলানী বলিয়াছেন — যখন হজরত মুয়াজ 'হিম্স' নামক স্থানে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন তাঁহার কাছে একজন যুবক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিয়াছেন — আপনি সেই ব্যক্তির সম্পর্কে কি রায় প্রদান করিতেছেন? যে ব্যক্তি আত্মীয়দের সহিত সুসম্পর্ক রাখিয়াছে, সৎ কাজ করিয়াছে, সত্য কথা বলিয়াছে, আমানত আদায় করিয়াছে, নিজের পেট ও লজ্জাস্থানকে পবিত্র রাখিয়াছে ও সাধ্যমত সৎ কর্ম করিয়াছে কিন্তু আল্লাহ্ ও তাহার রসূল সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিয়াছে। হযরত মুয়াজ বলিয়াছেন — নিশ্চয় এই সন্দেহ তাহার সমস্ত আমলকে বরবাদ করিয়া দিবে। (অতঃপর তিনি আবার) বলিয়াছেন —

pdf By Syed Mostafa Sakib

সেই ব্যক্তির সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? যে ব্যক্তি পাপের কাজ করিয়াছে, (অন্যায় ভাবে) হত্যা করিয়াছে, জেনা করা ও অপরের সম্পদ হালাল ধারণা করিয়াছে; কিন্তু সে খাঁটি ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নাই এবং নিশ্চয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন তাহার বান্দা ও তাহার রসূল। হজরত মুয়াজ (উত্তরে) বলিয়াছেন — আমি আশা করিতেছি (যে, সে নাজাত পাইবে) এবং আমি তাহার প্রতি ভয় করিতেছি (যে, সে শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হইবে)। (অতঃপর) যুবক বলিয়াছে — আল্লাহ্‌র শপথ! যদিও তাহার বদ্ আমলগুলি নেক আমলকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে কিন্তু এই বদ্ আমলগুলি তাহার ঈমানকে ক্ষতি করিতে পারিবে না। তারপর যুবক চলিয়া গিয়াছে। অতঃপর হজরত মুয়াজ বলিয়াছেন — আমার ধারণায় এই ব্যক্তির থেকে কেহ সুন্নাত সম্পর্কে বড় বুঝদার নাই।

হাদীস নং —১২

حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِىْ عَنْ رَبْعِىْ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يَدْرُسُ الْاِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْىُ الثَّوْبِ وَ لَا يَبْقَى اِلَّا شَيْخٌ كَبِيْرٌ اَوْعَجُوْزٌ فَانِيَةٌ يَقُوْلُوْنَ قَدْ كَانَ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ هُمْ لَا يَقُوْلُوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ قَالَ فَقَالَ صِلَةُ بْنُ زُيْدٍ فَمَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ هُمْ لَا يَصُوْمُوْنَ وَ لَا يُصَلُّوْنَ وَ لَا يَحُجُّوْنَ وَ لَا يَتَصَدَّقُوْنَ قَالَ يَنْجُوْنَ بِهَا مِنَ النَّارِ.

হাম্মাদ-আবু হানীফা-আবু মালিক আশজায়ী-রাব্য়ী ইবনো খিরাশ — হজরত হুযাইফা বলিয়াছেন — ইসলাম খতম হইয়া যাইবে যেমন কাপড়ের নকশা খতম (শেষ) হইয়া যায়। কেবল একটি অতি বৃদ্ধ অথবা একটি অতি বৃদ্ধা বাঁচিয়া যাইবে। মানুষ বলবে যে, একটি সম্প্রদায় বলিত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অথচ তাহারা নিজেরা বলিবে না 'লা ইলাহা ইল্লাহ্'। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — (এই কথা শ্রবণ করতঃ মজলিসের এক ব্যক্তি) সিলাহ ইবনো যায়েদ বলিয়াছেন — হে আব্দুল্লাহ্! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা কি তাহাদের কোনো উপকার হইবে? অথচ তাহারা না রোযা করিয়া থাকে, না নামায পড়িয়া থাকে, না হজ্জ করিয়া থাকে ও সাদকা (যাকাত আদায়) করিয়া থাকে। হজরত মুয়াজ বলিয়াছেন — ইহাতে তাহারা আগুন থেকে নাজাত পাইয়া যাইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম আবু হানীফার এক উস্তাদের নাম হাম্মাদ ও তাঁহার পুত্রের নামও হাম্মাদ। সুতরাং যখন ইমাম আবু হানীফার আগে হাম্মাদ হইবে, তখন হাম্মাদ হইবে তাঁহার পুত্র। আর যখন ইমাম আবু হানীফার পরে হাম্মাদ হইবে, তখন হাম্মাদ হইবে তাঁহার উস্তাদ। (অনুবাদক)

হাদীস নং —১৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ الْمِسْعَرُ عَنْ يَزِيْدٍ قَالَ كُنْتُ اَرىٰ رَأْىَ الْخَوَارِجِ فَسَأَلْتُ بَعْضَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ فَاَنْقَذَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهِ.

আবু হানীফা ও যিমরায় — ইয়াযিদ বলিয়াছেন — আমি প্রথমে খারিজীদের মতামত পোষণ করিতাম (যে, গোনাহ্ কাবীরার কারণে মানুষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাফের হইয়া চির জাহান্নামী হইবার উপযুক্ত হইয়া যায়)। সুতরাং আমি (এই বিষয়ে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একাংশ সাহাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, আমি যাহা বলিয়া থাকি — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথা ইহার বিপরীত। অতঃপর আল্লাহ্ আমাকে এই বদ্ আক্বীদাহ্ থেকে বাঁচাইয়া নিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইসলামের মধ্যে খারিজী সম্প্রদায় হইল একটি গোমরাহ্ সম্প্রদায়। ইহাদের একটি বিশেষ ধারণা হইল যে, মানুষ কোনো বড় গোনাহ্ করিলে কাফের হইয়া যায় কিন্তু বর্তমান হাদীসগুলি হইল তাহাদের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। (অনুবাদক)

হাদীস নং —১৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَلْقَمَةَ وَ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ فَسَأَلَهُ عَلْقَمَةُ فَقَالَ لَهُ يَا اَبَا مُحَمَّدَ اَنَّ بِبِلَادِ نَا قَوْمًا لاَ يُثْبِتُوْنَ لاَنْفُسِهِمُ الاِيْمَانَ وَ لَيَكْرَهُوْنَ اَنْ يَّقُوْلُوْا اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ بَلْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ وَ مَا لَهُمْ لاَ يَقُوْلُوْنَ قَالَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا اِذَا اَثْبَتْنا لاَنْفُسِنَا الاِيْمَانَ جَعَلْنَا لاَنْفُسِنَا الْجَنَّةَ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا مِنْ خُدَعِ الشَّيْطَانِ وَ حَبَائِلِهِ وَ حِيَلِهِ اَلْجَأَهُمْ اِلٰى اَنْ دَفَعُوْا اَعْظَمَ مِنَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ وَ هُوَ الاِسْلاَمُ وَ خَالَفُوْا سُنَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَأَيْتُ اَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ وَ لاَ يَقُوْلُوْنَ اِنَّا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَوْعَذَّبَ اَهْلَ سَمٰوٰتِهِ وَ اَهْلَ اَرْضِهِ لَعَذَّ بَهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ يَا اَبَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَوْ عَذَّبَ الْمَلاَئِكَةَ الَّذِيْنَ لَمْ يَعْصُوْهُ طُرْفَةَ عَيْنٍ عَذَّ بَهُمْ وَ هُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ هٰذَا عِنْدَ نَا عَظِيْمٌ فَكَيْفَ نَعْرِفُ هٰذَا فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ اَخِى مِنْ هٰهُنَا ضَلَّ اَهْلُ الْقَدَرِ فَاِيَّاكَ اَنْ تَقُوْلَ بِقَوْلِهِمْ فَاَنَّهُمْ اَعْدَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلرَّادُّوْنَ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيِّهِ ﷺ قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْشَآءَ لَهَدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ اِشْرَحْ يَا اَبَا مُحَمَّدُ شَرْحًا يُذْهِبُ عَنْ قُلُوْبِنَا هٰذِهِ الشُّبْحَةَ فَقَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى دَلَّ الْمَلاَئِكَةَ عَلٰى تِلْكَ الطَّاعَةِ وَ اَلْهَمَهُمْ اِيَّا هَا وَ عَزَّمَهُمْ عَلَيْهَا وَ جَبَرَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ وَ هٰذِهِ نِعَمٌ اَنْعَمَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَوْطَا لَبَهُمْ بِشُوْكِرِهٰذِهِ النِّعَمِ مَ قَدَرُوْا عَلٰى ذٰلِكَ وَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

قَصَرُوْا وَ كَانَ لَهٗ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِتَقْصِيْرِ الشُّكْرِ وَ هُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ.

আবু হানীফা বলিয়াছেন — আমি আলকামা ও আত্বা ইবনো রিবাহ এর সঙ্গে ছিলাম। আলাকামা হজরত আত্বাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — হে আবু মোহাম্মাদ! নিশ্চয় আমাদের শহরগুলিতে একটি সম্প্রদায় রহিয়াছে, যাহারা নিজেদের জন্য (অকাট্ট) ঈমান প্রমাণ করিয়া থাকে না, বরং তাহারা এইরূপ বলাকে অপছন্দ করিয়া থাকে-নিশ্চয় আমরা হইলাম ঈমানদার। বরং তাহারা বলিয়া থাকে — নিশ্চয় আমরা ঈমানদার ইন্‌শা-আল্লাহ্ তাআলা। আত্বা বলিয়াছেন — তাহাদের কি হইয়াছে যে, তাহারা (নিজদিগকে অকাট্ট মু'মিন) বলিয়া থাকে না। আলকামা বলিয়াছেন — তাহারা বলিয়া থাকে যে, নিশ্চয় আমরা যখন আমাদের ঈমানকে (অকাট্ট ভাবে) প্রমাণ করিবো, তখন নিজেদের জন্য জান্নাতের দাবী করা হইবে। আত্বা বলিয়াছেন -সুবহানাল্লাহ্! ইহা হইল শয়তানী ধোকা, তাহার প্ররচনা ও বাহানা যে, সে তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র সব চাইতে বড় নিয়ামতকে অমান্য করিতে বাধ্য করিয়াছে যাহা তাহাদের উপর রহিয়াছে। আর সেই বড় নিয়ামত হইল ইসলাম। আর (এই প্ররচনায়) তাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাতের বিরোধিতা করিয়া বসিয়াছে। আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগণকে দেখিয়াছি — তাঁহারা নিজেদের জন্য (অকাট্ট ভাবে) ঈমান প্রমাণ করিতেন এবং তাঁহারা ইহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে বর্ণনা করিতেন। অতঃপর আত্বা বলিয়াছেন — নিশ্চয় সাহাবায়ে কিরামগণ বলিতেন — আমরা অবশ্যই ঈমানদার। কিন্তু তাহারা বলিতেন না যে, নিশ্চয় আমরা জান্নাতী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা যদি সমস্ত আসমান ও জমীনবাসীকে শাস্তি দিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহাদের প্রতি যালেম হইবেন না। তখন আলকামা (আত্বাকে) বলিয়াছেন — হে আবু মোহাম্মাদ! যদি আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাগণকে শাস্তি দিয়া থাকেন, যাহারা তাহার

এক মুহূর্তের জন্য অবাধ্য হয় নাই, তবে কি তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া যালেম হইবেন না? আত্বা বলিয়াছেন — হ্যাঁ। (অর্থাৎ যালেম হইবেন না) আলকামা বলিয়াছেন — ইহা হইল আমাদের নিকটে একটি বড় জটিল ব্যাপার। আমরা ইহা কেমন করিয়া জানিবো? অতঃপর আত্বা হজরত আলকামাকে বলিয়াছেন — হে ভাইপো! এই স্থলে কাদরীয়া সম্প্রদায় গোমরাহ্ হইয়াছে। সুতরাং তোমরা তাহাদের এইরূপ কথা বলা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তাহারা হইল আল্লাহ্ তাআলার দুশমন, তাহারা আল্লাহ্‌র কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী। আল্লাহ্ তাআলা কি তাহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিয়া থাকেন না যে, তুমি বলো — আল্লাহ্‌র নিকটে রহিয়াছে প্রকাশ্য দলীল। যদি তিনি চাহিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তোমাদের সবাইকে হিদায়েত করিতেন, আলকামা আত্বাকে বলিয়াছেন — হে আবু মোহাম্মাদ! আপনি (এই কথার এমন) ব্যাখ্যা দিন যাহাতে আমাদের অন্তর থেকে এইরূপ সন্দেহ দূর হইয়া যায়। আত্বা বলিয়াছেন— আল্লাহ্ তায়ালা কি ফিরিশ্‌তাদিগকে (এই প্রকার), আনুগত্বের দিকে পথ প্রদর্শন করেন নাই এবং তাহাদিগকে ইহার পদ্ধতি বলিয়া দেন নাই এবং তাহাদিগকে ইহার উপরে কি মজবুত করিয়া রাখেন নাই? আলকামা জবাব দিয়াছেন — হ্যাঁ। অতঃপর আত্বা বলিয়াছেন — এই অবদানগুলি আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের প্রতি রাখিয়াছে। আলকামা বলিয়াছেন — হ্যাঁ। আত্বা বলিয়াছেন — যদি (আল্লাহ্) তাহাদের কাছে এই নিয়ামতগুলির কৃতজ্ঞতা চাহিয়া থাকেন, তবে তাহারা সক্ষম হইবে না এবং তাহারা অক্ষম হইয়া থাকিবে। তাহার অধিকার রহিয়াছে যে, কৃতজ্ঞতায় অক্ষম থাকিবার কারণে তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন এবং তিনি তাহাদের প্রতি যালেম হইবেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ وُجُوْبِ الاِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা জরুরী

হাদীস নং —১৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ سُرَاقَةَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَدِّثْنَا عَنْ دِيْنِنَا كَاَنَّا وُلِدْنَا لَهٗ اَنَعْمَلُ بِشَىْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَ جَفَّتْ بِهِ الْاَقْلَامُ اَمْ فِىْ شَىْءٍ نَسْتَقْبِلُ فِيْهِ الْعَمَلَ قَالَ بَلْ فِىْ شَىْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيْرُ وَ جَفَّتْ بِهِ الْاَقْلَامُ قَالَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَ خُلِقَ لَهٗ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَا تَّقٰى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى.

আবু হানীফা-আবু যুবাইর-জাবির হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সুরাকা বলিয়াছেন — ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমাদের দ্বীনের হাকীকাত সম্পর্কে বর্ণনা করিয়া দিন, যাহা হইল আমাদের পয়দা হইবার উদ্দেশ্য। আমরা কি তাহাই করিয়া থাকি, যাহা তাকদীরে লেখা হইয়া গিয়াছে, যাহা লিখিয়া কলম শুকাইয়া গিয়াছে অথবা সেই জিনিষ যাহা আমরা আমল করিবো? হুজুর পাক বলিয়াছেন — বরং সেই জিনিষ আমল হইবে যাহা তাকদীরে লেখা হইয়া গিয়াছে এবং কলম লিখিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। সুরাকা বলিয়াছেন — তবে আমল করিবার প্রয়োজন কি? হুজুর পাক বলিয়াছেন — আমল তো করিয়া

থাকো। তবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাহাই (করা) সহজ হইবে যাহার জন্য সে পয়দা হইয়াছে। (অতঃপর তিনি এই অয়াাত পাক পাঠ করিয়াছেন) সুতরাং অবশ্য যে ব্যক্তি সম্পদ দান করিয়াছে এবং (আল্লাহ্কে) ভয় করিয়াছে এবং ভাল কথা, (ইসলামকে) সমর্থন করিয়াছে। তবে আমি তাহার জন্য আরামের সামান সহজ করিয়া দিবো এবং যে ব্যক্তি কৃপণতা করিয়াছে এবং বেপরওয়া হইয়াছে এবং ভাল কথা (ইসলামকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহার জন্য কষ্টের সামান সহজ করিয়া দিবো।

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْعَمَلِ

আমলের প্রতি প্রেরণা

হাদীস নং —১৬

حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ اِلاَّ وَ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مُدْ خَلَهَا وَ مُخْرَجَهَا وَ مَا هِىَ لاَ قِيَةٌ قِيْلَ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ بِمَا خُلِقَ لَهٗ فَمَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ يُسِّرَ لِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ يُسِّرَ لِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ قَالَ الْاَنْصَارِىُّ اَلاٰنَ حَقَّ الْعَمَلُ.

হাম্মাদ আবু হানীফা — আব্দুল আজীজ ইবনো রুফাই - মুসয়াব -

pdf By Syed Mostafa Sakib

সায়াদ - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — এমন কোন মানুষ নাই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা লিখিয়া দিয়াছেন যাহা জান্নাত ও জাহান্নাম তাহার সামনে রহিয়াছে। কেহ বলিয়াছেন তবে আমল করিবার কারণ কি ইয়া রাসূলাল্লাহ্? হুজুর পাক বলিয়াছেন— আমল তো করো। যে ব্যক্তিকে যাহার জন্য পয়দা করা হইয়াছে সেই জিনিষ তাহার জন্য সহজ হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতী হইবে, তাহার জন্য জান্নাতীদের আমল সহজ হইবে এবং যে ব্যক্তি জাহান্নামী হইবে তাহার জন্য জাহান্নামীদের আমল সহজ হইবে. আনসারী বলিয়াছেন — এখন আমল করা হক্ক হইয়া গিয়াছে।

হাদীস নং —১৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَفْسٍ اِلاَّ وَ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ مُدْ خَلَهَا وَ مُخْرَجَهَا وَ مَا هِىَ لاَ قِيَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَفِيْمَ الْعَمَلُ اِذًا يَا سَرُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِعْمَلُوْا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا اَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُسَرِّرُوْا لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَ اَمَّا اَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُسِرِّرُوا لِعَمَلِ اَهْلِ لسَّعَادَةِ فَقَالَ اَلْاَنْصَارِىُ اَلاٰنَ حَقَّ الْعَمَلُ .

আবু হানীফা-আব্দুল আজীজ-মুসয়াব ইবনো সায়াদ ইবনো আবু আক্কাস - তাহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — এমন কোনো মানুষ নাই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাহার জান্নাত ও জাহান্নাম লিখিয়া দিয়াছেন, যাহা তাহার সামনে রহিয়াছে।

জনৈক আনসারী ব্যক্তি বলিয়াছেন — তবে আমল করিবার কারণ কি ইয়া রসূলাল্লাহ্? হুজুর পাক বলিয়াছেন — তোমরা আমল করো। প্রত্যেকের জন্য তাহাই সহজ হইবে যাহার জন্য তাহাকে পয়দা করা হইয়াছে। বদ্কারদের জন্য বদ্কারী আমল হইল সহজ এবং নেক্কারদের জন্য নেক্কারী আমল হইল সহজ। অতঃপর আনসারী বলিয়াছেন — এখন আমল করা হক্ক হইয়া গিয়াছে।

بَابُ ذَمِّ الْقَدَرِيَّةِ

ক্বাদরিয়া সম্প্রদায়ের নিন্দা

হাদীস নং —১৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْئُ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ اِلَى الزَّنْدِقَةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَلاَ تُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَ اِنْ مَا تُوْا فَلاَ تُشَيِّعُوْهُمْ فَاِنَّهُمْ شَيْعَةُ الدَّجَّالِ وَ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ حَقٌّ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِى النَّارِ

আবু হানীফা-হাইসাম নাফে' — ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — একটি সম্প্রদায় আসিবে যাহারা বলিবে, তাকদীর বলিয়া কিছুই নাই। অতঃপর তাহারা বেদ্বীন হইয়া যাইবে। সুতরাং যখন তোমরা তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিবে তখন তাহাদের সালাম করিবে না এবং যদি তাহারা অসুস্থ হইয়া যায়, তবে তাহাদের রোগ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না এবং যদি তাহারা মরিয়া যায়, তবে তাহাদের জানাযায় শরীক হইবে না। নিশ্চয় তাহারা হইল দাজ্জালের দল এবং এই উম্মাতের অগ্নিপূজক। আল্লাহ্‌র প্রতি হক্ব হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে জাহান্নামের সঙ্গী করিয়া দিবেন।

হাদীস নং —১৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْئُ قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدْرَ ثُمَّ يَخْرُجُوْنَ مِنْهُ اِلَى الزَّنْدِ قَةِ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْ هُمْ فَلاَتُسَلِّمُوْا عَلَيْهِمْ وَ اِنْ مَرِضُوْا فَلاَ تَعُوْدُوْهُمْ وَ اِنْ مَا تُوْا فَلاَ تَشْهَدُوْا جَنَائِزَهُمْ فَاِنَّهُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ وَ مَجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِمْ فِى النَّارِ.

আবু হানীফা-নাফে' —ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —এমন একটি সম্প্রদায় আসিবে যাহার বলিবে তাকদীর (ভাগ্য) বলিয়া কিছুই নাই। অতঃপর তাহারা বেদ্বীন হইয়া যাইবে। সুতরাং যখন তোমরা তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিবে, তখন তোমরা তাহাদের সালাম করিবে না এবং যদি তাহারা অসুস্থ হইয়া যায়, তবে তাহাদের রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যাইবে না এবং যদি তাহারা মরিয়া যায়, তবে তাহাদের জানাযায় শরীক হইবে না। নিশ্চয় তাহারা হইল দাজ্জালের দল এবং এই উম্মাতের অগ্নিপূজক। আল্লাহ্ তাআলার জন্য হক্ব হইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে জাহান্নামের সহিত মিলাইয়া দিবেন।

হাদীস নং —২০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَالِمٍ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْقَدْرِيَّةَ وَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَبْلِىْ اِلاَّ حَذَّرَ اُمَّتَهٗ مِنْهُمْ وَ لَعَنَهُمْ.

আবু হানীফা-সালিম ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা কাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশম্পাত করিয়াছেন এবং হুজুর পাক বলিয়াছেন — আমার পূর্বে এমন কোনো নবীকে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু তিনি তাহার উম্মাতকে তাহাদের (কাদরিয়াদের) সম্পর্কে ভয় দেখাইয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি অভিশম্পাত করিয়াছেন।

হাদীস নং —২১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْقَدْرِيَّةَ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لاَ رَسُوْلٍ اِلاَّ لَعَنَهُمْ وَ نَهٰى اُمَّتَهٗ عَنِ الْكَلاَمِ مَعَهُمْ.

আবু হানীফা-আলকামা-ইবনো বুরাইদা — তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা ক্বাদরিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশম্পাত করিয়াছেন এবং এমন কোনো নবী ও রসূল আসেন নাই, যিনি তাহাদের প্রতি

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিশম্পাত করেন নাই এবং তাহার উম্মাতকে তাহাদের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَدَرِيَّةُ مُجُوْسُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَ هُمْ شِيْعَةُ الدَّجَّالِ.

আবু হানীফা-নাফে' -ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ক্বাদরিয়া সম্প্রদায় হইল এই উম্মাতের অগ্নিপূজক এবং তাহারা হইল দাজ্জালের দল।

بَابُ الشَّفَاعَةِ

শাফায়াত এর বিবরণ

হাদীস নং —২৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ يَزِيْدُ فَقُلْتُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ وَ مَاهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا قَالَ جَابِرٌ اِقْرَأْ مَا قَبْلَهَا اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّمَا هِيَ فِي الْكُفَّارِ.

আবু হানীফা-ইয়াযীদ ইবনো সুহাইব - জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াতে গোনাহ্গার ঈমানদারদিগকে জাহান্নাম থেকে বাহির করিবেন। ইয়াযিদ বলিয়াছেন — আমি বলিয়াছি, আল্লাহ্ তাআলা বলিতেছেন — তাহারা (জাহান্নামীরা) জাহান্নাম থেকে বাহির হইবে না। হযরত জাবির বলিয়াছেন — ইহার পূর্ববর্তী অংশ পাঠ করো নিশ্চয় (ইহা হইল তাহাদের সম্পর্কে) যাহারা কাফের হইয়াছে এবং নিশ্চয় এই আয়াত হইল কাফেরদের সম্পর্কে।

হাদীস নং —২৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنَ الْمُوَحِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا امْتَحَشُوْا وَ صَارُوْا فَحْمًا فَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْجَنَّةَ فَيَسْتَغِيْثُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى مِمَّا تُسَمِّيْهِمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ فَيُذْهِبُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ ذٰلِكَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-রাবয়ী ইবনো খিরাশ - হুযাইফা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা একদল তাওহীদবাদী (আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী) কে জাহান্নাম থেকে বাহির করিবেন যখন তাহারা পুড়িয়া কয়লা হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইবে। অতঃপর তাহাদিগকে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্র কাছে (সেই সম্পর্কে) আবেদন করিবে যে, জান্নাতীরা তাহাদিগকে জাহান্নামী বলিয়া ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাহাদের থেকে তাহা দূর করিয়া দিবেন।

হাদীস নং —২৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُوْدًا قَالَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ الشَّفَاعَةُ يُعَذِّبُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ بِذُنُوْبِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُؤْتٰى بِهِمْ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ الْحَيَوَانُ فَيَغْتَسِلُوْنَ فِيْهِ ثُمَّ يُدْخَلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمَّوْنَ فِى الْجَنَّةِ اَلْجَهَنَّمِيِّيْنَ ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ، تَعَالٰى فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الْاِسْمَ.

আবু হানীফা-আত্বীয়াহ্-আবু সাঈদ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে আল্লাহ্ তাআলার এই অয়াত 'আঁসা আঁই ইয়াব আসাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমূদা' (অবিলম্বে তোমরা প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ করিবেন) এর প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মাকামে মাহমূদ হইল শাফায়াত। আল্লাহ্ তাআলা একদল ঈমানদারকে তাহাদের গোনাহ সমূহের কারণে আযাব দিবেন। অতঃপর (তাহাদিগকে) মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াতে (জাহান্নাম থেকে) বাহির করিবেন। তারপর তাহাদিগকে আনা হইবে 'হায়ওয়ান' (চির জীবন) নামক একটি নদীর নিকটে। তাহাতে তাহারা গোসল করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। তবে জান্নাতে তাহাদিগকে জাহান্নামী বলিয়া নাম রাখা হইবে। অতঃপর তাহারা আল্লাহ্ তাআলার কাছে (এই ব্যাপারে) আবেদন করিবে। অতঃপর তাহাদের থেকে ঐ নাম মুছিয়া দেওয়া হইবে।

হাদীস নং —২৬

حَمَّادٌ عَنْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رض عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامً مَحْمُوْدًا قَالَ يُخْرِجُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَوْمًا مِّنَ النَّارِ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ وَ الْقِيْلَةِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَذٰلِكَ هُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُوْدُ فَيُؤْتٰى بِهِمْ نَهْرًا يُقَالُ لَهُ الْيَوَانُ فَيُلْقَوْنَ فِيْهِ فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الثَّعَارِيْرُ ثُمَّ يُخْرَجُوْنَ فَيُدْخَلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ ثُمَّ يَطْلُبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُّذْهِبَ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الْاِسْمَ فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ.

হাম্মাদ-আবু হানীফা-আত্বীয়াতুল আওফী বর্ণনা করিয়াছেন — আমি হজরত আবু সাঈদ খুদরীকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে পাঠ করিতে শুনিয়াছি 'আঁসা আঁই ইয়াব আঁসাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমূদা' (অবিলম্বে তোমার প্রতিপালক

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোমাকে মাকামে মাহমূদে প্রেরণ করিবেন)। অতঃপর বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা একদল ঈমানদার ও আহ্লে কিবলাকে জাহান্নাম থেকে মোহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াতে বাহির করিবেন এবং ইহাই হইল মাকামে মাহমূদ। অতঃপর তাহাদিগকে 'হায়ওয়ান' নামক নদীতে লইয়া যাওয়া হইবে এবং তাহাতে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইবে। অতঃপর তাহারা কাঁকুড়ের মত তাজা হইয়া যাইবে। তারপর তাহাদিগকে সেখান থেকে বাহির করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। তবে তাহাদের নাম দেওয়া হইবে জাহান্নামী। তারপর তাহার আল্লাহ্র তাআলার নিকট সেই নাম দূর করিবার জন্য আবেদন করিলে আল্লাহ্ তাহাদের থেকে (সেই নামকে) মুছিয়া দিবেন।

হাদীস নং —২৭

حَمَّادٌ عَنْ اَبِیْ حَنِیْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ قَالَ یَدْخُلُ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْاِیْمَانِ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ النَّارَ بِذُنُوْبِهِمْ فَیَقُوْلُ لَهُمُ الْمُشْرِكُوْنَ مَا اَغْنٰی عَنْكُمْ اِیْمَانُكُمْ وَ نَحْنُ وَ اَنْتُمْ فِیْ دَارٍ وَاحِدَةٍ نُعَذَّبُ فَیَغْضِبُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُمْ فَیَأْمُرُوْنَ اَنْ لاَّ یَبْقٰی فِی النَّارِ اَحَدٌ یَّقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَیُخْرِجُوْنَ وَ قَدِ احْتَرَقُوْا حَتّٰی صَارُوْا كَالْحُمَمَةِ السَّوْدَاءِ اِلاَّ وُجُوْهَهُمْ فَاِنَّهٗ لاَ یُزَرِّقُ اَعْیُنَهُمْ وَ لاَ تُسَوِّدُ وُجُوْهَهُمْ فَیُؤْتٰی بِهِمْ نَهْرًا عَلٰی بَابِ الْجَنَّةِ فَیَغْتَسِلُوْنَ فِیْهِ فَیَذْهَبُ كُلُّ فِتْنَةٍ وَ

اَذًی ثُمَّ یُدْ خَلُوْنَ الْجَنَّةَ فَیَقُوْلُ لَهُمُ الْمَلِكُ طِبْتُمْ فَادْ خُلُوْهَا خَالِدِیْنَ فَیُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِیِّیْنَ فِی الْجَنَّةِ ـ قَالَ ثُمَّ یَدْعُوْنَ فَیُذْهِبُ عَنْهُمْ ذٰلِكَ الْاِسْمَ فَلاَ یُدْعَوْنَ بِهٖ اَبَدًا فَاِذَا خَرَجُوْا قَالَ الْكُفَّارُ یَا لَیْتَنَا كُنَّا مُسْلِمِیْنَ فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ رُبَمَا یَوَدُّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِیْنَ.

হাম্মাদ-আবু হানীফা -আব্দুল মালিক-ইবনো আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — কিয়ামতের দিন একদল ঈমানদার নিজেদের গোনাহের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করিবে। এই সময়ে মুশরিকরা তাহাদিগকে বলিবে — তোমাদের ঈমান তোমাদের কোনো কাজে আসে নাই। আমরা ও তোমরা একই ঘরে আযাবে লিপ্ত রহিয়াছি। ইহাতে আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিবেন। অতঃপর তাহাদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইবে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারী একজন জাহান্নামে থাকিবে না। অতঃপর তাহাদিগকে (জাহান্নাম থেকে) বাহির করা হইবে এই অবস্থায় যে, তাহারা পুড়িয়া কালো কয়লা হইয়া গিয়াছে কেবল তাহাদের মুখ মণ্ডল নিরাপদ রহিয়াছে। তাহাদের চক্ষুগুলি না নীল হইবে, না তাহাদের মুখমণ্ডল কালো হইবে। তাহাদিগকে জান্নাতের দরওয়াজায় একটি নদীতে আনা হইবে। অতঃপর তাহারা তাহাতে গোসল করিবে, তখন সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হইয়া যাইবে। তারপর তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হইবে। জান্নাতের ফিরিশতা তাহাদিগকে বলিবেন — তোমরা পবিত্র হইয়া গিয়াছো। সুতরাং তোমরা জান্নাতে চিরস্থায়ী হইয়া থাকো। তবে তাহাদিগকে জান্নাতে জাহান্নামী নাম রাখা হইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, — তারপর তাহারা (দরবারে ইলাহীতে) প্রার্থনা করিবে এবং আল্লাহ্ তাহাদের থেকে সেই নামকে মুছিয়া দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতঃপর তাহাদিগকে আর কখনোই ঐ নামে ডাকা হইবে না। যখন তাহারা (জাহান্নাম থেকে) বাহির হইবে তখন কাফেররা বলিবে হায়, আমরাও যদি মুসলমান হইতাম। আল্লাহ্ তাআলার উক্তি 'রুবামা ইয়া দুল্লাজিনা কাফারু লাও কানু মুসলিমীনা' (অনেক সময়ে কাফে ররা আবেগে বলিবে, যদি তাহারা মুসলমান হইতো!) এর অর্থ হইল ইহাই।

হাদীস নং —২৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ يَبْقٰى اَحَدٌ مِّنَ الْمُوَحِّدِ بْنِ فِى النَّارِ قَالَ نَعَمْ رَجُلٌ فِىْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِىْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتَهٗ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَتَعَجَّبُ مِنْ ذٰلِكَ الصَّوْتِ فَقَالَ اَلْعَجَبُ اَلْعَجَبُ ثُمَّ لَمْ يَصْبِرْ حَتّٰى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَىْ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرَئِيْلُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهٗ فَيَقُوْلُ مَارَأَيْتَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَارَاٰهُ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ قَعْرِ جَهَنَّمَ يُنَادِىْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذٰلِكَ الصَّوْتِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى

يَا جِبْرَئِيْلُ اِذْهَبْ اِلٰى مَالِكٍ قُلْ لَهٗ اَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِىْ يُنَادِىْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَيَذْهَبُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِلٰى بَابٍ مِّنْ اَبْوَابِ جَهَنَّمَ فَيَضْرِبُهٗ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ مَالِكٌ فَيَقُوْلُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى يَقُوْلُ اَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِىْ يُنَادِىْ بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ فَيَدْخُلُ فَيَطْلُبُهٗ فَلَا يُوْجَدُ وَ اَنَّ مَالِكًا اَعْرَفُ بِاَهْلِ النَّارِ مِنَ الْاُمِّ بِاَوْلَادِهَا فَيَخْرُجُ فَيَقُوْلُ لِجِبْرَئِيْلَ اِنَّ جَهَنَّمَ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا اَعْرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيْدِ وَ لَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ فَيَرْجِعُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتّٰى يَصِيْرَ بَيْنَ يَدَىْ عَرْشِ الرَّحْمٰنِ سَاجِدًا فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اِرْفَعْ رَأْسَكَ بَاجِبْرَئِيْلُ لِمَ لَمْ تَجِئْ بِعَبْدِىْ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اِنَّ مَالِكًا يَقُوْلُ اِنَّ جَهَنَّمَ قَدْ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا اَعْرِفُ الْحَجَرَ مِنَ الْحَدِيْدِ وَ لَا الْحَدِيْدَ مِنَ الرِّجَالِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلْ لِمَالِكٍ اِنَّ عَبْدِىْ فِىْ قَعْرٍ كَذَا وَ كَذَا فِىْ سِتْرٍ كَذَا وَ كَذَا.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ বলিয়াছেন — জনৈক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়া বলিয়াছেন — ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোনো তাওহীদবাদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

(কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারী) কি জাহান্নামে থাকিবে? হুজুর পাক বলিয়াছেন — হ্যাঁ, এক ব্যক্তি জাহান্নামের গভীরে থাকিয়া 'ইয়া হান্নানুল মান্নান' বলিয়া চিৎকার করিবে। শেষ পর্যন্ত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম তাহার আওয়াজ শুনিতে পাইবেন। এই আওয়াজে তিনি আশ্চর্য হইবেন এবং তিনি বলিবেন আশ্চর্য! আশ্চর্য! অতঃপর তিনি ধৈর্যধারণ করিতে পারিবেন না। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আর্শের সম্মুখে সিজদায় পড়িয়া যাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারক তাআলা বলিবেন - জিবরাঈল! মাথা উঠাও। তিনি তাঁহার মাথা উঠাইবেন। আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন — তুমি কি আশ্চর্য দেখিয়াছো? অথচ তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা আল্লাহ্ ভালই অবগত রহিয়াছেন। অতঃপর জিবরাঈল বলিবেন — আমার প্রতিপালক! আমি জাহান্নামের গভীর হইতে একটি আওয়াজ শুনিয়াছি যে, হান্নান মান্নান বলিয়া আহ্বান করিতেছে। এই আওয়াজে আমি আশ্চর্য হইয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্ তাবারক তাআলা বলিবেন — হে জিবরাঈল! তুমি জাহান্নামের দরওয়ানের কাছে যাও, তাহাকে বলে সেই বান্দাকে বাহির করিয়া আনো, যে ব্যক্তি হান্নান মান্নান বলিয়া আহ্বান করিতেছে। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জাহান্নামের দরওয়াজার কাছে যাইবেন এবং দরওয়াজায় আওয়াজ দিবেন। অতঃপর বাহির হইবেন তাহার কাছে জাহান্নামের দরওয়ান। এই সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বলিবেন — আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ করিতেছেন যে, সেই বান্দাকে (জাহান্নাম থেকে) বাহির করিয়া দাও, যে 'হান্নান মান্নান' বলিয়া আহ্বান করিতেছে। দারোগা ভিতরে যাইবে এবং তাহাকে খুঁজিবে কিন্তু তাহাকে পাইবে না। অথচ মাতা নিজ সন্তানাদিকে যত চিনিয়া না থাকে তদোপেক্ষা বেশি দারোগা জাহান্নামীদের চিনিয়া থাকে। অতঃপর দারোগা বাহিরে আসিয়া জিবরাঈলকে বলিবেন — নিশ্চয় জাহান্নাম এমন একটি শ্বাস নিয়াছে (উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে) যে, আমি পাথরকে লোহা থেকে এবং লোহাকে মানুষদের থেকে পার্থক্য করিতে পারিতেছি না। অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ফিরিয়া যাইবেন

এবং আল্লাহ্‌র আর্শের সামনে সিজদায় পড়িয়া যাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন — জিবরাঈল! তোমার মস্তক উঠাও। তুমি আমার বান্দাকে কেন আনো নাই। তিনি বলিবেন — আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় দারোগা বলিতেছেন যে, জাহান্নাম একটি শ্বাস নিয়াছে যাহাতে আমি পাথরকে লোহা থেকে চিনিতে পারিতেছি না এবং না লোহাকে মানুষদের থেকে (চিনিতে পারিতেছি)। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন — তুমি দারোগাকে বলো — নিশ্চয় আমার বান্দা (জাহান্নামের) এই এই গভীরেও এই এই পরদার ভিতরে রহিয়াছে।

হাদীস নং —২৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُوْرِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ الْبَلْخِىُ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسٰى وَ يَزِيْدَ الطُّوْسِى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اُمَيَّةَ الْحَذَاءِ الْعَدْوِىُ عَنْ نُوْحِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يَزِيْدِ الرَّقَاشِىُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ تَشْفَعُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ وَ اَهْلِ الْعَظَائِمِ وَ اَهْلِ الدِّمَاءِ .

আবু হানীফা মোহাম্মাদ ইবনো মানসুর-ইবনো আবু সুলাইমান বালাখী ও মোহাম্মাদ ইবনো ঈসা ও ইয়াযিদ তুসী — কাসেম ইবনো উমাইয়াল হাযাইল আদবী- নূহ্ ইবনো কায়েস- ইয়াযিদ রাক্কাশী আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি বলিয়াছি, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি কিয়ামতের দিন কাহাদের শাফায়াত করিবেন? তিনি বলিয়াছেন — যাহারা (আল্লাহ্ ও বান্দার হক্ব নষ্ট করতঃ) বড় গোনাহ করিয়াছে এবং অন্যায় করতঃ রক্তপাত করিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩০

حَمَّادٌ عَنْ اَبِیْ حَنِیْفَةَ عَنْ اِسْمٰعِیْلَ بْنِ اَبِیْ خَالِدٍ وَ بَیَانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَیْسِ بْنِ اَبِیْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ جَرِیْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ یَقُوْلُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَیْلَةَ الْبَدْرِ لاَ تُضَامُوْنَ فِیْ رُؤْیَتِهٖ فَانْظُرُوْا اَنْ لاَ تُغْلَبُوْا فِیْ صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوْبِهَا ـ قَالَ حَمَّادٌ یَعْنِیْ الْغَدٰوةَ وَ الْعَشِیَّ.

হাম্মাদ-আবু হানীফা-ইসমাঈল ইবনো আবু খালিদ ও বাইয়ান ইবনো বাশার - কায়েস ইবনো আবু হাযিম বলিয়াছেন — আমি জারীর ইবনো অবাদুল্লাহ্‌কে বলিতে শুনিয়াছি, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — অবিলম্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখিবে যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতে এই চাঁদকে দেখিয়া থাকো। তাহা দেখিতে তোমাদিগকে কোনো কষ্ট দেওয়া হইবে না। লক্ষ্য রাখো যে, (শয়তানের প্ররচনায়) যেন সূর্য উদয়ের পূর্বেকার (ফজরের) নামায ও সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেকরা (যহুর ও আসরের) নামায আদায় করা থেকে বিরত না হইয়া যাও। হাম্মাদ বলিয়াছেন - অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যার নামায।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীসগুলি থেকে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইয়া যাইতেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াত ইসলামের একটি বিশেষ অধ্যায়। সমস্ত মুসলিম জাতি এই শাফায়াতকে স্বীকার করিয়া থাকে। কেবল ওহাবী সম্প্রদায় আল্লাহ্‌র রসূলের শাফায়াতকে অস্বীকার করিয়া থাকে। এই গোমরাহ্ সম্প্রদায় বর্তমানে আহ্‌লে হাদীস, সালাফী, মোহাম্মাদী, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি ভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে।

كِتَابُ الْعِلْمِ

ইল্‌ম অধ্যায়

بَابُ فَرْضِیَّةِ طَلَبِ الْعِلْمِ

ইল্‌ম অনুসন্ধান করা ফরজ হইবার বিবরণ

হাদীস নং — ৩১

اَبُوْ حَنِیْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِیْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیْضَةٌ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ.

আবু হানীফা -হাম্মাদ-আবু অয়েল-আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِحٍ عَنْ يَحْيٰ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ

আবু হানাফী-নাসেহ - ইয়াহ্ইয়া - আবু সালমা হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরজ।

بَابُ فَضِيْلَةِ التَّفَقُّهِ

ফিকাহ হাসেল করিবার ফজীলাত

হাদীস নং —৩৩

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وُلِدَتْ سِنَةَ ثَمَا نِيْنَ وَ حَجَجْتُ مَعَ اَبِىْ سِنَةَ سِتٍّ وَ تِسْعِيْنَ وَ اَنَا عَشَرَةَ سَنَةً فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ رَأَيْتُ حَلْقَةً عَظِيْمَةً فَقُلْتُ لِاَبِىْ حَلْقَةُ مَنْ هٰذِهِ فَقَالَ حَلْقَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزِءِ الزُّبَيْدِىُّ صَاحِبِ النَّبِىِّ ﷺ فَتَقَدَّمْتُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَفَقَّهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مُهِمَّهُ رِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন — আমি আশি হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এবং আমি আমার পিতার সহিত ছেয়ানব্বই হিজরীতে হজ্ব করিয়াছি। এই সময়ে আমার বয়স ছিল ষোল বৎসর। যখন আমি মসজিদে হারামে প্রবেশ করিয়াছি এবং আমি দেখিয়াছি (বহু মানুষের) একটি বড় মজলিস। অতঃপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই হাল্কাটি কাহাদের? তিনি বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবা আব্দুল্লাহ্ ইবনো হারিস ইবনো জায্ইয্ যুবাইদীর হাল্কা। অতঃপর আমি সামনে সরিয়া গিয়াছি এবং তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দ্বীনের গভীর জ্ঞান হাসেল করিয়াছে তাহার (দ্বীনি ও দুনিয়াবী) উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা হইলেন যথেষ্ট এবং এমন স্থান থেকে তাহার জীবিকা প্রদান করিবেন যে, সে বুঝিতে পারিবে না।

হাদীস নং —৩৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمُ وَ الْقُرْاٰنُ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল - আবু সালেহ - উম্মে হানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — হে আয়েশা! ইল্‌ম ও কুরআন যেন তোমার পোষাক হইয়া যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ فَضِيْلَةِ اَحْلِ الذِّكْرِ

জিকিরকারীদের ফজীলাত

হাদীস নং —৩৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَتْمَرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِقَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اَللّٰهَ تَعَالٰى فَقَالَ اَنْتُمْ مِنَ الَّذِيْنَ اُمِرْتُ اَنْ اَصْبِرَ نَفْسِيْ مَعَهُمْ وَ مَا جَلَسَ عِدْلُكُمْ مِنَ النَّاسِ فَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

আবু হানীফা-আলী ইবনো আকমার-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একটি জামায়াতের নিকট থেকে অতিক্রম করিয়াছেন যাহারা আল্লাহ্ তাআলার জিকির করিতে ছিলো। তিনি বলিয়াছেন — তোমরা তাহাদের অন্তর্ভূক্ত হইবে যাহাদের সহিত থাকিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায় পরায়ণ মানুষগণ যখন আল্লাহ্র জিকির করিয়া থাকে, তখন তাহাদিগকে ফিরিশতাগণ নিজেদের বাজুগুলি দ্বারা ঢাকিয়া নিয়া থাকে ও রহমাত তাহাদিগকে ঘিরিয়া নিয়া থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের আলোচনা করিয়া থাকেন নিজের নিকটস্থ (ফিরিশতা) দের কাছে।

হাদীস নং —৩৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْمَعُ اللّٰهُ الْعُلَمَآءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ لَمْ اَجْعَلْ حِكْمَتِيْ فِيْ قُلُوْبِكُمْ اِلاَّ وَ اَنَا اُرِيْدُكُمُ الْخَيْرَ اِذْ هَبُوْا اِلَى الْجَنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلٰى مَا كَانَ مِنْكُمْ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন আলেমদিগকে একত্রিত করিবেন। অতঃপর বলিবেন — নিশ্চয় আমি তোমাদের অন্তরে আমার হিকমাত (দ্বীনের ইল্ম) রাখি নাই কিন্তু এই জন্য যে , আমি তোমাদের মঙ্গল চাহিয়াছি। সুতরাং, তোমরা জান্নাতে যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের ক্ষমা করিয়া দিয়াছি যাহা কিছু তোমাদের মধ্যে ছিলো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ فِىْ تَغْلِيْظِ الْكِذْبِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَمَدًا

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলিবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا اَوْ قَالَ مَا لَمْ اَقُلْ فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ.

আবু হানীফা-কাসেম - তাহার পিতার থেকে - তাহার দাদার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি আমার প্রতি ইচ্ছাকৃত মিথ্যা কথা সম্বোধন করিয়াছে অথবা (আমার সম্পর্কে এমন কথা) বলিয়াছে, যাহা আমি বলি নাই। সুতরাং সে যেন নিজের স্থানকে জাহান্নাম বানাইয়া নিয়া থাকে।

হাদীস নং —৩৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أُمَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ وَ رَوَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ رُوْبَةَ شَدَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ.

আবু হানীফা-আত্বীয়া - আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা কথা বলিবে, সে যেন নিজের স্থানকে জাহান্নামে বানাইয়া নিয়া থাকে। এই হাদীসটি ইমাম আবু হানীফা রোবাতা শাদ্দাদ ইবনো আব্দুর রহমানের থেকে, তিনি আবু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস নং —৩৯

حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ قَالَ عَطِيَّةُ وَ اَشْهَدُ اَنِّىْ لَمْ اَكْذِبْ عَلٰى اَبِىْ سَعِيْدٍ وَ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ لَمْ يَكْذِبْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

হাম্মাদ আবু হানীফা - আত্বীয়াতাল আওফী - হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা কথা বলিবে, তবে সে যেন নিজের স্থানকে জাহান্নামে বানাইয়া নিয়া থাকে। আত্বীয়াহ বলিয়াছেন — আমি (শপথ করতঃ) সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, নিশ্চয় আমি আবু সাঈদের প্রতি মিথ্যা বলি নাই এবং নিশ্চয় আবু সাঈদ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি মিথ্যা বলেন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

আবু হানীফা সাঈদ ইবরাহীম হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা কথা বলিয়াছে সে যেন নিজের স্থান জাহান্নামে বানাইয়া নিয়া থাকে।

হাদীস নং —৪১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ رَوَاهُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

আবু হানীফা-যোহরী-হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা বলিয়াছে সে যেন নিজের স্থানকে জাহান্নামে বানাইয়া নিয়া থাকে। এই হাদীসটি আবু হানীফা ইয়াহ্ইয়া ইবনো সাঈদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা অধ্যায়

بَابٌ فِى النَّهْىِ اَنْ يَبُوْلَ فِىْ الْمَاءِ الدَّائِمِ.

আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষিদ্ধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ

আবু হানীফা -আবু যোবাইর-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমাদের মধ্যে কেহ কখনোই আবদ্ধ পানিতে পেশাব করিবে না। অতঃপর তাহা থেকে অজু করিবে।

হাদীস নং —৪৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ الصَّوَّافِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُبَالَ فِى الْمَآءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلَ مِنْهُ اَوْ يَتَوَضَّأَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-হাইসাম সাওয়াফ-মোহাম্মাদ ইবনো সিরীন - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন যে, আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা হইবে। অতঃপর তাহা থেকে গোসল অথবা অজু করা হইবে।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ سُوْرِ الْهِرَّةِ

বিড়ালের ঝুঁটা পানি থেকে অজু করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ ذَاتَ يَوْمٍ فَجَائَتِ الْهِرَّةُ فَشَرِبَتْ مِنَ الْاِنَاءِ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْهُ وَ رَشَّ مَا بَقِىَ.

আবু হানীফা-শা'বী-মাশরুক - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, নিশ্চয় একদিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অজু (করিবার ইচ্ছা) করিয়াছেন। অতঃপর একটি বিড়াল আসিয়াছে এবং পাত্র থেকে (পানি) পান করিয়াছে। অতঃপর তিনি তাহা থেকে অজু করিয়াছেন এবং (অজুর) অবশিষ্ট (পানি) ছিটাইয়া দিয়াছেন।

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

দাঁড়াইয়া পেশাব করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَبُوْلُ عَلٰى سُبَاطَةِ قَوْمٍ قَائِمًا.

আবু হানীফা-মানসূর-আবু অয়েল - হজরত হুযাইফা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সম্প্রদায়ের একটি আবর্জনাময় স্থানে দাঁড়াইয়া পেশাব করিতে দেখিয়াছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

নিশ্চয় ইহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। বরং তিনি বিশেষ কারণে দাঁড়াইয়া পেশাব করিয়াছেন। অবশ্য এই কারণটি কি ছিলো, সে সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত রহিয়াছে। যথা — (ক) হুজুর পাকের পিঠ মুবারকে ব্যথা থাকিবার কারণে বসা সম্ভব হইয়াছিল না। (খ) স্থানটি এমন ছিলো যে, তাঁহার পক্ষে বসা বেশ অসুবিধা ছিলো যে, সামনের দিকে ছিল উঁচু এবং পিছনের দিকে ছিল নিচু। নিচের দিকে বসিয়া উঁচুর দিকে পেশাব করিলে পেশাব তাঁহার দিকে গড়াইয়া আসিতো। আর উঁচুর দিকে বসিলে সামনে রাস্তা থাকিবার কারণে লজ্জাস্থান খুলিয়া যাইতো। হাকিমের বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, তাঁহার হাঁটু মুবারকে ব্যথা থাকিবার কারণে বসিতে পারিয়া ছিলেন না। মোট কথা, খুব বাধ্য হইয়া তিনি এইরূপ করিয়া ছিলেন। অন্যথায় দাঁড়াইয়া পেশাব করিবার মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

চরম নির্লজ্জতা রহিয়াছে। সুতরাং যাহারা এইরূপ বিশেষ কারণহেতু ছাড়া দাঁড়াইয়া পেশাব করা জায়েজ বলিয়া থাকে, নিশ্চয় তাহারা নির্লজ্জতার পথ প্রদর্শক। (অনুবাদক)

بَابُ عَدِمِ الْوَضُوْءِ مِنْ شُرْبِ اللَّبَنِ

দুধ খাইয়া অজু না করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَتَمَضْمَضَ وَ صَلّٰى وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

আবু হানীফা-আদী-ইবনো জোবাইর - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি দুধ পান করিয়াছেন। অতঃপর কুল্লি করিয়াছেন এবং নামায পড়িয়াছেন। আর অজু করেন নাই।

بَابُ عَدِمِ الْوَضُوْءِ مِنَ اللَّحْمِ

মাংস খাইয়া অজু না করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اَكَلَ النَّبِىُّ ﷺ مَرَقًا بِلَحْمٍ ثُمَّ صَلّٰى.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মাংসের শুরওয়া খাইয়াছেন। অতঃপর (অজু না করিয়া) নামায পড়িয়াছেন।

بَابُ الْاَمْرِ بِالسِّوَاكِ

মিসওয়াকের নির্দেশ

হাদীস নং —৪৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الزَّرَادِ عَنْ تَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ دَخَلُوْا عَلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا اَرَاكُمْ قُلَّحًا اِسْتَاكُوْا فَلَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-আলী ইবনো হুসাইন যারাদ - তাম্মাম-জাফর ইবনো আবু ত্বালিব থেকে বর্ণিত হইয়াছে — হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিছু সাহাবা হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি অ সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। অতঃপর হুজুর পাক বলিয়াছেন কি কারণে যে, আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি যে, দাঁতগুলি হলুদ? তোমরা মিসওয়াক করো। যদি আমার উম্মাতের উপরে অত্যন্ত কষ্টকর না হইতো, তাহা হইলে অবশ্যই আমি তাহাদিগকে প্রত্যেক নামাযের (অজু করিবার সময়ে) মিসওয়াক করিবার নির্দেশ করিতাম।

بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلٰثًا ثَلٰثًا

অজুতে অঙ্গগুলি তিনবার করিয়া ধৌত করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৯

حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّهٗ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا وَ مَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَ مَسَحَ رَأْسَهٗ وَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ وَ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

হাম্মাদ - আবু হানীফা - খালিদ ইবনো আলকামাহ - আব্দ খাইরিন - হজরত আলী ইবনো আবু ত্বালিব হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি অজু করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার দুই হাত তিন বার ধৌত করিয়াছেন, তিনবার

কুল্লি করিয়াছেন, তিনবার নাকে পানি দিয়াছেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করিয়াছেন, তাঁহার মাথা মাসাহ্ করিয়াছেন এবং তাঁহার দুই পা ধৌত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - ইহা হইল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অজু।

হাদীস নং —৫০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ اَنَّهٗ دَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلٰثًا وَ تَمَضْمَضَ ثَلٰثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلٰثًا وَ غَسَلَ وَجْهَهٗ ثَلٰثًا وَذَرَا عَيْهِ ثَلٰثًا وَ مَسَحَ رَأْسَهٗ ثَلٰثًا وَ غَسَلَ قَدَ مَيْهِ ثَلٰثًا ثُمَّ قَالَ هٰذَا وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

আবু হানীফা - খালেদ - আব্দ খায়রিন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি (অজু করিবার জন্য) পানি চাহিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দুই হাত তিন বার ধৌত করিয়াছেন, তিনবার কুল্লি করিয়াছেন, তিনবার নাকে পানি দিয়াছেন, তিনবার তাঁহার মুখমণ্ডল ধৌত করিয়াছেন, তিনবার দুই হাত কুনুই পর্যন্ত, তিনবার তাঁহার মাথাকে মাসাহ্ করিয়াছেন এবং তাহার কদমদ্বয় তিনবার ধৌত করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন ইহা হইল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অজু।

হাদীস নং —৫১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلٰى عُثْمَانَ اَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلٰثًا ثَلٰثًا وَ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-আত্বা- হুমরান হজরত উসমান গণীর গোলাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহু তিনবার তিনবার করিয়া অজু করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এই প্রকার অজু করিতে দেখিয়াছি।

بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

একবার করিয়া অজু করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৫২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ اِبْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

আবু হানীফা -আলকামাহ - ইবনো বুরাইদা তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (অজুর অঙ্গ গুলি) একবার করিয়া ধৌত করিয়াছেন।

হাদীস নং —৫৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِ.

আবু হানীফা-মুহারিব - ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - অয়েল জাহান্নামের আগুন হইল গোড়ালীর জন্য যেগুলি অজুতে শুকনো থাকিয়া যায়।

بَابُ نَضْحِ الْفَرْجِ بِفَضْلِ الْوُضُوْءِ

অজুর অবশিষ্ট পানি কাপড়ে ছিটাইবার বিবরণ

হাদীস নং —৫৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ اَوْ اِبْنُ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ ﷺ وَ اَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ فِىْ مَوَاضِعَ طُهُوْرِهِ.

আবু হানীফা - মানসুর - মুজাহিদ - সাকীফ বংশীয় জনৈক ব্যক্তি যাহাকে হাকাম বলা হইয়া থাকে অথবা ইবনুল হাকাম তাহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অজু করিয়াছেন এবং এক আঁজলা পানি লইয়া তাঁহার অজুর স্থানগুলিতে ছিটাইয়া দিয়াছেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

মোজার উপরে মাসাহ করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৫৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَتْ اِئْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ فَاِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ شُرَيْحٌ فَاَتَيْتُ عَلِيًّا فَقَالَ لِىْ اِمْسَحْ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - হাকাম - কাসেম - হজরত শুরাইহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন - আমি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, আমি মোজার উপরে মাসাহ করিবো? তিনি বলিয়াছেন — হজরত আলীর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করো। কারণ, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত সফর করিতেন। শুরাইহ্ বলিয়াছেন - আমি হজরত আলীর নিকটে আসিলে তিনি বলিয়াছেন মাসাহ করো।

হাদীস নং —৫৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ صَلّٰى خَمْسَ صَلَوٰتٍ.

আবু হানীফা - আলকামাহ - সুলাইমান ইবনো বুরাইদা - তাঁহার পিতার থেকে বর্ণিত হইয়াছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অজু করিয়াছেন এবং মোজাগুলির উপর মাসাহ করিয়াছেন এবং (এই মাসাহ থেকে) পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িয়াছেন।

হাদীস নং —৫৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ صَلّٰى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَ مَسَحَ

عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهٗ عُمَرُ مَا رَاَيْنَاكَ صَنَعْتَ هٰذَا قَبْلَ الْيَوْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَمَدًا صَنَعْتُهٗ يَا عُمَرُ.

আবু হানীফা-আলকামা-ইবনো বুরাইদা তাঁহার পিতার থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই অজুতে পাঁচটি নামায আদায় করিয়াছেন এবং তাঁহার মোজাগুলির উপরে মাসাহ্ করিয়াছেন। হজরত উমার বলিয়াছেন — ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইতিপূর্বে আপনাকে এইরূপ মাসাহ্ করিতে দেখি নাই। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — হে উমার! আমি ইচ্ছাকৃত এইরূপ করিয়াছি।

হাদীস নং —৫৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَبِىْ اُمَيَّةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ مَنْ سَمِعَ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ مَا اُنْزِلَتْ.

আবু হানীফা-আব্দুল কারীম আবু উমাইয়া — ইবরাহীম আমাকে সেই ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যিনি জারীর ইবনো আব্দুল্লাহ্কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, সূরাহ্ মাইদা নাযিল হইবার পর আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মোজাদ্বয়ের উপরে মাসাহ্ করিতে দেখিয়াছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৫৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ اَنَّهٗ رَاٰى جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَسَاَلَهٗ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُهٗ وَ اِنَّمَا صَحِبْتُهٗ بَعْدَ مَا نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম - হাম্মাম ইবনো হারিস জারীর ইবনো আব্দুল্লাহ্‌কে দেখিয়াছেন যে, তিনি অজু করিয়াছেন এবং তাঁহার দুই মোজার উপরে মাসাহ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হাম্মাম জারীরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন — নিশ্চয় আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি এবং সূরাহ মায়েদাহ্ নাযিল হইবার পর আমি তাহার সাহাবা হইয়াছি।

হাদীস নং —৬০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِىِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّهٗ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَضٰى حَاجَتَهٗ ثُمَّ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَرَفَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ ضِيْقِ كُمِّهَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ فَجَعَلْتُ اَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مِنْ

اِدَاوَةٍ مَعِىْ فَتَوَضَّأَ وُضُوْئَهٗ لِلصَّلٰوةِ وَ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَ لَمْ يَنْزَعْهُمَا ثُمَّ تَقَدَّمَ وَ صَلّٰى.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-শা'বী-ইবরাহীম ইবনো আবু মুসা আশয়ারী-মুগীরাহ ইবনো শো'বা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত একটি সফরে বাহির হইয়াছেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের (পেশাব, পায়খানা) প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শুভাগমন করতঃ তাহা থেকে বিরত হইয়া ফিরিয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার পরিধানে ছিল রুমী জুব্বা, যাহার আস্তিন দুইটি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সুতরাং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুব্বার আস্তিন সংকীর্ণ হইবার কারণে তাহা উঠাইয়াছেন (অর্থাৎ নিচে থেকে হাত বাহির করিয়াছেন)। মুগীরাহ্ বলিয়াছেন — অতঃপর আমি হুজুর পাকের উপরে সেই পাত্র থেকে পানি বহাইতে লাগিলাম, যে পাত্রটি আমার সঙ্গে ছিল। অতঃপর তিনি নাযাজের জন্য অজু করিয়াছেন এবং মোজাগুলি না খুলিয়া তিনি তাঁহার মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করিয়াছেন। অতঃপর (নামাযের জন্য) অগ্রসর হইয়াছেন এবং নামায পড়িয়াছেন।

হাদীস নং —৬১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الشَّعْبِىِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ عَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَاَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا وَ مَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ .

আবু হানীফা-হাম্মাদ-শা'বী-মুগীরাহ্ ইবনো শো'বা বলিয়াছেন —

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে অজু করাইয়াছি এবং তাহার পরিধানে ছিলো সংকীর্ণ আস্তিনের রুমী জুব্বা। সুতরাং তিনি তাঁহার হস্তদ্বয়কে উহার নিচে থেকে বাহির করিয়াছেন এবং তাঁহার মোজাদ্বয়ের উপরে মাসাহ্ করিয়াছেন।

হাদীস নং —৬২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حِمَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-শা'বী -মুগীরাহ্ ইবনো শো'বা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে (মোজার উপরে) মাসাহ্ করিতে দেখিয়াছি।

হাদীস নং —৬৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِى الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَدِمْتُ عَلٰى غَزْوَةٍ فِى الْعِرَاقِ فَاِذَا سَعْدُ بْنُ مَالِكٍ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ يَا ابْنَ عُمَرَ اِذَا قَدِمْتَ عَلٰى اَبِيْكَ فَسْئَلْهُ عَنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا.

আবু হানীফা-আবু বাকার ইবনো আবুল জাহান-হজরত ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন — আমি ইরাকের একটি যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া সায়াদ ইবনো মালিককে মোজাদ্বয়ের উপরে মাসাহ করিতে দেখিয়া বলিয়াছি — ইহা কি? তিনি বলিয়াছেন — হে ইবনো উমার! যখন তুমি তোমার পিতার নিকট যাইবে তখন তাহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবে। ইবনো উমার বলিয়াছেন — আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখন তিনি বলিয়াছেন — আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মাসাহ করিতে দেখিয়াছি, অতঃপর আমরা মাসাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি।

হাদীস নং —৬৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ تَنَازَعَ اَبُوْهُ وَ سَعْدُبْنُ اَبِىْ وَ قَّاصٍ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ سَعْدٌ اَمْسَحُ وَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ مَا يُعْجِبُنِىْ قَالَ سَعْدٌ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ ؓ فَقَالَ عُمَرُ عَمُّكَ اَفْقَهُ مِنْكَ سَنَّةً.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-সালেম ইবনো আব্দুল্লাহ্ ইবনো উমার হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোজার উপরে মাসাহ্ করা সম্পর্কে তাঁহার পিতা ও আবু অকাস ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। হজরত সায়াদ বলিয়াছেন — আমি মাসাহ করিয়া থাকি এবং আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — ইহা আমার পছন্দ নয়। হজরত সায়াদ বলিয়াছেন — আমরা হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর নিকটে সমবেত হইয়াছি। অতঃপর হজরত উমার (তাহার পুত্রকে) বলিয়াছেন — তোমার চাচা (হজরত সায়াদ) তোমার থেকে সুন্নাত সম্পর্কে বেশি বুঝদার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ تَوْقِيْتِ الْمَسْحِ

মাসাহ্ করিবার সময় সীমার বিবরণ

হাদীস নং —৬৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِى السَّفَرِ وَلَمْ يُوَقِّتْهُ.

আবু হানীফা-আব্দুল্লাহ্ ইবনো দীনার — হজরত উমার বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সফরে মোজার উপরে মাসাহ্ করিতে দেখিয়াছি এবং তিনি ইহার জন্য সময় নির্ধারিত করিয়াছেন নাই।

হাদীস নং —৬৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا لَا يَنْزِعُ خُفَّيْهِ اِذَا لَبِسَهُمَا وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ ইবরাহীম নাখয়ী — আবু আব্দুল্লাহ্ জাদলী

— খুযাইমা ইবনো সাবিত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজুর পাক মোজার উপর মাসাহ্ করা সম্পর্কে বলিয়াছেন — মুকীমের জন্য একদিন এক রাত এবং মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত মোজা খুলিবে না যখন সে অজু অবস্থায় পরিধান করিয়াছে।

হাদীস নং —৬৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ الْاَوْدِىِّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

আবু হানীফা-সাঈদ-ইবরাহীম-তাইমী-আমর ইবনো মাইমুন আওদী — আবু আব্দুল্লাহ্ জাদলী — হজরত ইবনো সাবিত রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মোজার উপর মাসাহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন — মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত।

হাদীস নং —৬৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-হাকাম-কাসেম ইবনো মোহাম্মাদ — শুরাইহ্ ইবনো হানী — হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুসাফির তিন দিন তিন রাত মোজার উপরে মাসাহ্ করিবে এবং মুকীম একদিন এক রাত।

بَابُ فِى الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ الْعَوْدَ

নাপাকাবস্থায় পুনরায় সহবাস করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৬৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصِيْبُ مِنْ اَهْلِهٖ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ فَيَنَامُ وَ لاَ يُصِيْبُ مَاءً فَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَاغْتَسَلَ.

আবু হানীফা-আবু ইসহাক-আসওয়াদ-শা'বী— হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বর্ণনা করিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার বিবির সহিত সহবাস করিতেন প্রথম রাতে। অতঃপর তিনি ঘুমাইয়া যাইতেন এবং পানি ব্যবহার করিতেন না (অর্থাৎ গোসল করিতেন না)। তারপর যখন শেষ রাতে জাগ্রত হইতেন তখন আবার সহবাস করিতেন এবং গোসল করিতেন।

হাদীস নং —৭০

حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصِيْبُ اَهْلَهٗ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَ لاَ يُصِيْبُ مَاءً فَاِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ عَادَ وَغْتَسَلَ.

হাম্মাদ-আবু হানীফা-আবু ইসহাক-আসওয়াদ — হজরত আয়েশা সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রথম রাতে তাঁহার বিবির সহিত সহবাস করিতেন এবং পানি ব্যবহার করিতেন না। অতঃপর যখন শেষ রাতে জাগ্রত হইতেন, তখন আবার সহবাস করিতেন এবং গোসল করিতেন।

بَابُ لاَ يَنَامُ الْجُنُبُ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ

অজু না করিয়া নাপাক ব্যক্তি নিদ্রায় যাইবে না

হাদীস নং —৭১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَ هُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَضُوْئَهٗ لِلصَّلٰوةِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ — হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাম যখন জানাবাতের (নাপাকের) অবস্থায় নিদ্রায় যাইবার ইচ্ছা করিতেন, তখন তিনি অজু করিতেন এবং তাঁহার এই অজু হইত নামাযের অজুর ন্যায়।

بَابُ اَلْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ

মু'মিন নাপাক হইয়া থাকে না

হাদীস নং —৭২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَدَّيَدَهُ اِلَيْهِ فَدَفَعَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَالَكَ قَالَ اِنِّىْ جُنُبٌ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرِنَا يَدَيْكَ فَاِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ .

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম — জনৈক ব্যক্তি হজরত হুযাইফা রাদী আল্লাহ্ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন, কিন্তু হজরত হুযাইফা তাঁহার থেকে হাত হটাইয়া নিয়াছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমার কি হইয়াছে? (যে, হাত সরাইয়া নিলে) তিনি বলিয়াছেন — আমি হইলাম অপবিত্র। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমার দুই হাত আমাকে দেখাও (দেখি কোথায় নাপাক!)। নিশ্চয় মু'মিন নাপাক নয়।

হাদীস নং —৭৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَدَّيَدَهُ اِلَيْهِ فَاَمْسَكَهَا عَنْهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-হজরত হুযাইফা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার থেকে হাত টানিয়া নিয়াছেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় মু'মিন নাপাক হইয়া থাকে না।

হাদীস নং —৭৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهَا نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন — আমাকে চেটাই দাও। তিনি বলিয়াছেন — নিশ্চয় আমি অপবিত্র রহিয়াছি। হুজুর পাক বলিয়াছেন — নিশ্চয় তোমার হায়েজ (অপবিত্রতা) তোমার হাতে নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تَرٰى فِىْ مَنَامِهَا مَايَرَى الرَّجُلُ

রমণী তাহার স্বপ্নে দেখিয়া থাকে যাহা পুরুষ দেখিয়া থাকে

হাদীস নং — ৭৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَ نِىْ مَنْ سَمِعَ اُمَّ سُلَيْمٍ اَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرٰى مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ تَغْتَسِلُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম বলিয়াছেন — আমাকে সংবাদ দিয়াছেন সেই ব্যক্তি, যিনি উম্মে সুলাইমের নিকট থেকে শুনিয়াছেন যে, উম্মে সুলাইম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — সে স্বপ্নে দেখিয়া থাকে যাহা পুরুষ দেখিয়া থাকে (অর্থাৎ তাহার পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে সে কি করিবে?) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — সে গোসল করিবে (যদি ভিজা দেখিয়া থাকে)।

بَابٌ بِئْسَ الْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ

নিকৃষ্ট ঘর হইল গোসলখানা

হাদীস নং —৭৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِئْسَ الْبَيْتُ اَلْحَمَّامُ هُوَ بَيْتٌ لاَ بَيْتٌ لاَ يَسْتُرُ وَ مَاءٌ لاَ يُطَهِّرُ.

আবু হানীফা-আত্বা-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিকৃষ্ট ঘর হইল গোসালখানা। তাহা হইল পরদাহীন ঘর এবং পানি নাপাক।

بَابُ فَرْكِ الْمَنِىِّ مِنَ الثَّوْبِ

কাপড় থেকে মনি আঁচড়াইয়া দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং —৭৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ كُنْتُ اَفْرَكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-হাম্মাম ইবনো হারিস — হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাপড় শরীফ থেকে মনিকে আঁচড়াইয়া সাফ করিয়া দিতাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৭৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّ رَجُلاً اَضَافَتْهُ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ بِمِلْحَفَةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا اللَّيْلَ فَاَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَغَسَلَ الْمُلْحَفَةَ اِنَّمَا كَانَ يُجْزِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ لَقَدْ كُنْتُ اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّىْ فِيْهِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-হাম্মাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুল মু'মিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা এক ব্যক্তিকে মেহমান করিয়াছেন। অতঃপর তাহার নিকটে একটি লেপ প্রেরণ করিয়াছেন। লোকটি সেই লেপটি রাতে ব্যবহার করিয়াছে। লোকটির স্বপ্নদোষ হইয়াছে (লেপে বীর্য লাগিয়া গিয়াছে)। লোকটি সম্পূর্ণ লেপটি ধৌত করিয়াছে। অতঃপর হজরত আয়েশা বলিয়াছেন — সম্পূর্ণ লেপ ধৌত করিবার প্রয়োজন কি ছিলো? মণিকে আঁচড়াইয়া দেওয়া যথেষ্ট ছিলো। নিশ্চয় আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাপড় শরীফ থেকে মণিকে আঁচড়াইয়া দিতাম। তারপর তিনি সেই কাপড়ে নামায আদায় করিতেন।

بَابُ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

যে কোন চামড়া দাবাগত করিলে পাক হইয়া যায়

হাদীস নং —৭৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

আবু হানীফা-সিম্বাক-ইকরামাহ্ — হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে চামড়াকে দাবাগত করা হইয়াছে তাহা পাক হইয়া গিয়াছে।

হাদীস নং —৮০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِسَوْدَةَ فَقَالَ مَا عَلٰى اَهْلِهَا لَوِانْتَفَعُوْا بِاِهَابِهَا فَسَلَخُوْا جِلْدَ الشَّاةِ فَجَعَلُوْهُ سِقَاءً فِى الْبَيْتِ حَتّٰى صَارَتْ شَنًّا.

আবু হানীফা-সিমাক-ইকরামাহ্ — হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত সাওদার একটি মরা ছাগলের নিকট থেকে অতিক্রম করিয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছেন — ইহার মালিকদের কি হইয়াছে? যদি তাহারা ইহার চামড়া থেকে উপকার গ্রহণ করিতো? সুতরাং তাহারা ছাগলটির চামড়া ছাড়াইয়াছে এবং তাহা দ্বারা বাড়ির মশক বানাইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তাহা পুরাতন হইয়া গিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

নামায অধ্যায়

হাদীস নং —৮১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّهٗ صَلّٰى صَلٰوةً فَخَفَّفَهَا وَ اَكْثَرَا الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهٗ رَجُلٌ اَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ تُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اَلَمْ اُتِمَّ الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ قَالَ بَلٰى قَالَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَجَدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً رَفَعَ بِهَا دَرَجَةً فِى الْجَنَّةِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ تُؤْتٰى لِىْ دَرَجَاتٌ اَوْ تُكْتَبَ لِىْ دَرَجَاتٌ .

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আব্দুল্লাহ্-হজরত আবু জার হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি (একদিন) নামায পড়িয়াছেন। তবে নামাযকে খুব হাল্কা করিয়াছেন (অর্থাৎ কিয়ামে কম সময় দিয়াছেন) এবং রুকু ও সিজদা অধিক করিয়াছেন (অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে অনেক রাকাআত নামায পড়িয়াছেন)। অতঃপর যখন নামায থেকে বিরত হইয়াছেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিয়াছেন — আপনি হইতেছেন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবা আর এইরূপ নামায পড়িয়াছেন? হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি কি রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করি নাই? তিনি বলিয়াছেন — হ্যাঁ। (তারপর) তিনি

বলিয়াছেন — নিশ্চয় আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য একটি সিজদা করিবে, আল্লাহ্ তাহার দরজা জান্নাতে বাড়াইয়া দিবেন। সুতরাং আমি পছন্দ করিয়াছি যে, আমার জন্য অনেকগুলি দরজা প্রদান করা হইবে অথবা আমার জন্য অনেকগুলি দরজা লেখা হইবে।

بَابٌ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

নাভি ও হাঁটুর মাঝখানে হইল সতর

হাদীস নং —৮২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম— হজরত আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নাভি ও হাঁটুর মাঝখানে হইল সতর।

بَابُ جَوَازِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الوَاحِدِ

একটি কাপড়ে নামায জায়েয হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৮৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ اَمَّهُمْ فِىْ قَمِيْصٍ وَاحِدٍ وَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عِنْدَهُ فَضْلُ ثِيَابٍ يُعَرِّفُنَا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ قُرَّةَ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ يُصَلِّى الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ـ قَالَ اَبُوْ قُرَّةَ فَسَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَاَلَ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَيْسَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি নামায পড়াইয়াছেন একটি কামীসে, অথচ তাহার কাছে বেশি কাপড় ছিল। (ইহা করিয়াছেন) তিনি আমাদিগকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

আবু কুর্রাহ বলিয়াছেন — ইবনো জুরাইজ যোহরী - আবু সালমা- আব্দুর রহমান - আবু হুরাইরাহ্ - রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন - ইয়া রাসুলাল্লাহ! মানুষ কি একটি কাপড়ে নামায পড়িতে পারে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমাদের মধ্যে কি প্রত্যেকের দুইটি করিয়া কাপড় থাকে? আবু কুর্রাহ বলিয়াছেন — আবু হানীফাকে যোহরী — সাঈদ ইবনো মুসাইয়ার — আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে একটি কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা সবাই দুইটি কাপড় পাইয়া থাকো না।

হাদীস নং —৮৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهٖ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِاَبِى الزُّبَيْرِ غَيْرُ الْمَكْتُوْبَةِ قَالَ الْمَكْتُوْبَةُ غَيْرُ الْمَكْتُوْبَةِ.

আবু হানীফা - আবু যোবাইর - জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুই বগলের ভিতর থেকে জড়ানো অবস্থায় একটি কাপড়ে নামায আদায় করিয়াছেন। কিছু মানুষ আবু যোবাইরকে বলিয়াছেন — (হুজুর পাক কি) নফল নামায পড়িয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন — ফরজ ও নফল (দুইই)।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ مَوَاقِيْتِهَا

যথা সময়ে নামায পড়িবার বিবরণ

হাদীস নং —৮৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ فِىْ مَوَاقِيْتِهَا.

আবু হানীফা - ত্বালহা - ইবনো নাফ্য়ি - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে কোন্ আমল সব চাইতে উত্তম? হুজুর পাক বলিয়াছেন — যথা সময়ে নামায আদায় করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ فَضِيْلَةِ الْاِسْفَارِ

ফজরের নামায আলোকাবস্তায় পড়িবার ফজীলত

হাদীস নং —৮৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِىَّ ﷺ اَحْفِرُوْا بِالصُّبْحِ اَعْظَمُ لِلثَّوَابِ.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ফজরের নামায খুব আলোকাবস্থায় পড়ো। কারণ, ইহা হইল বড় সওয়াবের কারণ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহির মাযহাবে ফজরের নামাজ। সময়ের শেষাংশের দিকে আদায় করা মুস্তাহাব। অন্য ইমামদের নিকটে অন্ধকারাবস্থায় পড়া ভাল (অনুবাদক)।

بَابُ وَعِيْدِ تَفْوِيْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

আসরের নামায কাজা করিবার শাস্তির বিবরণ

হাদীস নং —৮৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْىٰ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكِّرُوْا بِصَلٰوةِ الْعَصْرِ .

আবু হানীফা - শায়বান — ইয়াহ্ইয়া - হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আসরের নামায শীঘ্র আদায় করো।

হাদীস নং —৮৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْىٰ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَ مَا لَهُ.

আবু হানীফা- শায়বান — ইয়াহ্ইয়া—ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যাহার আসরের নামায কাজা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যেন তাহার আত্মীয় স্বজন ও তাহার সম্পদ লুট হইয়া গিয়াছে।

হাদীস নং —৮৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قُزْعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ صَلٰوةَ بَعْدَ الْغَدٰوةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ لاَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغِيْبَ وَ لاَ يُصَامُ هٰذَانِ الْيَوْمَانِ الْاَضْحٰى وَ الْفِطْرِ وَ لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلٰثَةِ مَسَاجِدَ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْمَسْجِدَ الْاَقْصٰى وَ اِلٰى مَسْجِدِى هٰذَا وَ لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ اِلاَّ مَعَ ذِىْ مَحْرَمٍ.

আবু হানীফা—আব্দুল মালিক - কুযয়াহ— হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—ফজরের নামাযের পরে কোনো নামায নাই সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং না আসরের নামাযের পরে (কোন নামায রহিয়াছে) সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত এবং না রোযা রাখা যাইবে এই দুই দিনে ঈদুল ফিতির ও ঈদুল আযহা এবং না সফর করা যাইবে কিন্তু তিনটি মসজিদের জন্য — মসজিদে হারাম (কাবা শরীফ), মসজিদে আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) ও আমার এই মসজিদের দিকে (মদীনার মসজিদে নবুবী) এবং কোনো রমণী দুই দিনের সফর করিবেনা কিন্তু যাহার সহিত বিবাহ হারাম, এইরূপ পুরুষের সহিত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাবা শরীফ, বায়তুল মুকাদ্দাস ও মসজিদে নবুবী ছাড়া সারা দুনিয়ার সমস্ত মসজিদ সওয়াবের দিক দিয়া সমান। সুতরাং এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত বেশি সাওয়াবের আশায় অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ। সারা দুনিয়ার সুন্নী উলামায় কিরাম বর্তমান হাদীস পাকের ইহাই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সুতরাং বর্তমান হাদীসের আলোকে আউলিয়া ও

আম্বিয়ায় কিরামদিগের রওজা পাকগুলি যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধের পর্যায় পড়িয়া থাকে না। ওহাবী দেওবন্দী তাবলীগী জামায়াত ইত্যাদি জামায়াতের লোকেদের ধারণায় কোন ওলী বা নবীর রওযা পাক যিয়ারত করিবার জন্য সফর করা নিষেধ হইবার দলীল হইল বর্তমান হাদীস। ইহা হইল এই গোমরাহ্ জামায়াতগুলির একটি বিশেষ গোমরাহী।

ওহাবীদের ধারণা সঠিক মানিয়া বলিয়া নিলে বর্তমান হাদীস বহু হাদীস ও আয়াত বিরোধী হইয়া যাইবে। কারণ, কালাম পাকে একাধিক স্থানে সফর করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন —

قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ.

প্রিয় পয়গম্বর! বলো — তোমরা জমীনে ভ্রমণ করো। অতঃপর দেখো কাফেরদের পরিণাম কি হইয়াছে। অনুরূপ হাদীস পাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর যিয়ারত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। স্বয়ং ওহাবীরাও দ্বীনি ও দুনিয়াবী শত কাজের জন্য সফর করিয়া থাকে।

بَابُ الْاَذَانِ وَ الْاِقَامَةِ

আজান ও ইকামতের বিবরণ

হাদীস নং —৯০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَاٰهُ حَزِيْنًا وَ كَانَ الرَّجُلُ اِذَا طَعِمَ تُجْمَعُ اِلَيْهِ حَزِيْنًا بِمَا رَاٰى مِنْ حُزْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَ مَا كَانَ يَجْتَمِعُ اِلَيْهِ وَ دَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّىْ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اِذَا نَعِسَ فَاَتَاهُ اٰتٍ فِى النَّوْمِ فَقَالَ هَلْ عَلِمْتَ مِمَّا حَزِنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ قَالَ فَهُوَ لِهٰذَاالتَّأْذِيْنِ فَأْتِهِ فَمُرْهُ اَنْ يَّأْمُرَ بِلاَلاً اَنْ يُّؤَذِّنَ فَعَلَّمَهُ اَلاَذَانَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ عَلَّمَهُ اَلاِقَامَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَ قَالَ فِىْ اٰخِرِهٖ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَاَذَانِ النَّاسِ وَ اِقَامَتِهِمْ فَاَقْبَلَ اَلاَنْصَارِىُّ فَقَعَدَ عَلٰى بَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَمَرَّ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ اِسْتَأْذِنْ لِىْ وَ قَدْ رَاٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَخْبَرَ بِالَّذِىْ رَاٰى فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ قَدْ اَخْبَرَ نَا اَبُوْ بَكْرٍ مِثْلَ ذٰلِكَ فَاَمَرَ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِذٰلِكَ.

আবু হানীফা - আলকামা—হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক আনসারী ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দুঃখিত অবস্থায় দেখিয়াছেন। লোকটি যখন আহার করিতেন তখন তাহার নিকটে (আহারের আশায়) ফকীরের দল জমা হইয়া যাইতো। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দুঃখিত অবস্থা দেখিবার কারণে তিনি আহার ত্যাগ করিয়া

দিয়াছেন এবং যাহারা তাহার নিকটে জমা হইতেন তাহারাও। এবং নিজের (মহল্লার) মসজিদে গিয়া নামায পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় যখন তাহার তন্দ্রা আসিয়াছে তখন তাহার নিকটে নিদ্রায় এক আগন্তুক আসিয়া বলিয়াছেন — আপনি কি জানেন — হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেন দুঃখিত? তিনি বলিয়াছেন — না। (তখন) তিনি বলিয়াছেন — এই আজান সম্পর্কে (দুঃখিত অবস্থায় বলিয়াছেন)। সুতরাং আপনি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিয়া দিন যে, তিনি (হুজুর পাক) বিলালকে আজান দিতে আদেশ করিবেন। অতঃপর তিনি তাহাকে আজান শিক্ষা দিয়াছেন —'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার' দুইবার। 'আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' দুইবার। 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ' দুইবার। 'হাইয়া আলাস সলাহ্' দুইবার। 'হইয়া আলাল ফালাহ্' দুই বার। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। অতঃপর তাহাকে ইকামাত (তাকবীর) শিক্ষা দিয়াছেন আজানের ন্যায় এবং ইকামতের শেষে বলিয়াছেন — ক্বাদ কামাতিস্ সলাহ, ক্বাদ কামাতিস্ সলাহ্। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বর্ণনাকারী বলিয়াছেন—যেমন মানুষ 'আজান ও ইক্বামাত' দিয়া থাকে। অতঃপর আনসারী (মসজিদ থেকে) আসিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরওয়াজায় বসিয়া গিয়াছেন। অতঃপর হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু শুভাগমন করিয়াছেন। তখন আনসারী বলিয়াছেন— আপনি আমার জন্য অনুমতি চাহিয়া নিন এবং হজরত আবু বাকারও স্বয়ং এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সুতরাং তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তারপর আনসারীর জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। আনসারী হুজুর পাকের নিকট উপস্থিত হইয়া স্বপ্নের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন—আমাকে আবু বাকার এইরূপ সংবাদ দিয়াছেন। তারপর তিনি হজরত বিলালকে এইরূপ ভাবে আজান দিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৯১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

আবু হানীফা — হজরত আব্দুল্লাহ্ (ইবনো উমার) রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন মুয়াজ্জিন আজান দিতেন তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুয়াজ্জিন যাহা বলিতেন তাহাই বলিতেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আজান ও ইক্বামাত অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, ইক্বামাত ও আজান একই প্রকার হইবে। আজানের ন্যায় ইক্বামাতে প্রতিটি বাক্য দুইবার করিয়া হইবে। কেবল ইক্বামাতে দুইবার 'ক্বাদ কা মাতিস্ সালাহ্' বেশি বলা হইবে। কিন্তু আমাদের দেশে ওহাবী সম্প্রদায় ইক্বামাতের সময়ে তাকবীরে আজানের বাক্যগুলি একবার করিয়া বলিয়া থাকে। (অনুবাদক)

بَابُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا

সেই ব্যক্তির (সওয়াবের) বিবরণ যে আল্লাহ্‌র জন্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছে

হাদীস নং —৯২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى يَقُوْلُ سَمِعْتُ

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَ لَوْ كَمِفْحَصِ قُطَاةٍ بَنَى اللّٰهُ تَعَالٰى لَهٗ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ.

আবু হানীফা বলিয়াছেন — আমি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো আবু আওফাকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন — আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য মসজিদ বানাইয়াছে যদিও তাহা ছোট পাখির বাঁশার মত হইয়া থাকে আল্লাহ্ তাহার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাইবেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اِنْشَادِ الضَّوَالِّ فِى الْمَسْجِدِ

মসজিদে হারানো বস্তু খোঁজ করা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৯৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشِدُ جَمَلاً فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ لاَ وَجَدْتَ.

আবু হানীফা - আলকামা— হজরত ইবনো বুরাইদা - তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জনৈক ব্যক্তির হারানো উট মসজিদে খোঁজ করিবার কথা শুনিয়াছেন। অতঃপর তিনি (তিরস্কার করতঃ) বলিয়াছেন, তুমি (উট) পাও নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মসজিদ হইল আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। সেখানে দুনিয়াবী কোনো কথা বলা অত্যন্ত ক্ষতির কারণ। এইজন্য মসজিদে দুনিয়াবী কোন বিষয়ে ঘোষণা করা অথবা হারানো কোনো বস্তু সম্পর্কে ঘোষণা করা জায়েজ নয়। কেহ কোনো হারানো বস্তু মসজিদে খোঁজ করিলে তাহাকে বলিতে হইবে — আল্লাহ্ পাক যেন তোমার জিনিষের সন্ধান না দিয়া থাকেন। (অনুবাদক)

بَابُ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

নামাজ আরম্ভ করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৯৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ.

আবু হানীফা - আসিম - তিনি তাহার পিতার থেকে তিনি হজরত অয়েল ইবনো হাজার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন — হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (নামাজ শুরু করিবার সময়ে) তাঁহার দুই হাতকে তাঁহার দুই কানের লতা পর্যন্ত উঠাইতেন।

হাদীস নং —৯৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجَرَ عَنْ

اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ وَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَ يَسَارِهِ.

আবু হানীফা - আসিম - আব্দুল জাব্বার ইবনো অয়েল ইবনো হুজার রাদী আল্লাহু আনহু তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিয়াছি যে, তিনি তাকবীরের সময়ে তাঁহার দুই হাতকে উঠাইতেন এবং তাঁহার ডান দিক ও বামদিক সালাম ফিরাইতেন।

হাদীস নং —৯৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّهُ قَالَ فِىْ وَائِلِ بْنِ حُجَرَ اَعْرَابِىٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَلٰوةً قَبْلَهَا قَطُّ اَهُوَ اَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَ اَصْحَابِهِ حَفِظَ وَ لَمْ يَحْفَظُوْا يَعْنِىْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ .

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - হজরত অয়েল ইবনো হুজার রাদী আলাহু আনহুর সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, তিনি হইলেন একজন গ্রাম্য মানুষ। তিনি ইতিপূর্বে কখনো হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত নামাজ পড়েন নাই। তিনি কি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ ও তাঁহার সঙ্গীদের থেকে বেশি অবগত রহিয়াছেন যে, তিনি (অয়েল) দুই হাত উঠাইবার কথা মনে রাখিয়াছেন এবং তাঁহারা স্মরণ রাখেন নাই?

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৯৭

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ اجْتَمَعَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ دَارِ الْحَنَاطِيْنِ بِمَكَّةَ فَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ مَا بَالُكُمْ لَا تَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَكُمْ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ لِاَجْلِ اَنَّهٗ لَمْ يَصِحَّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ شَىْءٌ قَالَ كَيْفَ لَا يَصِحُّ وَقَدْ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَ عِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَ لَا يَعُوْدُ لِشَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ الْاَوْزَاعِىُّ اُحَدِّثُكَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَ تَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ حَنِيْفَةَ كَانَ حَمَّادٌ اَفْقَهَ مِنَ الزُّهْرِىِّ وَ كَانَ اِبْرَاهِيْمُ اَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ وَ عَلْقَمَةُ لَيْسَ بِدُوْنِ ابْنِ عُمَرَ فِى

الْفِقْهِ وَ اِنْ كَانَتْ لِاَبْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ وَ لَهٗ فَضْلُ صُحْبَةٍ فَالْاَسْوَدُ لَهٗ فَضْلٌ كَثِيْرٌ وَ عَبْدُ اللّٰهِ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَكَتَ.

সুফিয়ান ইবনো উয়াইনা বলিয়াছেন — আবু হানীফা ও আওযায়ী মক্কা শরীফে গমের আড়তে একত্রিত হইয়াছেন। অতঃপর আওযায়ী আবু হানীফাকে বলিয়াছেন — আপনাদের কি হইয়াছে যে, নামাজে রুকুতে যাইবার সময়ে ও রুকু থেকে উঠিবার সময়ে আপনারা হাত উঠাইয়া থাকেন না? আবু হানীফা বলিয়াছেন — এই জন্য যে, এই বিষয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে কোন সহীহ হাদীস (পরস্পর বিরোধিতা ছাড়া) বর্ণিত হয় নাই। আওযায়ী বলিয়াছেন — কেন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয় নাই? নিশ্চয় আমাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যোহরী, তিনি সালিমের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজূর পাক তাঁহার দুই হাত উঠাইতেন, যখন তিনি নামাজ শুরু করিতেন এবং রুকু করিবার সময় ও রুকু থেকে উঠিবার সময়। অতঃপর তাহাকে আবু হানীফা বলিয়াছেন — আমাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন হজরত হাম্মাদ, তিনি ইবরাহীমের থেকে, তিনি আলকামা ও আসওয়াদের থেকে, তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদের থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল নামাজ আরম্ভ করিবার সময়ে তাঁহার দুই হাত উঠাইতেন এবং ইহা ছাড়া (নামাজের মধ্যে) আর কোনো সময়ে এইরূপ করিতেন না। অতঃপর আওযায়ী বলিয়াছেন — আমি আপনাকে হাদীস বর্ণনা করিতেছি যোহারীর থেকে, তিনি সালিমের থেকে তিনি তাঁহার পিতার থেকে এবং আপনি বলিতেছেন যে, আমাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন হজরত হাম্মাদ তিনি ইবরাহীমের থেকে। (ইহাতে আওযায়ীর উদ্দেশ্য হইল যে, আমার বর্ণনাকারীগণ হইলেন বেশি বিশ্বস্ত) অতঃপর আবু হানীফা তাঁহাকে (জবাবে) বলিয়াছেন — হাম্মাদ যোহরী অপেক্ষা বড় ফকীহ্ এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইবরাহীম সালিম অপেক্ষা বড় ফকীহ এবং হজরত আলকামা ইল্‌মে ফিকাহ্‌তে হজরত ইবনো উমার অপেক্ষা কিছু কম নয়। যদি ইবনো উমরের জন্য (হুজূর পাকের) সাহাবা হইবার সম্মান রহিয়াছে, তবে তাহারও সাহাবা হইবার ফজীলত রহিয়াছে এবং আসওয়াদেরও বহু ফজীলত রহিয়াছে এবং আব্দুল্লাহ্‌ তো হইলেন (এক অসাধারণ) আব্দুল্লাহ্‌। (ইহা শ্রবণ করতঃ) আওয়াবী চুপ হইয়া গিয়াছেন।

হাদীস নং —৯৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ طَرِيْفٍ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْوُضُوْءُ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ وَ التَّكْبِيْرُ تَحْرِيْمُهَا وَ التَّسْلِيْمُ تَحْلِيْلُهَا وَ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ وَ لاَ تَجْزِئُ صَلٰوةٌ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ مَعَهَا غَيْرُهَا.

আবু হানীফা - ত্বারিফা — আবু সুফিয়ান - আবু নাযরাহ্‌ — হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — অজু হইল নামাজের চাবী, তাকবীর হইল নামাজের তাহরীমা (নামাজের খেলাফ সমস্ত কাজকে হারামকারী), সালাম হইল নামাজের (পরে সমস্ত হালাল জিনিষের) হালালকারী প্রত্যেক দুই রাক্‌য়াতে সালাম ফিরাও এবং কোনো নামাজ বিনা সূরাহ্‌ ফাতিহা ও উহার সহিত অন্য সূরাহ্‌ মিলানো ছাড়া যথেষ্ট হইবে না।

হাদীস নং —৯৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَادٰى مُنَادِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ لاَ صَلٰوةَ اِلاَّ بِقِرَائَةٍ وَ لَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

আবু হানীফা -আত্বা ইবনো আবু রিবাহ্‌ - হজরত আবু হুরাইরাহ্‌ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আহ্বায়ক মদীনা শরীফে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, কুরআন শরীফ পাঠ ছাড়া নামাজ হইবে না যদিও তাহা সূরাহ্‌ ফাতিহা হইয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান অধ্যায়ে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি থেকে কয়েকটি বিষয়ে সাফ হইয়া গিয়াছে।

(ক) নামাজে তাকবীরে তাহরীমাতে দুই হাত দুই কানের পাতা বরাবর উঠাইতে হইবে।

(খ) তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত নামাজের মধ্যে আর কোনো সময়ে হাত উঠানো হইবে না।

(গ) যদিও হাত উঠাইবার হাদীস রহিয়াছে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফার বর্ণিত হাদীস সর্বাধিক সহীহ্‌ ও গ্রহণ যোগ্য।

(ঘ) হানাফীদের জন্য তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাজের মধ্যে অন্য কোনো স্থানে হাত উঠানো গোমরাহী হইবে। কারণ, ইমাম আবু হানীফা সহীহ্‌ সূত্রে হাদীস বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাই নয়, তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) এখানে কেবল দুই একটি করিয়া হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। অন্যথায় হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে শতশত হাদীস রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابٌ لاَ يُجْهَرُ بِسْمِ اللّٰهِ فِى الصَّلٰوةِ

নামাজের মধ্যে প্রকাশ্যে বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা জায়েজ নয়

হাদীস নং —১০০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ لاَ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, হজরত আবু বাকার, হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা (নামাজের মধ্যে) 'বিস্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির রাহীম' প্রকাশ্যে পাঠ করিতেন না।

হাদীস নং —১০১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَوْبَدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّهٗ صَلّٰى خَلْفَ اِمَامٍ فَجَهَرَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِحْبِسْ عَنَّا نَغَمَتَكَ هٰذِهِ فَاِنِّىْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ خَلْفَ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِهَا وَ هٰذَا صَحَابِىٌّ - قَالَ الْجَامِعُ وَ

رَوَتْ جَمَاعَةٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قِيْلَ وَ هُوَ الصَّوَابُ لِاَنَّ هٰذَا الْخَبَرَ مَشْهُوْرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ.

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান - ইয়াযিদ ইবনো আব্দুল্লাহ্‌ ইবনো মুগাফ্‌ফাল হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি কোন এক ইমামের পশ্চাতে নামাজ পড়িয়াছেন। তবে তিনি 'বিস্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির রাহীম' উচ্চ আওয়াজে পড়িয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি নামাজ থেকে বিরত হইয়াছেন তখন তাহাকে বলিয়াছেন — হে আব্দুল্লাহ্‌! (আল্লাহ্‌র বান্দা) তুমি আমাদের কাছে তোমার এই গান (জোরে) বিস্‌মিল্লাহ্‌ পাঠ করা বন্ধ করো। কারণ, আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পিছনে নামাজ পড়িয়াছি এবং হজরত আবু বাকার, হজরত উমার ও হজরত উসমানের পিছনে (নামাজ পড়িয়াছি); আমি তাঁহাদিগকে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' জোরে পাঠ করিতে শুনি নাই। এবং ইনি (হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনো মুগাফ্‌ফাল) হইলেন একজন সাহাবী। সংকলক বলিয়াছেন — একদল বর্ণনাকারী এই হাদীসকে বর্ণনা করিয়াছেন আবু হানীফার নিকট থেকে, তিনি আবু সুফিয়ানের থেকে, তিনি ইয়াযিদ থেকে, তিনি তাহার পিতার থেকে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি অ সাল্লামের থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, বলা হইয়াছে — হাদীসটি সঠিক। কারণ, এই হাদীসটি হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনো মুগাফ্‌ফাল হইতে মশহুর হইয়াছে।

হাদীস নং —১০২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِىٍّ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلْعِشَاءَ وَ قَرَأَ بِالتِّيْنِ وَ الزَّيْتُوْنِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আদী - বারা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত ঈশার নামাজ পড়িয়াছি, তিনি সূরাহ্ 'ত্বীন' ও সূরাহ্ 'যায়তুন' পাঠ করিয়াছেন।

হাদীস নং —১০৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ اِحْدٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَ النَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيْدٌ.

আবু হানীফা, মিসয়ার - যিয়াদ - কুতবাহ্ ইবনো মালিক রাদী আল্লাহ্ আনহু বলিয়াছন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ফজরের নামাজে এক রাকআতে পাঠ করিতে শুনিয়াছি 'অন্ নাখলা বা-সি কাতিল লাহা-ত্বালউন্ নাদীদ'।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

নামাজের মধ্যে সূরাহ্ ফাতিহার পূর্বে 'বিস্মিল্লাহ্' আস্তে পাঠ করা সুন্নাত। ইহা হইল ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব এবং তাঁহার থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে তাহাই স্পষ্ট হইয়াছে। (অনুবাদক)

بَابٌ قِرَائَةُ الْاِمَامِ قِرَائَةٌ لِمَنْ خَلْفَهٗ

ইমামের কিরাত হইল মুক্তাদীর কিরাত

হাদীস নং —১০৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهٗ اِمَامٌ فَقِرَائَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَائَةٌ .

আবু হানীফা- মূসা - আব্দুল্লাহ্ ইবনো শাদ্দাদ - জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যাহার ইমাম থাকিবে (অর্থাৎ মুক্তাদী হইয়া নামাজ পড়িবে), সুতরাং ইমামের কিরাত হইল তাহারই (মুক্তাদীর) কিরাত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম চাই উচ্চ স্বরে কিরাত পাঠ করিয়া থাকেন অথবা আস্তে, মুক্তাদী কোনো সময়ে ইমামের পশ্চাতে 'সূরাহ্ ফাতিহা' পাঠ করিবে না। ইমামের পশ্চাতে 'সূরাহ্ ফাতিহা' পাঠ করা নাজায়েজ। কারণ,

(ক) কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করিয়াছেন —

اِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا.

যখন কুরআন শরীফ পাঠ করা হইবে তখন তোমরা তাহা শোনো ও নীরব থাকো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(খ) বর্তমান হাদীস পাকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইমামের কিরাতকে মুক্তাদীর কিরাত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

(গ) বর্তমান হাদীস ছাড়া আরো ডজনাধিক হাদীস এমন রহিয়াছে যেগুলিতে ইমামের পিছনে সূরাহ্ ফাতিহা পাঠ করা কঠিন ভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

(ঘ) ইমাম আবু হানীফার মত মুহাদ্দিসের নির্দেশ মানিয়া চলা হানাফীদের জন্য জরুরী। আমাদের দেশের ওহাবী সম্প্রদায় ইমামের পশ্চাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করিয়া থাকে। (অনুবাদক)

بَابُ نَسْخِ التَّطْبِيْقِ

'তাত্ববীক' বাতিল হইবার বিবরণ

হাদীস নং —১০৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُطَبِّقُ ثُمَّ اُمِرْنَا بِالرُّكَبِ.

আবু হানীফা - আবু ইয়া'ফূর - জনৈক মুহাদ্দিস হজরত স্বায়াদ ইবনো মালিক বলিয়াছেন - আমরা 'তাত্ববীক' করিতাম। অতঃপর আমাদিগকে (রুকুতে) হাঁটু ধরিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'তাত্ববীক' শব্দের অর্থ হইল রুকুতে দুই হাত হাঁটুতে না রাখিয়া হস্তদ্বয়কে মিলাইয়া দুই রানের মাঝখানে দাবাইয়া রাখা। প্রথমাবস্থায় এইরূপ রেওয়াজ ছিলো। বর্তমান হাদীস থেকে এই নিয়মকে বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (অনুবাদক)

بَابُ اَلْاِمَامُ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

ইমাম যখন বলিবে - সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ

হাদীস নং —১০৬

اِبْنُ اَبِى السَّبْعِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَسْأَلُ عَطَاءَ عَنِ الْاِمَامِ اِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اَيَقُوْلُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مَا عَلَيْهِ اَنْ يَّقُوْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ رَوٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ مَنْ ذَا الْمُتَكَلِّمُ بِهٰذِهِ قَالَهَا ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ اَنَا يَا نَبِىَّ اللّٰهِ قَالَ فَوَا الَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَ ثَلٰثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَ اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا لَكَ وَ اَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُهَا.

ইবনো আবু সাবয়া - ইবনো ত্বালহা বলিয়াছেন - আমি আবু হানীফাকে আত্বাকে প্রশ্ন করিতে দেখিয়াছি যে, ইমাম যখন বলিবে 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' তখন তিনি কি 'রব্বানা লাকাল হামদ' বলিবে? আত্বা বলিয়াছেন — তাহার প্রতি ইহা বলা জরুরী নয়। অতঃপর আত্বা হজরত ইবনো উমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাদী আল্লাহু আনহুমার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের নামাজ পড়াইয়াছেন। অতঃপর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাইয়াছেন (তখন) তিনি বলিয়াছেন 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্'। মুক্তাদীদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, 'রব্বানা লাকাল হামদু হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবান মুবারাকান্ ফীহ্'। অতঃপর নামাজ থেকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা পাঠকারী কে? জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন, ইয়া নাবীয়াল্লাহ্! আমি। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, শপথ সেই সত্ত্বার, যিনি আমাকে সত্যের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন, নিশ্চয় আমি তিরিশের অধিক ফিরিশ্তাকে দেখিয়াছি যে, তাহারা তাড়াতাড়ি করিতেছে যে, তাহাদের মধ্যে কে এই বাক্যটি তোমার জন্য (আমল নামাতে) লিখিবে এবং কে প্রথমে তাহা উঠাইয়া নিয়া যাইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম কেবল বলিবেন, 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' এবং মুক্তাদী বলিবে, 'রব্বানা লাকাল হাম্দ'। ইহাই হইল ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বালের মাযহাব। কারণ, বর্তমান হাদীসে বলা হইয়াছে যে, হুজূর পাক কেবল 'সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ্' বলিয়াছেন, এবং অন্য হাদীসে হুজূর পাক মুক্তাদীদের জন্য কেবল 'রব্বানা লাকাল হাম্দ' বলিবার নির্দেশ দিয়াছেন। (অনুবাদক)

بَابُ هَيْئَةِ السُّجُوْدِ

সিজ্দার অবস্থার বিবরণ

হাদীস নং —১০৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ ابْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَ ضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَ اِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

আবু হানীফা-আসিম - তাহার পিতার থেকে - হজরত অয়েল ইবনো হুজার রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সিজদা করিবার সময় তাঁহার দুই হাতের পূর্বে দুই হাঁটু (জমীনের উপর) রাখিতেন এবং যখন দাঁড়াইতেন তখন তাঁহার দুই হাঁটুর পূর্বে তাঁহার দুই হাত উঠাইতেন।

হাদীস নং —১০৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَوْ غَيْرِهٖ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُوْحِيَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ.

আবু হানীফা - ত্বাউস - হজরত ইবনো আব্বাস অথবা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কোন সাহাবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি অ সাল্লামের নিকট অহী করা হইয়াছে যে, তিনি সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করিবেন।

হাদীস নং —১০৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلاِنْسَانُ يَسْجُدُ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ جَبْهَتِهٖ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ مُقَدَّمِ قَدَمَيْهِ وَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ كُلَّ عَضْوٍ مَوْضِعَهٗ وَ اِذَا رَكَعَ فَلاَ يُدَبِّحَ تَدْبِيْحَ الْحِمَارِ.

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান - আবু নাযরাহ্ - হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ইনসান সাতটি হাড়ের উপরে সিজদা করিয়া থাকে - কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের আঙ্গুলগুলির মাথার উপরে এবং যখন তোমাদের মধ্যে কেহ সিজদা করিবে, তখন সে সমস্ত (সিজদার) অঙ্গ গুলি তাহার স্থানে রাখিবে এবং যখন রুকু করিবে তখন মাথা ঝুঁকাইয়া গাধার মত ঝুঁকিয়া যাইবেনা।

হাদীস নং —১১০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمُدَّ رِجْلَيْهِ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ جَبْهَتِهٖ وَ يَدَيْهِ وَ رُكْبَتَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান-হজরত আবু নাযরাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহ যখন সিজদা করিবে, তখন তাহার দুইটি পাকে লম্বা করিয়া দিবেন। কারণ, ইনসান সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করিয়া থাকে - কপাল, দুই হাত, দুই হাঁটু ও দুই পা।

হাদীস নং —১১১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْظُمٍ وَ لاَ اَكُفَّ شَعْرًا وَ لاَ ثَوْبًا.

আবু হানীফা - ইকরামা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে নির্দেশ করা হইয়াছে যে, আমি সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করিবো এবং চুল ও কাপড় গুটাইবো না।

হাদীস নং —১১২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى فَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ.

আবু হানীফা - জাবলাহ্ ইবনো সুহাইম - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নামাজ পড়িবে সে (সিজদাতে) তাহার দুই বাজুকে কুকুরের মত (জমীনের উপরে) বিছাইয়া দিবেনা।

بَابُ الْقُنُوْتِ فِى الْفَجْرِ

ফজরের নামাজে দুয়ায় কুনূত পাঠ করিবার বিবরণ

হাদীস নং —১১৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ فِى الْفَجْرِ قَطُّ اِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يُرَقَبْلَ ذٰلِكَ وَ لاَ بَعْدَهٗ يَدْعُوْ عَلٰى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কখনোই ফজরের নামাজে দুয়ায় কুনূত পাঠ করেন নাই কিন্তু এক মাস, না ইহার পূর্বে (পাঠ করিতে) দেখা গিয়াছে, না ইহার পরে। তিনি (দুয়ায় কুনূত এর মাধ্যমে) কিছু মুশরিকদের বিপক্ষে দুয়া করিতেন।

হাদীস নং —১১৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ لَمْ

يَقْنُتْ اِلاَّ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَدْعُوْا عَلٰى عُصَيَّةَ وَ ذَكْوَانَ ثُمَّ لَمْ يَقْنُتْ اِلٰى اَنْ مَاتَ.

আবু হানীফা - আত্বিয়া - হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুয়ায় কুনূত পাঠ করেন নাই কিন্তু চল্লিশ দিন; তিনি (দুয়ায় কুনূতের মাধ্যমে) উসাইয়া ও যাকওয়ান গোত্রকে বদ্ দুয়া করিতেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হইয়া থাকে যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিশেষ কারণে কিছু দিন ফজরের নামাজে দুয়ায় কুনূত পাঠ করিয়া ছিলেন। ইহা তাঁহার স্থায়ী আমল নয়। এইজন্য ইমাম আবু হানীফা ফজরের নামাজে দুয়ায়ে কুনূত পাঠ করিবার পক্ষে ছিলেন না। হানাফী মাযহাবে বিতিরের নামাজে দুয়ায় কুনূত পাঠ করা হইয়া থাকে। (অনুবাদক)

بَابُ صِفَةِ الْجُلُوْسِ فِى التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদে বসিবার অবস্থার বিবরণ

হাদীস নং —১১৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ اَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَ قَعَدَ عَلَيْهَا وَ نَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আযিম - তাহার পিতার থেকে - হজরত অয়েল ইবনো হুযার রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজে বসিতেন তখন তিনি তাঁহার বাম পা শোয়াইয়া দিতেন এবং উহার উপর বসিতেন এবং তাঁহার ডান পা খাড়া করিয়া রাখিতেন।

হাদীস নং —১১৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض اَنَّهٗ سُئِلَ كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ ثُمَّ اُمِرْنَ اَنْ يَّحْتَفِزْنَ.

আবু হানীফা - নাফ্যি - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করা হইয়াছে যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে রমণীরা কি প্রকারে নামাজ পড়িতো? (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করিবার সময় কিরূপ ভাবে বসিতো?) তিনি বলিয়াছেন, প্রথমে চারজানু হইয়া বসিতো, পরে তাহাদিগকে নির্দেশ করা হইয়াছে যে, তাহারা পাছার উপরে বসিবে।

بَابٌ فِى التَّشَهُّدِ

তাশাহ্হুদের বিবরণ

হাদীস নং —১১৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

আবু হানীফা - আবু ইসহাক - হজরত বারা রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শিখাইতেন, যেমন ক্বুরআনের সূরাহ্ শিখাইতেন।

হাদীস নং —১১৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةَ الصَّلٰوةِ يَعْنِى التَّشَهُّدَ

আবু হানীফা - কাসেম - তাহার পিতার নিকট থেকে - হজরত আব্দুল্লাহ্ (ইবনো মাসউদ) রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে নামাজের খুতবাহ্ অর্থাৎ তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়াছেন।

হাদীস নং —১১৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ شَقِيْقِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِىِّ ﷺ نَقُوْلُ السَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আবু অয়েল শাকীক ইবনো সালমা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমরা যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পশচাতে নামাজ পড়িতাম, তখন তিনি (তাশাহ্হুদে) বলিতেন 'আস্সালামু' আলাল্লাহ্।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —১২০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ حَتّٰى يُرٰى شِقُّ وَجْهِهٖ وَ عَنْ يَسَارِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ.

আবু হানীফা- হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা- হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার ডান দিকে সালাম করিতেন, 'আস্সালামু আলাইকুম অ রাহ্মাতুল্লাহি' (এবং মুখ মুবারক এমনই ঘুরাইতেন যে,) শেষ পর্যন্ত তাঁহার মুখের চোয়াল দেখা যাইতো এবং সেই প্রকারে তাঁহার বাম দিকে (সালাম করিতেন)।

হাদীস নং —১২১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ عَنْ يَسَارِهٖ تَسْلِيْمَتَيْنِ.

আবু হানীফা - কাসিম - তাঁহার পিতা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার ডান দিক ও বাম দিক দুইবার সালাম করিতেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম মালিক ছাড়া সমস্ত ইমামদের নিকটে নামাজ শেষ করিবার জন্য দুই দিক সালাম করিতে হইবে। ইমাম মালিকের নিকট কেবল একদিক। (অনুবাদক)

بَابُ تَخْفِيْفِ الْاِمَامِ الصَّلٰوةَ

ইমামের স্বল্প সময়ে নামাজ পড়িবার বিবরণ

হাদীস নং —১২২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَحُذَيْفَةُ وَ اَبُوْ مُوْسٰى وَ غَيْرُهُمْ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِجْتَمَعُوْا فِيْ مَنْزِلٍ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ تَقَدَّمْ بَافُلَانُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ فَاَبٰى فَقَالَ تَقَدَّمْ اَنْتَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى صَلٰوةً خَفِيْفَةً وَ جِيْزَةً اَتَمَّ الرُّكُوْعَ وَ السُّجُوْدَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ لَقَدْ حَفِظَ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ, হুযাইফা - আবু মূসা আশয়ারী ও হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা কোনো এক স্থানে একত্রিত হইয়াছেন। নামাজের জন্য ইকামাত (তাকবীর) দেওয়া হইয়াছে। সবাই বাড়ির লোকটিকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, হে অমুক! (ইমামতের জন্য) সামনে যান। তিনি অস্বীকার করিয়াছেন এবং (হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদকে) বলিয়াছেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি আগাইয়া যান। অতঃপর তিনি সামনে গিয়াছেন এবং রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করতঃ খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে নামাজ আদায় করিয়াছেন। অতঃপর যখন নামাজ শেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়াছেন, তখন সবাই বলিয়াছেন, নিশ্চয় আবু আব্দুর রহমান (আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ) হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের (এইরূপ) নামাজকে স্মরণ রাখিয়াছেন।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

চটাইয়ের উপর নামাজ পড়িবার বিবরণ

হাদীস নং —১২৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ؓ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهٗ دَخَلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَهٗ يُصَلِّىْ عَلٰى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান - জাবির - হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহ্ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে প্রবেশ করতঃ তাঁহাকে চটাইয়ের উপর নামাজ পড়িতে পাইয়াছেন এবং তাহার উপরে সিজদা করিতে (দেখিতে) পাইয়াছেন।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বিবরণ

হাদীস নং —১২৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا وَ قَائِمًا وَ مُحْتَبِيًا.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ পড়িয়াছেন বসিয়া, দাঁড়াইয়া ও উপু হইয়া।

হাদীস নং —১২৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْعَانَ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى مُحْتَبِيًا مِنْ رَمَدٍ كَانَ بِعَيْنِهٖ.

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান- হজরত হাসান বাসরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চক্ষু ব্যথা হইবার কারণে উপু হইয়া নামাজ পড়িয়াছেন।

হাদীস নং —১২৬

مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ قَاضِىُ الدَّامِغَانِ قَالَ كَتَبْتُ اِلٰى اَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْمَرِيْضِ اِذَا ذَهَبَ عَقْلُهٗ كَيْفَ يُعْمَلُ بِهٖ فِىْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ فَكَتَبَ اِلَىَّ يَخْبِرُنِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَنِىُ النَّبِىُّ ﷺ وَ مَعَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ قَدْ اُغْمِىَ عَلَىَّ فِىْ مَرَضِىْ وَ جَآئَتِ الصَّلٰوةُ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ صَبَّ عَلَىَّ مِنْ وُضُوْئِهٖ فَاَفَقْتُ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا جَابِرُ ثُمَّ قَالَ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَوْ اَنْ تُؤْمِئَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাম্মাদ ইবনো বুকাইব দামেগানের কাজী বলিয়াছেন, আমি আবু হানীফাকে অসুস্থ ব্যক্তির সম্পর্কে লিখিয়াছি যে, যখন অসুস্থ ব্যক্তির হুঁশ থাকিবে না, তখন নামাজের সময় তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইবে? তখন তিনি আমার কাছে (জবাব) লিখিয়াছেন - আমাকে সংবাদ দিয়াছেন মুহাম্মাদ ইবনো মুনকাদার থেকে, তিনি জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ থেকে, তিনি বলিয়াছেন — আমি অসুস্থ হইয়াছি। অতঃপর আমাকে দেখিবার জন্য হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম, হজরত আবু বাকার, হজরত উমার আসিয়াছেন। এই সময়ে আমি রোগে বেহুঁশ হইয়া ছিলাম যে, নামাজের সময় আসিয়া গিয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অজু করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার অজুর পানি আমার উপর ছিটাইয়া দিয়াছেন, তখন আমার হুঁশ ফিরিয়াছে। হুজূর পাক বলিয়াছেন - জাবির! তুমি কেমন? অতঃপর বলিয়াছেন - নামাজ পড়ো, যতক্ষণ শক্তি থাকিবে যদিও (রুকু ও সিজদার জন্য) ইঙ্গিত করিয়া থাকো।

হাদীস নং —১২৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَمَّا اُغْمِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ ؓ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيْلَ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصِرٌ وَ هُوَ بِنَفْسِهٖ بَكْرُهُ اَنْ يَّقُوْمَ مَقَامَكَ قَالَ اِفْعَلُوْا مَا اٰمُرُكُمْ بِهٖ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - উম্মুল মু'মিনীন হজরত আয়েশা বলিয়াছেন, যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উপরে বেহুঁশী বিরাজ করিয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন তোমরা আবু

বাকারকে বলো যে, তিনি মানুষদের নামাজ পড়াইয়া দিবেন। তখন বলা হইয়াছে, আবু বাকার হইলেন একজন নরম মেজাজী মানুষ। তিনি নিজেই আপনার স্থানে দাঁড়াইতে অপছন্দ করিতেছেন। হুজূর পাক বলিয়াছেন, তোমরা তাহাই করো, যাহা আমি তোমাদের নির্দেশ করিতেছি।

হাদীস নং —১২৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ لَمَّا اُغْمِيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقِيْلَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ حَصِرٌ وَ هُوَ بَكْرُهُ اَنْ يَّقُوْمَ مَقَامَكَ فَقَالَ مُرُوْا اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ يَاصُوَيْحِبَاتِ يُوْسُفَ وَ كَرَّرَ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - উম্মুল মু'মিনীন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - যখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উপর বেহুঁশ বিরাজ করিয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন - তোমরা আবু বাকারকে বলো যে, তিনি মানুষদের নিয়ে নামাজ পড়িবেন। হুজূর পাককে বলা হইয়াছে, ইয়া রসূলুল্লাহ্! নিশ্চয় আবু বাকার হইলেন একজন নরম মেজাজী মানুষ। তিনি আপনার স্থলে দাঁড়াইতে অপছন্দ করিতেছেন। অতঃপর হুজূর পাক বলিয়াছেন, হে ইউসুফের সতীনগণ! তোমরা আবু বাকারকে হুকুম দাও যে, তিনি মানুষদের নামাজ পড়াইয়া দিবেন এবং তিনি এই কথা বারবার বলিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —১২৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَلاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرِضَ الْمَرَضَ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ خَفَّ مِنْ الْوَجْعِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ لِعَائِشَةَ مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَاَرْسَلَتْ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُكَ اَنْ تُصَلِّىَ بِالنَّاسِ فَاَرْسَلَ اِلَيْهَا اَنِّىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ رَقِيْقٌ وَ اِنِّىْ مَتٰى لاَ اَرٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَقَامِهٖ اَرِقَّ لِذٰلِكَ فَاجْتَمِعِىْ اَنْتِ وَ حَفْصَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُرْسِلُ اِلٰى عُمَرَ فَيُصَلِّىَ بِهِمْ فَفَعَلَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوْسُفَ مُرِىْ اَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ سَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْمُؤَذِّنَ وَ هُوَ يَقُوْلُ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِرْفَعُوْنِىْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ اَمَرْتُ اَبَا بَكْرٍ اَنْ يُّصَلِّىَ بِالنَّاسِ وَ اَنْتَ فِىْ عُذْرٍ قَالَ اِرْفَعُوْنِىْ فَاِنَّهٗ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَرَفَعْتُ بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَ قَدَمَاهُ تَخُدَّانِ اَلْاَرْضَ فَلَمَّا سَمِعَ اَبُوْ بَكْرٍ لَحْسَ

رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَأَخَّرَ فَاَوْمَأَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَسَارِ اَبِىْ بَكْرٍ رض وَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ حِذَائَهٗ يُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرُ اَبُوْ بَكْرٍ بِتَكْبِيْرِ النَّبِىِّ ﷺ وَ يُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيْرِ اَبِىْ بَكْرٍ حَتّٰى فَرَغَ ثُمَّ مَا صَلّٰى بِالنَّاسِ غَيْرَ تِلْكَ الصَّلٰوةِ حَتّٰى قُبِضَ وَ كَانَ اَبُوْ بَكْرٍ اَلاِمَامُ وَ النَّبِىُّ ﷺ وَ جِعٌ حَتّٰى قُبِضَ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন সেই রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, যাহাতে তাহার ইন্তেকাল হইয়াছে এবং ব্যাথার কারণে দুর্বল হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর যখন নামাজের সময় আসিয়াছে, তখন তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে বলিয়াছেন, তুমি আবু বাকারকে বলো যে, তিনি মানুষকে নামাজ পড়াইয়া দিবেন। হজরত আয়েশা হজরত আবু বাকারের নিকটে খবর পাঠাইয়াছেন যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আপনাকে নির্দেশ করিয়াছেন যে, আপনি লোকদের নামাজ পড়াইয়া দিবেন। অতঃপর হজরত আবু বাকার আয়েশার নিকটে লোক প্রেরণ করতঃ বলিয়াছেন যে, আমি একজন অতি বৃদ্ধ নরম মনের মানুষ। আমি যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তাঁহার স্থানে দেখিতে পাইবো না, তখন আমি ভাঙিয়া পড়িবো। সুতরাং তুমিও হাফসা একসঙ্গে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে যাও যে, তিনি হজরত উমারের নিকটে লোক পাঠাইবেন যে, তিনি লোকেদের নামাজ পড়াইয়া দিবেন। (হজরত আয়েশা বলিয়াছেন) সুতরাং আমি তাহাই করিয়াছি। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা হইলে হজরত ইউসুফের সতীন। তুমি আবু বাকারকে বলিয়া দাও যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি মানুষদিগকে নামাজ পড়াইয়া দিবেন। অতঃপর যখন নামাজের জন্য আজান দেওয়া হইয়াছে এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুয়াজ্জিনকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন — 'হাইয়ালাস্ সলাহ্' তখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা আমাকে উঠাও। হজরত আয়েশা বলিয়াছেন - আমি আবু বাকারকে বলিয়াছি যে, তিনি মানুষদের নামাজ পড়াইয়া দিবেন এবং আপনি হইলে অক্ষম। হুজূর পাক বলিয়াছেন, তোমরা আমাকে উঠাও। নিশ্চয় নামাজে আমার চোখের শীতলতা রহিয়াছে। হজরত আয়েশা বলিয়াছেন, অতঃপর আমি দুই ব্যক্তির মাঝখানে তাঁহাকে উঠাইয়াছি এবং তিনি এমন ভাবে চলিতেছেন যে, তাঁহার দুই পা মুবারক জমীনে ঘসিয়া যাইতেছে। অতঃপর যখন হজরত আবু বাকার তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিয়াছেন, তখন তিনি পিছনে হটিয়াছেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (যথা স্থানে থাকিবার জন্য) তাহার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আবু বাকারের বাম দিকে বসিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আবু বাকারের বরাবর থাকিয়া তাকবীর বলিতেছিলেন এবং আবু বাকার হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের তাকবীরকে নকল করিতে ছিলেন এবং (সমস্ত) মুক্তাদীগণ হজরত আবু বাকারের অনুসরণ করিতেছিলেন, শেষ পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত হইয়াছেন। অতঃপর হুজূর পাক এই নামাজ ব্যতীত মানুষের সঙ্গে কোন নামাজ পড়েন নাই, শেষ পর্যন্ত হুজূর পাকের ইন্তেকাল হইয়াছে এবং (ইহার পর) আবু বাকার হইয়াছেন ইমাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অসুস্থ ছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান অধ্যায়ের হাদীসগুলি থেকে শীয়া সম্প্রদায়ের ঈমানকে সঠিক করিয়া নেওয়া উচিত। কারণ, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার

জাহিরী হায়াতে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুকে দ্বীনের ইমাম বানাইয়া দিয়া ছিলেন, যাহা ছিল পরবর্তীতে তাঁহার খিলাফাতের জন্য ভূমিকা। (অনুবাদক)

بَابُ اِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْعَبْدِ وَ الْاَعْرَابِ

অবৈধ সন্তান, দাস ও গ্রাম্য মানুষদের ইমামতির বিবরণ

হাদীস নং —১৩০

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْعَبْدُ وَ الْاَعْرَابِيُّ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ.

হাম্মাদ - তাঁহার পিতা (আবু হানীফা) - হজরত ইবরাহীম বলিয়াছেন, মানুষের ইমামতি করিতে পারিবে অবৈধ সন্তান, দাস ও গ্রাম্য মানুষ যখন সে কুরআন শরীফ পাঠ করিতে পারিবে।

بَابُ الْاِثْنَيْنِ جَمَاعَةٌ

দুই জন হইলেও জামায়াত হইবার বিবরণ

হাদীস নং —১৩১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى بِرَجُلٍ فَصَلّٰى خَلْفَهٗ وَ امْرَأَةٌ خَلْفَ ذٰلِكَ صَلّٰى بِهِمْ جَمَاعَةً.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - হায়সাস - ইকরামা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক ব্যক্তির সঙ্গে নামাজ পড়িয়াছেন, যিনি হুজূর পাকের পশ্চাতের নামাজ পড়িয়াছে এবং তাহার পিছনে ছিলো একজন মহিলা, হুজূর পাক তাহাদের লইয়া জামায়াত করিয়াছেন।

بَابُ فَضِيْلَةِ وَصْلِ الصُّفُوْفِ

লাইনগুলি মিলাইবার ফজীলতের বিবরণ

হাদীস নং —১৩২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ الصُّفُوْفَ.

আবু হানীফা - আত্বা - ইবনো ইয়াসার - হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহু তাআলা ও তাহার ফিরিশতাগণ তাহাদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করিয়া থাকেন যাহারা লাইনগুলিকে মিলাইয়া থাকেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লাইন মিলাইবার অর্থ এই নয় যে, একে অন্যের পায়ের উপরে পা উঠাইয়া দিবে। আমাদের দেশের ওহাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ স্বভাব রহিয়াছে যে, তাহারা একে অন্যের পায়ের সহিত পা লাগাইয়া দাঁড়াইয়া

থাকে। কেহ নিজের পা-কে সরাইয়া নিলে পুনঃরায় তাহার পায়ের উপরে লাগাইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্চয় নামাজের একাগ্রতা নষ্ট হইয়া যায়। লাইন মিলাইবার অর্থ হইল যে, কাঁধের সোজা কাঁধ রাখিয়া লাইনকে খুব সোজা করিয়া নিবে এবং কোন মতেই যেন দুই ব্যক্তির মাঝখানে ফাঁক বা দূরত্ব না থাকে। (অনুবাদক)

بَابُ مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ وَ الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ

ফজর ও ঈশার জামায়াতে শরীক হইবার বিবরণ

হাদীস নং —১৩৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْفَجْرَ وَ الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَتْ لَهٗ بَرَاءَتَانِ بَرَائَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَائَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ফজর ও ঈশার নামাজে উপস্থিত হইয়াছে তাহার জন্য দুইটি নাজাত রহিয়াছে, একটি হইল মুনাফেকী থেকে ও আর একটি হইল শির্ক থেকে।

হাদীস নং —১৩৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَاوَمَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا عَلٰى صَلٰوةِ الْغَدٰوةِ وَ الْعِشَاءِ فِىْ جَمَاعَةٍ كُتِبَ لَهٗ بَرَائَةٌ مِنَ النِّفَاقِ وَ بَرَائَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ফজর ও ঈশার জামায়াতে ধারাবাহিক শামিল হইয়াছে, তাহার জন্য দুইটি জিনিস থেকে নাজাত লেখা হইবে একটি হইল মুনাফেকী থেকে এবং দ্বিতীয়টি হইল শির্ক থেকে।

হাদীস নং —১৩৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِى الْخُرُوْجِ لِصَلٰوةِ الْغَدَاوَةِ وَ الْعِشَاءِ لِلنِّسَآءِ فَقَالَ رَجُلٌ اِذًا يَّتَّخِذُوْنَهٗ دَغَلاً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رض اُخْبِرُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ تَقُوْلُ هٰذَا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - শা'বী - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদের জন্য ফজর ও ঈশার নামাজের জন্য বাহির হইবার অনুমতি দিয়াছেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন, মানুষ তো ইহাকে চক্রান্তের জাল বানাইয়া নিবে। তখন হজরত ইবনো উমার বলিয়াছেন, আমি তোমাকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করিতেছি এবং তুমি এইরূপ বলিতেছো?

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে মহিলাদের জন্য কোনো নামাজের জন্য বাহির হওয়া জায়েজ নয়। হাদীস থেকে কেবল দুইটি নামাজের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। সবার

জন্য জায়েজ থাকিলে ফজর ও ঈশা বলিয়া খাস করা হইতো না। উলামায় কিরাম বলিয়াছেন, হাদীস পাকে যে মহিলাদের কথা বলা হইয়াছে সেই মহিলা বলিতে বয়স্কা বৃদ্ধাদের জন্য, যাহাদের মধ্যে কোনো প্রকার কামোত্তেজনা নাই। কেবল তাই নয়, তাহাদের মধ্যে কোনো প্রকার বিলাসিতা মূলক সাজসজ্জা থাকিবার হুকুম ছিলো না। বর্তমানে মানুষের মধ্যে চরমভাবে নোংরামী চলিয়া আসিয়াছে। এই কারণে এখন আর কাহার জন্য জায়েজ নয়। গোমরাহ্ ওহাবী সম্প্রদায় বর্তমানে মহিলাদের জন্য অবাধ অনুমতি দিয়া এক বড় ধরণের ফিৎনার দরওয়াজা খুলিয়া দিয়াছে। (অনুবাদক)

بَابٌ اِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَ الْعَشَاءُ

যখন ঈশার নামাজের সময় হইয়া যাইবে এবং খাদ্য উপস্থিত হইয়া যাইবে

হাদীস নং —১৩৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا نُوْدِىَ بِالْعِشَاءِ وَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَابْدَئُوْا بِالْعَشَاءِ.

আবু হানীফা - যোহরী - হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন ঈশার আজান দেওয়া হইবে এবং মুয়াজ্জিন তাকবীর পাঠ করিয়াছে, (এই রকম অবস্থায় খাবার আসিয়া গেলে) তোমরা খানা খাইয়া নাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ مَنْ صَلّٰى صَلٰوةً ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُمْ يُصَلُّوْنَ

যে ব্যক্তি একা নামাজ পড়িয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়াছে এমতাবস্থায় জামায়াত হইতেছে

হাদীস নং —১৩৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ جَابِرِ بْنِ الْاَسْوَدِ اَوِ الْاَسْوَدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِيْ بُيُوْتِهِمَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَ هُمَا يَرَيَانِ اَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ اَتَيَا الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي الصَّلٰوةِ فَقَعَدَا نَاحِيَةً مِنَ الْمَسْجِدِ وَ هُمَا يَرَيَانِ اَنَّ الصَّلٰوةَ لاَ تَحِلُّ لَهُمَا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ رَاَهُمَا اَرْسَلَ اِلَيْهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا وَ فَرَائِصُهُمَا تَرْتَعِدُ مَخَافَةَ اَنْ يَكُوْنَ قَدْ حَدَثَ فِيْ اَمْرِهِمَا شَيْءٌ فَسَاَ لَهُمَا فَاَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ اِذَا فَعَلْتُمَا ذٰلِكَ فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ وَاجْعَلاَ الْاُوْلٰى هِيَ الْفَرْضَ .

وَ قَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ جَمَاعَةٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ فَقَالُوْا عَنِ الْهَيْثَمِ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

আবু হানীফা - হায়সাস - জাবির ইবনো আসওয়াদ অথবা আসওয়াদ ইবনো জাবির তাহার পিতার থেকে বর্ণিত হইয়াছে, দুই ব্যক্তি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে জোহরের নামাজ নিজেদের বাড়িতে পড়িয়া নিয়াছে এই ধারণায় যে, লোকে (জামায়াত সহকারে) নামাজ পড়িয়া নিয়াছে। অতঃপর যখন মসজিদে আসিয়াছে তখন তাহারা দেখিয়াছে যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ পড়িতেছেন। অতঃপর তাহারা মসজিদের এক ধারে এই ধারণায় বসিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের জন্য (জামায়াত ধরা) জায়েজ হইবে না। অতঃপর যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ থেকে বিরত হইয়াছেন তখন তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট লোক পাঠাইয়া ডাকিয়াছেন। তাহাদের দুইজনকে আনা হইলে তাহাদের কাঁধের মাংস কাঁপিতেছিল এই ভয়ে যে, তাহাদের সম্পর্কে কোনো নির্দেশ জারি হইয়াছে। হুজূর পাক (জামায়াত না ধরিবার কারণ) জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা পূর্ণ ঘটনা বলিয়া দিয়াছে। অতঃপর হুজুর পাক বলিয়াছেন, যখন তোমরা এইরূপ করিবে, তখন তোমরা মানুষের সহিত নামাজ পড়িবে এবং প্রথম নামাজকে ফরজ ধারণা করিবে। এই হাদীসটি একদল বর্ণনাকারী ইমাম আবু হানীফার নিকট থেকে, তিনি হায়সাস থেকে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছেন।

بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

জুময়ার দিন গোসল করিবার বিবরণ

হাদীস নং —১৩৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عُمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوْا

pdf By Syed Mostafa Sakib

يَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ وَ قَدْ عَرِقُوْا وَ تَلَطَّخُوْا بِالطِّيْنِ فَقِيْلَ لَهُمْ مَنْ رَاحَ اِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ.

আবু হানীফা - ইয়াহ্ইয়া' - উমরাহ্ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, মানুষ জুময়ার নামাজের জন্য আসিতো এবং তাহারা ঘর্মাক্ত ও কাদামাখা হইয়া যাইতো। অতঃপর তাহাদিগকে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি জুময়ার নামাজে আসিবে সে যেন গোসল করিয়া থাকে।

হাদীস নং —১৩৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ الْمَنْصُوْرُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْغُسْلُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَلٰى مَنْ اَتَى الْجُمُعَةَ .

আবু হানীফা - মানসূর ও মোহাম্মাদ ইবনো বিশর; তাহারা প্রত্যেকেই নাফেয়ের থেকে, তিনি হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, জুময়ার দিন প্রত্যেক ব্যক্তির উপর গোসল করা উচিত যে ব্যক্তি জুময়ার নামাজে আসিয়া থাকে।

بَابٌ فِى الْخُطْبَةِ

খুৎবার বিবরণ

হাদীস নং —১৪০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَلَسَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ جَلْسَةً خَفِيْفَةً.

আবু হানীফা - আত্বীয়াহ্ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুময়ার দিনে যখন মিম্বারের উপরে উপবিষ্ট হইতেন, তখন তিনি খুৎবার পূর্বে স্বল্প সময় বসিতেন।

হাদীস নং —১৪১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِىِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ لَهُ اَمَا تَقْرَأُ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ قَالَ بَلٰى وَ لٰكِنْ لاَ اَعْلَمُ قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ وَ اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَانِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَ تَرَكُوْكَ قَائِمًا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম বর্ণনা করিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি তাহাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুকে জুময়ার দিন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খুৎবাহ সমপর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন (যে, তিনি দাঁড়াইয়া খুৎবাহ্ পাঠ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতেন, না বসিয়া?) তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ তাহাকে বলিয়াছেন, তুমি কি সূরাহ্ জুময়া পাঠ করিয়া থাকো না? তিনি বলিয়াছেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানিনা। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, হজরত আব্দুল্লাহ্ তাহার কাছে এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন "অ ইযা রায়াউ-তিজা রাতান আওলাহ্ ওয়ানিন্ ফাদ্দু ইলাইলা-অ তারাকুকা কাইমা"।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দাঁড়াইয়া খুৎবা পাঠ করা সুন্নাত। কারণ, আয়াত পাকে 'কাইমান' (দাঁড়ানো) শব্দ থেকে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু দলীল গ্রহণ করিয়াছেন। (অনুবাদক)

بَابُ مَايُقْرَأُ فِى الْجُمُعَةِ

জুময়ার নামাজে কি পাঠ করা হইবে

হাদীস নং —১৪২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمٰعِيْلَ الْكُوْفِىُ عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ يُوْسُفَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ جَنَادَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سُوْرَةَ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنَافِقِيْنَ.

আবু হানীফা - আহমাদ ইবনো মোহাম্মাদ - ইবনো ইসমাঈল কুফী-

ইয়াকূব ইবনো ইউসুফ ইবনো যিয়াদ আবু জানাদা ইবরাহীম সাঈদ ইবনো জোবাইর হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জুময়ার দিনে (জুময়ার নামাজে) সূরাহ্ জুময়া ও সূরাহ্ মুনাফিকূন পাঠ করিতেন।

হাদীস নং —১৪৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْعِيْدَيْنِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَ هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

আবু হানীফা - ইবরাহীম তাঁহার পিতা - হাবীব ইবনো সালমি - নো'মান ইবনো বাশীর বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুই ঈদ ও জুময়ার নামাজে 'সাব্বি হিসমা রাব্বিকাল আ'লা' ও 'হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ্' পাঠ করিতেন।

بَابٌ فِى فَضِيْلَةِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ مَنْ مَّاتَ فِيْهَا

জুময়ার দিনে ও জুময়ার রাতে মরিবার ফজীলাত

হাদীস নং —১৪৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَامِنْ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ اِلاَّ وَ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى خَلْقِهٖ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِمَنْ لاَّ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا.

আবু হানীফা - কায়েস - তারিক - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, জুময়ার কোন রাত এমন নাই কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাহার মাখলুকের দিকে (দয়ার দৃষ্টিতে) দেখিয়া থাকেন - ক্ষমা করিয়া থাকেন তাহাকে , যে ব্যক্তি তাহার সহিত কোন জিনিষের শরীক না করিয়া থাকেন।

হাদীস নং —১৪৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِىَ عَذَابَ الْقَبْرِ.

আবু হানীফা - হায়সাস - হাসান - হজরত আবু হুরাইরাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জুময়ার দিনে ইন্তেকাল করিয়াছে সে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অন্য বর্ণনায় জুময়ার রাতের কথাও বলা হইয়াছে। আল্হামদু লিল্লাহ্, বর্তমান হাদীস পাক হইল মুসলমানদের জন্য অতি আনন্দের খবর। আল্লাহ্! আমাদিগকে জুময়ার দিনে অথবা রাতে ইন্তেকাল করাইও। (অনুবাদক)

بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْخَيْرِ وَ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

মহিলাদের জন্য জায়েজ হইবার বিবরণ যে, তাহারা কল্যাণ মূলক কাজে ও মুসলমানদের দুয়ার জন্য বাহির হইবে

হাদীস নং —১৪৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَمَّنْ سَمِعَ اُمَّ عَطِيَّةَ تَقُوْلُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدَيْنِ حَتّٰى لَقَدْ كَانَتِ الْبِكْرَانِ تَخْرُجَانِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ حَتّٰى لَقَدْ كَانَتِ الْحَائِضُ تَخْرُجُ فَتَجْلِسُ فِىْ عُرْضِ النَّاسِ يَدْعُوْنَ وَ لاَ يُصَلِّيْنَ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - তিনি হজরত উম্মে আত্বীয়ার নিকট থেকে শ্রবণ করিয়াছেন, হজরত উম্মে আত্বীয়া বলিতেছেন, (হুজূর পাকের পক্ষ থেকে) মহিলাদিগকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা দুই ঈদের জন্য বাহির হইতে পারিবে এই পর্যন্ত যে, দুইটি তরুণী (কমপক্ষে) একটি কাপড়েরর মধ্যে থাকিবে; এমনকি মাসিকা মহিলাও বাহির হইবে। অতঃপর সে মানুষদের থেকে দূরে বসিয়া দুআ করিবে, কিন্তু নামাজ পড়িবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —১৪৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِى الْخُرُوْجِ اِلَى الْعِيْدَيْنِ مِنَ الْفِطْرِ و الْاَضْحٰى.

আবু হানীফা - আব্দুল কারীম - উম্মে আত্বীয়াহ্ বলিয়াছেন, মহিলাদিগকে ঈদুল ফিত্বির ও ঈদুল আযহার জন্য বাহির হইবার অনুমতি দেওয়া হইতো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রথম যুগে মহিলাদের জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বাহির হইবার অনুমতি ছিলো। পরবর্তীতে বিভিন্ন সমস্যার কারণে মহিলাদের মসজিদে যাইবার অনুমতি নাই। ইহা হইল উলামায়া ইসলামের কথা। (অনুবাদক)

بَابُ عَدَمِ الصَّلٰوةِ قَبْلَ الْعِيْدِ وَ بَعْدَهَا

ঈদের নামাজের পূর্বে ও পরে কোন নফল নামাজ নাই

হাদীস নং —১৪৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اِلَى الْمُصَلّٰى فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَ الصَّلٰوةِ وَلاَ بَعْدَهَا شَيْأً.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আদী - সাঈদ ইবনো জোবাইর - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ঈদের দিন ঈদগাহে শুভাগমন করিয়াছেন। না তিনি ঈদের নামাজের পূর্বে কোনো নামাজ পড়িয়াছেন, না উহার পরে।

بَابُ تَقْصِيْرِ الصَّلٰوةِ فِى السَّفَرِ

সফরে নামাজ কম করিবার বিবরণ

হাদীস নং —১৪৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

আবু হানীফা - মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদার - হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহ্ আনহু বর্ণনা করিয়াছেন - আমরা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত জোহরের নামাজ চার রাকআত পড়িয়াছি এবং জুল হুলাইফাতে আসর দুই রাকআত (পড়িয়াছি)।

হাদীস নং —১৫০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ لاَ يَزِيْدُوْنَ عَلَيْهِ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহ্ আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সফরে দুই রাকআত নামাজ পড়িতেন এবং হজরত আবু বাকার ও হজরত উমারও ইহার উপর বেশি করিতেন না।

হাদীস নং —১৫১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ اُتِىَ فَقِيْلَ صَلّٰى عُثْمَانُ بِمِنًى اَرْبَعًا فَقَالَ اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ وَ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَ مَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ حَضَرَ الصَّلٰوةُ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلّٰى مَعَهٗ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقِيْلَ لَهٗ اِسْتَرْجَعْتَ وَ قُلْتَ مَا قُلْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ اَرْبَعًا قَالَ الْخِلَافَةُ ثُمَّ قَالَ وَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ اَتَمَّهَا اَرْبَعًا بِمِنًى.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার নিকটে কেহ আসিয়া বসিয়াছেন যে, হজরত উসমান মিনাতে চার রাকআত পড়িয়াছেন। অতঃপর হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন, 'ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। (অতঃপর তিনি বলিয়াছেন) আমি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত দুই রাকআত পড়িয়াছি এবং হজরত আবু বাকারের সহিত দুই রাকআত ও হজরত উমারের সহিত দুই রাকআত।

অতঃপর তিনি (হজরত আব্দুল্লাহ্) হজরত উসমানের সহিত নামাজে হাযির হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সহিত চার রাকআত পড়িয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে হজরত (আব্দুল্লাহ্কে) বলা হইয়াছে, আপনি তো 'ইন্না লিল্লাহ' পড়িয়াছেন এবং যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন, আবার আপনি (নিজেই) চার রাকআত পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন - ইহা হইল খিলাফাতের আদব। তারপর বলিয়াছেন, হজরত উসমান হইলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি মিনাতে প্রথম পূর্ণ চার রাকআত পড়িয়াছেন।

بَابُ الصَّلٰوةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

সওয়ারীর উপরে নামাজ পড়িবার বিবরণ .

হাদীস নং —১৫২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ اَنَّهٗ صَحِبَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَصَلّٰى اِبْنُ عُمَرَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ يُؤْمِىْ اِيْمَاءً اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ وَ الْوِتْرَ فَاِنَّهٗ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا عَنْ دَابَّتِهٖ قَالَ فَسَاَلْتُهٗ عَنْ صَلَاتِهٖ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَ وَجْهُهٗ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لِىْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ تَطَوُّعًا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهٗ يُؤْمِئُ اِيْمَاءً.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - মুজাহিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ যাইবার পথে হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুর সঙ্গী ছিলেন। হজরত ইবনো উমার তাঁহার সওয়ারীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরে মদীনা মুখি অবস্থায় (রুকু, সিজদা) ইঙ্গিত করতঃ নামাজ পড়িয়াছেন কিন্তু ফরজ ও বিতির; এই দুই নামাজের জন্য তিনি তাহার সওয়ারী থেকে নামিতেন। মুজাহিদ বলিয়াছেন — আমি তাহাকে (হজরত আব্দুল্লাহ্ কে) মদীনার দিকে মুখ থাকা সত্বেও তাহার সওয়ারীর নামাজ পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তখন তিনি আমাকে বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার সওয়ারীর উপরে নফল নামাজ পড়িতেন, চাই যেদিকে মুখ থাকুক (রুকু ও সিজদার জন্য) ইঙ্গিত করিতেন।

بَابُ الْوِتْرِ

বিতিরের বিবরণ

হাদীস নং —১৫৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرِ الْعَبْدِىْ عَمَّنْ حَدَّثَهٗ عَنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ زَادَكُمْ صَلٰوةً .

আবু হানীফা - আবু ইয়াফুব আবদী তাঁহার বিনি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের প্রতি একটি নামাজ বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা হইল বিতর।

হাদীস নং —১৫৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رض

عَنِ الْوِتْرِ اَحَقٌّ هُوَ قَالَ اَمَّا كَحَقِّ الصَّلٰوةِ فَلاَ وَ لٰكِنْ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَّتْرُكَهٗ.

আবু হানীফা - আবু ইসহাক - হজরত আসিম ইবনো দামরাহ্ বলিয়াছেন, আমি হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুকে বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি - উহা কি অবধারিত? তিনি বলিয়াছেন নামাজের মত অবধারিত (ফরজ) নয়, কিন্তু (উহা হইল) হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত। সুতরাং উহাকে ত্যাগ করা কাহারো জন্য উচিৎ হইবে না।

হাদীস নং —১৫৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلٰثٍ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَ فِى الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ وَ فِى الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম-আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিতর তিন রাকআত আদায় করিতেন। প্রথম রাকআতে 'সাব্বি হিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন' ও তৃতীয় রাকআতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —১৫৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْيَامِى عَنْ اَبِىْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَأُ فِىْ وِتْرِهٖ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ فِى الثَّانِيَةِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ فِى الثَّالِثَةِ .

আবু হানীফা - যুবাইদ ইবনো হারিস ইয়ামী - আবু উমার - হজরত আব্দুর রহমান ইবনো আবযা বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার বিতিরে (প্রথমে রাকআতে) 'সাব্বি হিস্‌মা রব্বিকাল আ'লা' ও দ্বিতীয় রাকআতে 'ক্বুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন' এবং তৃতীয় রাকআতে 'ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করিতেন।

হাদীস নং —১৫৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا فَصْلَ فِى الْوِتْرِ.

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান - আবু নাদরাহ্ - হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু বলিয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, বিতরে কোনো ব্যবধান নাই।

হাদীস নং —১৫৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ سُخْطَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَ اَكْلُ السَّحُوْرِ مِرْضَاةٌ الرَّحْمٰنِ.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ - হজরত ইবনো উমার বলিয়াছেন, আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রথম রাতের বিতর শয়তানের জন্য ক্রোধের কারণ এবং (রমযানের) সাহরী খাওয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ।

হাদীস নং —১৫৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىْ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِى قَالَ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَ اَوْسَطَهٗ وَ اٰخِرَهٗ لِكَىْ يَكُوْنَ وَاسِعًا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ اَىَّ ذٰلِكَ اَخَذُوْا بِهٖ كَانَ صَوَابًا غَيْرَ اَنَّهٗ مَنْ طَمِعَ لِقِيَامِ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ وِتْرَهٗ فِىْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ اَفْضَلُ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আবু আব্দুল্লাহ্ জাদলী - হজরত আবু মাসউদ আনসারী বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রথম রাতে, মধ্য রাতে ও শেষ রাতে বিতর আদায় করিয়াছেন, যাহাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমানদের জন্য সহজ হইয়া যায় যে, এইগুলির মধ্যে যে কোনো একটি গ্রহণ করিবে তাহা হইবে ঠিক কিন্তু যে ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদে) দাঁড়াইবার জন্য আশা করিয়া থাকে, সে যেন বিতরকে শেষ রাতে আদায় করিয়া থাকে। কারণ, ইহাই হইল সব চাইতে উত্তম।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান অধ্যায়ে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া থাকে।

(ক) বিতরের নামাজ তিন রাকআত। এই তিন রাকআত নামাজ একই সালামে।

(খ) ঈশার পর থেকে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত বিতরের অয়াক্ত। অবশ্য শেষ রাতে পড়া উত্তম।

(গ) বিতরের নামাজ ফরজ নয়, বরং অয়াজিব ইহাই হইল ইমাম আবু হানীফার বিশেষ অভিমত। (অনুবাদক)

بَابُ سَجْدَتِيَ السَّهْوِ

সাজদায় সাহুর বিবরণ

হাদীস নং —১৬০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلٰوةً اِمَّا الظُّهْرَ وَ اِمَّا الْعَصْرَ فَزَادَ اَوْنَقَصَ فَلَمَّا فَرَغَ وَ سَلَّمَ فَقِيْلَ لَهٗ اَحَدَثَ فِى

الصَّلٰوةِ اَمْ نَسِيْتَ قَالَ اُنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا اُنْسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِىْ ثُمَّ حَوَّلَ وَجْهَهٗ اِلَى الْقِبْلَةِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ فِيْهِمَا ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَ عَنْ شِمَالِهٖ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ পড়াইয়াছেন, জোহর অথবা আসরের। এই নামাজে কিছু বেশি অথবা কম হইয়া গিয়াছে। অতঃপর যখন তিনি (নামাজ থেকে) বিরত হইয়াছেন এবং সালাম ফিরাইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বলা হইয়াছে (ইয়া রাসূলুল্লাহ্!), নামাজে নতুন জিনিষ হইয়া গিয়াছে অথবা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। হুজূর পাক বলিয়াছেন, আমাকে ভুলানো হইয়াছে যেমন তোমাদিগকে ভুলানো হইয়া থাকে। সুতরাং যখন আমাকে ভুলানো হইবে তখন তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি তাঁহার জন্য দুই সিজদা করিয়াছেন এবং তাহাতে আত্মাহিয়াতু পাঠ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাঁহার ডান দিক ও বাম দিকে সালাম করিয়াছেন।

بَابُ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ

তিলাওয়াতের সিজদার বিবরণ

হাদীস নং —১৬১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِيَاضِ الْاَشْعَرِىْ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِى اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سَجَرَ فِى صٓ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - সিমাক - ইয়াজুল আশয়ারী - হজরত আবু মূসা আশয়ারী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সূরাহ 'সোয়াদ' এ সিজদা করিয়াছেন।

بَابُ مَنْعِ الْكَلاَمِ فِى الصَّلٰوةِ

নামাজে কথাবার্তা বলা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —১৬২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه اَنَّهٗ لَمَّا قَدِمَ مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ سَلَّمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ هُوَ يُصَلِّىْ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ابْنُ مُسْعُوْدٍ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ سُخْطِ نِعْمَةِ اللّٰهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَ مَا ذَاكَ قَالَ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَىَّ قَالَ اِنَّ فِى الصَّلٰوةِ لَشُغُلاً قَالَ فَلَمْ نَرُدَّ السَّلاَمَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ يَوْمَئِذٍ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আবু অয়েল - হজরত আব্দুল্লাহ্ আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি যখন হাবশা থেকে আসিয়াছেন তখন তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সালাম করিয়াছেন এই সময়ে হুজূর পাক নামাজে রত ছিলেন। এইজন্য তিনি সালামের জবাব দেন নাই। অতঃপর যখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লাম (নামাজ থেকে) বিরত হইয়াছেন, তখন হজরত ইবনো মাসউদ বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আল্লাহ্‌র নিয়ামতের (নবী পাকের) অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাহিতেছি। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, ইহা আবার কি? তিনি বলিয়াছেন, আমি আপনাকে সালাম করিয়াছি, আপনি জবাব দেন নাই। হুজূর পাক বলিয়াছেন - নিশ্চয় নামাজের মধ্যে একাগ্রতা রহিয়াছে। হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমি এই দিন থেকে কাহারো সালামের জবাব প্রদান করি নাই।

হাদীস নং —১৬৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ وَ اَنَا نَائِمَةٌ اِلٰى جَنْبِهٖ وَ جَانِبُ الشُّوْبِ وَاقِعٌ عَلَىَّ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে নামাজ পড়িতেন এবং আমি তাঁহার পাশে শুইয়া থাকিতাম এবং কাপড়ের একাংশ আমার উপরে পড়িয়া থাকিতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

নামাজের মধ্যে পুরুষদের জন্য সুবহানাল্লাহ্ বলা এবং রমণীদের জন্য হাতের উপরে হাত মারা

হাদীস নং —১৬৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَنَّ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا نَابَهُمْ فِيْهِ شَىْءٌ اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَ التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ

আবু হানীফা - নাফে' - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, যখন নামাজে তাহাদের (মুক্তাদীদের) হঠাৎ কোনো জিনিষ হইয়া যাইবে (যাহা ইমামকে জ্ঞাত করিবার প্রয়োজন) তখন পুরুষদের জন্য হইল 'সুবহানাল্লাহ্' বলা এরং রমণীদের জন্য হইল হাতের উপরে হাত মারা।

بَابُ مَايَقْطَعُ الصَّلٰوةَ وَ مَا لاَ يَقْطَعُ

কোন্ জিনিষ নামাজকে ভঙ্গ করিয়া থাকে এবং কোন্ জিনিষ ভঙ্গ করিয়া থাকেনা

হাদীস নং —১৬৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْعَدِ بْنِ يَزِيْدٍ اَنَّهُ

سَأَلَ عَائِشَةَ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ يَا اَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعَمُوْنَ اَنَّ الْحِمَارَ وَالْكَلْبَ وَ السِّنَّوْرَ يَقْطَعُوْنَ الصَّلٰوةَ قَرَنْتُمُوْنَا بِهِمْ اِدْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّى وَ اَنَا نَائِمَةٌ اِلٰى جَنْبِهٖ عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهٗ عَلَىَّ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ ইবনো ইয়াযিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেই জিনিষ সম্পর্কে, যাহা (নামাজীর সম্মুখ থেকে গিয়া) নামাজ নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হে ইরাকবাসী! তোমরা ধারণা করিতেছো যে, গাধা, কুকুর ও বিড়াল (নামাজীর সামনে থেকে গিয়া) নামাজ নষ্ট করিয়া দিয়া থাকে। তোমরা আমাদের (মহিলাদের) তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিয়াছো, যথা সম্ভব তুমি (অতিক্রমকারীর অতিক্রম করা থেকে) বিরত রাখো। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নামাজ পড়িতেন এবং আমি তাঁহার পাশে শুইয়া থাকিতাম তাঁহার কাপড়ের একটি অংশ আমার উপর পড়িয়া থাকিতো।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

সূর্য গ্রহণের নামাজের বিবরণ

হাদীস নং —১৬৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَطَبَ فَقَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لاَ تَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا رَاَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوْا وَادْعُوا اللّٰهَ وَكَبِّرُوْهُ وَ سَبِّحُوْهُ حَتّٰى يُنْجَلِيَ اَيُّهَمَا اِنْكَسَفَا ثُمَّ نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহেবজাদা হজরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে দিন সূর্যগ্রহণ হইয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দাঁড়াইয়াছেন, তারপর খুৎবা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র হইল আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুইটি নিদর্শন। এই দুইটি গ্রহণ লাগিয়া থাকেনা কাহারো মরণের কারণে, না কাহারো জন্মের কারণে। সুতরাং যখন তোমরা ঐরূপ (গ্রহণাবস্থায়) দেখিবে তখন তোমরা গ্রহণের নামাজ পড়িবে এবং আল্লাহ্র প্রসংশা করিবে এবং তাহার বড়ত্ব বর্ণনা করিবে এবং তাহার পবিত্রতা বর্ণনা করিবে এই পর্যন্ত যে, দুইটির মধ্যে যেটি গ্রহণ লাগিয়া ছাড়িয়া গিয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (মিম্বার থেকে) নামিয়াছেন এবং দুই রাকআত (গ্রহণের) নামাজ পড়িয়াছেন।

হাদীস নং —১৬৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّاسُ اِنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ اِبْرَاهِيْمَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ قِيَامًا طَوِيْلاً

حَتّٰى ظَنُّوْا اَنَّهُ لاَ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوْعُهُ قَدْرَ قِيَامِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَانَ قِيَامُهُ قَدْرَ رُكُوْعِهِ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ قِيَامِهِ ثُمَّ جَلَسَ فَكَانَ جُلُوْسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَدْرَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ جُلُوْسِهِ ثُمَّ صَلّٰى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ مِنْهَا بَكٰى فَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ فَسَمِعْنَاهُ وَ هُوَ يَقُوْلُ اَلَمْ تَعِدْنِيْ اَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَ اَنَا فِيْهِمْ ثُمَّ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ اَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ اٰيَتَانِ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لاَ يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَ لاَ لِحَيَاتِهِ فَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اُدْنِيْتُ مِنَ الْجَنَّةِ حَتّٰى لَوْشِئْتُ اَنْ اَتَنَاوَلَ غُصْنًا مِنْ اَغْصَانِ شَجَرِهَا فَعَلْتُ وَ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ اُدْنِيْتُ مِنَ النَّارِ حَتّٰى جَعَلْتُ اَتَّقِيْ وَ لَقَدْ رَاَيْتُ سَارِقَ رَسُوْلِ اللّٰهِ .

আবু হানীফা - আত্বা - তাহার পিতা - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পুত্র হজরত ইবরাহীমের ইন্তেকালের দিন সূর্যগ্রহণ হইয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (গ্রহণের নামাজে) দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত সবাই ধারণা করিয়াছে যে, তিনি রুকু করিবেন না। অতঃপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি রুকু করিয়াছেন। তাঁহার রুকু কিয়ামের সমান ছিলো। তারপর তিনি মাথা উঠাইয়াছেন, তবে তাহার (এই) কিয়াম (দাঁড়ানো) ছিলো তাঁহার রুকুরই সমান। তারপর তিনি তাঁহার কিয়ামের সমান সিজদা করিয়াছেন। তারপর (সিজদা থেকে উঠিয়া) বসিয়াছেন, তাঁহার বসা ছিলো দুই সিজদার মাঝখানে তাঁহার সিজদার সমান। তারপর সিজদা করিয়াছেন তাঁহার বসিবার সমান। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় রাকআত পড়িয়াছেন। তবে এইরূপ (প্রথম রাকআতের ন্যায়) করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি দ্বিতীয় রাকআতের সিজদায় তখন তিনি অত্যাধিক কাঁদিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, হে আল্লাহ্! তুমি কি আমার সহিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করো নাই যে, তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দিবে না এবং আমি তাহাদের মধ্যে থাকিবো। অতঃপর তিনি বসিয়াছেন এবং 'আত্যাহিয়াতু' পাঠ করিয়াছেন। অতঃপর (নামাজ থেকে) বিরত হইয়াছেন এবং তাহাদের দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিয়াছেন, নিশ্চয় সূর্য ও চন্দ্র হইল আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুইটি নিদর্শন। এই দুইটি দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাহার বান্দাদিগকে ভয় দেখাইয়া থাকেন। এই দুটিতে গ্রহণ লাগিয়া থাকে না কাহার মৃত্যুর কারণে, না কাহার জন্মের কারণে। সুতরাং যখন এইরূপ হইবে তখন তোমাদের প্রতি নামাজ পড়া জরুরী। আর অবশ্য আমি আমাকে দেখিয়াছি, আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করা হইয়াছে, এমন কি যদি আমি ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে জান্নাতের বৃক্ষাদি থেকে কোনো একটি শাখ নিয়া নিতাম। আর নিশ্চয় আমি আমাকে দেখিয়াছি যে, আমাকে জাহান্নামের নিকট করা হইয়াছে। এমন কি আমি জাহান্নামের আতশ থেকে নিজেকে বাঁচাইতে ছিলাম। আর অবশ্য অবশ্যই আমি দেখিয়াছি আল্লাহ্র রসূলের (বাড়ির) চোরকে।

بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِخَارَةِ

ইস্তিখারার নামাজের বিবরণ

হাদীস নং —১৬৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِحٍ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

আবু হানীফা - নাসেহ - ইয়াহ্ইয়া - আবু সালমা - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে ইস্তিখারাহ (এর নামাজ ও দুআগুলি) শিখাইতেন, যেমন তিনি আমাদিগকে কুরআনের সূরাহ্ শিক্ষা দিতেন।

হাদীস নং —১৬৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِى الْاَمْرِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْاٰنِ .

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে ইস্তিখারার নিয়ম সিক্ষা দিতেন, যেমন তিনি আমাদিগকে কুরআনের সূরাহ্ শিক্ষা দিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ صَلٰوةِ الضُّحٰى

চাশতের নামাজের বিবরণ

হাদীস নং —১৭০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَضَعَ لَأْمَتَهُ وَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَصَلّٰى فِيْهِ .

আবু হানীফা - হারিস - আবু সালেহ্ - হজরত উম্মে হানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন লোহার পোষাক খুলিয়াছেন এবং পানি চাহিয়াছেন। অতঃপর গোসল করিয়াছেন। তারপর একটি কাপড় চাহিয়াছেন এবং তাহাতে নামাজ আদায় করিয়াছেন।

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

ই'তেকাফের বিবরণ

হাদীস নং —১৭১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَامَ وَ نَامَ وَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ شَدَّ الْمِيْزَرَ وَ اَحْيَى اللَّيْلَ.

আবু হানীফা - হায়সাম - জনৈক ব্যক্তি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন রমযান মাস আসিতো, তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (রাতে নামাজে) দাঁড়াইতেন এবং (বিছানায়) নিদ্রায় যাইতেন এবং যখন শেষ দশ দিন আসিতো, তখন তিনি (ইবাদত করিবার জন্য) মজবুত করিয়া কোমর বাঁধিতেন এবং সারা রাত্রি জাগিতেন।

بَابُ التَّهَجُّدِ

তাহাজ্জুদ এর বিবরণ

হাদীস নং —১৭২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ عَامَّةَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقَالَ لَهُ اَصْحَابُهُ اَلَيْسَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَاَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.

আবু হানীফা - যিয়াদ - হজরত মুগীরাহ্ রাদী আল্লাহ্ আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতের অধিকাংশ সময়ে (নামাজের মধ্যে) দাঁড়াইয়া থাকতেন, এমন কি তাঁহার দুইটি কদম ফুলিয়া যাইতো। সাহাবায় কিরাম তাঁহাকে বলিয়াছেন, আপনাকে কি অগ্র পশ্চাতের পাপকে মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিয়াছেন, আমি কি (আল্লাহ্র) কৃতজ্ঞ বান্দা হইবো না?

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —১৭৩.

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ اَنَّ صَلٰوةَ النَّبِىِّ ﷺ بِاللَّيْلِ كَانَتْ ثَلٰثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهُنَّ ثَلٰثُ رَكْعَاتٍ الْوِتْرِ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ.

আবু হানীফা - হজরত আবু জা'ফর থেকে বর্ণিত হইয়াছে, রাতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামাজ ছিলো তের রাকআত তন্মধ্যে তিন রাকআত বিতির ও দুই রাকআত ফজর (এর সুন্নাত)।

بَابُ سُنَّةِ الْفَجْرِ

ফজরের সুন্নাতের বিবরণ

হাদীস নং —১৭৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ مَالُقِىَ ابْنُ عُمَرَ قَطُّ اِلاَّ وَ اَقْرَبُ النَّاسِ مَجْلِسًا حُمْرَانُ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ يَا حُمْرَانُ لاَ اُرَاكَ تُوَاظِبُنَا اِلاَّ وَاَنْتَ تُرِيْدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا فَقَالَ اَجَلْ يَا اَبَا عَبْدِ الرَحْمٰنِ قَالَ اَمَّا اَثْنَتَانِ فَاِنِّىْ اَنْهَاكَ عَنْهُمَا وَ اَمَّا وَاحِدَةٌ فَاِنِّىْ اٰمُرُكَ بِهَا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْمُرُ بِهَا.

قَالَ مَاهِىَ تِلْكَ الْخِصَالُ الثَّلٰثُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ لاَ تَمُوْتُنَّ وَ عَلَيْكَ دَيْنٌ اِلاَّ دَيْنًا تَدَعُ بِهٖ وَ فَاءً . وَ لاَ تُسَمِّحُ بِكَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهٖ قِصَاصًا وَ لاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا - وَ اَمَّا الَّذِىْ اٰمُرُكَ بِهٖ كَمَا اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فَلاَتَدَعْهُمَا فَاِنَّ فِيْهِمَا الرَّغَائِبُ.

আবু হানীফা - আলকামা - ইবনো আকমার - হুমরান বলিয়াছেন, যখন ইবনো উমারের সহিত সাক্ষাত হইয়াছে, তখনই তাহার মজলিসে হুমরানকে সব চাইতে নিকটবর্তী পাওয়া গিয়াছে। একদিন হজরত ইবনো উমার বলিয়াছেন, হে হুমরান! আমি তোমাকে সর্বদা দেখিয়া থাকি যে, তুমি (আমার সঙ্গ লাভে) তোমার ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনা করিয়া থাকো। তিনি বলিয়াছেন, জী হ্যাঁ! হে আবু আব্দির রহমান! হজরত ইবনো উমার বলিয়াছেন - নিশ্চয় আমি তোমাকে দুইটি বিষয়ে নিষেধ করিতেছি এবং একটির ব্যাপারে আমি তোমাকে নির্দেশ প্রদান করিতেছি। কারণ, আমি অবশ্যই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে উহার নির্দেশ করিতে শুনিয়াছি। হুমরান বলিয়াছেন, হে আবু আব্দুর রহমান! সেই তিনটি বিষয় কি কি? তিনি বলিয়াছেন, তুমি এমন অবস্থায় ইন্তেকাল করিবে না যে, তোমার উপরে ঋণ থাকিবে কিন্তু এই পরিমাণ ঋণ যে, উহা পরিশোধ করিবার মত সম্পদ ত্যাগ করিবে এবং না একটি একটি আয়াতও তিলাওয়াত করিবে (মানুষকে) শুনাইবার জন্য। কারণ, (এইরূপ করিলে) কিয়ামতের দিন তোমাকে (তোমার অপরাধকে) শোনানো হইবে, যেমন উহাকে (মানুষকে দেখাইবার উদ্দেশ্যে) শুনাইয়াছো, ইহা হইল বদলা স্বরূপ। অন্যথায় তোমার প্রতিপালক কাহারো প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকেন না

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং যে বিষয়ে আমি তোমাকে নির্দেশ করিতেছি তাহা হইল যে, যেমন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইল ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত। তাহা তুমি ত্যাগ করিবে না। কারণ, এই দুই রাকআতের মধ্যে বহু প্রেরণা রহিয়াছে।

হাদীস নং —১৭৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِاءٍ عَنْ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ مُعَاهِدَةً مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

আবু হানীফা - আত্বা - উবাইদা ইবনো উমাইর - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতের ন্যায় কোনো নফলের উপর এত বেশি গুরুত্ব দিতেন না।

হাদীস নং —১৭৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ.

আবু হানীফা - নাফে' - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি চল্লিশ দিন অথবা এক মাস হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

সাল্লামকে, দেখিয়াছি এবং তাহাকে ফজরের দুই রাকআতে 'ক্বুলহু আল্লাহু আহাদ' ও 'ক্বুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন' পাঠ করিতে শুনিয়াছি।

হাদীস নং —১৭৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى الصُّبْحَ لَمْ يَبْرَحْ عَنْ مَكَانِهٖ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ تَبْيَضَّ.

আবু হানীফা - সিমাক - হজরত জাবির ইবনো সমুরাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন ফজরের নামাজ আদায় করিতেন, তখন তিনি নিজের স্থান ত্যাগ করিতেন না, যতক্ষণ না সূর্য উদয় হইয়া সাদা হইয়া যাইতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِى الْمَسْجِدِ.

ঈশার নামাজের পরে মসজিদে চার রাকআত নফল

হাদীস নং —১৭৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى بَعْدَ الْعِشَاءِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ قَبْلَ اَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

আবু হানীফা - মুহাবির - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈশার নামাজের পর মসজিদ থেকে বাহির হইবার পূর্বে চার রাকআত (নফল) পড়িয়া নিবে, এই চার রাকআত শবে ক্বদরের চার রাকআতের ন্যায় হইবে।

হাদীস নং —১৭৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا بَعْدَ الْعِشَاءِ لاَ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيْمٍ يَقْرَأُ

فِى الْاُوْلٰى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَنْزِيْلِ السَّجْدَةِ وَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ حٰمٓ الدُّخَانِ وَ فِى الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يٰسٓ وَ فِى الرَّكْعَةِ الْاَخِيْرَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَبَارَكَ الْمُلْكُ كُتِبَ لَهُ كَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَ شُفِّعَ لَهُ فِى اَهْلِ بَيْتِى كُلِّهِمْ مِمَّنْ وَ جَبَتْ لَهُ النَّارُ وَ اُجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ رُوِىَ مَوْقُوْفًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

আবু হানীফা - মুহারিব হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈশার নামাজের পর চার রাকআত নামাজ পড়িবে। এই চার রাকআতের মাঝখানে সালাম ফিরাইবে না। প্রথম রাকআতে সূরাহ্ ফাতিহা ও 'তানযীল সিজদাহ্' পাঠ করিবে। দ্বিতীয় রাকআতে সূরাহ্ ফাতিহা ও হামী মুদ্দখান' ও তৃতীয় রাকআতে সূরাহ্ ফাতিহা ও ইয়াসীন এবং শেষ রাকআতে সূরাহ্ ফাতিহা ও 'তাবারাকাল মুলক' (পাঠ করিবে); তাহার জন্য শবে ক্বদরের নামাজের সওয়াব লেখা হইবে এবং তাহার শাফায়াত কবুল হইবে তাহার বাড়ির লোকজনদের জন্য যাহাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অয়াজিব হইয়া গিয়াছে এবং সে নিজে কবরের আযাব থেকে নাজাত পাইয়া যাইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

জোহরের নামাজের পরে দুই রাকআত নামাজ আদায় করিবার বিবরণ

হাদীস নং —১৮০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ.

আবু হানীফা - হাকাম - মুজাহিদ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জোহরের নামাজের পরে দুই রাকআত নামাজ আদায় করিতেন।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْبُيُوْتِ

বাড়িতে (নফল) নামাজ পড়িবার বিবরণ

হাদীস নং —১৮১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلُّوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَ لَا تَجْعَلُوْهَا قُبُوْرًا.

আবু হানীফা - নাফে' - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের বাড়িতে (সুন্নাত ও নফল) নামাজ পড়ো এবং বাড়িগুলিকে কবর করিও না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাড়িতে নফল ও সুন্নাত নামাজ পড়িবার প্রেরণা প্রদান করিয়াছেন। কারণ, ইহাতে রহমাতের ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হইয়া থাকে এবং শয়তানী প্রভাব দূর হইয়া যায়। অবশ্য ফরজ নামাজ মসজিদে আদায় করিতে হইবে। কারণ, জামাআত সহকারে নামাজ আদায় করিবার গুরুত্ব অত্যাধিক (অনুবাদক)।

بَابُ سُنَّةِ الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْكَعْبَةِ

কা'বা শরীফে দুই রাকআত নামাজ সুন্নাত হইবার বিবরণ

হাদীস নং —১৮২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ سَأَلْتُ بِلَالًا اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْكَعْبَةِ وَ كَمْ صَلّٰى قَالَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ مِمَّا يَلِىَ الْعُمُوْدَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ بَابَ الْكَعْبَةِ وَ الْبَيْتُ اِذْذَاكَ عَلٰى سِتَّةِ اَعْمُدَةٍ.

আবু হানীফা - নাফে' - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমি হজরত বিলালকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কা'বা শরীফে কোন স্থানে কত রাকআত নামাজ পড়িয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন, হুজূর পাক দুই রাকআত নামাজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়িয়াছেন সেই দুই খাম্বার কাছে যাহা কাবা শরীফের দরওয়াজার সংলগ্ন এবং এই সময়ে কাবা ছিলো ছয়টি খাম্বার উপরে।

হাদীস নং —১৮৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنْ صَلٰوةِ النَّبِيِّ ﷺ فِى الْكُعْبَةِ يَوْمَ دَخَلَهَا فَقَالَ صَلّٰى فِى الْكَعْبَةِ اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَقَالَ لَهُ اَرِنِىْ الْمَكَانَ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ فَقَالَ فَبَعَثَ مَعَهُ اِبْنَهُ ثُمَّ ذَهَبَ تَحْتَ الْاُسْطُوَانَةِ بِحِيَالِ الْجَذْعَةِ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - সাঈদ ইবনো জুবাইর - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে কাবা শরীফে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যেদিন তিনি কাবাতে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হুজূর পাক কাবা শরীফে চার রাকআত নামাজ পড়িয়াছেন। অতঃপর তাহাকে বলিয়াছেন, আপনি আমাকে সেই স্থানটি দেখাইয়া দিন, যেখানে তিনি নামাজ পড়িয়াছেন। অতঃপর হজরত ইবনো উমার লোকটির সহিত তাঁহার পুত্রকে প্রেরণ করিয়াছেন (যে, স্থানটি দেখাইয়া দিবে)। তারপর তিনি গিয়াছেন খেজুরের গুঁড়ির সামনে খাম্বার নিচে।

بَابُ الْجَنَائِزِ

জানাজার বিবরণ

হাদীস নং —১৮৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ لَهُ ثَلٰثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ اَوِاثْنَانِ فَقَالَ ﷺ اَوِاثْنَانِ.

আবু হানীফা - আলকামা - ইবনো বুরাইদা - তিনি তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, এমন কোন মুর্দা নাই যাহার তিনটি বাচ্চা (শৈশবে) মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। হজরত উমার বলিয়াছেন, অথবা দুইজন ? হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, দুইজনও (দুইজন সন্তান শৈশবে মরিলেও তাহাকে জান্নাত দেওয়া হইবে)।

হাদীস নং —১৮৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكَ لَنَرٰى السِّقْطَ مُحْبَنْطِئًا يُقَالُ لَهُ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ لَهُ لاَ حَتّٰى يَدْخُلَ اَبَوَاىَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আব্দুল মালিক - জনৈক শামবাসীর থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় তুমি (কিয়ামতের ময়দানে) গর্ভপাত শিশুকে কাহারো সন্ধানে চঞ্চল দেখিবে। তাহাকে বলা হইবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলিবে, না (আমি যাইবো না), যতক্ষণ না আমার পিতা মাতা (জান্নাতে) না যাইয়া থাকে।

হাদীস নং —১৮৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ التُّسْتَرِىْ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَامِرٍ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَاتَ الْعَبْدُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا وَ يَقُوْلُ النَّاسُ فِىْ حَقِّهٖ خَيْرًا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ قَدْ قَبِلْتُ شَهَادَاتِ عِبَادِىْ عَلٰى عَبْدِىْ وَ غَفَرْتُ عِلْمِىْ.

আবু হানীফা - সুলাইমান -ইবনো আব্দুর রহমান দামেশ্‌কী, মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুর রহমান তুসতুরী - ইয়াহ্‌ইয়া ইবনো সাঈদ হজরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনো আমির, তিনি তাঁহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন বান্দা মরিয়া যায় এবং আল্লাহ্‌ তায়ালা তাহার বদকারী জানিয়া থাকেন এবং মানুষ তাঁহার সম্পর্কে ভাল কথা বলিয়া থাকে; তখন আল্লাহ্‌ তাআলা তাহার ফিরিশতাদিগকে বলিয়া থাকেন যে, আমি আমার বান্দার জন্য আমার বান্দাদের সাক্ষীগুলি কবুল করিয়াছি এবং আমি আমার জানাকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছি।

হাদীস নং —১৮৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لَهٗ فَهُوَ مَغْفُوْرٌ لَهٗ.

আবু হানীফা- ইসমাঈল - আবু সালেহ - হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জানিয়া থাকে যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন, তবে সে হইল ক্ষমা প্রাপ্ত।

হাদীস নং —১৮৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فِسْطَاسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تُحْمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ فَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ نَافِلَةٌ.

আবু হানীফা - মানসূর - সালেম ইবনো আব্দুল জ়ায়াদ- উবাইদ ইবনো ফিসতাস, হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, সুন্নাত হইল যে, খাটিয়ার সব পায়াগুলি (ধরিয়া) উঠাইবে। ইহার বেশি হইল নফল।

হাদীস নং —১৮৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ عَطِيَّةَ بْنِ الْوَدَاعِىِ اَنَّ

pdf By Syed Mostafa Sakib

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ فِیْ جَنَازَةٍ فَرَاٰی اِمْرَأَةً فَاَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ فَلَمْ يُكَبِّرْ حَتّٰی لَمْ يَرَهَا.

আবু হানীফা - আলী ইবনো আকমার - আবু আতীয়া ইবনো ওদায়ী থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি জানাযায় বাহির হইয়া ছিলেন। তিনি একজন মহিলাকে দেখিয়াছেন। হুজূর পাক তাহার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। হুজূর পাক জানাযাহ্ আরম্ভ করেন নাই যতক্ষণ না সেই মহিলাটি চোখের আড়াল হইয়াছে।

হাদীস নং —১৯০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی الله عنه جَمَعَ اَصْحَابَ النَّبِیِّ ﷺ فَسَاَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيْرِ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوْا اٰخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِیُّ ﷺ فَوَجَدُوْهُ قَدْ كَبَّرَ اَرْبَعًا حَتّٰی قُبِضَ قَالَ عُمَرُ رضی الله عنه فَكَبِّرُوْا اَرْبَعًا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - একাধিক বর্ণনাকারীর থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবাগণকে সমবেত করিয়া (জানাজার নামাজের) তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আপনারা চিন্তা করুন শেষ জানাজা, যাহাতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাকবীর পড়িয়াছেন। অতঃপর তাহারা চিন্তা করিয়া পাইয়াছেন

যে, তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত চার তাকবীর দিয়াছেন। হজরত উমার বলিয়াছেন, তবে তোমরাও চার তাকবীর পাঠ করো।

হাদীস নং —১৯১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰی عَنْ اَبِیْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰی عَلَی الْمَيِّتِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَ كَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثَانَا.

আবু হানীফা - শায়বান - ইয়াহ্ইয়া - আবু সালমা - হজরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন জানাজার নামাজ পড়িতেন, তখন তিনি বলিতেন, আল্লাহুম্মাগ ফির-লি হাইয়েনা-অ মাইয়েতিনা-অ-সাহিদিনা-অ-গাইবিনা-অ-সাগীরিনা-অ-কাবীরিনা-অ-জাকারিনা-অ-উনসানা- হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা করিয়া দাও আমাজের জীবিত ও মৃতদের এবং আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের এবং আমাদের ছোটও বড়োদের এবং আমাদের পুরুষ ও রমণীদের।

হাদীস নং —১৯২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اُلْحِدَ لِلنَّبِیِّ ﷺ وَ اُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَ نُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا.

আবু হানীফা - আলকামা - ইবনো বুরায়দা - তিনি তাহার পিতার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য 'লাহাদ' খনন করিয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে কিবলার দিক থেকে কবর শরীফে নামানো হইয়াছে এবং তাঁহার উপরে কাঁচা ইঁট গাঁথা হইয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কবর দুই প্রকার, লাহাদ ও সিন্দুক। লাহাদ কবর সুন্নাত। লাহাদকে বগলী কবরও বলা হইয়া থাকে। প্রথমে চৌবাচ্চার মত খুঁড়িবার পর পশ্চিম দিকে খুঁড়িয়া যাইবে। অতঃপর সেখানে গভীর করিয়া নিবে। সাধারণত আমাদের দেশের মাটি অশক্ত বলিয়া সিন্দুক কবর করা হইয়া থাকে। (অনুবাদক)

بَابُ السُّؤَالِ فِى الْقَبْرِ

কবরে প্রশ্ন হইবার বিবরণ

হাদীস নং —১৯৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ الْمُؤْمِنُ فِى قَبْرِهٖ اَتَاهُ الْمَلَكُ فَاَجْلَسَهٗ فَقَالَ مَنْ رَبُّكَ فَقَالَ اَللّٰهُ قَالَ وَ مَنْ نَبِيُّكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ وَ مَا دِيْنُكَ قَالَ الْاِسْلَامُ ـ قَالَ فَيُفْسَحُ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ وَ يُرٰى مَقْعَدُهٗ مِنَ الْجَنَّةِ ـ فَاِذَا كَانَ كَافِرًا اَجْلَسَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ مَنْ

رَبُّكَ فَقَالَ هَاهْ لَا اَدْرِىْ كَالْمُضِلِّ شَيْئًا فَيَقُوْلُ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ لَا اَدْرِىْ كَالْمُضِلِّ شَيْئًا فَيُقَالُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُوْلُ هَاهْ لَا اَدْرِىْ كَالْمُضِلِّ شَيْئًا.

فَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهٗ يُرٰى مَقْعَدُهٗ مِنَ النَّارِ فَيَضْرِبُهٗ ضَرْبَةً يَسْمَعُهٗ كُلُّ شَىْءٍ اِلَّا الثَّقَلَيْنِ اَلْجِنِّ وَ الْاِنْسِ۔

ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ.

আবু হানীফা - আলকামা - জনৈক ব্যক্তি - হজরত সায়াদ ইবনো উবাদাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন মু'মিনকে তাহার কবরে রাখা হইয়া থাকে, তখন তাহার নিকটে ফিরিশতা আসিয়া থাকেন। অতঃপর তাহাকে উঠাইয়া বলিয়া থাকেন, তোমার প্রতিপালক কে? কবরবাসী বলিয়া থাকে, আল্লাহ্। আবার ফিরিশতা বলিবেন, তোমার নবী কে? তখন সে বলিবে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম। অতঃপর ফিরিশতা বলিবেন, তোমার দ্বীন কি? কবরবাসী বলিবে, ইসলাম। অতঃপর হুজূর পাক বলিয়াছেন, কবরবাসীর জন্য তাহার কবরকে প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে এবং দেখানো হইবে জান্নাতে তাহার স্থানকে। আর যখন মুর্দা কাফের হইয়া থাকে, তখন ফিরিশতা তাহাকে উঠাইয়া বলিয়া থাকেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে একজন পথভ্রষ্ট মানুষের ন্যায় বলিবে, হায়! আমি কিছু জানিনা। ফিরিশতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবার বলিবেন, তোমার নবী কে? সে একজন গোমরাহ্ মানুষের ন্যায় বলিবে, হায়! আমি কিছু জানিনা। তখন তাহার কবরকে সংকীর্ণ করিয়া দিবেন এবং দেখানো হইবে জাহান্নামে তাহার স্থানকে। অতঃপর ফিরিশতা তাহাকে এমন মার মারিবে যে, জ্বিন ও ইনসান ছাড়া সমস্ত জিনিষ শুনিতে পাইবে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পাঠ করিয়াছেন —

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَايَشَآءُ.

অনুবাদ ঃ আল্লাহ্ ঈমানদারদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র উপর কায়েম রাখিবেন, অত্যাচারীদিগকে গোমরাহ্ করিবেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন।

হাদীস নং —১৯৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الْقَبْرِ ثَلٰثَ سُؤَالٍ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى وَ دَرَجَاتٍ فِى الْجِنَانِ وَ قِرَائَةِ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ رَأْسِكَ.

আবু হানীফা - ইসমাঈল - আবু সালেহ - হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কবরের মধ্যে তিনটি জিনিষ হইবে — আল্লাহ্ তাআলার সম্পর্কে প্রশ্ন (মুমিনদের সামনে) জান্নাতের দরজাগুলি দেখানো ও তোমার মাথার কাছে কুরআন শরীফ পাঠ করা।

হাদীস নং —১৯৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ جَنَازَةٍ فَاَتٰى قَبْرَ اُمِّهٖ فَجَاءَ وَ هُوَ يَبْكِىْ اَشَدَّ الْبُكَاءِ حَتّٰى كَادَتْ نَفْسُهٗ اَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْنَ جَنْبَيْهِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّ مُحَمَّدٍ ﷺ فَاَذِنَ لِىْ وَاسْتَأْذَنْتُهٗ فِى الشَّفَاعَةِ فَاَبٰى عَلَىَّ.

আবু হানীফা - আলকামা - হজরত ইবনো বুরাইদা - তাঁহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন - আমরা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত একটি জানাজায় বাহির হইয়া ছিলাম। (দাফনের পরে) তিনি তাঁহার আম্মাজানের কবরের কাছে শুভাগমন করতঃ এমন প্রচণ্ড কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, এখনই তাঁহার রূহ পাক তাঁহার দেহ পাক থেকে বাহির হইয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি - ইয়া রাসুলাল্লাহ্! কি কারনে কাঁদিতেছেন? তিনি বলিয়াছেন — আমি আমার প্রতিপালকের কাছে আমার মাতার কবর যিয়ারত করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছি, তিনি আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। তারপর তাহার কাছে (আমার মাতার জন্য) শাফায়াতের অনুমতি চাহিয়াছি, তাহা মঞ্জুর করেন নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ক) হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাতা ও পিতা হজরত আমীনা ও হজরত আব্দুল্লাহ্ হইলেন মুমিন মুসলমান ও জান্নাতী। (খ) তাঁহারা যদিও হুজূর পাকের প্রকাশ্য নবুওয়াতের যুগ পাইয়া ছিলেন না, কিন্তু তাঁহারা কোন কুফরী ও শির্কী কাজ করিয়াছিলেন না। (গ) হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক তাহাদিগকে কবর থেকে তুলিয়া মুমিন করিয়াছেন। (ঘ) তাঁহারা যদি মুমিন না থাকিতেন, তাহা হইলে কবর যিয়ারত করিবার অনুমতি পাইতেন না। শাফায়াতের প্রয়োজন ছিলো না। এইজন্য শাফায়াতের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। হুজূর পাকের কাঁদিবার অর্থ এই নয় যে, তাঁহারা জাহান্নামী। বরং অর্থ ইহাই যে, হায়! যদি আমার মাতা পিতা দুনিয়াতে থাকিতেন, তবে আমার এই বিশ্ব ব্যাপী শান শওকাত দেখিয়া তাঁহাদের চক্ষু শীতল হইয়া যাইতো। (ঙ) এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লেখা — শামুলূল ইসলাম পাঠ করিতে হইবে। (অনুবাদক)

بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ وَ السَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِهَا

কবর যিয়ারত ও কবরবাসীদের প্রতি সালাম করিবার বিবরণ

হাদীস নং —১৯৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَ حَمَّادٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقُبُوْرِ اَنْ تَزُوْرُوْهَا فَزُوْرُوْهَا وَ لاَ تَقُوْلُوْا هَجْرًا.

আবু হানীফা - আলকামা ইবনো মারসাদ ও হাম্মাদের থেকে, তাঁহারা হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে, তিনি তাহার পিতার নিকট থেকে, তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন — আমি তোমাদিগকে কবরগুলি যিয়ারত

করিতে নিষেধ করিয়া ছিলাম। এখন তোমরা সেগুলি যিয়ারত করো কিন্তু বাজে কথা বলিও না।

হাদীস নং —১৯৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ اِلَى الْمَقَابِرِ قَالَ اَلسَّلاَمُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ اَنَا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ.

আবু হানীফা - আলকামা - হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরস্থানে শুভাগমন করিতেন তখন বলিতেন —

অর্থাৎ ঃ কবরবাসী মুসলমানদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হউক এবং আমরাও ইনশা-আল্লাহ্ তোমাদের সহিত মিলিত হইবো, আমরা আল্লাহ্র নিকটে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাহিতেছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কবর যিয়ারত করা জায়েজ, বরং মুস্তাহাব। কারণ, হাদীস পাকে প্রিয় পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর যিয়ারত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কবর যিয়ারতে বহু উপকার রহিয়াছে। যথা অন্তর নরম হইয়া থাকে, মরণের কথা স্মরণ হইয়া থাকে, দুনিয়াবী লোভ লালসা কম হইয়া যায়, যাহাতে মানুষ ধীরে ধীরে মুত্তাকী হইয়া যায়।

কবরস্থানে গিয়া কবরবাসীদের জন্য দুয়া করিতে হইবে, ইহাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমান মুর্দাদের হক্ব আদায় হইয়া থাকে। আমরাও একদিন এই দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবো। অতএব আমাদের আশা থাকিবে যে, মুমিন ভাইগণ আমাদের দন্য এইরূপ দুয়া করিবেন।

আম্বিয়ায় কিরাম ও আউলিয়ায় কিরামদিগের কাছে কিছু সাহায্য চাওয়া জায়েজ কিনা, এ বিষয়ে অধিকাংশ উলামায় কিরামগণের অভিমত ইহাই যে, তাঁহাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উত্তম কাজ। বিশেষ করিয়া আউলিয়ায় কিরাম ও কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন সুফিগণের হইল ইহাই ফায়সালা। (অনুবাদক)

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

যাকাত অধ্যায়

بَابُ الرِّكَازِ

খনিজ পদার্থের বিবরণ

হাদীস নং —১৯৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرِّكَازُ مَا رَكَذَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْمَعَادِنِ الَّذِىْ يَنْبُتُ فِى الْاَرْضِ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন —

রেকায উহাকে বলা হইয়া থাকে যাহা আল্লাহ্ তাআলা খনিগুলির মধ্যে গুপ্ত রাখিয়াছেন, যাহা মাটিতে পয়দা হইয়া থাকে।

بَابُ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

প্রত্যেক ভাল কাজ হইল সাদকা

হাদীস নং —১৯৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ مَعْرُوْفٍ فَعَلْتَهُ اِلٰى غَنِيٍّ وَ فَقِيْرٍ صَدَقَةٌ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রত্যেক ভাল কাজ, যাহা তুমি কোন ধনী অথবা কোন গরীব ব্যক্তির সহিত করিয়াছো, তাহা হইল সাদকা।

بَابُ كُوْنِ الصَّدَقَةِ هَدِيَّةً لِّلْغَيْرِ

সাদকা অন্যের জন্য উপঢৌকন হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২০০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُصُدِّقَ عَلٰى بَرِيْرَةَ بِلَحْمٍ فَرَاٰهُ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - হজরত বুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহুকে সাদকা দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছেন, ইহা হইল তাহার জন্য সাদকা এবং আমাদের জন্য উপঢৌকন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাক থেকে একটি বিষয় পরিস্কার হইয়া যাইতেছে যে, গরীব ব্যক্তি সাদকার মালের মালিক হইবার পর তাহা ধনী ব্যক্তিকে প্রদান করিলে তাহা তাহার জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন হইয়া যাইবে। অনুরূপ গরীব মানুষ সাদকার মালের মালিক হইবার পর তাহা কোন ধনী ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করিতে পারিবে। অবশ্য কোন হাশেমী গোত্রের মানুষের জন্য সরাসরি সাদকার মাল গ্রহণ করা জায়েজ হইবে না। (অনুবাদক)

كِتَابُ الصَّوْمِ

রোযার অধ্যায়

بَابُ فَضِيْلَةِ الصَّوْمِ

রোযার ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —২০১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الزَّيَّاتِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ اٰدَمَ لَهٗ اِلَّا الصِّيَامُ فَهُوَلِىْ وَ اَنَا اَجْزِىْ بِهٖ.

আবু হানীফা - আত্বা - আবু সালেহ যাইয়াত - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করিতেছেন যে, আদম সন্তানের সমস্ত আমল হইল তাহার জন্য কিন্তু রোযা। সুতরাং রোযা হইল আমার জন্য এবং আমি উহার পুরস্কার প্রদান করিবো।

হাদীস নং —২০২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ جَاعَ يَوْمًا فَاجْتَنَبَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রমযানের রোযা ফরজ হইবার পূর্বে আশুরার রোযার অত্যন্ত গুরুত্ব ছিলো। রমযানের রোযা ফরজ হইবার পরে আশুরার রোযা নফল হইয়া গিয়াছে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —২০২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ الْحُوْتَكِيَّةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَرْنَبٍ فَاَمَرَ اَصْحَابَهٗ فَاَكَلُوْا وَ قَالَ لِلَّذِىْ جَآءَ بِهَا مَالَكَ لَا تَاْكُلُ مِنْهَا قَالَ اِنِّىْ صَائِمٌ قَالَ وَ مَا صَوْمُكَ قَالَ تَطَوُّعٌ قَالَ فَهَلَّا الْبِيَضَ.

আবু হানীফা - হায়সাম - মূসা ইবনো ত্বালহা - ইবনো হুতাকিয়াহ্ - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে (রান্না) খরগোশ আনা হইলে তিনি তাঁহার সাহাবাগণকে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তোমরা খাও। অতঃপর হুজূর পাক সেই ব্যক্তিকে বলিয়াছেন যে তাহা আনিয়াছে — কি হইয়াছে যে, তুমি খাইতেছোনা? তিনি বলিয়াছেন — আমি রোযাদার। হুজূর পাক বলিয়াছেন — তোমার কি রোযা? তিনি বলিয়াছেন — নফল। হুজূর পাক বলিয়াছেন — আইয়ামে বীজ এর রোযা রাখিয়া থাকো না কেন?

الْمَحَارِمَ وَ لَمْ يَاْكُلْ مَالَ الْمُسْلِمِيْنَ بَاطِلاً اِلاَّ اَطْعَمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ.

আবু হানীফা - ইসমাঈল - আবু সালেহ - হজরত উম্মে সালমা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে মুমিন ব্যক্তি সারাদিন ক্ষুধার্ত থাকে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে এবং মুসলমানের মাল অন্যায় করিয়া খাইয়া থাকে না, আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে জান্নাতের ফল ভক্ষণ করাইবেন।

হাদীস নং —২০৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُمَيْرِىِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُوْمُوْا هٰذَا الْيَوْمَ قَالَ اِنَّهُمْ طَعِمُوْا قَالَ وَاِنْ كَانُوْا قَدْ طَعِمُوْا.

আবু হানীফা - ইবরাহীম - তাঁহার পিতা - হুমাইদ ইবনো আব্দুর রহমান হুমাইরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আশুরার দিন তাঁহাদের সাহাবাদিগের মধ্যে এক সাহাবাকে বলিয়াছেন — তুমি তোমার সম্প্রদায়কে বলিয়া দাও যে, তাহারা যেন আজ এই দিনে রোযা রাখিয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয় তাহারা আহার করিয়া ফেলিয়াছে। হুজূর পাক বলিয়াছেন — যদিও তাহারা আহার করিয়া ফেলিয়াছে (তবুও বাকী দিন যেন রোযা রাখিয়া থাকে)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) খরগোশের মাংস খাওয়া হালাল। (খ) ফরজ ও ওয়াজিব রোযা কোন মামুলি কারণে ভঙ্গ করা অত্যন্ত গোনাহের কাজ। কোন নফল রোযা কোন ছোট কারণে ভঙ্গ করিলে পরে তাহা আদায় করিয়া দিবে। ইহাতে কোন গোনাহ্ হইবে না। (গ) প্রত্যেক মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখকে 'আইয়ামে বীজ' বলা হইয়া থাকে। হাদীস পাকে এই দিনগুলির রোযাকে ফজীলাত পূর্ণ হইবার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —২০৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَّ بِلَالاً يُنَادِىْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُنَادِىَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَاِنَّهٗ يُؤَذِّنُ وَ قَدْ حَلَّتِ الصَّلٰوةُ.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, হজরত বিলাল রাতে আজান দিয়া থাকেন তখন তোমরা পানাহার করিতে থাকো যতক্ষণ পর্যন্ত হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো উম্মে মাকতুম আজান না দিয়া থাকেন। নিশ্চয় তাঁহার আজানে নামাজের সময় হইয়া যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সময় আসিবার পূর্বে কোন আজান দেওয়া জায়েজ নয়। হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহুর আজান আসলে নামাজের আজান ছিলো না, বরং উহা ছিলো রাতে সাহরী খাইবার ঘোষণা। বর্তমানে কিছু মানুষের

মধ্যে রোগ জন্মিয়া গিয়াছে যে, তাহারা সঠিক সময় আসিবার পূর্বে আজান আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে। আপত্তি করিলে বলিয়া থাকে যে, আজান শেষ হইতে না হইতে সময় চলিয়া আসিয়া যাইবে। (অনুবাদক)

بَابُ فَسْخِ الْاِفْطَارِ بِالْحِجَامَةِ

টীকা নেওয়ায় রোযা ভঙ্গ না হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২০৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى السَّوَّارِ وَ يُقَالُ لَهٗ اَبُو السَّوْرَآءِ وَ هُوَ السَّلُمِىُّ عَنِ ابْنِ حَاضِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَ هُوَ صَائِمٌ .

আবু হানীফা - আবুস সাওয়ার, যাহাকে আবুস সাওরা বলা হইয়া থাকে, তিনি হইলেন সালমী গোত্রের - ইবনো হাজির - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রোযাবস্থায় 'কাহা' নামক স্থানে টীকা নিয়াছেন।

হাদীস নং —২০৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِحْتَجَمَ النَّبِىُّ ﷺ بَعْدَ مَا قَالَ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَ الْمَحْجُوْمُ.

আবু হানীফা - আবু সুফিয়ান - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনা করিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (রোযাবস্থায়) টীকা লাগাইয়া ছিলেন ইহার পরে যে, তিনি বলিয়াছিলেন টীকাদার ও টীকা গ্রাহকের রোযা বাতিল হইয়া গিয়াছে।

হাদীস নং —২০৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ الزُّهْرِىْ عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَ هُوَ صَائِمٌ .

আবু হানীফা - জোহরী - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রোযাবস্থায় টীকা নিয়াছেন।

بَابُ الْاِصْبَاحِ جُنُبًا فِى الصَّوْمِ

নাপাকাবস্থায় রোযাদারের সকাল করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২০৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ كَانَ يُصْبِحُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يُتِمُّ صَوْمَهُ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিনা স্বপ্নদোষের জানাবাতাবস্থায় (কখন কখন) সকাল করিতেন অতঃপর নিজের রোযাকে পূর্ণ করিতেন।

হাদীস নং —২১০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِلٰى صَلٰوةِ الْفَجْرِ وَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً مِنْ غُسْلِ جَنَابَةٍ وَ جِمَاعٍ ثُمَّ يُظِلُّ صَائِمًا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবনো আবু সুলাইমান - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফজরের নামাজের জন্য বাহির হইতেন এবং তাঁহার মাথা মুবারক থেকে সহবাসের গোসলের পানি টপকাইতো এবং তিনি সারা দিন রোযা করিতেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম স্বপ্নদোষ থেকে পবিত্র ছিলেন। কারণ স্বপ্নদোষের মধ্যে শয়তানী প্রভাব থাকে। হুজূর পাক শয়তানী প্রভাব থেকে পবিত্র ছিলেন। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ

রোযাদারের জন্য চুম্বন করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২১১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ اِلَى الْفَجْرِ وَ رَأْسُهٗ يَقْطُرُ وَ يُظِلُّ صَائِمًا.

وَ بِاِسْنَادِهٖ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ نِسَائَهٗ فِيْ رَمَضَانَ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফজরের নামাজের জন্য বাহির হইতেন এবং তাঁহার মাথা মুবারক থেকে পানি টপকাইতো, তারপর তিনি সারাদিন রোযা রাখিতেন এবং তাঁহার থেকে এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমযানে তাঁহার বিবিগণকে চুম্বন করিতেন।

হাদীস নং —২১২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرِ نِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصِيْبُ مِنْ وَجْهِهَا وَ هُوَ صَائِمٌ يَعْنِيْ الْقُبْلَةَ.

আবু হানীফা - হায়লাম - আমির শা'বী - মাসরুক - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁহার (হজরত আয়েশার) মুখমণ্ডলে পৌছিয়া যাইতেন অর্থাৎ চুম্বন দিতেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যদি নিজের কামশক্তি আয়ত্বে থাকে তাহা হইলে রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দেওয়ায় কোন দোষ নাই। অন্যথায় নাজায়েজ হইবে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —২১৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِ بْنِ مَيْمُوْنَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَ هُوَ صَائِمٌ.

আবু হানীফ-যিয়াদ-আমর ইবনো মায়মূন-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রোযা অবস্থায় (তাঁহার বিবিগণকে) চুম্বন দিতেন।

بَابُ رُخْصَةِ الْاِفْطَارِ فِى السَّفَرِ

সফরে রোযা ভঙ্গ করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২১৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ ابْنِ حَبِيْبِ نِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَصَامَ حَتّٰى اَتٰى قُدَيْدًا فَشَكَا النَّاسُ اِلَيْهِ الْجُهْدَ فَاَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتّٰى اَتٰى مَكَّةَ.

আবু হানীফা - হায়সাম - ইবনো হাবীব - সায়রাফী - হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমযান মাসের তৃতীয় তারিখে মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ রওয়ানা হইয়াছেন। তিনি রোযা অবস্থায় 'ক্বাদীদ' নামক স্থানে পৌছিয়াছেন। অতঃপর মানুষ তাঁহার নিকটে কষ্টের কথা বলিয়াছেন। তখন তিনি ইফতার (রোযা ভঙ্গ) করিয়াছেন এবং মক্কা শরীফ পৌছানো পর্যন্ত রোযা ত্যাগ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২১৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَافَرَ النَّبِىَّ ﷺ فِى رَمَضَانَ يُرِيْدُ مَكَّةَ فَصَامَ وَ صَامَ النَّاسُ مَعَهٗ.

আবু হানীফা- মুসলিম - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমযান মাসে মক্কা শরীফ সফর করিবার মনস্থ করিয়াছেন। তিনি রোযা রাখিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত লোকেও রোযা রাখিয়াছেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ

নীরবতা ও ধারাবাহিক রোযা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২১৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ عَدِىٍّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِى الشَّعْشَاءِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ وَ صَوْمِ الصَّمْتِ.

আবু হানীফা - আদী - আবু হাযিম - আবু শা'শা-হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ধারাবাহিক রোযা ও নীরবতার রোযাকে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২১৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَوْمِ الصَّمْتِ وَ صَوْمِ الْوِصَالِ.

আবু হানীফা - শায়বান - ইয়াহ্ইয়া - মুহাজির - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নীরবতার রোযা ও ধারাবাহিক রোযা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইফতার ও সাহরী না করিয়া দিনের পর দিন রোযা রাখাকে 'সওমে বিসাল' বলা হইয়া থাকে। এইরূপ রোযা রাখিতে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি স্বয়ং এইরূপ রোযা রাখিতেন। সাহাবায় কিরাম প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিয়াছেন —

তোমাদের মধ্যে কে আছে আমার মতো? আমি আমার প্রতিপালকের নিকট রাত কাটাইয়া থাকি এবং তিনি আমাকে পানাহার করাইয়া থাকেন।

রোযা অবস্থায় সারা দিন চুপচাপ থাকা, না নিজে জিকির আজকার করা, না কাহারো সহিত কোন ভাল কথাবার্তা বলা; এইরূপ রোযাকে নিষেধ করা হইয়াছে। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

আইইয়ামে তাশরীকের রোযা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২১৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ ثَلٰثَةِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَ بِهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِىْ يُشَكُّ فِيْهِ مِنْ رَمَضَانَ.

আবু হানীফা - আব্দুল মালিক - ক্বাযয়াহ্ - হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

সাল্লাম আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং এই সনদে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সেই দিনের রোযাকে নিষেধ করিয়াছেন যাহাতে রমযান হইবার সন্দেহ হইয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বকরা ঈদ বা ঈদুল আযহার পর দিন থেকে এগারো, বারো ও তের জিলহাজকে আইয়ামে তাশরীক বলা হইয়া থাকে। এই দিনগুলিতে রোজা রাখা নিষেধ।

ঊনত্রিশে শাবান চাঁদ হইয়াছে কিনা সন্দেহ থাকিলে পর দিন রোযা রাখা নিষেধ যে, চাঁদ হইলে রমযানের রোযা হইবে। অন্যথায় নফল হইবে। হাদীস পাকে এইরূপ দিনকে সন্দেহের দিন বলা হইয়াছে। তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনায় বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখিয়াছে সে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নাফরমানি করিয়াছে। (অনুবাদক)

بَابُ الْاِعْتِكَافِ وَ الْاِيْفَاءِ بِنَذْرِهٖ

ই'তেকাফ ও নিজের মিন্নাতকে পূর্ণ করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২১৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَذَرْتُ اَنْ اَعْتَكِفَ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا اَسْلَمْتُ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَوْفِ بِنَذْرِكَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি জাহিলিয়াতের যুগে মসজিদে হারামে ই'তেকাফ করিবার মান্নত করিয়াছিলাম। অতঃপর যখন আমি ইসহলাম গ্রহণ করিয়াছি, তখন আমি (এই মান্নাত সম্পর্কে) হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন - তোমার মান্নতকে পূর্ণ করো।

كِتَابُ الْحَجِّ

হজ্জ অধ্যায়

بَابُ التَّعْجِيْلِ فِى الْحَجِّ

হজ্জ শীঘ্র আদায় করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২২০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ.

আবু হানীফা - আত্বীয়া - হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে সে যেন শীঘ্র হজ্জ আদায় করিয়া থাকে।

بَابُ مَغْفِرَةِ الْحَاجِّ

হাজীর ক্ষমা হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২২১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ اَلْحَاجُّ مَغْفُوْرٌ لَهٗ وَ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهٗ اِلَى انْسِلَاخِ الْمُحَرَّمِ.

আবু হানীফা - হজরত আলাকামা রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন — হাজী হইল ক্ষমা প্রাপ্ত এবং (সেই ব্যক্তিও ক্ষমা প্রাপ্ত) যাহার জন্য সে মুহার্রমের শেষ দিন পর্যন্ত ক্ষমা চাহিয়া থাকে।

بَابٌ اَلْحَجُّ اَلْعَجُّ وَ الثَّجُّ

উচ্চস্বরে 'লাব্বাইক' বলিবার ও কুরবানী করিবার নাম হইল হজ্জ

হাদীস নং —২২২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَفْضَلُ الْحَجِّ اَلْعَجُّ وَ الثَّجُّ فَاَمَّا الْعَجُّ فَالْعَجِيْجُ وَ اَمَّا الثَّجُّ فَثَجُّ الْبَدَنِ قَالَ فَثَجُّ الدَّمِ .

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - ক্বায়েস - ত্বারিক - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - উত্তম হজ্জ হইল আঁজ্জ ও সাজ্জ। 'আঁজ্জ' বলা হইয়া থাকে উচ্চস্বরে তালবীহ্ পাঠ করা এবং 'সাজ্জ' বলা হইয়া থাকে কুরবানীর পশুকে যবাহ করা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজ্জের মূল মন্ত্র হইল 'তালবীহ্'। অর্থাৎ লাব্বাইক্ আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক্ লা শারীকা লাকা লাব্বাইক্, ইন্নাল হামদা অন্ নিয়মাতা লাকা অল মুলক্, লা শারীকালাক্ (অনুবাদক)।

بَابُ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ

হজ্জের মীকাতগুলির বিবরণ

হাদীস নং —২২৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى اَنَّ نَافِعًا قَالَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ؓ يَقُوْلُ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ الْمُهَلُّ قَالَ يُهِلُّ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَ يُهِلُّ اَهْلَ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيْقِ وَ يُهِلُّ اَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وِ يُهِلُّ اَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.

আবু হানীফা - ইয়াহ্ইয়া - নিশ্চয় হজরত নাফেয় বলিয়াছেন - আমি

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছি, জনৈক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন — ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ইহ্রাম বাঁধিবার স্থান কোথায়? তিনি বলিয়াছেন — মদীনাবাসীরা জুল হুলাইফা থেকে, ইরাকবাসীরা আঁকীক থেকে, শামবাসীরা হাজফাহ্ থেকে ও নজদ্বাসীরা কার্ণ থেকে ইহ্রাম বাঁধবে।

হাদীস নং —২২৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ مَنْ اَرَادَ مِنْكُمُ الْحَجَّ فَلَا يُحْرِمَنَّ اِلَّا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَ الْمَوَاقِيْتُ الَّتِىْ وَ قَّتَهَا نَبِيُّكُمْ ﷺ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَ مَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ اَهْلِهَاذُوْ الْحُلَيْفَةِ وَ لِاَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ مَرَّبِهَا الْجُحْفَةُ وَ لِاَهْلِ نَجْدٍ وَ مَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ اَهْلِهَا قَرْنٌ وَ لِاَهْلِ الْيَمَنِ وَ مَنْ مَرَّبِهَا مِنْ غَيْرِ اَهْلِهَا يَلَمْلَمُ وَ لِاَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لِسَائِرِ النَّاسِ ذَاتُ عِرْقٍ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - হজরত আসওয়াদ ইবনো ইয়াযিদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু মানুষকে ভাষণ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জ করিবার ইচ্ছা করিবে সে ইহ্রাম বাঁধিবে না কিন্তু মীকাত থেকে। আর সেই মীকাতগুলি হইল, যেগুলির নাম তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়া দিয়াছেন — মদীনাবাসীদের জন্য এবং যাহারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মদীনার রাস্তা দিয়া যাইবে (তাহাদের জন্য) জুল হুলাইফা। শামবাসীদের জন্য এবং যাহারা শামের রাস্তা দিয়া যাইবে (তাহাদের জন্য) হুযফাহ্। নজ্দ বাসীদের জন্য এবং যাহারা নজদের রাস্তা দিয়া চলিবে (তাহাদের জন্য) কারণ। ইয়ামানবাসী ও যাহারা ইয়ামানের রাস্তা দিয়া যাইবে (তাহাদের জন্য) ইলামলাম। আর ইরাকবাসী ও সমস্ত মানুষের জন্য জাতে ইরাক।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিনা ইহ্রামে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা হারাম। যে স্থানগুলি থেকে বিনা ইহ্রামে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা হারাম, সেই স্থানগুলিকে 'মীকাত' বলা হইয়া থাকে। মীকাতগুলি হাদীস পাকে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (অনুবাদক)

بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ

মুহরিমের পোষাকের বিবরণ

হাদীস নং —২২৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا ذَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَ لاَ الْعَمَامَةَ وَ لاَ الْقَبَاءَ وَ لاَ السَّرَاوِيْلَ وَ لاَ الْبُرْنُسَ وَ لاَ ثَوْبَ مَسَّهُ وَ رَسٌ اَوْزَعْفَرَانٌ وَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَ لْيَقْطَعْهُمَا اَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ ইবনো দীনার - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহ্ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন — ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মুহরিম কি কাপড় পরিধান করিবে? হুজূর পাক বলিয়াছেন — জামা পরিধান করিবে না, না পাগড়ী, না ইবা, না পায়জামা, না টুপী, না সেই কাপড় যাহাতে কুসুম অথবা জাফরানে রঙানো হইয়াছে এবং যাহার নিকটে জুতা নাই সে মোজা পরিধান করিবে এবং মোজা জোড়ার পিছনের দিকে নিচে কাটিয়া দিবে।

হাদীস নং —২২৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَمْرِوْ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَجِدْ لَهُ اِزَارٌ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيْلَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِعَالٌ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ.

আবু হানীফা - আমর ইবনো দীনার - জাবির ইবনো ইয়াযিদ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যাহার নিকট লুঙ্গী না থাকিবে সে পায়জামা পরিধান করিবে এবং যাহার কাছে জুতা থাকিবে না সে মোজা (এর গোড়ালীর দিকে কাটিয় চপ্পল বানাইয়া) পরিধান করিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ الطِيْبِ لِلْمُحْرِمِ

মুহরিমের জন্য সুগন্ধ ব্যবহার করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২২৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلْتُ اِبْنَ عُمَرَ اَيَتَطَيَّبُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَاَنْ اَصْبَحَ اَنْضَحَ قَطِرَانًا اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَصْبَحَ اَنْضَحَ طِيْبًا فَاَتَيْتُ عَائِشَةَ قَذَكَرْتُ لَهَا فَقَالَتْ اَنَا طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَطَافَ فِيْ اَزْوَاجِهٖ ثُمَّ اَصْبَحَ تَعْنِيْ مُحْرِمًا.

আবু হানীফা - ইবরাহীম - ইবনো মনুতাশির — তাহার পিতা বলিয়াছেন, আমি হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি — মুহরিম কি সুগন্ধ ব্যবহার করিতে পারে? যদি সে সকাল করিয়া থাকে এই অবস্থায় যে, তাহার থেকে কাতরানের গন্ধ আসিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা আমার নিকটে উত্তম ইহা অপেক্ষা যে, সুগন্ধ আসিয়া থাকে। অতঃপর আমি হজরত আয়েশার কাছে আসিয়া তাহাকে এই সম্পর্কে বলিয়াছি, তখন তিনি বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে সুগন্ধ লাগাইয়াছি, অতঃপর তিনি তাঁহার স্ত্রীগণের নিকট ঘুরিয়াছেন। তারপর তিনি ইহ্‌রাম অবস্থায় সকাল করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইহ্‌রাম বাঁধিবার পরে সুগন্ধ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। ইহ্‌রাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধ লাগাইয়া নেওয়া জায়েজ। সুতরাং হজরত ইবনো উমার যাহা বলিয়াছেন তাহা যথাস্থানে সঠিক। হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তাঁহার ইহ্‌রাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধ লাগাইয়া দিয়াছিলেন। (অনুবাদক)

بَابُ التَّمَتُّعِ

তামাত্তু হজ্জের বিবরণ

হাদীস নং —২২৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ اَصْحَابَهٗ اَنْ يَّحِلُّوْا مِنْ اِحْرَامِهِمْ بِالْحَجِّ وَ يَجْعَلُوْا عُمْرَةً.

আবু হানীফা - আবু জোবাইর - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার সাহাবাগণকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহারা নিজেদের হজ্জের ইহ্‌রাম থেকে হালাল হইয়া যাইবে এবং তাহা উমরাহ্ করিয়া দিবে।

হাদীস নং —২২৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ؓ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ﷺ بِمَا اَمَرَ بِهٖ فِیْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ قَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا عَنْ عُمْرَتِنَا اَلَنَا خَاصَّةً اَمْ لِلْاَبَدِ قَالَ هِیَ لِلْاَبَدِ

আবু হানীফা - আবু জোবাইর - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আদেশ করিয়াছেন যাহা আদেশ করিয়াছেন হুজ্জাতুল বিদাতে, তখন সুরাকা ইবনো মালিক বলিয়াছেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি আমাদিগকে আমাদের উমরাহ্ সম্পর্কে বলুন, ইহা কি আমাদের জন্য খাস অথবা সব সময়ের জন্য ? তিনি বলিয়াছেন - সব সময়ের জন্য।

হাদীস নং —২৩০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَدِمَتْ وَ هِیَ مُتَمَتِّعَةٌ وَ هِیَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِیُّ ﷺ فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا.

আবু হানীফা - হায়সাম - জনৈক ব্যক্তি - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তামাত্তু হজ্জের নিয়াতে মক্কা শরীফ পৌছিয়াছেন এবং তিনি হায়েজা হইয়া গিয়াছেন, তখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে উমরাহ্ ভঙ্গ করিয়া দিতে নির্দেশ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৩১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا

قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً وَ هِیَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا النَّبِیُّ ﷺ فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তামাত্তু হজ্জের নিয়্যাতে মক্কা শরীফে পৌছিয়াছেন এবং হায়েজা হইয়া গিয়াছেন, তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে উমরাহ্ ভঙ্গ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

হাদীস নং —২৩২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً وَ هِیَ حَائِضٌ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا وَاسْتَاَنَفَتِ الْحَجَّ حَتّٰى اِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تَصْدُرَ اِلَى التَّنْعِيْمِ مَعَ اَخِيْهَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ.

আবু হানীফা- হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তামাত্তু অবস্থায় (মক্কা শরীফে) পৌছিয়াছেন এবং হায়েজা হইয়া গিয়াছেন। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার উমরাহ্ ভঙ্গ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং তিনি নতুন ভাবে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি হজ্জ থেকে বিরত হইয়াছেন, তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাঁহার ভাই আব্দুর রহমানের সহিত তানঈম

pdf By Syed Mostafa Sakib

চলিয়া যাইবে। (সেখান থেকে উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়া আসিবে)।

হাদীস নং —২৩৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ذَبَحَ لِرَفْضِهَا الْعُمْرَةَ بَقَرَةً.

আবু হানীফা - হায়সাম - জনৈক ব্যক্তি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আয়েশার উমরাহ্ ভঙ্গ করিবার কারণে একটি গাভী জবাহ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৩৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِرَفْضِهَا الْعُمْرَةَ دَمًا.

আবু হানীফা - আব্দুল মালিক - রাবয়ী ইবনো হিরাশ হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আয়েশাকে উমরাহ্ ভঙ্গ করিতে ও একটি কুরবানী করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

হাদীস নং —২৩৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْعَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ اَصْدُرُ

بِحَجَّةٍ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اِنْطَلِقْ بِهَا اِلَى التَّنْعِيْمِ فَلْتُهِلَّ ثُمَّ لِتَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ لِتَعْجَلْ عَلَيَّ فَاِنِّيْ اَنْتَظِرُهَا بِبَطْنِ العقبَة.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, ইয়া নাবী আল্লাহ্! মানুষ হজ্জ ও উমরাহ্ করিয়া যাইবে এবং আমি হজ্জ করিয়া যাইবো। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনো আবু বাকারকে নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - আয়েশাকে 'তানঈন' লইয়া যাও। অতঃপর উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিবে। তারপর উমরাহ্ থেকে বিরত হইয়া খুব শীঘ্র আমার কাছে চলিয়া আসিবে। আমি তাহার জন্য বাতনে আক্বাহ্‌তে অপেক্ষা করিবো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজ্জ তিন প্রকার - ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান। ইফরাদ করিলে হাজীকে মুফরিদ বলা হইয়া থাকে। তামাত্তু করিলে হাজীকে মুতামাত্তি বলা হইয়া থাকে। কিরান করিলে হাজীকে বলা হইয়া থাকে কারেন।

ইফ্‌রাদ করিবার নিয়ম ঃ মীকাত থেকে কেবল হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিবে এবং মক্কা শরীফে পৌছিয়া কেবল হজ্জ করিবে। মুফরিদ হজ্জ সমাপ্ত করিবার পূর্বে কখনোই ইহ্‌রাম খুলিতে পারিবে না।

তামাত্তু করিবার নিয়ম ঃ মীকাত থেকে কেবল উমরাহ্ করিবার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিবে। মক্কা শরীফে পৌছিয়া উমরাহ্ করিবার পর ইহ্‌রাম খুলিয়া ফেলিবে। পরে হজ্জের সময়ে নতুন ভাবে হজ্জের জন্য ইহ্‌রাম বাঁধিয়া হজ্জ করিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিরান করিবার নিয়ম ঃ মীকাত থেকে হজ্জ ও উমরাহ্ উভয়ের জন্য একই সঙ্গে ইহ্রাম বাঁধিয়া নিবে। অতঃপর মক্কা শরীফে পৌছিয়া উমরাহ্ করিবে কিন্তু ইহ্রাম খুলিতে পারিবে না যতদিন পর্যন্ত হজ্জের কাজ সমাপ্ত হইয়া না যায়। (অনুবাদক)

بَابُ اَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ

শিকারের মাংস মুহরিমের খাইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৩৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَحْمَ صَيْدٍ يَصِيْدُهُ الْحَلَالُ فَيَاْكُلُهُ الْمُحْرِمُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَائِمٌ حَتّٰى ارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ قَالَ فِيْمَا يَتَنَازَعُوْنَ فَقُلْنَا فِيْ لَحْمِ صَيْدٍ يَصِيْدُهُ الْحَلَالُ فَيَاْكُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ فَاَمَرَنَا بِاَكْلِهِ.

আবু হানীফা - মোহাম্মাদ - ইবনো মুনকাদির - উসমান ইবনো মোহাম্মাদ - হজরত ত্বালহা ইবনো উবাইদুল্লাহ্ বলিয়াছেন - আমরা (হুজূর পাকের কাছাকাছি স্থানে) আলোচনা করিতে ছিলাম যে, গায়ের মুহরিম ব্যক্তির শিকারের মাংস মুহরিম ব্যক্তি খাইতে পারে কি না? এই সময় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিদ্রায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আমাদের কথাবার্তা জোর হইয়া গিয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জাগ্রত হইয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - কি সম্পর্কে বিতর্ক চলিতেছে? অতঃপর

আমরা বলিয়াছি, গায়ের মুহরিম ব্যক্তির শিকারের মাংস মুহরিম ব্যক্তি আহার করিতে পারে কি না? হজরত ত্বালহা বলিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে তাহা খাইতে নির্দেশ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৩৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْتُ فِيْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ حَلَالٌ غَيْرِيْ فَنَظَرْتُ نُعَامَةً فَسِرْتُ اِلٰى فَرَسِيْ فَرَكِبْتُهَا وَ عَجِلْتُ عَنْ سَوْطِيْ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاوِلُوْنِيْهِ فَاَبَوْا فَنَزَلْتُ عَنْهَا فَاَخَذْتُ سَوْطِيْ فَطَلَبْتُ النُّعَامَةَ فَاَخَذْتُ مِنْهَا حِمَارًا فَاَكَلْتُ وَ اَكَلُوْا.

আবু হানীফা - মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদির - হজরত আবু ক্বাতাদা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একদল সাহাবার সহিত বাহির হইয়াছি। দলের মধ্যে আমি ছাড়া কেহ হালাল ছিলেন না। আমি গোরখার দেখিতে পাইয়াছি। অতঃপর আমি আমার ঘোড়ায় সওয়ার হইয়াছি এবং তাড়াতাড়িতে আমার চাবুক ভুলিয়া গিয়াছি। অতঃপর আমি তাহাদের বলিয়াছি — আপনারা চাবুকটি আমাকে দিন। তাহারা (ইহা দিতে) অস্বীকার করিয়াছেন। অতঃপর আমি ঘোড়া থেকে নামিয়া আমার চাবুক নিয়া গোরখারগুলির পিছন ধরিয়াছি, শেষ পর্যন্ত সেগুলির মধ্যে থেকে একটি (জংগলী) গাধা শিকার করিয়াছি। আমি খাইয়াছি এবং তাহারাও খাইয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে ব্যক্তি ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকে তাহাকে বলা হইয়া থাকে মুহরিম। বিনা ইহ্‌রামের ব্যক্তিকে বলা হইয়া থাকে হালাল। মুহরিম ব্যক্তির জন্য না শিকার করা জায়েজ, না শিকারে কোন প্রকার সাহায্য করা জায়েজ। নিজে শিকার করিলে তাহা খাইতে পরিবে না। অনুরূপ কাহার শিকার করাতে কোন রকম সাহায্য করিলে সেই শিকারের মাংস খাইতে পারিবে না। কোন হালাল ব্যক্তি শিকার করিলে তাহা মুহরিমের জন্য খাওয়া জায়েজ। জংগলী গাধাকে গোরখার বলা হইয়া থাকে, তাহা খাওয়া হালাল। (অনুবাদক)

بَابُ مَا يَجُوْزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهٗ

মুহরিমের জন্য যাহা হত্যা করা জায়েজ

হাদীস নং —২৩৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَارَةَ وَ الْحَيَّةَ وَ الْكَلْبَ وَ الْحِدَاةَ وَ الْعَقْرَبَ.

আবু হানীফা - নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — মুহরিম ব্যক্তি ইঁদুর, সাপ, কুকুর, চিল ও বিচ্ছুকে মারিতে পারে।

بَابُ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ

মুহরিমের (ইহ্‌রামের অবস্থায়) বিবাহ করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৩৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

আবু হানীফা - সিমাক - ইবনো জোবাইর - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় হজরত মায়মুনা বিনতে হারিসকে বিবাহ করিয়াছেন।

بَابُ حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ

মুহরিমের জন্য টিকা লাগাইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৪০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَحْتَجَمَ وَ هُوَ الْمُحْرِمُ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - সাঈদ ইবনো জোবাইর - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহ্‌রাম অবস্থায় টিকা লাগাইয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ اِسْتِلاَمِ الرُّكْنِ وَ الْحَجَرِ

রুকুনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং —২৪১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا تَرَكْتُ اِسْتِلاَمَ الْحَجَرِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ.

আবু হানীফা - নাফেয়- হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন - আমি হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়া ত্যাগ করি নাই, যখন থেকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তাহাতে চুম্বন দিতে দেখিয়াছি।

হাদীস নং —২৪২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا انْتَهَيْتُ اِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِىِّ اِلاَّ لَقِيْتُ عِنْدَهُ جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আলকামা - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমি যখনই রুকনে ইয়ামানীর কাছে পৌঁছিয়াছি তখন সেখানে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামের সহিত সাক্ষাত করিয়াছি।

হাদীস নং —২৪৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِىِّ وَ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ الذُّلِّ وَ مَوْقَفِ الْخِزْىِ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে (দাঁড়াইয়া) বলিতেন — "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফরি অল ফাকরি অজ্জুল্লি অ মাওকাফিল খিয্য়ে ফিদ্ দুনিয়া অল আখিরাতে" — হে আল্লাহ্! আমি আশ্রয় চাহিতেছি তোমার কাছে কুফরি, দারিদ্রতা ও লাঞ্ছনা থেকে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনার স্থান থেকে।

হাদীস নং —২৪৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِىُّ ﷺ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ شَاكٍ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ يَسْتَلِمُ الْاَرْكَانَ بِمِحْجَنِهٖ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - সাঈদ ইবনো জোবাইর - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার সওয়ারীর উপরে থাকিয়া বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বাঁকা লাঠি দ্বারা রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —২৪৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ اِلَى الْحَجَرِ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হাজরে আসওয়াদ থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত রমল করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'রমল' বলা হইয়া থাকে বুক ফুলাইয়া কাঁধ হেলাই দ্রুতগতিতে হাঁটা। তওয়াফ করিবার সময় এইরূপ করিয়া তিন চক্র দেওয়া হইয়া থাকে। বাকী চক্রগুলি স্বাভাবিক অবস্থায়। (অনুবাদক)

بَابُ الْجَمْعِ بِعَرَفَةَ

আরফায় দুই অয়াক্ত নামায একত্রিত করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৪৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ حَيَّةَ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ هَانِئِ بْنِ يَزِيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَفَضْنَا مَعَهٗ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا نَزَلْنَا جَمْعًا اَقَامَ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَهٗ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ

دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ فَقَعَدْنَا نَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ طَوِيْلاً ثُمَّ قُلْنَا يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلصَّلٰوةُ فَقَالَ اَىُّ الصَّلٰوةِ فَقُلْنَا اَلْعِشَاءُ الْاٰخِرَةُ فَقَالَ اَمَّا كَمَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَدْ صَلَّيْتُ.

আবু হানীফা - ইয়াহ্ইয়া ইবনো আবু হাইয়া - আবু জানাব - হানী ইবনো ইয়াজিদ বলিয়াছেন — আমরা হজরত ইবনো উমারের সহিত আরফা থেকে ফিরিয়াছি। অতঃপর যখন আমরা (মুজদালিফায়) এক সঙ্গে অবতরণ করিয়াছি তখন ইকামত দিয়া আমরা তাঁহার সহিত মাগরিবের নামায পড়িয়াছি। অতঃপর তিনি সামনে গিয়া দুই রাকআত নামায পড়িয়াছেন। তারপর পানি চাহিয়াছেন এবং গোসল করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়াছেন। আমরা নামাযের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছি। অতঃপর আমরা বলিয়াছি - হে আবু আব্দুর রহমান। নামায (পড়িতে আসুন)। তিনি বলিয়াছেন - কোন্ নামায? আমরা বলিয়াছি, শেষ ঈশা। তিনি বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যেমন (দুই অয়াক্তের নামায একত্রিত) পড়িয়াছেন, তেমনি আমিও পড়িয়াছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মুজ্দালিফায় মাগরিব ও ঈশার নামাজ এক সঙ্গে পড়িতে হইয়া থাকে। এই দুই অয়াক্তের নামাজের জন্য একটি আজান ও একটি ইকামত যথেষ্ট হইবে, না প্রত্যেক নামাজের জন্য পৃথক পৃথক আজান ও ইকামাত দিতে হইবে। এ বিষয়ে শাফয়ীদের সহিত হানাফীদের মতভেদ রহিয়াছে। হানাফীদের নিকটে এক আজান ও এক ইকামাত যথেষ্ট। ইহার স্বপক্ষে পরে হাদীস বর্ণিত হইতেছে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং - ২৪৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءِ فِىْ حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

আবু হানীফা - আদী - আব্দুল্লাহ্ ইবনো ইয়াযিদ - হজরত আবু আইউব রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত হাজ্জাতুল বিদার দিনে মুজদালিফায় মাগরিব ও ঈশার নামায পড়িয়াছি।

হাদীস নং —২৪৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِى عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِاَذَانٍ وَ اِقَامَةٍ وَ اِحَدَةٍ.

আবু হানীফা - আবু ইসহাক - আব্দুল্লাহ্ ইবনো ইয়াযিদ খাত্বমী - হজরত আবু আইউব রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (মুজদালিফায়) একই আযান ও ইক্বামাতে মাগরিব ও ইশা পড়িয়াছেন।

بَابُ رَمْىِ الْجَمَارِ

জামরার উপরে পাথর মারিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৪৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلْمَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ عَجَّلَ ضَعَفَةَ اَهْلِهٖ وَ قَالَ لَهُمْ لاَ تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

আবু হানীফা - সালমা - হাসান - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার পরিবারের দুর্বল (মহিলা ও শিশু)দিগকে শীঘ্র প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছেন — যতক্ষণ সূর্য না উদয় হইবে ততক্ষণ জামরায় আক্বাবাতে পাথর মারিবে না।

হাদীস নং —২৫০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ضَعَفَةَ اَهْلِهٖ وَ قَالَ لَهُمْ لاَ تَرْمُوْا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - সাঈদ ইবনো জোবাইর - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহার বাড়ির দুর্বল দিগকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলিয়াছেন - যতক্ষণ সূর্য উদয় না হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত জামরায় আক্বাতে পাথর নিক্ষেপ করিবে না।

হাদীস নং —২৫১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبّٰى حَتّٰى رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জামরায় আক্বাতে পাথর মারা পর্যন্ত তালবীহ্ পাঠ করিয়াছেন।

بَابُ الرُّكُوْبِ عَلٰى بُدْنَتِهٖ

ক্বুরবানীর পশুর উপর সওয়ার হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৫২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ اَنَسٍ ؓ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى رَجُلاً يَسُوْقُ بَدَنَةً فَقَالَ اِرْكَبْهَا.

আবু হানীফা - আব্দুল কারীম - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে, ক্বুরবানীর পশুকে চালাইতেছে। তখন হুজূর পাক বলিয়াছেন - তুমি উহার উপর সওয়ার হইয়া যাও।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কুরবানীর পশুর পিঠে হাজী সাহেব সওয়ার হইতে পারে কিনা, এ বিষয়ে হানাফীদিগের অভিমত হইল যে, মামূলী প্রয়োজনে সওয়ার হইতে পারিবে না। যদি হাজীর পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া চলা একেবারে অসম্ভব হইয়া যায় তাহা হইলে এই বিশেষ প্রয়োজনের কারণে কুরবানীর পিঠে সওয়ার হইতে পারিবে। অন্যথায় নয়। (অনুবাদক)।

بَابُ التَّمَتُّعِ وَ الْقِرَانِ

তামাত্তু ও কিরানের বিবরণ

হাদীস নং —২৫৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الصُّبَىِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ اَقْبَلْتُ مِنَ الْجَزِيْرَةِ حَاجًّا فَمَرَرْتُ بِسَلْمَانَ ابْنِ رَبِيْعَةَ وَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَ هُمَا شَيْخَانِ بِالْعُذَيْبَةِ قَالَ فَسَمِعَانِى اَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ فَقَالَ اَحَدُ هُمَا هٰذَا الشَّخْصُ اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهٖ وَ قَالَ الْاٰخَرُ هٰذَا اَضَلُّ مِنْ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَمَضَيْتُ۔ حَتّٰى اِذَا قَضَيْتُ نُسُكِى مَرَرْتُ بِاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ ؓ فَاَخْبَرْتُهٗ كُنْتُ رَجُلاً بَعِيْدَ الشِّقَةِ قَاصِىَ الدَّارِ اَذِنَ اللّٰهُ لِىْ فِى

pdf By Syed Mostafa Sakib

هٰذَا الْوَجْهِ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَجْمَعَ عُمْرَةً اِلٰى حَجَّةٍ فَاَهْلَلْتُ بِهِمَا جَمِيْعًا وَ لَمْ اَنْسَ فَمَرَرْتُ بِسَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَ زَيْدِ ابْنِ صُوْهَانَ فَسَمِعَانِىْ اَقُوْلُ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ مَعًا فَقَالَ اَحَدُ هُمَا هٰذَا اَضَلُّ مِنْ بَعِيْرِهٖ وَ قَالَ الْاٰخَرُ هٰذَا اَضَلُّ مِنْ كَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ فَصَنَعْتَ مَا ذَا قَالَ مَضَيْتُ فَطُفْتُ طَوَافًا لِعُمْرَتِىْ وَ سَعَيْتُ سَعْيًا لِعُمْرَتِىْ ثُمَّ عُدْتُ فَفَعَلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ بَقِيْتُ حَرَامًا اَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ حَتّٰى اِذَا قَضَيْتُ اٰخِرَ نُسُكِىْ قَالَ هُدِيْتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - সাবী ইবনো মা'বাদ বলিয়াছেন - আমি জাযিরা থেকে হজের নিয়্যাতে আসিয়াছি। আমি উযাইবার দুইজন বড় শায়েখ - সুলাইমান ইবনো রাবীয়া ও যায়েদ ইবনো সুহান এর নিকট থেকে অতিক্রম করিয়াছি। সুতরাং যখন তাহারা আমাকে বলিতে শুনিয়াছেন — লাব্বাইক বি উমরাতিঁউ অ হাজ্জাতিন, তখন তাঁহাদের একজন আমাকে লক্ষ করিয়া বলিয়াছেন — এই লোকটি নিজের উট অপেক্ষা গোমরাহ্। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছেন — এই লোকটি অমুক অমুক অপেক্ষা গোমরাহ্। (বর্ণনাকারী) বলিয়াছেন — (আমি কাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া) আমি অতিক্রম করিয়াছি। শেষ পর্যন্ত যখন আমার হজ্জের কাজগুলি পূর্ণ করিয়াছি, তখন আমি আমীরুল মুমিনীন হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে হাজির হইয়া আমি তাহাকে বলিয়াছি যে, আমি হইলাম বহু দূর দেশের মানুষ। আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এই প্রকার (হজ্জ করিবার) তাওফীক

দান করিয়াছেন। সুতরাং আমার পছন্দ হইয়াছে যে, আমি উমরাকে হজ্জের সহিত মিলাইয়া দিবো। তাই আমি ইচ্ছাকৃত উমরা ও হজ্জের জন্য একসঙ্গে নিয়্যাত করতঃ ইহ্রাম বাঁধিয়াছি। অতঃপর আমি সুলাইমান ও ইবনো রাবীয়া ও যায়েদ হইবো সুহান এর নিকট থেকে অতিক্রম করিয়াছি এবং তাহারা দুইজনে আমার হজ্জ ও উমরার এক সাথের 'লাব্বাইক' শ্রবণ করিয়াছেন। তখন তাঁহাদের একজন বলিয়াছেন — এই লোকটি নিজের উট অপেক্ষা গোমরাহ্ এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছেন — এই লোকটি অমুক অমুক অপেক্ষা গোমরাহ্। হজরত উমার বলিয়াছেন —তুমি কি করিয়াছো? বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — আমি সমস্ত কাজপূর্ণ করিয়াছি। আমি আমার উমরার জন্য তওয়াফ করিয়াছি এবং আমি আমার উমরার জন্য সায়ী করিয়াছি। তারপর দ্বিতীয় বারে আবার এইরূপ করিয়াছি। তারপর আমি ইহ্রাম অবস্থায় হজ্জের সমস্ত কাজ করিয়াছি যেমন হাজী করিয়া থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন আমি আমার হজ্জের সমস্ত কাজের কথা শেষ পর্যন্ত বলিয়া দিয়াছি, তখন তিনি বলিয়াছেন — তুমি তোমার নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী আমল করিয়াছো।

بَابُ فَضِيْلَةِ الْعُمْرَةِ فِىْ رَمَضَانَ

রমযান মাসে উমরাহ করিবার ফজীলতের বিবরণ

হাদীস নং —২৫৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عُمْرَةٌ فِىْ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — রমযান মাসের উমরাহ্ (সওয়াবের দিক দিয়া) হজ্জের সমান।

হাদীস নং —২৫৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلٰ بَعِيْرٍ اَوْرَقَ اِلٰ سِوَادٍ وَ هُوَ النَّافَةُ الْقُصْوٰى مُتَقَلِّدًا بِقَوْسٍ مُتَعَمِّمًا بِعَمَامَةٍ سوداء مِنْ وَبَرٍ.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন 'নাকাতুল কুসওয়া' নামক ধূসর রঙের উটনীর উপরে সওয়ার ছিলেন, তখন তাহার গলায় ছিলো ধনুক মাথায় পশমের কালো পাগড়ী বাঁধা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বিনা ইহ্রামে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা ছিলো একমাত্র হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের খাস।

(খ) হজ্জ ও উমরার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলে আমার লেখা 'মক্কা ও মদীনার মুসাফির' পাঠ করিবেন। (অনুবাদক)

بَابُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর শরীফ যিয়ারত করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৫৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ مِنَ السُّنَّةِ اَنْ تَأْتِيَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَ يُجْعَلَ ظَهْرَكَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تَقُوْلَ السَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ.

আবু হানীফা - নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - সুন্নাত তরীকা হইল যে, তুমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর শরীফে কিবলার দিক দিয়া আসিবে এবং কিবলার দিকে পিছন করিবে এবং কবর শরীফের দিকে মুখ করিবে, তারপর বলিবে 'আস্সালু আলাইকা আইউহান্নাবী অ রহমাতুল্লাহি অ বারাকাতুহু'।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মুয়াত্তায় ইমাম মুহাম্মাদের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু যখন সফরে যাইতেন অথবা সফর থেকে ফিরিয়া আসিতেন তখন তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাকে হাজিরী দিতেন। সারা জগত তাঁহার পবিত্র রওযা পাক যিয়ারত

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবার জন্য লালাইতো। একমাত্র অভিশপ্ত ওহাবী সম্প্রদায় ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকে। হুজূর পাকের রওযা পাক যিয়ারত সম্পর্কে শিফা শরীফ থেকে একটি হাদীস উদ্ধৃত করা হইতেছে — কাজী আবু আলী - আবুল ফজল ইবনো খয়ারূন - হাসান ইবনো জা'ফর - আবুল হাসান আলী ইবনো উমার দারু কুৎনী - কাজী মুহামিলী - মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুর রাজ্জাক - মূসা ইবনো হিলাল উবাইদুল্লাহ্ ইবনো উমার - নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে —

"قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَ جَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ"

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি আমার কবর শরীফ যিয়ারত করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত অয়াজিব হইয়া যাইবে।

كِتَابُ النِكَاحِ

বিবাহ অধ্যায়

بَابُ خُطْبَةِ النِكَاحِ

বিবাহের খুৎবার বিবরণ

হাদীস নং —২৫৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِى النِكَاحَ .

আবু হানীফা - কাসেম - তাহার পিতা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে এইরূপ হাজাত অর্থাৎ বিবাহের খুৎবাহ্ শিক্ষা দিয়াছেন —

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نَسْتَهْدِيْهِ مَنْ يَهْدِى اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَ نَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ .

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَ لاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ـ وَ اتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا - يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا - يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَا فَوْزًا عَظِيْمًا.

بَابُ الْاَمْرِ بِالنِّكَاحِ

হুজূর পাকের পক্ষ থেকে নিকাহের নির্দেশ

হাদীস নং —২৫৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجُوْا فَاِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ.

আবু হানীফা - যিয়াদ - আব্দুল্লাহ্ ইবনো হারিস - হজরত আবু মূসা আশয়াবী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা বিবাহ করো। নিশ্চয় আমি (কিয়ামতের দিন) অন্য উমামতদের মুকাবিলায় তোমাদের আধিক্যের প্রতি গৌরব করিবো।

بَابُ الْحَثِّ عَلٰى نِكَاحِ الْاَبْكَارِ

কুমারী কন্যাদের বিবাহ্ করিবার প্রতি প্রেরণা প্রদান

হাদীস নং —২৫৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْكَحُوا الْجَوَارِى الشَّوَابَّ فَاِنَّهُنَّ اَنْتَجُ اَرْحَامًا وَ اَطْيَبُ اَفْوَاهًا وَ اَعَزُّ اَخْلَاقًا.

আবু হানীফা - আব্দুল্লাহ্ ইবনো দীনার - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা কুমারী কন্যাদের বিবাহ করো। কারণ, তাহারা হইল শীঘ্র সন্তান দানের উপযুক্ত এবং তাহারা হইল সুগন্ধমুখী এবং সৎ চরিত্রবর্তী।

بَابُ تَنْزِيْهِهٖ نِكَاحِ الْعَجَائِزِ وَ الشُّيُبِ ذَاتِ الْوَلَدِ

বৃদ্ধাদের ও সন্তানের মাতার বিবাহ্ করা থেকে দূরে থাকিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৬০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْمَدِيْنَةِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّهٗ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهٗ هَلْ تَزَوَّجْتَ قَالَ لاَ قَالَ تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ وَ لاَ تَزَوَّجَنَّ خَمْسًا قَالَ مَا هُنَّ قَالَ لاَ تَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً وَ لاَ نَهْبَرَةً وَ لاَ لَهْبَرَةً وَ لاَ هَبْدَرَةً وَ لاَ لَفُوتًا قَالَ زَيْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ اَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ قَالَ بَلٰى اَمَّا الشَّهْبَرَةُ فَالزَّرْقَاءُ الْبَدِيْنَةُ وَ اَمَّا النَّهْبَرَةُ فَالطَّوِيْلَةُ الْمَهْزُوْلَةُ وَ اَمَّا اللَّهْبَرَةُ فَالْعَجُوْزُ الْمُدْبِرَةُ وَ اَمَّا الْهَبْدَرَةُ فَالْقَصِيْرَةُ الذَّمِيْمَةُ وَ اَمَّا اللَّفُوْتُ فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ قَالَ الشَّيْبَانِى ضَحِكَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ طَوِيْلاً.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম বলিয়াছেন - আমাকে জনৈক মদীনাবাসী বৃদ্ধ হজরত যায়েদ ইবনো সাবিতের নিকট থেকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়াছেন। তখন হুজূর পাক তাহাকে বলিয়াছেন — তুমি বিবাহ করিয়াছো? তিনি বলিয়াছেন — না। হুজূর পাক বলিয়াছেন — তোমার সততার সহিত সত্বী রমণীকে বিবাহ করো। পাঁচ প্রকারের মহিলাকে বিবাহ করিও না। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন সেগুলি কাহারা? হুজূর পাক বলিয়াছেন — বিবাহ করিবে না শাহবারাহ্, নাহবারাহ, লাহবারাহ, হাবদারাহ ও লাফুতাকে। যায়েদ বলিয়াছেন - ইয়া রসূলুল্লাহ্! আপনি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। হুজূর পাক বলিয়াছেন — হ্যাঁ। 'শাহবারাহ'

হইল মোটা শরীর বিড়াল চোখী। 'নাহবারাহ্' হইল খুব লম্বা পাতলা, 'লাহবারাহ্' হইল কামশক্তি হীন বৃদ্ধা, 'হাবদারাহ্' হইল বদ সূরাত বাটি ও 'লাফূত' হইল অন্য স্বামীর থেকে সন্তানের মাতা। শায়বানী বলিয়াছেন - এই হাদীস শুনিয়া আবু হানীফা বহুক্ষণ হাঁসিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবাহের ব্যাপারে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আদেশ ও নিষেধ, না ফরজ ও অয়াজিব, না হারাম ও নাজায়েজ। বরং কুমারী মহিলাদের বিবাহ করিবার ব্যাপারে হুজূর পাকের নির্দেশ হইল মুস্তাহাব মাত্র। অনুরূপ বিবাহ না করিবার নির্দেশ হইল কেবল মাকরূহ তানজীহ্। কারণ, তাঁহার বিবিগণের মধ্যে একমাত্র হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন কুমারী। (অনুবাদক)

بَابُ الْاِجْتِنَابِ عَنْ نِكَاحِ الْعَقِيْمِ

বন্ধা রমণীর বিবাহ থেকে বিরত থাকিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৬১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رَجُلٍ شَامِيٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتَزَوَّجُ فُلاَنَةً فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ اَتَاهُ اَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ اَتَاهُ فَنَهَاهُ عَنْهَا ثُمَّ قَالَ سَوْدَاءُ وَ لُوْدٌ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - আব্দুল মালিক - জনৈক শামবাসী থেকে বর্ণিত হইয়াছে, এক ব্যক্তি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমি অমুক রমণীকে বিবাহ করিবো। হুজূর পাক তাহাকে তাহার (বিবাহ করা) থেকে নিষেধ করিয়াছেন। পরে লোকটি পুনরায় হুজূর পাকের নিকট আসিয়াছেন। তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়াছেন। লোকটি আবার আসিয়াছেন। তিনি তাহাকে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন, সুন্দরী বন্ধা অপেক্ষা আমার নিকটে কালো গর্ভধারিণী বেশি পছন্দ।

بَابُ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ

মহিলার ভাগ্যহীনতা হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৬২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ تَذَاكَرَ الشُّؤْمُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَلشُّؤْمُ فِى الدَّارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْمَرْأَةِ فَشُؤْمُ الدَّارِ اَنْ تَكُوْنَ ضَيِّقَةً لَهَا جِيْرَانٌ سُوْءٌ وَ شُؤْمُ الْفَرَسِ اَنْ تَكُوْنَ حَمُوْحًا وَ شُؤْمُ الْمَرْأَةِ اَنْ تَكُوْنَ عَاقِرًا زَادَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ عَاقِرًا.

আবু হানীফা - আলকামা - হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, একদিন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে ভাগ্যহীনতা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তখন তিনি

বলিয়াছেন, ঘর, ঘোড়া ও রমণীর মধ্যে ভাগ্যহীনতা হইয়া থাকে। ঘরের ভাগ্যহীনতা হইল সংকীর্ণতা ও দুষ্ট প্রতিবেশি, ঘোড়ার ভাগ্যহীনতা হইল অবাধ্য হওয়া, রমণীর ভাগ্যহীনতা হইল বন্ধা হওয়া।

بَابُ اِسْتِيْذَانِ بِكْرٍ وَ ثَيِّبٍ

কুমারী ও বিধবা মহিলার নিকট অনুমতি লইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৬৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ رض اَنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُكِ.

আবু হানীফা - আত্বা - হজরত ইবনো আব্বাস হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত ফাতিমাকে বলিয়াছেন, হজরত আলী তোমাকে (বিবাহ্ করিবার কথা) স্মরণ করিতেছে।

হাদীস নং —২৬৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيٰى عَنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُزَوِّجَ اِحْدٰى بَنَاتِهٖ يَقُوْلُ اِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةَ ثُمَّ يُزَوِّجُهَا.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - শায়বান - ইয়াহ্ইয়া - মুহাজির - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন তাঁহার কোন কন্যাকে বিবাহ দেওয়া ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি বলিতেন অমুক ব্যক্তি আমার অমুক কন্যাকে (বিবাহ করিবার জন্য) স্মরণ করিতেছে। তারপর (সেই কন্যা নীরব থাকিলে) তাহাকে বিবাহ দিয়া দিতেন।

হাদীস নং —২৬৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوَّجَتْ يَتِيْمَةً كَانَتْ عِنْدَ هَا فَجَهَّزَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهٖ.

আবু হানীফা - মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদির- হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা সেই ইয়াতীম কন্যাকে বিবাহ দিয়াছেন যে তাঁহার নিকটে ছিলো। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিজের নিকট থেকে তাহাকে জাহীয দিয়াছেন।

بَابُ اِسْتِيْمَارِ الْبِكْرِ وَ اِسْتِيْذَانِ الثَّيِّبِ

কুমারী কন্যার সম্মতি জানা ও বিধবার থেকে অনুমতি নেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং —২৬৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتّٰى تُسْتَاْمَرَ وَ رَضَاهَا سُكُوْتُهَا وَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَاْذَنَ.

আবু হানীফা- শায়বান- ইবনো আব্দুর রহমান - ইয়াহ্ইয়া ইবনো আবু কাসীর - মুহাজির ইবনো ইকরামা - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, কুমারীর বিবাহ করা হইবে না যতক্ষণ না তাহার সম্মতি জানা যায় এবং তাহার সম্মতি হইল তাহার নীরব থাকা এবং বিধবার বিবাহ করা যাইবে না যতক্ষণ না তাহার অনুমতি নেওয়া হইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ عَدَمِ جَوَازِ النِكَاحِ بِغَيْرِرَضَا الْمَرْأَةِ

রমণীর সম্মতি ব্যতীত বিবাহ জায়েজ না হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৬৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ جَاءَ عَمٌّ وَلَدِ هَا فَخَطَبَهَا فَاَبَى الْاَبُ اَنْ يُّزَوِّجَهَا وَ زَوَّجَهَا مِنَ الْاٰخَرِ فَاَتَتِ الْمَرْأَةُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَ كَرَتْ ذٰلِكَ لَهٗ فَبَعَثَ اِلٰى اَبِيْهَا فَحَضَرَ فَقَالَ مَا تَقُوْلُ هٰذِهِ قَالَ صَدَقَتْ وَ لٰكِنِّىْ زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ۔ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ زَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِ هَا.

আবু হানীফা - আব্দুল আজীজ - মুজাহিদ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছে। অতঃপর তাহার দেবর আসিয়া তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছে। কিন্তু (রমণীর) পিতা তাহাকে বিবাহ দিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহাকে অন্য এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিয়াছে। অতঃপর মহিলাটি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বলিয়াছে। হুজূর পাক তাহার পিতাকে ডাকিতে পাঠাইলে লোকটি উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর হুজূর পাক বলিয়াছেন - এই মহিলাটি কি বলিতেছে? লোকটি বলিয়াছে,

মেয়েটি সত্য বলিয়াছে কিন্তু আমি তাহাকে যাহার সহিত বিবাহ দিয়াছি সে (ইহার) দেবর অপেক্ষা ভাল। অতঃপর হুজূর পাক তাহাদের মধ্যে বিবাহ বাতিল করিয়া দিয়া তাহার দেবরের সহিত বিবাহ দিয়া দিয়াছেন।

بَابُ اِمْتِنَاعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا

মহিলাকে তাহার ফুফু ও খালার সহিত বিবাহ বন্ধনে একত্রিত করা নাজায়েজ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৬৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ الْعُوْفِىْ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا.

আবু হানীফা- আত্বীয়া - আওফী - হজরত আবু সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ হইবে না তাহার ফুফু ও খালার উপরে।

হাদীস নং —২৬৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَ لَا عَلٰى خَالَتِهَا وَ لَا تُنْكَحُ الْكُبْرٰى عَلَى الصُّغْرٰى وَ لَا الصُّغْرٰى عَلَى الْكُبْرٰى.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - শা'বী - হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ ও হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, মহিলাকে বিবাহ করা যাইবেনা না তাহার ফুফুর উপরে, না তাহার খালার উপরে এবং না বিবাহ করা যাইবে বয়স্কাকে কম বয়স্কার উপরে, না কম বয়স্কাকে বয়স্কার উপরে।

بَابُ حُرْمَةِ الْمُتْعَةِ

মুতয়া হারাম হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৭০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ.

আবু হানীফা - যোহরী - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুতয়া করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৭১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْرَ عَنِ الْمُتْعَةِ.

আবু হানীফা - নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খয়বারের যুদ্ধের দিন মুতয়া করা নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৭২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ.

আবু হানীফা - মুহারিব - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলাদের মুতয়া থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৭৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اٰلِ سَبْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

আবু হানীফা - যোহরী - জনৈক সাবরাহ্ গোত্রীয় মানুষের থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন রমণীদের মুতয়া থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৭৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা- ইউনুস ইবনো আব্দুল্লাহ্ তাহার পিতা - রাবী ইবনো সাবরাহ্ জুহানী - তাঁহার পিতা বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন রমণীদের মুতয়া থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —২৭৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ غَزْوَةَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَآءِ.

আবু হানীফা - নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খয়বারের যুদ্ধের বৎসর দেশীয় গাধার গোশ্ত ও রমণীদের মুতয়া থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ক) 'মুতয়া' বলা হইয়া থাকে সাময়িক বিবাহকে। যেমন কোন মহিলাকে কয়েক দিনের জন্য কোন কিছুর বিনিময়ে বিবাহ করা। ইসলামের শুরুতে বিশেষ কারণে জায়েজ ছিলো। পরবর্তীকালে তাহা চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে একমাত্র গোমরাহ্ শীয়া সম্প্রদায় 'মুতয়া' জায়েজ হইবার পক্ষে। (অনুবাদক)

আযলের বিবরণ

بَابُ الْعَزْلِ

হাদীস নং —২৭৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْاَنَّ شَيْئًا اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَهُ اُسْتُوْدِعَ صَخْرَةً لَخَرَجَ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - হজরত আলকামা ও আসওয়াদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ্ তাআলা কোন জিনিষের প্রকাশ করিবার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন যাহা কোন পাথরের মধ্যে গোপন রাখা হইয়াছে। তবে তাহা অবশ্যই বাহির হইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'আযল' বলা হইয়া থাকে স্ত্রী সহবাসের সময়ে বীর্যপাতের পূর্ব মুহূর্তে লিঙ্গ বাহির করিয়া নেওয়া। স্ত্রীকে সঙ্গম করাই হইল স্ত্রীর হক্ব। বীর্যপাত শেষ হওয়া পর্যন্ত হইল পূর্ণ সঙ্গম। সুতরাং বাহিরে বীর্যপাত করায় স্ত্রীর হক্ব নষ্ট করা হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা হইল যে, যদি বাহিরে বীর্যপাত করিবার উদ্দেশ্য ইহাই হইয়া থাকে যে, সন্তান গ্রহণ করিবো না, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা হইল একটি খারাপ দিক। কারণ, হাদীস পাকে ইতিপূর্ব

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত হইয়াছে যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কিয়ামতের দিন তাঁহার উম্মাতের সংখ্যার উপরে গৌরব করিবেন। (অনুবাদক)

بَابُ اِتْيَانِ النِسَاءِ بِاَىِّ جِهَةٍ كَانَ

যে কোন দিক দিয়া রমণীদের কাছে আসিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৭৭

حَمَّادٌ عَنْ اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الْهَيْثَمِ عَنْ يُوْسُفَ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ امْرَأَةً اَتَتْهَا فَقَالَتْ اِنَّ زَوْجِىْ يَأْتِيْنِىْ مُجْنِبَةً وَ مُسْتَقْبِلَةً فَكَرِهْتُهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لاَ بَأْسَ اِذَا كَانَ فِىْ صِمَامٍ وَاحِدٍ.

হাম্মাদ - আবু হানীফা - আবু হায়সাম ইউসুফ ইবনো মাহাক - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিবি হজরত হাফসা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক মহিলা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছে, আমার স্বামী আমার নিকটে সামনে থেকে ও পিছন থেকে আসিয়া থাকে (অর্থাৎ সহবাস করিয়া থাকে), ইহা আমার অপছন্দ। এই ঘটনা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে পৌঁছিলে তিনি বলিয়াছেন, কোন দোষ নাই যদি (সঙ্গম) একই ছিদ্রে হইয়া থাকে।

بَابُ حُرْمَةِ وَطْىِ الْمَرْأَةِ فِىْ دُبُرِهَا

রমণীর পায়খানা দ্বারে সঙ্গম হারাম হইবার বিবরণ

হাদীস নং —২৭৮

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حُمَيْدِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِتْيَانُ النِسَاءِ نَحْوَ الْمَحَاشِ حَرَامٌ.

হাম্মাদ - তাহার পিতা (আবু হানীফা) , হুমাইদ আ'রাজ - আবুজার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, রমণীদের পায়খানা দ্বারে সহবাস করা হারাম।

হাদীস নং —২৭৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَعْنٍ قَالَ وَ جَدْتُ بِخَطِّ اَبِىْ اَعْرِفُهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ نُهِيْنَا اَنْ نَاْتِىَ النِسَاءَ فِىْ مَهَا شِهِنَّ.

আবু হানীফা - মায়ান - তিনি বলিয়াছেন, আমি আমার পিতার পত্রে পাইয়াছি, যাহা আমার জানা রহিয়াছে, হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে যে, আমরা স্ত্রীগণের পিছন দিকে (সঙ্গম করিতে) আসিবো না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —২৮০

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِى الْقَعْقَاعِ الْخُشَنِّيِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ قَالَ حَرَامٌ اَنْ تُؤْتَى النِّسَآءُ فِى الْمَحَاشِ.

হাম্মাদ - তাহার পিতা (আবু হানীফা) - আবু মিনহাল - আবু কায়কায়া খুশান্নী - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, মহিলাদের পশ্চাতে (সঙ্গমের জন্য) আসা হারাম।

بَابُ النَّسَبِ لِصَاحِبِ الْفَرَاشِ

বংশ সম্পর্ক স্বামীর সহিত

হাদীস নং —২৮১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ ইবনো আবু সুলাইমান - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, সন্তান হইল স্বামীর এবং যেনাকারের জন্য পাথর।

كِتَابُ الْاِسْتِبْرَآءِ

বাচ্চাদানী পবিত্র করিবার অধ্যায়

بَابُ الْاِسْتِبْرَآءِ

বাচ্চাদানী পবিত্র করিবার বিবরণ

হাদীস নং —২৮২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ تُوْطَأَ الْحَبَالٰى حَتّٰى يَضَعْنَ مَا فِىْ بُطُوْنِهِنَّ.

আবু হানীফা- নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা বলিয়াছেন, হুজূর (সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) বলিয়াছেন, গর্ভবতী রমণীদের সঙ্গম করা নিষেধ করিয়াছেন যতক্ষণ না তাহারা নিজেদের পেটের বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে।

كِتَابُ الرَّضَاعِ

দুধপান অধ্যায়

بَابُ مُسَاوَاةِ الرَّضَاعِ وَ النَّسَبِ فِى التَّحْرِيْمِ

হারামের দিক দিয়া বংশ ও দুধপান সূত্র সমান হইবার বিবরণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং - ২৮৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ قَلِيْلُهُ وَ كَثِيْرُهُ.

আবু হানীফা -হাকাম - কাসেম - শুরাইহ্ - হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, দুধের সম্পর্ক হারাম করিয়া দিয়া থাকে যাহা বংশ সূত্র হারাম করিয়া থাকে, চাই দুধ কম হউক অথবা দুধ বেশি হউক।

হাদীস নং - ২৮৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ ابْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَآءَ اَفْلَحُ بْنُ اَبِى الْقُعَيْسِ لِيَسْتَأْذِنَ عَلٰى عَائِشَةَ فَاحْتَجَبَتْ مِنْهُ فَقَالَ تَحْتَجِبِيْنَ مِنِّىْ وَ اَنَا عَمُّكَ فَقَالَتْ فَكَيْفَ ذٰلِكَ قَالَ اَرْضَعَتْكِ اِمْرَأَةُ اَخِىْ بِلَبَنِ اَخِىْ قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرِبَتْ يَدَاكِ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা - হাকাম - ইরাক ইবনো মালিক - উরওয়াহ্ ইবনো যোবাইর - হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, আফলাহ্ ইবনো আবু কুয়াইস আসিয়া হজরত আয়েশার নিকটে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহার থেকে পর্দা করিয়াছেন। অতঃপর আফলাহ বলিয়াছেন, আমার থেকে পরদা করিতেছো? অথচ আমি হইলাম তোমার চাচা। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলিয়াছেন, তাহা কেমন করিয়া? তিনি বলিয়াছেন, আমার ভাবী তোমাকে আমার ভায়ের দুধ পান করাইয়াছে। হজরত আয়েশা বলিয়াছেন, আমি এই কথা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে বলিয়াছি। অতঃপর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমার দুই হাত মাটিতে লাগিয়া যাক, তুমি কি জানো না যে, দুধপান সূত্র হারাম করিয়া থাকে, যাহা বংশ সূত্র হারাম করিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বংশ সূত্রে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম। যথা মাতা, পিতা, ভাই, বোন, চাচা ও ফুফু ইত্যাদি। অনুরূপ দুধমাতা, দুধ পিতা, দুধ ভাই ও দুধ বোন ইত্যাদিগণও হারাম। দুধ এক ফোঁটা পান করিলেও দুধের সম্পর্ক কায়েম হইয়া যাইবে। (অনুবাদক)

كِتَابُ الطَّلَاقِ

ত্বালাক অধ্যায়

بَابُ الْهَزْلِ فِى الطَّلَاقِ

ত্বালাক দেওয়াতে ঠাট্টা করিবার বিবরণ

হাদীস নং - ২৮৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَا هَكَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثَةٌ جِدُّ هُنَّ جِدٌّ وَ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ . اَلطَّلَاقُ وَ النِّكَاحُ وَ الرَّجْعَةُ.

আবু হানীফা - আত্বা - ইউসুফ ইবনো মাহাক - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, তিনটি জিনিস, যেগুলির দৃঢ়তাই হইল দৃঢ়তা এবং সেগুলির ঠাট্টাপনাই হইল দৃঢ়তা, ত্বালাক, নিকাহ ও রাজয়াত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পাক থেকে পরিস্কার প্রমাণ হইতেছে, তিনটি জিনিসের সোজা দিকটি সোজা ও উল্টে দিকটিও সোজা। কোন সময়ে তিনটি জিনিস বাতিল হইয়া থাকে না। সর্বাবস্থায় তাহা গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে। এই তিনটির

মধ্যে একটি হইল ত্বালাক। ত্বালাক যে কোনো অবস্থায় দিলে তাহা কার্য করি হইবে। কোন সময়ে বাতিল হইবে না। হাঁসিতে হাঁসিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে, পৃথক পৃথক ভাবে অথবা একসঙ্গে; সর্বাবস্থায় ত্বালাক হইয়া যাইবে। ত্বালাকের মসলায় সর্বপ্রথম গোমরাহ্ হইয়াছেন ইবনো তাইমিয়া। তারপর ইবনো তাইমিয়ার অনুসরণে গোমরাহ্ হইয়াছে ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রাদয়। ইহাদের নিকটে একসঙ্গে তিন ত্বালাক দিলে তাহা এক ত্বালাকে গণ্য হইয়া থাকে। উলামায় ইসলাম ইবনো তাইমিয়াকে গোমরাহ্ ও গোমরাহ্কারী বলিয়া চিহ্নীত করিয়াছেন। ওহাবী সম্প্রদায় ইসলামের বহু মৌলিক বিষয় অস্বীকার করিবার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া গিয়াছে।

বর্তমানে হানাফীদের মধ্যে বহু মানুষ স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন ত্বালাক দিয়া বেকায়দায় পড়িয়া যাইবার কারণে গোমরাহ্ ওহাবীদের অনুসরণ করতঃ গোমরাহ্ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য হানাফী ভাইদের নিকট অনুরোধ করিয়া বলিতেছি যে, কোনো সময়ে এক সঙ্গে তিন ত্বালাক দিবেন না। যদি তিন ত্বালাক দিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে নেওয়ার কথা ভুলিয়াও ভাবিবেন না। যদি ত্বালাক দিতে বাধ্য হইয়া যান, তাহা হইলে অবশ্যই এক ত্বালাক দিবেন। এই এক তালাকের পরে তাহার সহিত যদি কোনো প্রকার সম্পর্ক না রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার তিনটি মাসিক অতিক্রম হইয়া যাইবার পর বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এইবার যদি কোন সময়ে তাহার সহিত সম্পর্ক কায়েম করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে একটি নতুন মোহর ধার্য করতঃ সরাসরি বিবাহ পড়াইয়া নিতে পারিবেন। অন্য কাহারো সহিত বিবাহ দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন হইবে না। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ الْعِدَّةِ

ইদ্দতের বিবরণ

হাদীস নং - ২৮৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا اِعْتَدِىْ.

আবু হানীফা -আবু যোবাইর - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু অনাহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত সাওদা রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিয়াছেন যখন তাঁহাকে ত্বালাক দিয়াছেন, তুমি ইদ্দাত পালন করো।

হাদীস নং - ২৮৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِسَوْدَةَ حِيْنَ طَلَّقَهَا اِعْتَدِىْ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত সাওদা রাদী আল্লাহু আনহাকে বলিয়াছেন, যখন তাঁহাকে তালাক দিয়াছেন, তুমি ইদ্দত পালন করো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ত্বালাক দিয়া ছিলেন, না ত্বালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষন করিয়া ছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কোন

বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় যে, হুজূর পাক ত্বালাক দেওয়ার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন। কিন্তু হজরত হাফসার অনুরোধে তাঁহার ইচ্ছাকে বাতিল করিয়াছিলেন। (অনুবাদক)

بَابُ الطَّلَاقِ فِى الْحَيْضِ

হায়েজ এর অবস্থায় ত্বালাক দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং - ২৮৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَعَيَّبَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا فَلَمَّا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا وَاحْتُسِبَ بِالتَّطْلِيْقَةِ الَّتِىْ كَانَ اَوْقَعَ عَلَيْهَا وَهِىَ حَائِضٌ.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - জনৈক ব্যক্তি - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে হায়েজের অবস্থায় ত্বালাক দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে দোষারোপ করা হইয়া ছিলো। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে ফেরত নিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তাহার স্ত্রী হায়েজ থেকে পবিত্র হইয়াছে তখন তিনি তাহাকে ত্বালাক দিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ত্বালাকটিও গণনা করিয়াছেন যাহা তিনি তাঁহার স্ত্রীর হায়েজের (মাসিকের) অবস্থায় দিয়া ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ حُرْمَةِ اللَّعْبِ بِالطَّلَاقِ

ত্বালাক নিয়া খেলা করা হারাম হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ২৮৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ سَلَّمَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُوْنَ قَدْ طَلَّقْتُكِ قَدْ رَاجَعْتُكِ.

আবু হানীফা - আবু ইসহাক - আবু বোরদা - তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, মানুষের কি হইয়াছে যে, তাহারা আল্লাহ্‌র সীমাগুলির সাথে খেলা করিতেছে? তাহারা বলিতেছে যে, নিশ্চয় আমি তোমাকে ত্বালাক দিয়াছি এবং নিশ্চয় আমি তোমাকে ফিরাইয়া নিয়াছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইসলামের শুরুতে মানুষ মহিলাদিগকে কষ্ট দেওয়ার জন্য ত্বালাক দিয়া দিতো এবং সঙ্গে সঙ্গে ইদ্দাতের মধ্যে ফেরৎ নিয়া নিতো। আবার ত্বালাক দিয়া দিতো আবার ফিরাইয়া নিতো। অতঃপর ইসলাম নির্ধারিত নিয়ম করিয়া দিয়াছে যে, দুই ত্বালাক পর্যন্ত স্ত্রীকে ফিরাইয়া নেওয়া যাইবে। তারপর নয়। (অনুবাদক)

بَابُ عَدَمِ وُقُوْعِ طَلَاقِ الْمَعْتُوْهِ

পাগলের ত্বালাক না হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ২৯০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَجُوْزُ لِلْمَعْتُوْهِ طَلَاقٌ وَ لَا بَيْعٌ وَ لَا شِرَاءٌ.

আবু হানীফা - মানসূর - শা'বী - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, পাগল ব্যক্তির ত্বালাক জায়েজ নয় এবং না (তাহার) বিক্রয় ও না ক্রয়।

بَابُ عَدَمِ الطَّلَاقِ بِمُجَرَّدِ التَّخْيِيْرِ

কেবল তালাকের অধিকার দিলে তালাক না হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ২৯১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ خَيَّرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذٰلِكَ طَلَاقًا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে (তালাক নেওয়ার) অধিকার দিয়াছেন। তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া নিয়াছি। সুতরাং এই অধিকার তালাকে গণ্য হয় নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ خِيَارِ الْعِتْقِ

আযাদ হইবার পর দাসীর বিবাহ বাতিল করিবার অধিকারের বিবরণ

হাদীস নং - ২৯২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَعْتَقَتْ بَرِيْرَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ مَوْلًى لِاٰلِ اَبِىْ اَحْمَدَ فَخَيَّرَ هَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا.

আবু হানীফা - হাম্মাদ - ইবরাহীম - আসওয়াদ - হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বারীরাহ্কে আযাদ করিয়া দিয়াছেন এবং বারীরাহ্ এর স্বামী ছিলো আবু আহমাদ খান্দানের আযাদকৃত গোলাম। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বারীরাহ্কে অধিকার দিয়াছেন (যে, সে স্বামীর সহিত থাকিতে পারে অথবা নিজেকে পৃথক করিয়া লইতে পারে)। সুতরাং বারীরাহ্ পৃথক হইতে চাহিয়াছে। অতঃপর হুজূর পাক তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন, অথচ বারীরার স্বামী স্বাধীন ছিলো।

بَابُ طَلَاقِ الْاَمَةِ

দাসীকে তালাক দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং - ২৯৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلَاقُ الْاَمَةِ اثْنَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

আবু হানীফা - আত্বীয়া - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, দাসীর তালাক হইল দুই এবং তাহার ইদ্দাত হইল দুই হায়েজ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম আবু হানীফার নিকট স্বামী গোলাম হউক অথবা আযাদ, যদি স্ত্রী আযাদ হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী তিন তালাক দিতে পারিবে। আর যদি স্ত্রী দাসী হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী দুই তালাক দিতে পারিবে। মোট কথা আযাদ রমণী তিন তালাক পাইবার অধিকার রাখিয়া থাকে এবং দাসী দুই তালাক পাইবার অধিকার রাখিয়া থাকে। অনুরূপ আযাদের জন্য ইদ্দাত তিন হায়েজ এবং দাসীর জন্য ইদ্দাত দুই হায়েজ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا

স্বামী বিয়োগের ইদ্দাতের বিবরণ

হাদীস নং - ২৯৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْاَسْلَمِيَّةِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَمَكُثَتْ خَمْسًا وَ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ وَ ضَعَتْ فَمَرَّ بِهَا اَبُوْ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْلَكَ فَقَالَ تَشَوَّفْتِ تُرِيْدِيْنَ الْبَائَةَ كَلاَّ وَ اللّٰهِ اِنَّهٗ لاَبُعْدُ الْاَجَلَيْنِ .

فَاَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهٗ فَقَالَ كَذَبَ رَاذَا حَضَرَ فَاذِنِيْنِيْ .

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হারিস আসলামীর কন্যা সাবীয়ার স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছে এবং সে হইল গর্ভবর্তী। অতঃপর সে পঁচিশ রাত অবস্থানের পর প্রসব করিয়াছে। তারপর তাহার নিকটে আবু সানাবিল ইবনো বা'লাক আসিয়া বলিয়াছেন - তুমি তো সিঙ্গার করিয়াছো, তুমি কি বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়াছো? কখনই নয়! আল্লাহ্‌র কসম (তোমার জন্য ইদ্দাত হইবে) দুইটি ইদ্দাতের মধ্যে বড়টি। অতঃপর শাবীয়া হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে আসিয়া ইহা বর্ণনা করিয়াছে, তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম

بَابُ النَّفَقَةِ وَ السُّكْنٰى لِلْمَبْتُوْتَةِ

তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার বাসস্থান ও খোরাক পোষাকের বিবরণ

হাদীস নং - ২৯৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِيْ صَدَقَتْ اَمْ كَذِبَتْ اَلْمُطَلَّقَةُ ثَلٰثًا لَهَا السُّكْنٰى وَ النَّفَقَةُ .

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, আমরা ত্যাগ করিবো না আমাদের প্রতিপালকের কিতাব ও আমাদের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সুন্নাতকে একজন মহিলার কথায় যে, আমরা জানিনা যে, সে সত্য বলিয়াছে অথবা মিথ্যা বলিয়াছে - তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরাক পোষাক (দিতে হইবে)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছেন, সে (আবু সানাবিল) মিথ্যা বলিয়াছে, যখন সে আসিবে তখন আমাকে জানাইয়া দিবে (আমি তাহাকে সঠিক কথা বলিয়া দিবো)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মহিলার জন্য স্বামীর ইন্তেকালের ইদ্দাত হইল চার মাস দশ দিন। কিন্তু যে মহিলার পেটে বাচ্চা রহিয়াছে তাহার ইদ্দাত হইল বাচ্চা প্রসব করা। এমন কি যদি স্বামীর মরণের এক ঘণ্টা পর বাচ্চা প্রসব করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইদ্দাত পূর্ণ হইয়া যাইবে। (অনুবাদক)

بَابُ نَسْخِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِى الْبَقَرَةِ

সূরাহ্ বাকারাতে ইন্তেকালের ইদ্দাত বাতিল হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ২৯৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَنْ شَاءَ بَا هَلْتُهُ اَنَّ سُوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى نَزَلَتْ بَعْدَ الطُّوْلٰى.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা-হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন যে ব্যক্তি চাহিবে আমি তাহার সহিত মুবাহালা করিবো যে, ছোট সূরায় নিসা বড় সূরার (বাকারার) পরে অবতীর্ণ হইয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনেক সময়ে পরবর্তী আদেশ ও নিষেধ পূর্ববর্তী আদেশ ও নিষেধকে বাতিল করিয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, সূরাহ বাকারাতে বলা হইয়াছে, স্বামীর ইন্তেকালে স্ত্রীর ইদ্দাত হইল চার মাস দশ দিন। কিন্তু সূরাহ্ তালাকের মধ্যে বলা হইয়াছে, গর্ভবতী মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করিলে প্রসব করাই হইল তাহার ইদ্দাত। সুতরাং সূরাহ্ নিসার নির্দেশ সূরাহ্ বাকারার নির্দেশকে বাতিল করিয়া দিয়াছে। এইজন্য বর্ণিত হাদীসে হজরত আব্দুল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ করতঃ বলিয়াছেন যে, ছোট সুরাহ্ এর হুকুম বড় সুরার হুকুমকে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। (অনুবাদক)

بَابٌ فِى الْمَرْأَةِ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا صِدَاقٌ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

যে মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছে এবং না তাহার মোহর নির্ধারিত হইয়াছে, না তাহার সহিত সঙ্গম হইয়াছে

হাদীস নং - ২৯৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رض فِى الْمَرْأَةِ تُوُفِّىَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صِدَاقًا وَ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا صَدَقَةٌ نِسَائِهَا وَ لَهَا الْمِيْرَاثُ وَ عَلَيْهَا

pdf By Syed Mostafa Sakib

الْعِدَّةُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْاَشْجَعِي اَشْهَدُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَضٰى فِيْ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামাহ্-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই মহিলা যাহার স্বামী ইন্তেকাল করিয়াছে এবং না তাহার মোহর নির্ধারিত হয়িাছে, না তাহার সহিত সহবাস হইয়াছে; তাহার জন্য মোহরে মিসাল এবং তাহার জন্য মীরাস ও তাহার জন্য ইদ্দাত পালন করা ওয়াজিব। হজরত মা'কিল ইবনো সিনান আশজায়ী বলিয়াছেন, আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বিরওয়া বিনতে অশিকের সম্পর্কে আপনার মতো ফায়সালা করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিবাহের সময়ে যে মহিলার মোহর নির্ধারিত হয় নাই এবং তাহার স্বামী সহিত সহবাস না করিয়া ইন্তেকাল করিয়াছে, সেই মহিলা মোহরে মিসাল পাইবে, স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হইবে এবং ইদ্দাতও পালন করিতে হইবে। মোহরে মিসাল হইল রমণীর বোন ও ফুফুদের মত মোহর। অর্থাৎ বোন ও ফুফুর যে পরিমাণ মোহর রহিয়াছে সেই পরিমাণ মোহর পাইবে। (অনুবাদক)

بَابٌ فِي الْاِيْلَاءِ بِالْكَلَامِ

কথা বলিয়া কসম ভঙ্গ করিবার বিবরণ

হাদীস নং - ২৯৮

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فِي الْمُوْلِيْ فَيْئُهُ اَلْجِمَاعُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ عُذْرٌ فَفَيْئُهُ بِاللِّسَانِ.

হাম্মাদ-আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-হজরত আলকামা রাদী আল্লাল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, মো'লীর ইলা ভঙ্গ করা হইল সঙ্গম করা কিন্তু (সঙ্গমে অক্ষম হইবার) যদি তাহার কোন কারণ থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য 'ইলা' ভঙ্গ করা হইবে জবান দ্বারা (কথা বলিয়া)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'ইলা' হইল এক প্রকার কসম। ইলার রূপ হইল যে কোন ব্যক্তি কসম করিয়া বলিল যে, আমি আমার স্ত্রীর কাছে চার মাস যাইবো না। যে ব্যক্তি 'ইলা' করিয়া থাকে তাহাকে বলা হইয়া থাকে মো'লী। এখন মো'লী যদি নিজের ইলা বা কসমকে পূর্ণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীর উপরে এক তালাক বায়েন হইয়া যাইবে। আর যদি কসম ভঙ্গ করিয়া দিয়া থাকে অর্থাৎ চার মাস পূর্ণ হইবার পূর্বে স্ত্রীকে সঙ্গম করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। প্রকাশ থাকে যে, স্ত্রীকে সঙ্গম করিতে অক্ষম হইলে মৌখিক কথা বলিয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া নিবে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ الْخُلْعِ

খোলয়ার বিবরণ

হাদীস নং - ২৯৯

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَيُّوْبِ السُّخْتِيَانِىْ اَنَّ اِمْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لاَ اَنَا وَ لاَ ثَابِتٌ فَقَالَ اَتَخْتَلِعِيْنَ مِنْهُ بِحَدِيْقَتِهٖ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ اَزِيْدُ قَالَ اَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ.

হাম্মাদ - তাহার পিতা (আবু হানীফা) - হজরত আইউব সুখতিয়ানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত সাবিত ইবনো কায়েস রাদী আল্লাহু আনহুর স্ত্রী হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়া আবেদন করিয়াছে - না আমি (সাবিতের কাছে থাকিবো), না সাবিত (আমার কাছে থাকিবে)। হুজূর পাক বলিয়াছেন, তুমি কি তাহার বাগান ফেরৎ দেওয়ার পরিবর্তে তাহার থেকে খোলয়া (নিষ্কৃতি লাভ) করিবে? মহিলাটি বলিয়াছেন, হ্যাঁ এবং আমি কিছু বেশি দিবো। হুজূর পাক বলিয়াছেন, বেশি নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীকে কিছু প্রদান করতঃ তালাক নেওয়াকে 'খোলয়া' বলা হইয়া থাকে। অবশ্য স্বামী খোলয়া তালাকের ক্ষেত্রে তাহার স্ত্রীর প্রদত্ত মোহর অপেক্ষা বেশি কিছু নিতে পারিবেনা। (অনুবাদক)

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

খোরপোষ অধ্যায়

হাদীস নং - ৩০০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَاتَ اَحَدُكُمْ مَغْمُوْمًا مَهْمُوْمًا مِنْ سَبَبِ الْعَيَالِ كَانَ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى مِنْ اَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-সাঈদ-ইবনো জোবাইর-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেহ পরিবারবর্গের কারণে দুঃখিতাবস্থায় চিন্তিতাবস্থায় রাত কাটাইয়া থাকে, তখন তাহা হইল আল্লাহ তাআলার নিকটে আল্লাহ্‌র রাস্তায় তলোয়ারের হাজার মার অপেক্ষা উত্তম।

হাদীস নং - ৩০১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تُرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا اِلٰى فِىْ اِمْرَأَتِكَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-আত্বা-তাহার পিতা-হজরত সায়াদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় তুমি যাহা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করিবার জন্য খরচ করিয়া থাকো, তাহার বিনিময়ে তোমাকে সওয়াব প্রদান করা হইবে। এমন কি সেই লোকমাটিরও যাহা তুমি উঠাইয়া তোমার স্ত্রীর মুখে দিয়া থাকো।

كِتَابُ التَّدْبِيْرِ

মুদাব্বার গোলাম অধ্যায়

بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

মুদাব্বার গোলাম বিক্রয়ের বিবরণ

হাদীস নং - ৩০২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدًا كَانَ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ نُعَيْمِ النَّحَّامِ فَدَبَّرَهٗ ثُمَّ احْتَاجَ اِلٰى ثَمَنِهٖ فَبَاعَهُ النَّبِىُّ ﷺ بِثَمَانِ مِائَةَ دِرْهَمٍ.

আবু হানীফা-আত্বা-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইবরাহীম ইবনো নাঈম নাহ্হামের একটি গোলাম ছিলো। ইবরাহীম তাহাকে মুদাব্বার করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর ইবরাহীমের প্রয়োজন হইয়াছে গোলামটির মূল্য। তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (তাহার পক্ষ থেকে) আটশত দিরহামে গোলামটি বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মুদাব্বার সেই গোলামকে বলা হইয়া থাকে, যাহার মনিব গোলামকে বলিয়া দিয়াছে যে, আমার ইন্তেকালের পরে তুমি আযাদ হইয়া যাইবে। (অনুবাদক)

بَابُ الْوِلَاءِ

বিলায়ের বিবরণ

হাদীস নং - ৩০৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيْرَةَ لِتَعْتِقَهَا فَقَالَتْ مَوَالِيْهَا لَا نَبِيْعُهَا اِلَّا اَنْ نَشْتَرِطَ الْوِلَاءَ لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَلْوِلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বারীরাহ্কে আযাদ করিবার জন্য ক্রয় করিতে চাহিয়াছেন। তবে তাহার মনিবেরা বলিয়াছে যে, আমরা তাহাকে বিক্রয় করিব না কিন্তু এই শর্তে যে, তাহার মীরাস পাইবার হক্ক আমাদের থাকিবে। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা এই কথা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিয়াছেন, 'বিলা' এর হক্ক তাহার, যে তাহাকে আযাদ করিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আযাদ গোলাম ইন্তেকাল করিবার পর যদি তাহার সম্পদ পাইবার মতো শরীয়ত সম্মত কোন অয়ারিস না থাকে, তাহা হইলে আযাদকারী ব্যক্তি হইবে অয়ারিস। এই অধিকারকে 'বিলা' বলা হইয়া থাকে। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَ هِبَتِهِ

'বিলা' বিক্রয় ও দান নিষিদ্ধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩০৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَ هِبَتِهِ.

আবু হানীফা-আত্বা-ইবনো ইয়াসার-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে। নিশ্চয় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম 'বিলা' বিক্রয় করিতে ও দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু পূর্ববর্তী হাদীস থেকে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, 'বিলা' এর হক্বদার হইল যে ব্যক্তি গোলামকে আযাদ করিয়াছে, সেহেতু অন্য কেহ এই 'বিলা' কে না বিক্রয় করিতে পারে, না দান করিতে পারে। (অনুবাদক)

كِتَابُ الْاَيْمَانِ

কসম অধ্যায়

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ يَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ

মিথ্যা কসম নিষিদ্ধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩০৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَاصِحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَ يُقَالُ ابْنُ عَجْلاَنَ يَحْيٰى بْنُ يَعْلٰى وَ اِسْحٰقَ بْنِ السَّلُوْلِيُّ وَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُفَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِمَّا يُعْصَى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ شَيْءٌ هُوَ اَعْجَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ اُطِيْعَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ اَسْرَعَ ثَوَابًا مِنَ الصِّلَةِ وَ الْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلاَقِعَ.

আবু হানীফা-নাসেহ্ ইবনো আব্দুল্লাহ্ এবং বলা হইয়াছে ইবনো আজলান ইয়াহ্ইয়া ইবনো ইয়া'লা ও ইসহাক ইবনো সালুলী ও আবু আব্দুল্লাহ্ মোহাম্মাদ ইবনো আলী ইবনো নুফাইল - ইয়াহ্ইয়া ইবনো আবু কাসীর - আবু সালমাতা - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলার অবাধ্যতার মধ্যে এমন কোন জিনিস নাই যাহা বিদ্রোহতা অপেক্ষা বেশি শীঘ্র শাস্তির উপযুক্ত হইয়া যায় এবং আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের মধ্যে এমন কোন জিনিস নাই যাহা ভ্রাতিত্ব বন্ধন অপেক্ষা বেশি শীঘ্র সওয়াবের অধিকারী করিয়া দিয়া থাকে। আর মিথ্যা কসম শহরগুলিকে সর্বনাশ করিয়া দিয়া থাকে।

بَابُ نَذْرِ مَعْصِيَةٍ وَ فِيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ عَدَمُ الْوَفَاءِ

অবৈধ কসম পূর্ণ না করিয়া তাহাতে কাফ্ফারা দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং - ৩০৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَاَنْ يُّطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَ مَنْ نَذَرَاَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهُ وَ لاَ نَذْرَ فِىْ غَضَبٍ.

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো যোবাইর-হাসান-হজরত ইমরান রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহু তাআলার আনুগত্যের জন্য মানত করিবে সে যেন তাহা পালন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানীতে মানত করিবে সে যেন তাহা পূর্ণ করিয়া না থাকে এবং ক্রোধে কোন মানত নাই।

হাদীস নং - ৩০৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِىُّ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ نَذْرَفِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ كَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ.

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো যোবারি হানযালী-হাসান - হজরত ইমরান ইবনো হুসাইন রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্র নাফরমানীতে কোন মানত নাই এবং উহার কাফ্ফারাহ্ হইল কসমের কাফ্ফারাহ্।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কোন অবৈধ কাজের জন্য কসম করিলে তাহা ভঙ্গ করিয়া দিয়া কাফ্ফারাহ্ প্রদান করা জরুরী। অন্যথায় কসম পূর্ণ করিলে গোনাহ হইবে। (অনুবাদক)

بَابُ يَمِيْنِ اللَّغْوِ

অযথা কসমের বিবরণ

হাদীস নং - ৩০৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِا للَّغْوِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

فِىْ اَيْمَا نِكُمْ هُوَ قَوْلُ اللرَّجُلِ لاَ وَ اللّٰهِ وَ بَلٰى وَ اللّٰهِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - আমি আল্লাহ্ তাআলার আয়াত পাকের ব্যাখ্যায় শুনিয়াছি (আয়াত পাক) (আল্লাহ্ তোমাদের অযথা কসমগুলিতে পাকড়াও করিবেন না) যে, তাহা হইল লোকের কথা - 'না' আল্লাহ্র কসম এবং 'হ্যাঁ' আল্লাহ্র কসম।

হাদীস নং - ৩০৯

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَآئِشَةَ فِىْ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِفِىْ اَيْمَانِكُمْ قَالَتْ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لاَ وَ اللّٰهِ وَ بَلٰى وَ اللّٰهِ مَمَّا يصل به كلامه مِمَّا لاَ يعقد عَلَيْهِ قَلْبُهٗ حَدِيْثًا.

হাম্মাদ-তাঁহার পিতা (ইমাম আবু হানীফা)-ইবরাহীম-আসওয়াদ - হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা আল্লাহ্ তাআলার কালাম — (আল্লাহ্ তোমাদের অযথা কসমের প্রতি পাকড়াও করিবেন না) সম্পর্কে বলিয়াছেন - তাহা (অযথা কসম) হইল মানুষের কথা - 'না' আল্লাহ্র কসম এবং 'হ্যাঁ', আল্লাহ্র কসম ইহা হইল তাহার এমন কথা যে, যাহার প্রতি তাহার আন্তরিক ইচ্ছা নাই।

بَابُ اَلاِسْتِثْنَاءُ فِى الْيَمِيْنِ يُبْطِلُهَا

কসমে "কিন্তু" বা "যদি" কসমকে বাতিল করিয়া থাকে

হাদীস নং - ৩১০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَاسْتَثْنٰى فَلَهٗ ثُنْيَاهُ.

আবু হানীফা - কাসেম - তাহার পিতা - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন জিনিসের উপরে কসম করিয়াছে এবং (সেইসঙ্গে) কিন্তু বা যদি শব্দ বলিয়াছে, তাহার জন্য "কিন্তু বা যদি" হইল গ্রহণযোগ্য।

হাদীস নং - ৩১১

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَ قَالَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ فَقَدْ اِسْتَثْنٰى.

হাম্মাদ-তাঁহার পিতা (ইমাম আবু হানীফা)-কাসেম ইবনো আব্দুর রহমান-তাঁহার পিতা হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি কোন জিনিসের উপর কসম করিয়াছে এবং ইন্শা-আল্লাহ্ (যদি আল্লাহ্ চাহিয়া থাকেন) বলিয়াছে। সুতরাং সে কসম করে নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الْحُدُوْدِ

ইসলামী শাস্তি অধ্যায়

بَابُ حُرْمَةِ الْخَمْرِ وَ الْقِمَارِ وَ غَيْرِهِمَا

মদ ও জুয়া ইত্যাদি হারাম হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩১২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ كَرِهَ لَكُمُ الْخَمْرَ وَ الْمَيْسِرَ وَ الْمِزْمَارَ وَ الْكُوْبَةَ.

আবু হানীফা-মোসলেম-সাঈদ ইবনো জোবাইর-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - নিশ্চয় আল্লাহু তাআলা তোমাদের জন্য মদ, বাদ্যযন্ত্র ও তবলাকে হারাম করিয়া দিয়াছেন।

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ وَ حَدِّ السَّرِقَةِ

মদ্ পান ও চুরির শাস্তির বিবরণ

হাদীস নং - ৩১৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى عَنْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَاهُ رَجُلٌ بِابْنِ اَخٍ لَهُ

نَشْوَانَ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَاَمَرَبِهٖ فَحُبِسَ حَتّٰى اِذَا صَحَاوَ اَفَاقَ عَنِ السُّكْرِدَعَا بِالسَّوْطِ فَقَطَعَ ثَمَرَتَهُ ثُمَّ رَقَّهُ وَ دَعَا جَلاَّدًا فَقَالَ اِجْلِدْهُ عَلٰى جِلْدِهٖ وَارْفَعْ يَدَكَ فِيْ جِلْدِكَ وَ لاَ تَبْدَأْ ضَبُعَيْكَ۔

قَالَ وَ اَنْشَأَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعُدُّ حَتّٰى اَكْمَلَ ثَمَا نِيْنَ جَلْدَةً خَلّٰى سَبِيْلَهُ فَقَالَ الشَّيْخُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَ اللّٰهِ اِنَّهُ لاَبْنُ اَخِيْ وَمَالِي وَلَدٌ غَيْرُهُ فَقَالَ شَرُّ الْعَمِّ وَالِيُ الْيَتِيْمِ اَنْتَ كُنْتَ وَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنْتَ اَدَبَهُ صَغِيْرًا وَ لاَ سَتَرْتَهُ كَبِيْرًا۔

قَالَ ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ حَدٍّ اُقِيْمَ فِيْ الْاِسْلاَمِ لِسَارِقٍ اُتِيَ بِهٖ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ قَالَ اِنْطَلِقُوْا بِهٖ فَاقْطَعُوْهُ فَلَمَّا اُنْطُلِقَ بِهٖ نُظِرَ اِلٰى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ كَاَنَّمَا سُفَّ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ الرَّمَادُ فَقَالَ بَعْضُ جُلَسَائِهٖ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَكَاَنَّ هٰذَا قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ فَقَالَ وَ مَا يَمْنَعُنِيْ اَنْ يَّشْرَدَّ عَلَيَّ اَنْ تَكُوْنُوْا اَعْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ عَلٰى اَخِيْكُمْ قَالُوْا فَلَوْ لاَ خَلَّيْتَ سَبِيْلَهُ قَالَ اَفَلاَ كَانَ هٰذَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ بِهٖ فَاِنَّ الْاِمَامَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اِذَا انْتَهٰى اِلَيْهِ حَدٌّ فَلَيْسَ يَنْبَغِىْ لَهٗ اَنْ يُّعَطِّلَهٗ قَالَ ثُمَّ تَلَا وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا.

আবু হানীফা-ইয়াহিয়া-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - তাঁহার নিকটে জনৈক ব্যক্তি নিজের নেশাগ্রস্ত ভাইপোকে লইয়া আসিয়াছে, যাহার হুঁশ হারাইয়া গিয়াছে। হজরত আব্দুল্লাহ্র নির্দেশে তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত যখন সে সুস্থ হইয়াছে এবং নেশা থেকে স্বাভাবিক হইয়াছে, তখন তিনি বেত চাহিয়াছেন এবং তাহার প্রচণ্ড ধোলাই দিয়াছেন। তারপর তাহাকে সুস্থ করিয়াছেন এবং জাল্লাদকে ডাকিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে হুকুম দিয়াছেন যে, ইহার চামড়ার উপরে চাবুক মারো। চাবুক মারিবার সময়ে তোমার হাতকে উঁচু করো কিন্তু যেন তোমার বগল দেখা না যাইয়া থাকে। ইয়াহিয়া বলিয়াছেন - হজরত আব্দুল্লাহ্ (স্বয়ং) গুনিতে আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত যখন আশি চাবুক পূর্ণ হইয়াছে তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অতঃপর বৃদ্ধ (মদখোরের চাচা) বলিয়াছেন - হে আবু আব্দুর রহমান! খোদার কসম, নিশ্চয় এই ছেলে হইল আমার ভাইপো এবং এই ছাড়া আমার কেহ নাই। তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন, (তুমি হইলে) খারাপ চাচা যে, তুমি ইয়াতীমের অভিভাবক হইয়াছো। আর আল্লাহ্র কসম! তুমি তাহার শৈশবকালে না ভাল আদব শিক্ষা দিয়াছো এবং না পূর্ণ বয়সে তাহার (দোষকে) গোপন করিয়াছো। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - তারপর হজর আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ আমাদের কাছে হাদীস বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - ইসলামের মধ্যে সর্বপ্রথম শাস্তি দেওয়া হইয়াছে একটি চোরকে, যাহাকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে, যখন তাহার উপর সাক্ষ্য কায়েম হইয়া গিয়াছে। তখন হুজূর পাক বলিয়াছেন - তোমরা তাহাকে লইয়া যাও এবং তাহার হাত কাটিয়া দাও। যখন তাহাকে নিয়া যাইতে ছিলো। তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চেহারা মুবারকের দিকে দেখা গিয়াছে, যেন খোদার

কসম! তাঁহার রঙ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। হুজূর পাকের মজলিসের কেহ বলিয়াছেন - ইয়া রসূলুল্লাহ্! যেন এই ব্যাপারটি আপনার উপরে অত্যন্ত কঠিন হইয়া গিয়াছে। হুজূর পাক বলিয়াছেন - কেন আমার উপরে ইহা কঠিন হইবেনা যে, তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হইয়া যাইবে নিজেদের ভাইয়ের বিপক্ষে। তাহারা বলিয়াছেন - আপনি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন না কেন? হুজূর পাক বলিয়াছেন তাহাকে আমার নিকটে আনিবার পূর্বে কি ইহা বলা হইতো না? নিশ্চয় ইমামের সামনে যখন অপরাধ শাস্তির সীমায় পৌছিয়া যাইবে তখন ইমামের জন্য উচিত নয় যে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - তারপর হুজূর পাক এই আয়াত পাঠ করিয়াছেন- وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا (এবং তাহাদের উচিত যে, মাফ করিয়া দিবে এবং ছাড়িয়া দিবে)।

بَابٌ فِيْمَا يُقْطَعُ فِيْهِ الْيَدُ

কত পরিমাণ মাল চুরি করিলে হাত কাটা হইয়া থাকে?

হাদীস নং - ৩১৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ يُقْطَعُ الْيَدُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ .

আবু হানীফা-কাসেম-তাহার পিতা-হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে দশ দিরহাম পরিমাণ মাল চুরি করিলে হাত কাটিয়া দেওয়া হইতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইমাম আবু হানীফার নিকটে কমপক্ষে দশ দিরহাম পরিমাণ মাল চুরি করিলে তবেই তাহার হাত কাটিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে। অন্যথায় নয়, বরং অন্য শাস্তি দিতে হইবে। (অনুবাদক)

بَابُ دَرْءِ الْحُدُوْدِ

শাস্তি না দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং - ৩১৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ مَقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِدْرَئُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبُهَاتِ.

আবু হানীফা-মাকসাম-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - সন্দেহ থাকিলে শাস্তি ত্যাগ করিয়া দাও।

بَابُ الرَّجْمِ لِلزَّانِى الْمُحْصِنِ

বিবাহিত যেনাকারকে পাথর মারিবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩১৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ مَاعِزَا بْنَ مَالِكٍ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ الْاٰخِرَ قَدْ زَنٰى فَاقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ

فَرَدَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اِنَّ الْاٰخِرَ قَدْ زَنٰى فَاَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَسَاَلَ عَنْهُ اَصْحَابَهٗ هَلْ تُنْكِرُوْنَ مِنْ عَقْلِهٖ قَالُوْا لَا - قَالَ اِنْطَلِقُوْا بِهٖ فَارْجُمُوْهُ - فَقَالَ فَانْطُلِقَ بِهٖ فَرُجِمَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا اَبْطَاَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ اِنْصَرَفَ اِلٰى مَكَانٍ كَثِيْرِ الْحِجَارَةِ فَقَامَ فِيْهِ فَاَتَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ فَرَجَمُوْهُ بِالْحِجَارَةِ حَتّٰى قَتَلُوْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيْلَهٗ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهِ فَقَالَ قَائِلٌ هٰذَا مَا عِزٌّ اَهْلَكَ نَفْسَهٗ وَ قَالَ قَائِلٌ اَنَا اَرْجُوْاَنْ يَّكُوْنَ تَوْبَةً فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْتَابَهَا فِيَامٌ مِنَ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ فَلَمَّا بَلَغَ ذٰلِكَ قَوْمًا طَمَعُوْا فِيْهِ فَسَاَلُوْهُ مَا يَصْنَعُ بِجَسَدِهٖ - قَالَ اِصْنَعُوْا بِهٖ مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفْنِ وَ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ وَ الدَّفْنِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهٖ اَصْحَابُهٗ فَصَلُّوْا.

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন -- মাইয্ ইবনো মালিক হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিয়াছেন - নিশ্চয় সে যেনা করিয়াছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি তাহার উপরে শাস্তি কায়েম করুন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। তারপর তিনি হুজূর পাকের কাছে দ্বিতীয়বার আসিয়া তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় বলিয়াছেন। তারপর তিনি হুজূর পাকের নিকটে তৃতীয়বারে আসিয়া পূর্বের ন্যায় বলিয়াছে, তারপর চতুর্থ বারে আসিয়া বলিয়াছেন - নিশ্চয় সে ব্যাভীচার করিয়াছে। সুতরাং তাহার উপরে শাস্তি কায়েম করুন। অতঃপর হুজূর পাক তাহার সম্পর্কে তাঁহার সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, তোমরা কি তাহার জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া থাকো? (অর্থাৎ সে কি পাগল?) তাঁহারা বলিয়াছেন - না। হুজূর পাক বলিয়াছেন - তোমরা তাহাকে নিয়া যাও এবং পাথর মারো। (কারণ, সে হইল বিবাহিত) তারপর যখন তাহার মৃত্যু হইতে দেরী হইয়াছে তখন মাইয্ (স্থান ত্যাগ করিয়া) অধিক পাথরস্থলে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুসলমানেরা তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পাথর মারিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই সংবাদ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিয়াছেন - তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিলে না কেন? (যখন সে নিজের স্থান থেকে সরিয়া গিয়াছে) মানুষ মাইযের সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলিয়াছে। এক ব্যক্তি বলিয়াছেন - এই মাইয্ আত্মহত্যা করিয়াছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াছে - আমার আশা ছিলো যে, (এই শাস্তি তাহার জন্য তওবা হইয়া যাইবে। এই সংবাদ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিয়াছেন - মাইয্ যে তওবা করিয়াছে, যদি এইরূপ তওবা মানুষের একটি বড় জামায়াত করিয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় তাহাদের তওবা কবুল হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন এই সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা মাইযের সম্পর্কে সওয়াবের আশা করিয়াছে। সুতরাং তাহারা রসূলুল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - মাইযের দেহ কি করা হইবে। হুজূর পাক বলিয়াছেন - তোমরা তাহার সহিত তাহাই করো যাহা তোমরা তোমাদের মুর্দাগুলির সহিত করিয়া থাকো - কাফন, জানাজা ও দাফন। বুরাইদা বলিয়াছেন - সাহাবাগণ তাহাকে লইয়া গিয়াছেন এবং তাহারা জানাজা পড়িয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ক) অ-বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার ব্যাভিচারের শাস্তি হইল একশত বার বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত পুরুষ ও নারীর যেনার শাস্তি হইল পাথর মারা। অবশ্য এই শাস্তিগলি একমাত্র শরীয়তের কাজী প্রয়োগ করিতে পারে।

খ) যেনাকার বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে চারজন চাক্ষুস সাক্ষীর প্রয়োজন। যেমন দোয়াতে কলম থাকে তেমনই অবস্থা সাক্ষীদের বিবরণে থাকা জরুরী। অন্যথায় শাস্তি প্রয়োগ করা যাইবে না।

গ) কোন নর ও নারীকে যদি যেনা করিতে চারজন পুরুষ দেখিয়া না থাকে অথবা একজন কিংবা দুইজন কিংবা তিনজন পুরুষ দেখিয়া থাকে অথবা কোন নির্জন স্থানে দুইজনকে যেনা করিবার পূর্বাবস্থায় দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের যেনার শাস্তি প্রয়োগ করা যাইবে না। এইরূপ অবস্থায় তাজীর এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। কাজী তিন থেকে উনচল্লিশবার বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিবেন। না তিনের কম, না উনচল্লিশের বেশি বেত্রাঘাত করিবে।

ঘ) কেহ যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া থাকে যে, আমি যেনা করিয়াছি, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তির ব্যবস্থা করা যাইবে না, বরং তাহার জবান দিয়া চার বার স্বীকার উক্তি গ্রহণ করিতে হইবে। যথা - কেহ যদি বলিয়া থাকে যে, আমি যেনা করিয়াছি, তখন তাহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে - যেনা কাহাকে বলা হইয়া থাকে? যেনা কবে, কখন ও কোথায় করিয়াছো ইত্যাদি প্রশ্নের সবগুলির সঠিক জবাব যদি দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মজলিশ থেকে সরাইয়া দিতে হইবে। পুনরায় আবার আসিলে আবার পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করিতে হইবে, যদি সমস্ত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মজলিশ থেকে সরাইয়া দিতে হইবে। এই প্রকারে তাহার মুখ থেকে চারবার স্বীকার উক্তি পাইলে তবেই তাহার উপর যেনার শাস্তি প্রয়োগ করা যাইবে।

ঙ) শরীয়ত সম্মত শাস্তি প্রাপ্ত হইবার পরে পাপীর পাপ মাফ হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন যে, শাস্তির পরে পাপীর পাপ মাফ হইয়া যাইবে। ইমাম আবু হানীফার নিকটে শাস্তি হইল সামাজিক শাসন মাত্র। ইহাতে পাপীর পা মাফ হইয়া থাকে না। পাপের জন্য তওবার প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা তওবা কবুল করিলে ক্ষমা হইয়া যাইবে। অন্যথায় কিয়ামতের ময়দানে বিচার হইবে।

بَابُ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّى قِصَاصًا

জিম্মী হত্যার বদলায় মুসলমানের কতল করিবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩১৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ الْبَيْلَمَانِىْ قَالَ قَتَلَ النَّبِىُّ ﷺ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ فَقَالَ اَنَا اَحَقُّ مَنْ اَوْفٰى بِذِمَّتِهٖ.

আবু হানীফা রাবীয়া ইবনো বায়লামানী বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক চুক্তিবদ্ধ (কাফের জিম্মী) ব্যক্তির বদলায় একজন মুসলমানকে কতল করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন - আমি বেশি হক্বদার যে নিজের জিম্মাদারীকে পূর্ণ করিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাফের তিন প্রকার - মুস্তামিন, জিম্মী ও হারবী। যাহারা মুসলমান বাদশার নিকট আশ্রয় চাহিয়া নিয়াছে তাহাদের বলা হইয়া থাকে মুস্তামিন।

যাহারা মুসলমান বাদশাকে জিযিয়া প্রদান করিয়া থাকে তাহাদের বলা হইয়া থাকে জিম্মী। যাহারা এই দুই শ্রেণীর কাফেরদের অন্তর্ভূক্ত নয়, বরং নিজেরা স্বাধীন ভাবে ইসলাম বিরোধী কাজ করিয়া থাকে তাহাদের বলা হইয়া থাকে হারবী। প্রকাশ থাকে যে, যেমন মুসলমানের জান ও মাল মুসলমান বাদশার দায়িত্বে থাকে, তেমনই মুসলমান বাদশার উপরে মুস্তামিন ও জিম্মী কাফেরের জান ও মাল হিফাজত করিবার দায়িত্ব থাকে। একজন মুসলমান একজন মুসলমানকে হত্যা করিলে যেমন হত্যাকারীকে হত্যা করিবার নির্দেশ, তেমনই একজন জিম্মী কাফেরকে কোন মুসলমান হত্যা করিলে প্রতিশোধ স্বরূপ মুসলমানকে হত্যা করিবার নির্দেশ। (অনুবাদক)

كِتَابُ الْجِهَادِ

জিহাদ অধ্যায়

بَابُ حُرْمَةِ خِيَانَةِ الْقَاعِدِيْنَ عَلٰى نِسَآءِ الْمُجَاهِدِيْنَ

মুজাহিদগণের স্ত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হারাম হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩১৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى حُرْمَةَ نِسَآءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ اُمَّهَاتِهِمْ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخُوْنُ اَحَدًا

pdf By Syed Mostafa Sakib

مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِىْ اَهْلِهٖ اِلاَّ قِيْلَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِقْتَصَّ فَمَا ظَنُّكُمْ.

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আল্লাহ্ তাআলা মুজাহিদগণের রমণীদের সম্মানকে অমুজাহিদদের মাতাগণের সম্মানের ন্যায় করিয়া দিয়াছেন এবং অমুজাহিদগণের মাধ্যমে কেহ মুজাহিদগণের পরিবারের সহিত দুর্ব্যবহার করিবে, কিয়ামতের দিন মুজাহিদকে বলা হইবে - তুমি প্রতিশোধ নাও। সুতরাং এখন তোমাদের ধারণা কি?

بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْبَعْثِ بِالْمُهِمَّاتِ

সৈন্য প্রেরণের জন্য (সেনা প্রধানের) নির্দেশ দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং - ৩১৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا بَعَثَ جَيْشًا اَوْسَرِيَّةً اَوْصٰى اَمِيْرَهُمْ فِىْ خَاصَّةِ نَفْسِهٖ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَ اَوْصٰى فِيْمَنْ مَعَهٗ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ لاَ تَغُلُّوْا وَ لاَ تَغْدِرُوْا وَ لاَ تَمْثُلُوْا وَ لاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَ لاَ شَيْخًا كَبِيْرًا فَاِذَا

لَقِيْتُمْ عَدُوَّكُمْ فَادْعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلاَمِ فَاِنْ اَبَوْا فَادْعُوْهُمْ اِلَى اِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ اَبَوْا فَقَاتِلُوْهُمْ فَاِذَا حَصِرْتُمْ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكُمْ اَنْ تُنْزِلُوْا عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَلاَ تَفْعَلُوْا فَاِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ مَاحُكْمُ اللّٰهِ وَ لٰكِنْ اَنْزِلُوْهُمْ عَلٰى حُكْمِكُمْ ثُمَّ احْكُمُوْا فِيْهِ بِمَا بَدَالَكُمْ فَاِنْ اَرَادُوْكُمْ اَنْ تُعْطُوْهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ فَاَعْطُوْهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ اٰبَائِكُمْ فَاِنَّكُمْ اَنْ تُخْفِرُوْا بِذِمَمِكُمْ اَهْوَنُ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوْا بِذِمَّةِ اللّٰهِ فِىْ رَقَبَتِكُمْ.

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন কোন বড় সৈন্যদল অথবা কোন ছোট সৈন্যদল প্রেরণ করিতেন, তখন তিনি তাহাদের সেনা প্রধানকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করিতেন যে, আল্লাহ্কে ভয় করিবে এবং তাহার সঙ্গী মুসলমানদিগকে নির্দেশ করিতেন যে, সৎকাজ করিবে। অতঃপর বলিতেন - আল্লাহ্র রাস্তায় আল্লাহ্র নামে জিহাদ করিবে - তাহাদের হত্যা করো যাহারা আল্লাহ্র সহিত কুফরী করিয়াছে; গণীমাতের মাল আত্মসাত করিও না এবং সন্ধিভঙ্গ করিও না, নিহত ব্যক্তির নাক কান কাটিও না, কোন শিশুকে হত্যা করিওনা, না কোন অতিবৃদ্ধকে; অতঃপর যখন তোমরা শত্রুদের সামনা সামনা হইবে, তখন তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। অতঃপর তাহারা যদি অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে জিযিয়া প্রদান করিবার নির্দেশ দাও। ইহাতে যদি তাহারা অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে তাহাদের সহিত লড়াই করো। অতঃপর যখন তোমরা কোন কিল্লাবাসীকে ঘিরিয়া ফেলিবে এবং তাহারা তোমাদের চাহিবে যে, তোমরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ্‌র কোন নির্দেশের উপরে অবতরণ করিবে, তবে তাহা করিবে না। কারণ, তোমরা জানো যে, আল্লাহ্‌র কি নির্দেশ রহিয়াছে। বরং তোমরা তাহাদিগকে নিজেদের নির্দেশের উপরে অবতরণ করাও। অতঃপর তোমরা নিজেদের জ্ঞান মতো তাহাদের ব্যাপারে ফায়সালা করো। যদি তাহারা তোমাদের কাছে চাহিয়া থাকে যে, তোমরা তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে দিয়া দিবে, তবে তাহাদিগকে তোমাদের ও তোমাদের বাপদাদা গণের দায়িত্বে নিয়া নাও। কারণ, তোমাদের জিম্মাদারীকে ভঙ্গ করা তোমাদের ঘাড়ে আল্লাহ্‌র যে জিম্মা রহিয়াছে তাহা ভঙ্গ করা অপেক্ষা সহজ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুবহানাল্লাহ্! ইসলাম মুসলিম সেনা বাহিনীকে শত্রুদের সহিত যে ব্যবহার করিবার নির্দেশ দিয়াছে তাহা আজ যদি মানুষ নিরপেক্ষ হইয়া চিন্তা করিতো, তবে কেহ ইসলামকে সূচাগ্র সমালোচনা করিবার অবকাশ পাইতো না। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

নাক, কান কাটা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩২০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُثْلَةِ.

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু

তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (নিহত ব্যক্তির) নাক, কান ইত্যাদি কাটিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং - ৩২১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ حَمَّادٍ وَ اَبِيْهِ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ وَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ قَامَ فَاَمَرَ بِقَتْلِ كِبَارِهِمْ وَسَبْيِ صِغَارِهِمْ فَمَنْ اَنْبَتَ قُتِلَ وَ مَنْ لَمْ يُنْبِتْ اُسْتُحْيِيَ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল ইবনো হাম্মাদ, তাহার পিতা, কাসেম ইবনো মায়ান ও আব্দুল মালিক আত্বীয়াতাল কুরজী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন - আমাদিগকে কুরাইযার যুদ্ধে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির করা হইয়াছে, তখন তিনি দাঁড়াইয়া নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহাদের বড়োদের হত্যা করিবে এবং তাহাদের ছোটদের বন্দী করিবে। সুতরাং যাহার মুখে যৌবন জাহির হইয়াছে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে এবং যাহার যৌবন প্রকাশ পায় নাই তাহাকে জিন্দা রাখা হইয়াছে।

হাদীস নং - ৩২২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ ابْنُ اَبِيْ لَيْلٰى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ قُتِلَ فِي الْخَنْدَقِ فَاَعْطَى الْمُشْرِكُوْنَ بِجِيْفَتِهٖ مَالاً فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-মাকসাম-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বদর যুদ্ধের গাণীমাতের মাল বিক্রয় করেন নাই কিন্তু মদীনা শরীফে শুভাগমন করিবার পরে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাফেরদের সম্পদ মুসলমানদের জন্য মালে গাণীমাত বলা হইয়া থাকে। এই মাল যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা দারুল হরব থেকে দারুল ইসলামে আনিতে না পারিবে ততক্ষণ তাহারা এই মালের মালিক হইতে পারিবেনা। সুতরাং তাহাদের জন্য এই মাল দারুল হরবে না বন্টন করা জায়েজ হইবে, না বিক্রয় করা জায়েজ। ইহা হইল ইমাম আবু হানীফার অভিমত। (অনুবাদক)

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

ক্রয় বিক্রয় অধ্যায়

بَابُ التَّقْوٰى عَنِ الْمُشْتَبِهَاتِ

সন্দেহ যুক্ত জিনিস থেকে সাবধান থাকিবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩২৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ

আবু হানীফা ও ইবনো আবু লায়লা-হাকাম-মাকসাম - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, খন্দকের যুদ্ধে খন্দকে ফেলিয়া একজন মুশরিককে হত্যা করা হইয়াছে। তখন মুশরিকরা তাহার লাশের বিনিময়ে বহু মাল দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম (তাহা নেওয়া) থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اَنْ يُّبَاعَ الْخُمُسُ حَتّٰى يُقْسَمَ

বন্টনের পূর্বে গাণীমাতের মাল পঞ্চমাংশ বিক্রয় নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩২৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ اَنْ يُّبَاعَ الْخُمُسُ حَتّٰى يُقْسَمَ.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খয়বায়ের যুদ্ধের দিন বন্টনের পূর্বে গাণীমতের মাল পঞ্চমাংশ বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং - ৩২৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمْ يَقْسِمْ شَيْئًا مِنْ غَنَائِمِ بَدْرٍ اِلَّا بَعْدَ مَقْدِمِهٖ بِالْمَدِيْنَةِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ وَ بَيْنَ ذٰلِكَ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهٖ وَ عِرْضِهٖ.

আবু হানীফা-হাসান-হজরত শা'বী বলিয়াছেন - আমি নো'মানকে মিম্মারের উপরে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, হালাল হইল প্রকাশ এবং হারামও হইল প্রকাশ এবং এই দুইটির মাঝখানে হইল সন্দেহ যুক্ত জিনিস। এইগুলি বহু মানুষ জ্ঞাত নাই। সুতরাং যে ব্যক্তি সন্দেহ যুক্ত জিনিস থেকে বিরত থাকিয়াছে সে নিজের দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচাইয়া নিয়াছে।

بَابُ اللَّعْنِ عَلَى الْخَمْرِ وَ مُتَعَلِّقِيْهَا

মদ ও উহার সহিত যুক্তদের প্রতি অভিসম্পাতের বিবরণ

হাদীস নং - ৩২৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لُعِنَتِ الْخَمْرُ وَ عَاصِرُهَا وَ سَاقِيْهَا وَ شَارِبُهَا وَ بَائِعُهَا وَ مُشْتَرِيْهَا.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-সাঈদ ইবনো জোবাইর-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - অভিসম্পাত করা হইয়াছে মদের প্রতি, মদ প্রস্তুত কারকের প্রতি, মদ প্রদানকারীর প্রতি, মদপানকারীর প্রতি, মদ বিক্রেতার প্রতি ও মদ ক্রয়কারীর প্রতি।

হাদীস নং - ৩২৭

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَاَوْ سَأَلَهُ اَبُوْ كَثِيْرٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَحَرَّمُوْا اَكْلَهَا وَاسْتَحَلُّوْا بَيْعَهَا وَ اَكَلُوْا اَثْمَانَهَا وَ اَنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ الْخَمْرَ حَرَّمَ بَيْعَهَا وَ اَكْلَ ثَمَنِهَا.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-মোহাম্মাদ ইবনো কায়েস বলিয়াছেন, আমি হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অথবা তাঁহাকে আবু কাসীর জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, মদ বিক্রয় সম্পর্কে। তিনি বলিয়াছেন - আল্লাহ্ তাআলা ইহুদীদের কতল করিয়াছেন অর্থাৎ (অভিসম্পাত করিয়াছেন) যে, তাহাদের প্রতি চর্বি হারাম করা হইয়াছে। তখন তাহারা উহা ভক্ষণ করা হারাম করিয়া নিয়াছে এবং হালাল করিয়া নিয়াছে উহা বিক্রয় করা এবং খাইয়া নিয়াছে উহার মূল্যগুলি। অথচ যে ব্যক্তি মদকে হারাম করিয়াছে সে উহার বিক্রয়কে হারাম করিয়াছেন এবং উহার মূল্য খাইয়া নিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাহানাবাজ ইহুদীরা আল্লাহ্ তাআলার হারাম করা চর্বিকে গলাইয়া তাহা বিক্রয় করতঃ উহার পয়সা ভক্ষণ করিতো। ইহাই ছিল তাহাদের প্রতি অভিসম্পাতের কারণ। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ اللَّعْنِ عَلٰى اٰكِلِ الرِّبٰوا

সুদখোরের প্রতি অভিসম্পাতের বিবরণ

হাদীস নং - ৩২৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ ؓ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَ مُؤْكِلَهٗ.

আবু হানীফা-আবু ইসহাক-হারিস-হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সুদখোর ও সুদ দাতার প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছেন।

بَابُ الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ

বাকীতে সুদ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩২৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اِنَّمَا الرِّبٰوا فِى النَّسِيْئَةِ وَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ.

আবু হানীফা-আত্বা-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু - হজরত উসামা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - নিশ্চয় বাকীতে সুদ হইয়া থাকে আর যাহা নগদে হইয়া থাকে তাহাতে কোন দোষ নাই।

بَابُ الرِّبٰوا فِى الْاَشْيَاءِ السِّتَّةِ بِالْفَضْلِ

ছয়টি জিনিসের মধ্যে বেশিটাই সুদ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩৩০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَ الْفَضْلُ رِبوًا وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ وَ الْفَضْلُ رِبًوا وَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَ الْفَضْلُ رِبًوا وَ الشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَ الْفَضْلُ رِبًوا وَ الْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ وَ الْفَضْلُ رِبًوا .

আবু হানীফা -আত্বীয়া-আবু সাঈদ খুদরী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - সোনার বদলে সোনা সমান সমান, বেশিটাই হইল সুদ, চাঁদীর বদলে চাঁদী - ওজনের দিক দিয়া সমান সমান, বেশিটি হইল সুদ; খেজুরের বদলে খেজুর বেশিটি হইল সুদ; যবের বদলে যব সমান সমান, বেশিটি হইল সুদ; লবণের বদলে লবন - সমান সমান, বেশিটি হইল সুদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ اِشْتِرَاءِ الْعَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ

দুইজন দাসকে একজন দাসের বদলে ক্রয় করিবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩৩১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ؓ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى عَبْدَيْنِ بِعَبْدٍ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি গোলামের বদলে দুইটি গোলাম ক্রয় করিয়াছেন।

হাদীস নং - ৩৩২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا فَلَايَبِعْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ.

আবু হানীফা-আমর ইবনো দীনার-ত্বাউস-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবে সে তাহা বিক্রয় করিবে না যতক্ষণ না তাহা পূর্ণ ওজন করিয়া থাকে।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

ধোকাবাজীর বিক্রয় নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩৩৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ধোকাবাজীর বিক্রয় থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ধোকাবাজীর বিক্রয় যথা - মাছ পানিতে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করা। কারণ, পানিতে কত পরিমাণ মাছ রহিয়াছে তাহা জানা নাই। অনুরূপ দুধ পালানে থাকা অবস্থায় বেচা কেনা করা। কারণ, কত পরিমাণ হইবে তাহা জানা নাই। অনুরূপ বৃক্ষে ফল আসিবার পূর্বে ক্রয় বিক্রয় করা। কারণ, কে জানে ফল কেমন ধরিবে ইত্যাদি। এই প্রকার ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে ক্ষতি ও ঝগড়া রহিয়াছে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَ الْمُحَاقَلَةِ

বায় মুযাবানা ও মুহাকালা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩৩৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَ الْمُحَاقَلَةِ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুযাবানা ও মুহাকালা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

গাছের উপরে থাকা অবস্থায় কাঁচা খেজুর অথবা কাঁচা আঙ্গুরের বিনিময়ে শুকনো খেজুর অথবা শুকনো আঙ্গুর বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলা হইয়া থাকে। যথা - এক কিলো শুকনো খেজুরের বিনিময়ে চার কিলো কাঁচা খেজুর বিক্রয় করা। শীষের মধ্যে গম থাকা অবস্থায় তাহা শুকনো গমের বিনিময়ে ক্রয় বিক্রয় করাকে 'মুহাকালা' বলা হইয়া থাকে। যথা - যে গম এখন পর্যন্ত বাহির হয় নাই, বরং শীষের মধ্যে রহিয়াছে, সেই গমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোন ওজনে কেনা বেচা করা। যেহেতু মুযাবানা ও মুহাকালাতে কাহারো কোন মালের সঠিক পরিমাণ জানা থাকে না। এই কারণে এই প্রকার ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اِشْتِرَآءِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يُشْقِحَ

ফল লাল অথবা হলুদ হইবার পূর্বে ক্রয় করা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং - ৩৩৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ اَنْ يُّشْتَرٰى ثَمَرَةٌ حَتّٰى يُشْقِحَ.

আবু হানীফা-আবু জোবাইর-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফল পুষ্ট হইবার পূর্বে ক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং - ৩৩৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهٗ.

আবু হানীফা-জাবলা-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বৃক্ষের উপর থাকা অবস্থায় তাহা বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন যতক্ষণ না তাহা উপযুক্ত না হইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং - ৩৩৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَاتُ يَعْنِى الثُّرَيَّا.

আবু হানীফা-আত্বা-হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন সুরাইয়া নামক নক্ষত্র প্রকাশ হইয়া যায় তখন ফলের বিপদ দূর হইয়া যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ফল গাছে থাকিলে যতদিন পর্যন্ত তাহা খাইবার উপযুক্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত তাহা বিক্রয় জায়েজ হইবে না। তবে অপুষ্ট ফল গাছ থেকে পড়িয়া গেলে অথবা পাড়িয়া বিক্রয় করিলে তাহা জায়েজ হইবে।

আরবদেশে গরমকালের শুরুতে ফজর হইবার সাথে সাথে সুরাইয়া নামক নক্ষত্রটি উদয় হইয়া থাকে। এই সময়ে মানুষ বুঝিয়া নিয়া থাকে যে, ফল পুষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ফলের উপরে আর কোন বিপদ আসিবার সম্ভবনা নাই। (অনুবাদক)

بَابُ الْاِشْتِرَاطِ مِنَ الْمُشْتَرِىْ

খরীদারের পক্ষ থেকে শর্ত

হাদীস নং - ৩৩৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىْ

عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا اَوْ عَبْدًا وَ لَهٗ مَالٌ فَالثَّمَرَةُ وَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ اِلاَّ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمُشْتَرِىْ .

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি কলমী খেজুর গাছ বিক্রয় করিয়াছে অথবা এমন গোলাম বিক্রয় করিয়াছে যাহার নিকট মাল রহিয়াছে, তবে ফল ও মাল হইবে বিক্রেতার কিন্তু খরীদার (পাইবার) শর্ত করিলে (খরীদার পাইবে)।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ السَّوْمِ عَلَى السَّوْمِ

দামের উপরে দাম করা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৩৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْرَاهِيْمَ عَمَّنْ لاَ اُتُّهِمَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لاَ يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ وَ لاَ يَنْكِحُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَ لاَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلٰى عَمَّتِهَا وَ لاَ خَالَتِهَا وَ لاَ تَسْاَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتُكْفِئَ مَا فِىْ صَحْفَتِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَازِقُهَا وَ لاَ تُبَايِعُوْا بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَ اِذَا اسْتَاجَرْتَ اَجِيْرًا فَاَعْلِمْهُ اَجْرَهٗ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-সেই ব্যক্তি যাহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই - হজরত আবু সাঈদ খুদরী ও হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - কোন ব্যক্তি তাহার ভায়ের দাম করিবার উপরে দাম করিবেনা, না ভায়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপরে প্রস্তাব দিবে, না মহিলাকে তাহার ফুফুর উপরে বিবাহ করা হইবে, অথবা তাহার খালার উপরে এবং না কোন মহিলা তাহার বোনের তালাক চাহিবে এই জন্য যে, তাহার পাত্রের জিনিস নিজের মধ্যে উল্টাইয়া নিবে। কারণ, আল্লাহ্ হইলেন তাহার রুজিদাতা এবং তোমরা পাথর ফিঁকিয়া বিক্রয় করিবে না এবং যাহাকে তুমি শ্রমিক নিবে তাহার পারিশ্রমিক বলিয়া দাও।

হাদীস নং —৩৪০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ اِشْتَرَوْا عَلَى اللّٰهِ قَالُوْا وَ كَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تَقُوْلُوْنَ بِعْنَا اِلٰى مَقَاسِمِنَا وَ مَغَانِمِنَا.

আবু হানীফা-মায়ান ইবনো আব্দুর রহমান ইবনো আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল করিয়া খরীদ করো। সাহাবায় কিরাম বলিয়াছেন - ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাহা কেমন করিয়া? হুজূর পাক বলিয়াছেন - (তাহা হইল এইরূপ) তোমরা বলিবে যে, আমরা বিক্রয় করিয়াছি আমাদের অংশ ও গাণীমত (আগামীতে) পাওয়া পর্যন্ত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যখন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে কোন জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের জন্য দামাদামী পাকাপাকী হইয়া গিয়াছে কিন্তু হইবার মুখামুখি হইয়া গিয়াছে, এইরূপ অবস্থায় ঐ জিনিসের উপরে তৃতীয় ব্যক্তির দাম করা জায়েজ নয়।

অনুরূপ কেহ কাহার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এবং কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকির মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, ঠিক এইরূপ অবস্থায় তৃতীয় পক্ষের বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া জায়েজ নয়।

অনুরূপ যাহার ফুফুমা অথবা খালামা নিজের স্ত্রী হইয়া রহিয়াছে তাহাকে বিবাহ করা হারাম। অনুরূপ নিজের বোনকে তালাক করাইয়া তাহার স্বামীর সহিত বিবাহ করা নাজায়েজ কাজ কিংবা কোন রমণীর সুখ শান্তি দেখিয়া তাহার স্বামীকে ফুঁশলাইয়া রমণীর তালাক দেওয়াইয়া তাহার সহিত বিবাহ করা জায়েজ কাজ নয়।

অনুরূপ এইরূপ বিক্রয় নিষেধ যে, আমি এই পাথরটি নিক্ষেপ করিবো, তাহা যাহার উপরে গিয়া পড়িবে তাহার এই মূল্য দিতে হইবে। অনুরূপ কোন শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত না করিয়া নিলে ঝগড়ার অবকাশ থাকিয়া যায়। এই কারণে ইহাও নাজায়েজ। অনুরূপ কোন জিনিস ভবিষ্যতে পাইবার আশায় বর্তমানে তাহা বিক্রয় করা জায়েজ নয়। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ

শিকারী কুকুরের মূল্য ব্যবহার করা জায়েজ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৪১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ .

আবু হানীফা-হায়সাম - ইকরামাহ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শিকারী কুকুরের মূল্য (ব্যবহার করিতে) অনুমতি দিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ কুকুর ও শিকারী কুকুর একনয়। শিকারী কুকুরকে হাদীসের ভাষায় 'কালবে মুয়াল্লাম' বলা হইয়া থাকে। কালবে মুয়াল্লাম বা শিকারী কুকুরের জন্য তিনটি শর্ত রহিয়াছে। যথা - তাহাকে শিকারের দিকে যাইতে বলিলে চলিয়া যাইবে, থামিতে বলিলে থামিয়া যাইবে, শিকার ধরিলে তাহা থেকে খাইবেনা। এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়া হালাল। এমনকি এই শিকারী কুকুরের শিকার যদি জবাহ করিবার পূর্বে মরিয়া যায়, তবুও তাহা খাওয়া হালাল। অবশ্য এই ক্ষেত্রে শর্ত হইল যে, কুকুর ছাড়িবার সময়ে 'বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া ছাড়িতে হইবে। ইমাম আবু হানীফার নিকটে এইরূপ শিকারী কুকুরকে বিক্রয় করিয়া উহার পয়সা ভক্ষণ করা জায়েজ। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৩৪২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ اُسَيْدٍ اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ فَقَالَ اِنْهَهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِىْ بَيْعٍ وَ عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ.

আবু হানীফা-আবু ইয়াফুর - তাহার থেকে, যিনি তাঁহাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আত্তাব ইবনো উসাইদকে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন - তুমি তাহাদিগকে নিষেধ করো বিক্রয়ের মধ্যে দুই শর্ত করা থেকে - বিক্রয় ও ঋণ থেকে এবং বায়নামা না হইবার পূর্বে তাহা থেকে উপকার গ্রহণ করা থেকে এবং নিজের আয়ত্বে আসিবার পূর্বে কোন মাল বিক্রয় করা থেকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে জিনিস ক্রয় করিবার পর নিজের অধীনে আসিবার পূর্বে তাহা থেকে উপকার নেওয়া জায়েজ নয়। যথা, কোন ব্যক্তি কোন জিনিস ক্রয় করিয়াছে কিন্তু জিনিসটি এখনো পর্যন্ত বিক্রেতার হাতে রহিয়াছে, খরীদার নিজের হাতে লইতে পারে নাই। বিক্রেত বিক্রিতা জিনিসকে ভাড়ায় দিয়াছে। খরীদার এই ভাড়ার পয়সার অধিকারী হইতে পারিবে না। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩৪৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَزْعَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِى قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يَبْتَاعُ اَحَدُكُمْ عَبْدًا وَ لاَ اَمَةً فِيْهِ شَرَطٌ فَاِنَّهُ عَقْدٌ فِى الرِّقِّ.

আবু হানীফা-আব্দুল মালিক-কাযয়া - হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমাদের মধ্যে কেহ কোন গোলামকে(দাস) না ক্রয় করিবে, না কোন দাসীকে, যাহার মধ্যে (গোলামীর) কোন চিহ্ন রহিয়াছে। কারণ, ইহা হইল গোলামীর একটি বন্ধন।

بَابُ النَّظْرِ عَنِ الْمُعْسِرِ

দরিদ্রকে সুযোগ দেওয়ার বিবরণ

হাদীস নং —৩৪৪

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ مَالِكِ الْاَشْجَعِىِ قَالَ حَدَّثَنِىْ رِبْعِىُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ يُؤْتَى بِعَبْدٍ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُوْلُ اِىْ رَبِّىْ مَا عَمِلْتُ اِلاَّ خَيْرًا مَا اَرَدْتُ بِهِ اِلاَّ لِقَائَكَ فَكُنْتُ اَوْسَعُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَ اَنْظُرُ عَنِ الْمُعْسِرِ رَيَقُوْلُ

اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِىْ فَقَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدِ الْاَنْصَارِىُ وَ اَشْهَدُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ.

হাম্মাদ-তাঁহার পিতা (আবু হানীফা) - আবু মালিক আশজায়ী বলিয়াছেন - আমাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন রিবয়ী ইবনো হিরাশ - হজরত হুযাইফা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে লইয়া যাওয়া হইবে। তখন সে বলিবে - হে আমার প্রতিপালক! আমি একমাত্র নেক আমল করিয়াছি, যাহাতে একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি চাহিয়াছি - আমি অবকাশ দিতাম ধনী ব্যক্তিকে এবং ক্ষমা করিতাম দরিদ্র ব্যক্তিকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলিবেন - আমি এই ব্যাপারে তোমার থেকে বেশি উপযুক্ত। অতঃপর ফিরিশতাদিগকে নির্দেশ দিবেন) তোমরা আমার (এই) বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দাও। হজরত আবু মাসউদ আনসারী বলিয়াছেন - আমি সাক্ষ প্রদান করিতেছি যে, নিশ্চয় তিনি এই হাদীস হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করিয়াছেন।

হাদীস নং —৩৪৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَدَّدَ عَلٰى اُمَّتِىْ بِالتَّقَاضِى اِذَا كَانَ مُعْسِرًا شَدَّدَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قَبْرِهِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-ইসমাঈল-আবু সালেহ্-হজরত উম্মে হানী রাদী ল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি আমার দরিদ্র উম্মাতের প্রতি ঋণ পরিশোধের জন্য কঠিন ব্যবহার করিবে, তাহার প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কবরে কঠিন ব্যবহার করিবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সত্যিকারের যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিতে অপারগ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে অবকাশ দেওয়া উচিত। এই প্রকার ব্যক্তির উপরে বিভিন্ন প্রকার চাপ সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনের স্বাধীনতা হারাইয়া দেওয়া আল্লাহ্র নিকটে খুবই অপছন্দ। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغَرِّ فِى الْبَيْعِ وَ الشِّرَآءِ

ক্রয় ও বিক্রয়ে ধোকাবাজী নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৪৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ فِى الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ.

আবু হানীফা-আব্দুল্লাহ্-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি ক্রয়ে ও বিক্রয়ে ধোকাবাজী করিয়াছে সে আমাদের চরিত্রভূক্ত নয়।

হাদীস নং —৩৪৭

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ اَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدِّيْنَارَ تُبَّعٌ وَ هُوَ اَسْعَدُ اَبُوْ كَرِبٍ وَ اَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الدَّرَاهِمَ تُبَّعُ الْاَصْغَرُ وَ اَوَّلُ مَنْ ضَرَبَ الْفُلُوْسَ وَاَدَارَهَا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ نَمْرُوْدُ بْنُ كَنْعَانَ.

হাম্মাদ-তাঁহার পিতা (আবু হানীফা) - হাম্মাদ ইবনো আবু সুলাইমান বলিয়াছেন - তুব্বা হইলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি সোনার মুদ্রা তৈরি করিয়াছেন, যাহার নাম হইল আসয়াদ আবু কারব এবং সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যিনি চাঁদীর মুদ্রা তৈরি করিয়াছেন তিনি হইলেন তুব্বা আসগার এবং সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি, পয়সা তৈরি করতঃ মানুষের হাতে চালাইয়া দিয়াছেন তিনি হইলেন নামরূদ ইবনো কানয়ান।

كِتَابُ الرَّهْنِ

বন্দক অধ্যায়

হাদীস নং —৩৪৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدٍ طَعَامًا وَ رَهَنَهٗ دِرْعًا.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি

pdf By Syed Mostafa Sakib

অ সাল্লাম এক ইহুদীর নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করিয়াছেন এবং তিনি তাঁহার লোহার পোষাকটি বন্দক রাখিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এক 'সায়া' বলতে বর্তমান হিসাবে চার কিলো একশত গ্রামের মতো। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার লোহার পোষাক খানা বন্দক রাখিয়া তিরিশ 'সায়া' যব ক্রয় করিয়া ছিলেন। হুজূর পাকের ইন্তেকালের পরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু ইহুদীর নিকট থেকে লোহার পোষাকটি ছাড়াইয়া ছিলেন।

মুসলমান, অমুসলমান সবার সহিত লেনদেন করা জায়েজ। অবশ্য অবৈধ লেনদেন সব সময়ে অবৈধ। (অনুবাদক)

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

শুফয়া অধ্যায়

হাদীস নং —৩৪৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ كَتَبَ اِلَى ابْنِ سَعِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ.

আবু হানীফা-হজরত সুলাইমানের নিকট থেকে ইবনো সাঈদ ইবনো জাফরের নিকট লিখিযাচ্ছেন, সুলাইমান বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - প্রতিবেশি তাহার শুফয়ার বেশি হক্বদার।

হাদীস নং —৩৫০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةٍ قَالَ اَرَادَ سَعْدٌ بَيْعَ دَارِهِ فَقَالَ لِجَارِهِ خُذْهَا بِسَبْعَمِائَةٍ فَاِنِّىْ قَدْ اُعْطِيْتُ بِهَا ثَمَانَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لٰكِنْ اَعْطَيْتُكَهَا لِاَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ.

আবু হানীফা-আব্দুল কারীম-মিসওয়াব-ইবনো মাখরামাহ বলিয়াছেন - হজরত সায়াদ তাঁহার ঘর বিক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাঁহার প্রতিবেশিকে বলিয়াছেন যে, তুমি ইহাকে সাত শত দিরহামের বদলে নিয়া নাও। নিশ্চয় ইহার বদলে আমাকে আটশত দিরহাম দেওয়া হইতেছে কিন্তু আমি তোমাকে সাত শত দিরহামে দিতে চাহিয়াছি এই জন্য যে, আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রতিবেশি তাহার শাফয়ার কারণে বেশি হক্বদার।

হাদীস নং —৩৫১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّضَعَ خَشَبَتَهُ فِىْ حَائِطِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ.

আবু হানীফা-আলী ইবনো আকমার-মাসরুক-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন তোমাদের মধ্যে কেহ তাহার এক টুকরা কাঠ

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রতিবেশির দেওয়ালের উপরে রাখিতে চাহিবে, তখন প্রতিবেশি তাহা নিষেধ করিতে পারিবেনা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শাফয়ার মসলাতে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। ইমাম শাফয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদের নিকট অংশীদার হইল বেশি হক্বদার। ইমাম আবু হানীফার নিকটে প্রতিবেশি বেশি হক্বদার। (অনুবাদক)

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

চাষাবাদ অধ্যায়

হাদীস নং —৩৫২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুখাবারাহ্ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জমীনের মালিক কোন চাষীকে এই শর্তের উপরে জমীনকে চাষ করিতে দিবে যে, জমীন আমার এবং বীজ তোমার। কিন্তু ফসলের এক

তৃতীয়াংশ অথবা এক চতুর্থাংশ দিতে হইবে। এই প্রকার শর্তের চাষাবাদকে মুখাবারাহ্ বলা হইয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফয়ীর নিকটে মুখাবারাহ্ নাজায়েজ। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৩৫৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ حُصَيْنٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ مَرَّ بِحَائِطٍ فَاَعْجَبَهٗ فَقَالَ لِمَنْ هٰذَا فَقُلْتُ لِىْ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ هُوَ لَكَ قُلْتُ اِسْتَا جَرْتُهٗ ـ قَالَ فَلَا تَسْتَاجِرْهُ بِشَىْءٍ مِنْهُ.

আবু হানীফা-আবু হুসাইন-রাফেয় ইবনো খুদাইজ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একটি বাগানের নিকট থেকে অতিক্রম করিয়াছেন। বাগানটি তাঁহার পছন্দ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন - এই বাগানটি কাহার? আমি বলিয়াছি - আমার। অতঃপর হুজূর পাক বলিয়াছেন - কোথায় থেকে তাহা তোমার হইয়াছে? আমি বলিয়াছি, আমি তাহা ভাড়ায় নিয়াছি। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - বাগানের কোন ফসলের পরিবর্তে ভাড়ায় নিও না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الْفَضَائِلِ

ফজীলাত অধ্যায়

بَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ ﷺ

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ফজীলতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৫৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ الْهَيْثَمِ وَ رَبِيْعَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قُبِضَ وَ هُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَ سِتِّيْنَ وَ قُبِضَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ هُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَ سِتِّيْنَ وَ قُبِضَ عُمَرُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلٰثٍ وَ سِتِّيْنَ.

আবু হানীফা-হায়সাম-রাবীয়াহ - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে; হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তেষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। হজরত আবু বাকারও তেষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন। হজরত উমার ফারুকও তেষট্টি বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন।

হাদীস নং —৩৫৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ بُعِثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَأْسِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً فَاَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرًا وَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ مَا فِيْ لِحْيَتِهٖ وَ رَأْسِهٖ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ.

আবু হানীফা-ইয়াহ্ইয়া ইবনো সাঈদ - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চল্লিশ বৎসর বয়সে (জাহিরী ভাবে) নবুওয়াত প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর তিনি দশ বৎসর মক্কা শরীফে ও দশ বৎসর মদীনা শরীফে অবস্থান করিয়াছেন। আর যখন তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন তখন তাঁহার দাড়ী ও মস্তক মুবারকে কুড়িটি সাদা কেশ মুবারক ছিলো না।

হাদীস নং —৩৫৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رض قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ اِذَا اَقْبَلَ مِنَ اللَّيْلِ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন রাতে শুভাগমন করিতেন তখন তাঁহার দৈহিক সুগন্ধে চেনা যাইতো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩৫৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضى الله عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعْرَفُ بِاللَّيْلِ اِذَا اَقْبَلَ اِلَى الْمَسْجِدِ بِرِيْحِ الطِّيْبِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন তিনি রাতে মসজিদে শুভাগমন করিতেন। তখন তাঁহাকে তাঁহার দৈহিক সুগন্ধে চেনা যাইতো।

হাদীস নং —৩৫৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ فَقَضَانِيْ وَ زَادَنِيْ.

আবু হানীফা-মুহারিব-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আমার কাছে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিছু ঋণ ছিলো। তিনি আমাকে পরিশোধ করিয়াছেন এবং আমাকে কিছু বেশি দিয়েছেন।

হাদীস নং —৩৫৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا مَسَسْتُ بِيَدِيْ خَزًّا وَ لَا حَرِيْرًا اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

আবু হানীফা-ইবরাহীম-হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আমি কোন পশমে অথবা কোন রেশমে হাত দিই নাই যাহা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাত মুবারক অপেক্ষা বেশি মুলায়ম।

হাদীস নং —৩৬০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهٗ سَاَلَ عَائِشَةَ عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ اَمَا تَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ.

আবু হানীফা-ইবরাহীম-তাঁহার পিতা-হজরত মাসরুক রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহাকে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চরিত্রাবলী সম্পর্কে জানিতে চাহিয়াছেন। হজরত আয়েশা সিদ্দিকা বলিয়াছেন - তুমি কি কুরআন পাঠ করিয়া থাকো না?

হাদীস নং —৩৬১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ وَ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَ يَرْكَبُ الْحِمَارَ.

আবু হানীফা-মুসলিম-হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম গোলামের দাওয়াত কবুল করিতেন, অসুস্থ ব্যক্তির মেয়াজ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং গাধার পিঠে সওয়ার হইতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩৬২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْعَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ قَدَمَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَيْثُ اَتَى الصَّلٰوةَ فِىْ مَرَضِهٖ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, যেন আমি (এখনই) দেখিতেছি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দুই পা মুবারকের সাদাভাব, যখন তিনি তাঁহার অসুস্থাবস্থায় নামাজের জন্য আসিতেন।

হাদীস নং —৩৬৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرِضَ الْمَرَضَ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اِسْتَحَلَّ اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَحْلَلْنَ لَهٗ قَالَتْ فَلَمَّا سَمِعْتُ ذٰلِكَ قُمْتُ مُسْرِعَةً فَكَنَسْتُ بَيْتِىْ وَ لَيْسَ لِىْ خَادِمٌ وَ فَرَشْتُ لَهٗ فِرَاشًا حَشْوَ مِرْفَقَتِهِ الْاَذْخَرِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُهَادٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتّٰى وَضَعَ عَلٰى فِرَاشِىْ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন অসুস্থ হইয়াছেন শেষ বারের মতো তখন তিনি আমার ঘরে থাকিবার জন্য (বিবিদের নিকট থেকে) অনুমতি নিয়াছেন। সুতরাং সবাই তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন। হজরত আয়েশা বলিয়াছেন - যখন আমি ইহা শ্রবণ করিয়াছি তখন আমি শীঘ্র উঠিয়া আমি নিজেই আমার ঘরকে ঝাড়ু দিয়াছি। যেহেতু আমার কোন খাদেম নাই এবং আমি তাঁহার জন্য বিছানা বিছাইয়াছি যাহাতে তাঁহার কুনুই রাখিবার স্থানে আজখার নামক ঘাস ভরা ছিলো। অতঃপর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুই ব্যক্তির সাহায্যে শুভাগমন করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত আমার বিছানায় তাঁহাকে রাখা হইয়াছে।

হাদীস নং —৩৬৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَزِيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رض اَنَّ اَبَا بَكْرٍ رَاٰى عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِفَّةً فَاسْتَاْذَنَهٗ اِلٰى امْرَاَتِهٖ بِنْتِ خَارِجَةَ وَ كَانَتْ فِىْ حَوَائِطِ الْاَنْصَارِ وَ كَانَ ذٰلِكَ رَاحَةَ الْمَوْتِ وَ لَا يَشْعُرُ فَاَذِنَ ثُمَّ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَاَصْبَحَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَامُوْنَ فَاَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ غُلَامًا يَسْتَمِعُ ثُمَّ يُخْبِرُهٗ فَقَالَ اَسْمَعُهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَاشْتَدَّ اَبُوْ بَكْرٍ وَ هُوَ يَقُوْلُ وَ اَقْطَعَ ظَهْرَاهُ فَمَا بَلَغَ اَبُوْ بَكْرٍ الْمَسْجِدَ حَتّٰى ظَنُّوْا اَنَّهٗ لَمْ يَبْلُغْ وَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَرْجَفَ الْمُنَافِقُوْنَ فَقَالُوْا لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ فَقَالَ عُمَرُ رض لَاَ اَسْمَعُ رَجُلاً يَقُوْلُ مَاتَ مُحَمَّدٌ ﷺ اِلاَّ ضَرَبْتُهٗ بِالسَّيْفِ فَكَفُّوْا لِذٰلِكَ فَلَمَّا جَاءَ اَبُوْ بَكْرٍ وَ النَّبِىُّ ﷺ مُسْتَجٰى كَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهٖ ثُمَّ جَعَلَ يَلْثِمُهٗ فَقَالَ مَا كَانَ ... لِيُذِيْقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ اَنْتَ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِـ... خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ فَاِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَاَ يَمُوْتُ ثُمَّ قَرَأَ وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِى اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لَكَانَا لَمْ تَقْرَأْهَا قَبْلَهَا قَطُّ فَقَالَ النَّاسُ مِثْلَ مَقَالَةِ اَبِىْ بَكْرٍ مِنْ كَلاَمِهٖ وَ قِرَائَتِهٖ وَ مَاتَ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ فَمَكَثَ لَيْلَتَيْنِ وَ يَوْمَيْنِ وَ دُفِنَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ وَ كَانَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ اَوْسُ بْنُ خَوْلِىٍّ يَصُبَّانِ وَ عَلِىٌّ وَ الْفَضْلُ يَغْسِلاَنِهٖ ﷺ.

আবু হানীফা-ইয়াযিদ-হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত

হইয়াছে, হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের থেকে রোগ কিছু নিরাময় দেখিয়াছেন, তখন তিনি হুজূর পাকের নিকটে আপন স্ত্রী বিনতে খারিজার কাছে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছেন। আর বিনতে খারিজা আনসারদিগের উদ্যানসমূহে ছিলেন। অথচ ইহা ছিলো (হুজূর পাকের) ইন্তেকালের আরাম কিন্তু তাহা বুঝিতে পারিয়া ছিলেন না। সুতরাং তিনি (হজরত আবু বাকারকে) অনুমতি দিয়াছেন। তারপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সেই রাতেই ইন্তেকাল করিয়াছেন। যখন সকাল হইয়াছে তখন মানুষ দলে দলে চলিয়া আসিয়াছে। হজরত আবু বাকার গোলামকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আসল সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবে। অতঃপর গোলাম বলিয়াছে, আমি মানুষকে বলিতে শুনিতেছি যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইহাতে আবু বাকার সিদ্দিক কঠিনাবস্থায় বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, তাঁহার কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। তবে হজরত আবু বাকার মসজিদে পৌঁছান নাই। শেষ পর্যন্ত মানুষ ধারণা করিয়াছেন যে, (তাঁহার নিকটে এই সংবাদ) পৌঁছায় নাই। আর মুনাফিকরা রটনা আরম্ভ করতঃ বলিয়াছে, যদি মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) নবী হইতেন, তবে তিনি মরিতেন না। হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আমি কোন মানুষকে বলিতে শুনিবো না যে, মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মারিয়া গিয়াছেন কিন্তু আমি তাহাকে তলোয়ার দ্বারা খতম করিয়া দিবো। তখন মুনাফিকরা ইহা থেকে বিরত হইয়াছে। অতঃপর যখন হজরত আবু বাকার আসিয়াছেন, তখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চাদর ঢাকা ছিলো। তিনি হুজূর পাকের পবিত্র চেহারার উপর থেকে কাপড় খুলিয়াছেন এবং তাঁহার কপালে চুম্বন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর (হুজূর পাককে সম্বোধন করতঃ) বলিয়াছেন - আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে দুইবার মৃত্যু প্রদান করিবেন না। আপনি ইহা থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক বুজর্গ। অতঃপর হজরত আবু বাকার বাহিরে আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - মানুষগণ! যাহারা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি অ সাল্লামকে ইবাদত করিতে, তবে নিশ্চয় মোহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন। আর যাহারা মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতিপালককে ইবাদত করিতে, তবে নিশ্চয় মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতিপালক ইন্তেকাল করিবেন না। অতঃপর আয়াত পাক পাঠ করিয়াছেন (অনুবাদ) মোহাম্মাদ নহেন কিন্তু একজন রসূল। নিশ্চয় তাঁহার পূর্বে বহু রসূল গত হইয়াছেন। সুতরাং যদি তিনি ইন্তেকাল করিয়া থাকেন অথবা নিহত হইয়া থাকেন, তবে কি তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে ফিরিয়া যাইবে? যে ব্যক্তি তাহার পিছনের দিকে ফিরিয়া যাইবে, তবে সে কখনোই আল্লাহ্‌কে কিছু ক্ষতি করিতে পারিবেনা। অবিলম্বে আল্লাহ্ তাআলা কৃতজ্ঞদের পুরস্কার প্রদান করিবেন। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - হজরত উমার বলিয়াছেন — যেন আমরা এই আয়াত ইতিপূর্বে কখনো পাঠ করি নাই। অতঃপর লোকেও আবু বাকারের কথার মত কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার পাঠ করা আয়াত পাক পাঠ করিয়াছেন। হুজূর পাক সোমবার রাতে ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং দুই রাত দুই দিন পরে মঙ্গলবার দিন দাফন হইয়াছেন। (গোসলের সময়) হজরত উসামা ইবনো যায়েদ ও আওস ইবনো খুলী পানি ঢালিতে ছিলেন এবং হজরত আলী ও ফজল হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ধোওয়াইতে ছিলেন।

بَابُ فَضَائِلِ شَيْخَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

হজরত আবু বাকার ও হজরত উমারের ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৬৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلِمَةَ عَنْ اَبِى الزَّعْرَاءِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْتَدُوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ.

আবু হানীফা -সালিমা-আবু যা'রা-হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা আমার পরে দুই জনের অনুসরণ করিবে হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা।

بَابُ فَضَائِلِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত আম্মার ও হজরত আব্দুল্লাহ্‌র ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৬৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِقْتَدَوْا بِالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِىْ اَبِىْ بَكْرٍ وَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَ اهْتَدَوْا بِهَدْىِ عَمَّارٍ وَ تَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ.

আবু হানীফা-আব্দুল মালিক-রিবয়িন - হজরত হুযাইফা ইবনো ইয়ামান হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা আমার পরে দুইজনকে অনুসরণ করিবে - হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা এবং তোমরা হজরত আম্মারের হিদায়েতকে অবলম্বন করো এবং তোমরা ইবনো উম্মে আব্দের (হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদের) অঙ্গীকারকে মজবূত করিয়া ধরো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ فَضِيْلَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত উসমান রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৬৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ اَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِعُثْمَانَ وَ هُوَ حَزِيْنٌ قَالَ مَا يُحْزِنُكَ قَالَ اَلَا اَحْزَنُ وَ قَدِ انْقَطَعَ الصِّهْرُ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ ذٰلِكَ حَدَثَانَ مَاتَتْ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ كَانَتْ تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اُزَوِّجُكَ حَفْصَةَ ابْنَتِىْ فَقَالَ حَتّٰى اَسْتَامِرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَتَاهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ اَنْ اَدُلَّكَ عَلٰى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ وَ اَدُلَّ عُثْمَانَ عَلٰى صِهْرٍ هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ زَوِّجْنِىْ حَفْصَةَ وَ اُزَوِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِىْ فَقَالَ نَعَمْ فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

আবু হানীফা -হায়সাম-মুসা ইবনো আবু কাসীর হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহু হজরত উসমান গণী রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট আসিয়াছেন, এই সময় তিনি দুঃখিতাবস্থায় ছিলেন। হজরত উমার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - কোন জিনিস তোমাকে দুঃখিত করিয়াছে? তিনি

বলিয়াছেন - আমি কি দুঃখিত হইবো না? নিশ্চয় আমার ও হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মধ্যে জামাই সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। ইহা ছিলো সেই দুর্ঘটনা যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কন্যা, যিনি হজরত উসমানের স্ত্রী ছিলেন ইন্তেকাল করিয়াছেন। অতঃপর হজরত উমার তাঁহাকে বলিয়াছেন - আমি আমার কন্যা হাফসাকে তোমার সহিত বিবাহ দিয়া দিবো। হজরত উসমান বলিয়াছেন - (ইহা সেই সময় সম্ভব) যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে নির্দেশ নিবো। অতঃপর তিনি হুজূর পাকের নিকটে আসিয়াছেন। তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে বলিয়াছেন - আমি তোমাকে এমন জামাইয়ের সন্ধান দিবো, যিনি তোমার জন্য হজরত উসমান অপেক্ষা উত্তম হইবেন এবং আমি উসমানকে এমন শ্বশুরের সন্ধান দিবো, যিনি তাহার জন্য হইবেন তোমার থেকে উত্তম? হজরত উমার বলিয়াছেন - অবশ্যই। অতঃপর হুজূর পাক বলিয়াছেন - আমার সহিত হাফসাকে বিবাহ দাও এবং আমি আমার কন্যাকে উসমানের সহিত বিবাহ দিবো। তখন হজরত উমার বলিয়াছেন-জি হ্যাঁ। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাই করিয়াছেন।

بَابُ فَضَائِلِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৬৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلِمَةَ عَنْ حَيَّةَ الْعَرَبِىِّ وَ هُوَ الْهَمْدَانِىُّ مِنْ اَصْحَابِ عَلِىٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ اَنَا اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-সালিমা -হাইয়াতুল আরাবী ইনি হইলেন হামদানী, হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর সঙ্গীদের একজন বলিয়াছেন - আমি হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যুবকদের মধ্যে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহু, বাচ্চাদের মধ্যে হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু, গোলামদের মধ্যে হজরত বিলাল রাদী আল্লাহু আনহু, আযাদ গোলামদের মধ্যে যায়েদ রাদী আল্লাহু আনহু ও মহিলাদের মধ্যে হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহা সর্বপ্রথম ঈমান আনিয়াছেন। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৩৬৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَظَرَ اِلٰى عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَاٰهُ جَائِعًا فَقَالَ يَا عَلِىُّ مَا اَجَاعَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمْ اَشْبَعْ مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল-আবু সালেহ-হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একদা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুকে ক্ষুধার্তাবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছেন - আলী! কে তোমাকে ক্ষুধার্ত করিয়াছে? হজরত আলী বলিয়াছেন - ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি অমুক অমুক সময় থেকে পরিতৃপ্ত হই নাই। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তুমি জান্নাতের শুভ সংবাদ নাও।

بَابُ فَضِيْلَةِ حَضْرَتْ حَمْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত হামযা রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৭০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدُ الشُّهَدَآءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ رَجُلٌ دَخَلَ اِلٰى اِمَامٍ فَاَمَرَهٗ وَ نَهَاهُ.

আবু হানীফা-ইকরামাহ্-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - কিয়ামতের দিন সমস্ত শহীদগণের সর্দার হইবেন হজরত হামযা ইবনো আব্দুল মুত্তালিব। তারপর সেই ব্যক্তি, যে কোন (যালেম) ইমামের নিকট গিয়া তাহাকে আদেশ ও নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ فَضِيْلَةِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত যুবাইর রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৭১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّأْتِيْنَا بِالْخَبَرِ لَيْلَةَ الْاَحْزَابِ فَيَنْطَلِقُ الزُّبَيْرُ فَيَاْتِيْهِ بِالْخَبَرِ كَانَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ.

আবু হানীফা-মুহাম্মাদ ইবনো মুনকাদির-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে এক রাতে বলিয়াছেন - আমাদের নিকটে (কাফেরদের) সংবাদ কে আনিয়া দিবে? হজরত যোবাইর যাইতেন ও সংবাদ লইয়া আসিতেন। এই প্রকার তিনবার হইয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - প্রত্যেক নবীর বিশেষ সঙ্গী হইয়া থাকেন। আমার বিশেষ সঙ্গী হইলেন যোবাইর।

بَابُ فَضَائِلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৭২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ اَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرُ اَسْمَرَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ قَالَ فَخَرَجَا وَ خَرَجَ مَعَهُمَا فَمَرُّوْا بِابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ هُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ

النَّبِيُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلٰى قِرَائَةِ ابْنِ اُمِّ عَبْدٍ.

وَ جَعَلَ يَقُوْلُ لَهُ سَلْ تُعْطَهْ فَاَتَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ يُبَشِّرَانِهِ فَسَبَقَ اَبُوْ بَكْرٍ عُمَرَ اِلَيْهِ فَبَشَّرَهُ وَ اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ اَمَرَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اِيْمَانًا دَائِمًا لَا يَزُوْلُ وَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَ مُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ فِيْ جَنَّةِ الْخُلْدِ.

আবু হানীফা-হায়সাম-জনৈক ব্যক্তি -হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক রজনীতে হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত কথা বলিতে ছিলেন। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - ইহারা দুইজনে বাহির হইয়াছেন এবং হুজূরও ইহাদের দুইজনের সহিত বাহির হইয়াছেন। সবাই হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদের নিকটে গিয়াছেন। এই সময় তিনি তিলাওয়াত করিতে ছিলেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তির ইহাই পছন্দ হইবে যে, সে কুরআন পাক পাঠ করিবে যেমন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং সে যেন উহা পাঠ করিয়া থাকে ইবনো উম্মে আব্দের (আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদের) তরীকায়।

হুজূর পাক তাঁহাকে (ইবনো মাসউদকে) বলিতে লাগিয়াছেন - তুমি চাও, প্রদান করা হইবে। অতঃপর হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার শুভ সংবাদ প্রদান করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন। হজরত আবু বাকার হজরত উমারের আগে তাঁহার নিকটে পৌঁছিয়া তাঁহাকে শুভ সংবাদ দিয়াছেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহাকে দুয়া করিতে বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি (ইবনো

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাসউদ) বলিয়াছেন - হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে স্থায়ী ঈমান চাহিতেছি, যাহা কখনই খতম হইবে না এবং এমন নিয়ামত, যাহা কখনই শেষ হইবে না এবং জান্নাতে খুলদে তোমার নবীর সঙ্গ।

হাদীস নং —৩৭৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ كَانَ اِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَهٗ اَرْسَلَ وَ اِلَدَتَهٗ اَمَّ عَبْدٍ تَنْظُرُ اِلٰى هَدْىِ النَّبِىِّ ﷺ وَ دَلَّهٗ وَ سِمْتَهٗ فَتُخْبِرَهٗ بِذٰلِكَ فَيَتَشَبَّهُ بِهٖ.

আবু হানীকা-আওন-তাহার পিতা-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার বাড়িতে শুভাগমন করিতেন তখন তিনি তাঁহার মাতা উম্মে আব্দকে পাঠাইতেন যে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চরিত্রাবলী দেখিবেন এবং তাহাকে তাহা সংবাদ দিয়া দিবেন। অতঃপর তিনি তাহা অনুকরণ করিবেন।

হাদীস নং —৩৭৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهٗ كَانَ صَاحِبَ حَصِيْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

আবু হানীফা-আওন-তাহার পিতা-হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চেটাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

হাদীস নং —৩৭৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَعْنٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ مَا كَذَبْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلَّا كِذْبَةً وَاحِدَةً كُنْتُ اُرَحِّلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَتٰى دَجَّالٌ مِنَ الطَّائِفِ فَسَاَلَنِىْ اَىُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ اَلطَّائِفِيَّةُ اَلْمَكِّيَّةُ وَ كَانَ يَكْرَهُهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ.

فَلَمَّا اُتِىَ بِهَا قَالَ مَنْ رَحَّلَ لَنَا هٰذِهِ.

قَالَ مُرُوْا ابْنَ اُمِّ عَبْدٍ فَلْيُرَحِّلْ لَنَا فَاُعِيْدَتْ اِلَىَّ الرَّاحِلَةُ.

আবু হানীফা-মায়ান-হজরত (আব্দুল্লাহ্) ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - আমি যখন থেকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, তখন থেকে কেবল একটি মিথ্যা বলিয়াছি - আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য (উটনীর উপরে) সওয়ারী বাঁধিতাম। তায়েফের কিছু মানুষ আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে কোন সওয়ারী বাঁধা সব চাইতে পছন্দনীয়। তখন আমি বলিয়াছি - মাক্কী সওয়ারী বাঁধা। অথচ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহা অপছন্দ করিতেন। অতঃপর যখন তাহা (তায়েফবাসীদের বাঁধা সওয়ারী হুজূর পাকের কাছে) আনা হইয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন - আমাদের জন্য এই সওয়ারী কে বাঁধিয়াছেন? সবাই বলিয়াছেন - আপনার (তায়েফী) বাঁধুনীগণ। তখন হুজূরপাক বলিয়াছেন - তোমরা ইবনো উম্মে আব্দকে (আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদকে) নির্দেশ দাও যে, তিনি আমাদের জন্য সওয়ারী বাঁধিবেন। (ইবনো মাসউদ বলিয়াছেন) অতঃপর আমার কাছে সওয়ারী (বাঁধিবার জন্য) পাঠানো হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩৭৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىُ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ مَا كَذِبْتُ مُنْذُ اَسْلَمْتُ اِلاَّ وَاحِدَةً كُنْتُ اُرَحِّلُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَتٰى رَحَّالٌ مِنَ الطَّائِفِ فَقَالَ اَىُّ الرَّاحِلَةِ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ الطَّائِفِيَّةُ الْمَكِّيَّةُ قَالَ وَ كَانَ يَكْرَهُهَا فَلَمَّا رَحَّلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِهَا قَالَ مَنْ رَحَّلَ لَنَا هٰذِهِ الرَّاحِلَةَ ـ قَالَ رَحَّا لُكَ الَّتِىْ اُتِيَتْ بِهٖ مِنَ الطَّائِفِ ـ فَقَالَ رُدَّ الرَّاحِلَةَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ.

আবু হানীফা-হায়সাম-শায়াবী-মাসরুক - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসরুক বলিয়াছেন - আমি ইসলাম গ্রহণের পরে কখনই মিথ্যা কথা বলি নাই। কিন্তু একবার। আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সওয়ারী বাঁধিতাম। তায়েফ থেকে সওয়ারী বাঁধনকারী আসিয়াছে। অতঃপর বলিয়াছে - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে কোন্ সওয়ারী বাঁধন পছন্দনীয়? আমি বলিয়াছি - তায়েফী ও মাক্কী বাঁধন। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - অথচ হুজূর পাক এইগুলি অপছন্দ করিতেন। অতঃপর যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্য সওয়ারী বাঁধিয়া তাঁহার কাছে আনা হইয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন - এই সওয়ারী আমাদের জন্য কে বাঁধিয়াছে? কেহ বলিয়াছে - আপনার সেই বাঁধুনী, যাহাকে তায়েফ থেকে আনা হইয়াছে। তারপর হুজূর পাক বলিয়াছেন - ইবনো মাসউদের কাছে (বাঁধিবার জন্য) সওয়ারী লইয়া যাও।

بَابُ فَضِيْلَةِ خُزَيْمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত খুযাইমা রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৭৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ اَنَّهٗ مَرَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَعْرَابِىٌّ يَجْحَدُ بَيْعَهٗ فَقَالَ خُذَيْمَةُ اَشْهَدُ لَقَدْ بِعْتَهٗ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَيْنَ عَلِمْتَهٗ قَالَ تَجِيْئُنَا بِالْوَحْىِ مِنَ السَّمَآءِ فَنُصَدِّقُكَ قَالَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهَادَتَهٗ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম - আবু আব্দুল্লাহ্ জাদলী-হজরত খুযাইমা আনসারী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে গিয়াছেন। এই সময়ে এক গ্রাম্য মানুষ হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত তাহার কোন (জিনিসের) বিক্রয়কে অস্বীকার করিতে ছিলো। হজরত খুযাইমা বলিয়াছেন - আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি, অবশ্য অবশ্যই (হে দেহাতী ব্যক্তি!) তুমি তাহা বিক্রয় করিয়াছো। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — (খোযাইমা!) তুমি কোথায় থেকে জানিয়াছো। তিনি বলিয়াছেন - আপনি আমাদের নিকটে আসমানী অহী আনিয়াছেন, আমরা তাহা বিশ্বাস করিয়াছি। (তবে ইহা বিশ্বাস করিবো না কেন?) অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহার সাক্ষীকে দুই ব্যক্তির সাক্ষীর সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আল্লাহ্ তাআলা তাহার প্রিয় পয়গম্বরকে শরীয়তের মালিক বানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং তিনি যাহা বলিবেন তাহাই হইবে শরীয়ত এবং যাহা করিবেন তাহাই হইবে শরীয়ত। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, কুরআন পাকে আল্লাহ্ তাআলা সাক্ষীর জন্য দুইজন শর্ত করিয়াছেন। দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা না হইলে সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হইবে না। কিন্তু হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত খোযাইমা আনসারী রাদী আল্লাহু আনহুর জন্য তাহার এক সাক্ষীকে দুই সাক্ষীর সমতুল্য করিয়া দিয়াছেন। ইহার আরো বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর লেখা কিতাব পাঠ করিতে হইবে 'মালিক ও মুখতার নবী'। (অনুবাদক)

بَابُ فَضِيْلَةِ خُدَيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহার ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৭৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بُشِّرَتْ خَدِيْجَةُ بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ لاَ صَخَبَ فِيْهَا وَ لاَ نَصَبَ.

আবু হানীফা-ইয়াহিয়া-ইবনো সাঈদ-হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহাকে জান্নাতের এমন বালাখানার সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, যাহাতে না হট্টগোল হইবে, না কোন দুঃখ কষ্ট।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত খাদীজা রাদী আল্লাহু আনহার মধ্যে বহু বৈশিষ্ট্য ছিলো। যথা - তিনি হইলেন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রথমা স্ত্রী। তাহার জীবিতাবস্থায় হুজূর পাক কাহারো বিবাহ করিয়া ছিলেন না। তিনি হুজূর পাকের সব চাইতে বেশি সঙ্গলাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অগাধ সম্পদকে হুজূর পাকের কাছে লুটাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার কোন ব্যবহার হুজূর পাকের কাছে চুল সমান বিরোক্তিকর হয় নাই। তাঁহারই পবিত্র পেট থেকে হজরত ফাতিমা পয়দা হইয়াছেন ইত্যাদি। (অনুবাদক)

بَابُ فَضِيْلَةِ عَائِشَةَ صِدِّيْقَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহার ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৭৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهٗ لَيَهُوْنُ عَلَّى الْمَوْتُ اِنِّىْ رَأَيْتُكِ زَوْجَتِىْ فِى الْجَنَّةِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম নাখয়ী-হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - নিশ্চয় আমার উপরে মৃত্যু সহজ হইবে। কারণ, আমি তোমাকে (হে আয়েশা!) জান্নাতে আমার স্ত্রী দেখিয়াছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৩৮০

اَبُو حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّ لِى

خِلَالٌ سَبْعٌ لَمْ يَكُنْ لِاَحَدٍ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ -

١ - كُنْتُ اَحَبَّهُنَّ اِلَيْهِ اَبًا وَ اَحَبَّهُنَّ اِلَيْهِ نَفْسًا -

٢ - وَ تَزَوَّجَنِىْ بِكْرًا.

٣ - وَ مَا تَزَوَّجَنِىْ حَتّٰى اَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ بِصُوْرَتِىْ.

٤ - وَ لَقَدْ رَأَيْتُ جِبْرَئِيْلَ وَ مَا رَاٰهُ اَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ غَيْرِىْ.

٥ - وَ كَانَ يَاتِيْهِ جِبْرَئِيْلُ وَ اَنَا مَعَهٗ فِىْ شِعَارِهٖ .

٦ - وَ لَقَدْ نَزَلَ فِىَّ عُذْرٌ كَادَاَنْ يَّهْلِكَ فِئَامُ النَّاسِ.

٧ - وَ لَقَدْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ وَ لَيْلَتِىْ وَ يَوْمِىْ وَ بَيْنَ سَحْرِىْ وَ نَحْرِىْ.

আবু হানীফা-শায়াবী-হজরত আয়েশা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - আমার মধ্যে সাতটি বৈশিষ্ট রহিয়াছে, যাহা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিবিগণের মধ্যে কাহারো ভিতরে নাই।

(ক) আমি তাঁহার কাছে পিতার দিক দিয়া তাহাদের থেকে সব চাইতে প্রিয় এবং আমি স্বয়ং তাঁহার নিকটে তাহাদের থেকে প্রিয়।

(খ) হুজূর পাক আমাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন।

(গ) হুজূর পাক আমাকে বিবাহ করেন নাই সেই পর্যন্ত যে হজরত জিবরাঈল তাঁহার নিকটে আমার সূরাত লইয়া আসিয়াছেন।

(ঘ) আমি জিবরাঈল আলাইহিল সালামকে দেখিয়াছি। আমি ব্যতীত আর কোন বিবি তাহাকে দেখে নাই।

(ঙ) হুজূর প্বাকের কাছে হজরত জিবরাঈল আসিতেন এবং আমি তাঁহার সহিত তাহার কাপড়ের মধ্যে থাকিতাম।

(চ) আমার পবিত্রতা সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে এবং নিকটবর্তী ছিলো যে, একদল লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(ছ) অবশ্য হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইন্তেকাল করিয়াছেন আমার ঘরে, আমার নিকটে থাকিবার রাতে ও দিনে এবং আমার গলার ও সীনার মাঝখানে।

হাদীস নং —৩৮১

اَبُو حَنِيْفَةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِىْ عَنْ عَائِشَةَ رض قَالَتْ فِىَّ سَبْعُ خِصَالٍ لَيْسَتْ فِىْ وَاحِدَةٍ مِنْ اَزْوَاجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجَنِىْ -

١ - وَ اَنَا بِكْرٌ وَ لَمْ يَتَزَوَّجْ اَحَدًا مِنْ نِسَائِهٖ بِكْرًا غَيْرِىْ .

٢ - وَ نَزَلَ جِبْرَئِيْلُ بِصُوْرَتِىْ قَبْلَ اَنْ يَّتَزَوَّجَنِىْ وَ لَمْ يَنْزِلْ بِصُوْرَةِ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهٖ غَيْرِىْ .

٣ - وَ اَرَانِىْ جِبْرَئِيْلُ وَ لَمْ يُرِهٖ اَحَدًا مِنْ اَزْوَاجِهٖ غَيْرِىْ .

pdf By Syed Mostafa Sakib

٤ ـ وَ كُنْتُ مِنْ اَحَبِّهِنَّ اِلَيْهِ نَفْسًا وَ اَبًا .

٥ ـ وَ نَزَلَتْ فِيَّ اٰيَاتٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَادَ اَنْ يَّهْلِكَ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ.

٦ ـ وَ مَاتَ فِي لَيْلَتِي وَ يَوْمِي.

٧ ـ وَ تُوَفِّيَ بَيْنَ سَحْرِيْ وَ نَحْرِي.

আবু হানীফা-আওন-আমির শায়াবী-হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন - আমার মধ্যে এমন সাতটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কোন স্ত্রীর মধ্যে নাই।

(ক) তিনি আমাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করিয়াছেন এবং আমি ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন স্ত্রীকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন নাই।

(খ) আমার বিবাহের পূর্বে হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আমার সূরাত নিয়া নাযিল হইয়া ছিলেন। আমি ছাড়া হুজুর পাকের অন্য কোন স্ত্রীর সূরাত নিয়া নাযিল হইয়া ছিলেন না।

(গ) হুজূর পাক আমাকে জিবরাঈলকে দেখাইয়াছেন। আমাকে ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীকে দেখান নাই।

(ঘ) আমি হুজুর পাকের নিকটে সমস্ত বিবিগণের মধ্যে সব চাইতে প্রিয় ছিলাম আমি স্বয়ং ও আমার পিতার দিক দিয়া।

(ঙ) আমার সম্পর্কে কুরআন পাকের অনেকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে যে, নিকটবর্তী ছিলো যে , একদল মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

(চ) হুজূর পাক ইন্তেকাল করিয়াছেন আমার (নিকটে তাঁহার থাকিবার) রাতে ও দিনে।

(ছ) এবং তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন আমার গলা ও সীনার মাঝখানে।

হাদীস নং —৩৮২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ كَانَ اِذَا حَدَّثَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِي الصِّدِّيْقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيْقِ الْمُبَرَّأَةُ حَبِيْبَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى ﷺ .

আবু হানীফা-ইবরাহীম-তাহার পিতা-হজরত মাসরুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি যখন হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি বলিতেন - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাহবুবাহ, (বদনাম থেকে) পবিত্রতা, হজরত সিদ্দিকের কন্যা সিদ্দিকা আমাকে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

হাদীস নং —৩৮৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضـ اَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ عَلٰى عَائِشَةَ لِيَعُوْدَهَا فِيْ مَرَضِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنِّيْ اَجِدُ غَمًّا وَ كَرْبًا فَانْصَرِفْ ـ

فَقَالَ لِلرَّسُوْلِ مَا اَنَا بِالَّذِيْ يَنْصَرِفُ حَتّٰى اَدْخُلَ فَرَجَعَ الرَّسُوْلُ فَاَخْبَرَهَا بِذٰلِكَ فَاَذِنَتْ لَهُ فَقَالَتْ اِنِّيْ اَجِدُ غَمًّا وَ كَرْبًا وَ اَنَا مُشْفِقَةٌ مِمَّا اَخَافُ اَنْ اَهْجِمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا ابْنُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

عَبَّاسٍ اُبْشِرِیْ فَوَ اللّٰهِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَائِشَةُ فِی الْجَنَّةِ وَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّزَوِّجَهٗ جَمْرَةً مِنْ جَمْرَةِ جَهَنَّمَ فَقَالَتْ فَرَجْتَ فَرَجَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ

আবু হানীফা-হায়সাম-ইকরামাহ্-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহার কাছে অনুমতি চাহিয়াছেন যে, তাঁহার রোগ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। হজরত আয়েশা তাহার কাছে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, আমি এখন দুঃখ কষ্ট অনুভব করিতেছি। সুতরাং আপনি ফিরিয়া যান। হজরত ইবনো আব্বাস দূতকে বলিয়াছেন - আমি হাজিরী না দিয়া ফিরিবো না। অতঃপর দূত ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন - নিশ্চয় আমি এখন দুঃখ ও কষ্ট অনুভব করিতেছি এবং আমি ভয় করিতেছি তাহা থেকে যে, হঠাৎ মরিয়া যাইবো। হজরত ইবনো আব্বাস তাঁহাকে বলিয়াছেন - আপনি শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন যে, খোদার কসম! আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, হজরত আয়েশা হইলেন জান্নাতী এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন আল্লাহ্র নিকটে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশি সম্মানী যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে বিবাহ দিবেন জাহান্নামের চাঙ্গারীর মধ্যে একটি চাঙ্গারীর সহিত। অতঃপর হজরত আয়েশা বলিয়াছেন - তুমি দুঃখ দূর করিয়া দিয়োছো। আল্লাহ্ তাআলা তোমার দুঃখ দূর করিয়া থাকেন।

بَابُ فَضِيْلَةِ الشَّعْبِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ

হজরত শায়াবী রাদী আল্লাহু আনহুর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৮৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِىِّ قَالَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمَغَازِىْ وَ ابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُهٗ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ حَدِيْثَهٗ اَنَّهٗ يُحَدِّثُ كَاَنَّهٗ شَهِدَ الْقَوْمَ.

আবু হানীফা-হায়সাম-হজরত আমির শায়াবী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন - যখন তিনি যুদ্ধ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করিতেন এবং হজরত ইবনো উমার তাহার কথা শ্রবণ করিতেন তখন তিনি তাহার হাদীস শুনিবার সময়ে বলিতেন - যেন তিনি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছিলেন।

হাদীস নং —৩৮৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ اَنَّهٗ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مَغَازِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَلْقَةٍ فِيْهَا ابْنُ عُمَرَ فَقَالَ اَنَّهٗ لَيُحَدِّثُ حَدِيْثًا كَاَنَّ يَّشْهَدَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-দাউদ ইবনো আবু হিন্দ - হজরত আমির হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতেন এমন সভায়, যেখানে হজরত ইবনো উমার থাকিতেন, তখন তিনি বলিতেন - হজরত আমির এমন ভাবে হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকেন যেন তিনি যুদ্ধে হাজির ছিলেন।

بَابُ فَضَائِلِ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلْقَمَةَ وَ عَبْدِ اللّٰهِ

হজরত ইবরাহীম, আলকামা ও আব্দুল্লাহ্‌র ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৮৬

زُفَرُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ حَمَّادً يَقُوْلُ كُنْتُ اِذَا نَظَرْتُ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ فَكُلُّ مَنْ رَأٰى هَدْيَهٗ يَقُوْلُ كَاَنَّ هَدْيَهٗ هَدْيُ عَلْقَمَةَ وَ يَقُوْلُ مَنْ رَأٰى عَلْقَمَةَ يَقُوْلُ كَاَنَّ هَدْيَهٗ هَدْيُ عَبْدِ اللّٰهِ وَ يَقُوْلُ مَنْ رَأٰى هَدْيَ عَبْدِ اللّٰهِ كَاَنَّ هَدْيَهٗ هَدْيُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

যুফার বলিয়াছেন - আমি আবু হানীফাকে বলিতে শুনিয়াছি , আবু হানীফা বলিয়াছেন - আমি হাম্মাদকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যখন আমি ইবরাহীমের দিকে তাকাইতাম, তখন তাহার চরিত্র দেখিয়া প্রত্যেক দর্শক বলিতো যে, তাঁহার চরিত্র হইল যেন আলকামার চরিত্র। আলকামার চরিত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

দর্শক বলিতো যে, তাঁহার চরিত্র হইল যেন আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদের চরিত্র। আব্দুল্লাহ্‌র চরিত্র দর্শক বলিতো যে, তাঁহার চরিত্র যেন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের চরিত্র।

بَابُ فَضِيْلَةِ اِمَامِ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৩৮৭

اَبُوْ حَمْزَةَ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دَاوُدَ يَقُوْلُ لِاَبِيْ حَنِيْفَةَ مَنْ اَدْرَكْتَ مِنَ الْكُبَرَاءِ قَالَ الْقَاسِمَ وَ سَالِمًا وَ طَاؤُسًا وَ عِكْرِمَةَ وَ مَكْحُوْلاً وَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ دِيْنَارٍ وَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ وَ عَمْرَو بْنَ دِيْنَارٍ وَ اَبَا النَّبِيْرِ وَ عَطَاءَ وَ قَتَادَةَ وَ اِبْرَاهِيْمَ وَ الشَّعْبِيَّ وَ نَافِعًا وَ اَمْثَالَهُمْ.

হজরত আবু হামযাহ্ আনসারী বলিয়াছেন - আমি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো দাউদকে ইমাম আবু হানীফাকে বলিতে শুনিয়াছি - (আবু হানীফা!) আপনি বড় বড় তাবেইনদের মধ্যে কাহাদের সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন ? তিনি বলিয়াছেন - কাসেম, সালিম, ত্বাউস, ইকরামাহ্, মাকহুল, আব্দুল্লাহ্ ইবনো দীনার, হাসান বসরী, আম্‌র ইবনো দীনার, আবু যোবাইর,

আত্বা, কাতাদাহ, ইবরাহীম, শায়াবী ও নাফেয় এবং তাহাদের মতো আরো অনেকের।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্! ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলইহি যে সমস্ত তাবেইনদের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই শত শত সাহাবায় কিরামদিগের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্যবান ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা কোন্ পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন তাহা একমাত্র জ্ঞানীগণ ছাড়া কেহ উপলব্ধি করতে পারিবেনা। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফার উস্তাদদিগের সংখ্যা ছিলো চার হাজার। তাঁহার এই সমস্ত উস্তাদগণ হাজার হাজার হাদীসের হাফিজ ছিলেন। এইবার ইমাম আবু হানীফার হাদীস ভাণ্ডারে কত হাদীস সংগ্রহ ছিলো তাহা বিবেচনার বিষয়! যাহারা বলিয়া থাকে যে, তিনি কেবল সতেরটি হাদীস জানিতেন, তাহাদের সম্পর্কেও বিবেচনা করিবার বিষয় যে, তাহারা আসলে সত্য সন্ধানী, না ইমাম আবু হানীফার শত্রু? (অনুবাদক)

كِتَابُ فَضْلِ اُمَّتِهٖ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم

উম্মাতে মোহাম্মাদী আলাইহিস সালামের ফজীলাত অধ্যায়

হাদীস নং —৩৮৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَّسْجُدُوْا سَجَدَتْ اُمَّتِىْ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ الْاُمَمِ طَوِيْلًا قَالَ فَيُقَالُ ارْفَعُوْا رُؤُوْسَكُمْ فَقَدْ جَعَلْتُ عَدُوَّ كُمُ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَارٰى فِدَائَكُمْ مِنَ النَّارِ.

আবু হানীফা-আবু বোরদা-তাহার পিতার থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন কিয়ামতের দিন হইবে, তখন সমস্ত মানুষকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হইবে। (কাফেররা) সিজদা করিতে পারিবেনা। আমার উম্মাত সমস্ত উম্মাতের পূর্বে দুই লম্বা সিজদা করিবে। হুজূর পাক বলিয়াছেন - অতঃপর (আমার উম্মাতকে) বলা হইবে, তোমরা নিজেদের মাথা উঠাও। নিশ্চয় আমি তোমাদের দুশমন ইহুদী ও ইসায়ীদিগকে তোমাদের জাহান্নামের বদলা করিয়া দিয়াছি।

হাদীস নং —৩৮৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ يُعْطٰى كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ وَ النَّصَارٰى فَيُقَالُ هٰذَا فِدَائُكَ مِنَ النَّارِ.

আবু হানীফা-আবু বোরদা-তাহার পিতার থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন কিয়ামতের দিন হইবে, তখন প্রত্যেক মুসলমানকে ইহুদী ও ঈসায়ীদের মধ্যে থেকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একজন করিয়া মানুষ দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে যে, এই হইল আগুনের জন্য তোমার তরফ থেকে বদলা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলায় আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার উম্মাতের এতই সম্মান প্রদান করিয়াছেন যে, তাহাদের বদলে ইহুদী ও ঈসায়ীকে জাহান্নামে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। ইয়া রব্বাল আলামীন! তুমি আমাদিগকে তোমার নবীর সঠিক উম্মাত হইবার তাওফীক দান করো এবং আমাদিগকে সঠিক নামাযী বানাও। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৩৯০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا لِاَصْحَابِهٖ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبُعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ ـ قَالُوْا نَعَمْ ـ قَالَ اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ عِشْرُوْنَ وَ مِائَةِ صَفٍّ اُمَّتِىْ مِنْ ذٰلِكَ ثَمَا نُوْنَ صَفًّا.

আবু হানীফা আলকামাহ হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার পিতার থেকে বর্ণনা করিয়াছেন একদিন হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার সাহাবাগণকে বলিয়াছেন — তোমরা কি সন্তুষ্ট হইবে যে, তোমার জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হইবে? সবাই বলিয়াছেন —

অবশ্যই। হুজূর পাক আবার বলিয়াছেন — তোমরা কি সন্তুষ্ট হইবে যে, তোমরা জান্নাতীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে? সবাই বলিয়াছেন — জি হ্যাঁ। তিনি আবার বলিয়াছেন — তোমরা কি সন্তুষ্ট যে, তোমরা হইবে জান্নাতীদের অর্ধাংশ? সবাই বলিয়াছেন — নিশ্চয়ই! হুজূর পাক বলিয়াছেন — তোমরা শুভ সংবাদ নাও, নিশ্চয় জান্নাতীদের একশত কুড়িটি লাইন হইবে তন্মধ্যে আমার উম্মাত হইবে আশি লাইন।

হাদীস নং —৩৯১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اُمَّتِىْ اُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ عَذَابُهَا بِاَيْدِيْهَا فِى الدُّنْيَا .

আবু হানীফা-হজরত আবু বোরদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় আমার উম্মাত হইল (আল্লাহ্‌র) দয়াপ্রাপ্ত। তাহাদের আযাব হইল তাহাদের সামনে দুনিয়াতে।

হাদীস নং —৩৯২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَاءُ اُمَّتِىْ بِالطَّعْنِ وَ الطَّاعُوْنِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الطَّعْنُ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُوْنُ قَالَ وَخْزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ فِىْ كُلٍّ شَهَادَةٌ .

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-যিয়াদ-ইয়াযিদ ইবনো হারিস-হজরত আবু মুসা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমার উম্মাতের ধ্বংস হইল বল্লম বাজি ও ত্বাউনে। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'ত্বায়ান' (বল্লম বাজি) বুঝিতে পারিয়াছি। তবে 'ত্বাউন' কি? হুজূর পাক বলিয়াছেন — তোমাদের দুশমন জিনদের আক্রমণ। তবে ত্বোয়ান ও ত্বাউন সমস্ততে (মরিলে) শাহাদাত রহিয়াছে।

হাদীস নং —৩৯৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ فَنَاءُ اُمَّتِىْ بِالطَّعْنِ وَ الطَّاعُوْنِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الطَّعْنُ قَدْ عَلِمْنَاهُ فَمَا الطَّاعُوْنُ قَالَ وَخْزُ اَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ فِىْ كُلٍّ سَهَادَةٌ.

আবু হানীফা-খালিদ ইবনো আলকামা-আব্দুল্লাহ্ ইবনো হারিস — আবু মুসা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমার উম্মাতের ধ্বংস হইল ত্বায়ান ও ত্বাউনে। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ইয়া রসূলাল্লাহ্! এই ত্বায়ান তো আমাদের জানা রহিয়াছে, তবে ত্বাউন কাহাকে বলা হইয়া থাকে? হুজূর পাক বলিয়াছেন — তোমাদের জিন দুশমনের আক্রমণ। তবে (ত্বায়ান ও ত্বাউনে) সমস্ত মরনে শাহাদাত (এর দরজা) রহিয়াছে।

كِتَابُ الْاَطْعِمَةِ وَ الْاَشْرِبَةِ وَ الضَّحَايَا وَ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ.

পানাহার, কুরবানী, শিকার ও জবাহ্ অধ্যায়

হাদীস নং —৩৯৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

আবু হানীফা-মুহারিব-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রত্যেক দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জন্তুর (মাংস) আহার করা থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْىِ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ

পাঞ্জা দ্বারা শিকারকারী পাখি খাওয়া নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৯৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ اَكْلِ كُلِّ ذِىْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-মুহারিব-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক খয়বারের যুদ্ধের দিন প্রত্যেক পাঞ্জা বিশিষ্ট পাখি খাওয়া নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ

বাড়ীতে পোষা গাধার মাংস খাওয়া নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৯৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ.

আবু হানীফা-আবু ইসহাক-হজরত বারা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাড়িতে পোষা গাধার মাংস খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ

জমীনের পোকা মাকড় নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৯৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِيْنَا عَنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমাদিগকে জমীনের পোকা মাকড় (খাওয়া থেকে) নিষেধ করা হইয়াছে।

হাদীস নং —৩৯৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ ضِفْدَعًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُحْرِمًا كَانَ اَوْ حَلَالًا.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর মাক্কী- হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছি, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যাঙ মারিবে, তাহার উপরে একটি ছাগল কুরবানী করা অয়াজিব, চাই হত্যাকারী ইহ্‌রাম অবস্থায় হউক অথবা বিনা ইহ্‌রামে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ حُكْمِ اَكْلِ الضَّبِّ

গো-সাপ খাওয়া নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৩৯৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهٗ اُهْدِىَ لَهَا ضَبٌّ فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَا هَا عَنْ اَكْلِهٖ فَجَاءَ سَائِلٌ فَاَمَرَتْ لَهٗ بِهٖ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتُطْعِمِيْنَ مَا لاَ .... تَأْكُلِيْنَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়শা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আয়শাকে কেহ গো-সাপ উপঢৌকন দিয়াছেন। অতঃপর তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে (ইহার সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। তখন হুজূর পাক তাহাকে তাহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর একটি ভিখারী আসিয়াছে, তখন তিনি (হজরত আয়শা) তাহা (গো-সাপ) ভিখারিকে দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তুমি যাহা নিজে না খাইয়া থাকো, তাহা (অপরকে) খাওয়াইবে?

بَابُ صَيْدِ الْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةِ

শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরের শিকারের বিবরণ

হাদীস নং —৪০০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَبْعَثُ الْكِلاَبَ الْمُعَلَّمَةَ فَنَا كُلُ مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْنَا فَقَالَ اِذَا ذَكَرْتَ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ غَيْرُ هَا قُلْتُ وَ اِنْ قَتَلَ قَالَ وَ اِنْ قَتَلَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدُنَا يَرْمِىْ بِالْمِعْرَاضِ.

قَالَ اِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقَ فَكُلْ وَ اِنْ اَصَابَ بِعَرْضِهٖ فَلاَ تَأْكُلْ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-হাম্মাম-আদী ইবনো হাতিম বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতঃ বলিয়াছি — ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুরগুলি (শিকারের জন্য) প্রেরণ করিয়া থাকি। তবে কি আমরা তাহা খাইবো যাহা কুকুরগুলি আমাদের জন্য রাখিয়া থাকে? তিনি বলিয়াছেন — যখন তোমরা তাহা ছাড়িবার সময়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করিয়া থাকো এবং তাহার সহিত অন্য কোন কুকুর শরীক না থাকে (তখন নিশ্চয় খাইবে)। (অতঃপর) আমি বলিয়াছি, যদিও

pdf By Syed Mostafa Sakib

সে (শিকারকে) মারিয়া ফেলিয়া থাকে। হুজূর পাক বলিয়াছেন — যদিও সে মারিয়া ফেলিয়া থাকে। অতঃপর আমি বলিয়াছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যে কেহ বিনা পালকের তীর শিকারের দিকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, ইহাতে যদি শিকার মরিয়া যায়, তবে কি তাহা খাওয়া যাইবে? হুজূর পাক বলিয়াছেন — যখন তুমি 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়া তীর নিক্ষেপ করিবে এবং তাহা (শিকারের) ফাড়িয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে খাও এবং যদি তীর আড় ভাবে (শিকারের) লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে খাইবে না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর চিনিবার উপায় হইল যে, কুকুরের মালিক কুকুরকে শিকারের জন্য ছাড়িয়া দিলে সে তীব্র গতিতে দৌড়াইয়া যাইবে। এই অবস্থায় মালিক তাহাকে থামিবার ইংগিত দিলে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া যাইবে। আর শিকার ধরিলে নিজে তাহা থেকে আদৌ আহার করিবে না। এইরূপ কুকুরের শিকার খাওয়া অবশ্যই হালাল। তবে কয়েকটি শর্ত রহিয়াছে। যথা — (ক) মালিককে মুসলমান হইতে হইবে। (খ) কুকুরকে ছাড়িবার সময়ে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করিতে হইবে। (গ) এই শিকারী কুকুরের সহিত অন্য কোন অশিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর থাকিবে না। (ঘ) কুকুরের ধরা শিকার পানিতে পড়িয়া মরিয়া না যাওয়া। (ঙ) শিকার কুকুরের কাছ থেকে মালিকের হাতে মরা আসিলে খাওয়া হালাল এবং জীবিত আসিলে জবাহ করিয়া খাওয়া হালাল। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪০১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا جَزَرَ عَنْهُ الْمَآءُ فَكُلْ.

আবু হানীফা আত্বীয়া হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যাহার (যে মাছের) উপর থেকে পানি শুকাইয়া গিয়াছে তাহা খাও।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে মাছ শিকার করা হইয়াছে, অথবা পানি শুকাইয়া যাইবার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণ বশতঃ মরিয়া গিয়াছে তাহা খাওয়া জায়েজ। কিন্তু যে মাছ অকারণে মরিয়া ভাষিয়া গিয়াছে তাহা খাওয়া জায়েজ নয়। (অনুবাদক)

بَابُ التَّخْيِيْرِ فِىْ اَكْلِ الْجَرَادِ

টিড্‌ডী খাওয়া জায়েজ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪০২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَدَ تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْثَرُ جُنْدِ اللّٰهِ فِىْ الْاَرْضِ اَلْجَرَادُ لَا اَكُلُهُ وَ لَا اُحَرِّمُهُ.

আবু হানীফা বলিয়াছেন, আমি হজরত আয়শা বিনতে আজরাদকে বলিতে শুনিয়াছি — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — জমীনে আল্লাহ তাআলার সব চাইতে বেশি সৈন্য টিড্‌ডী; আমি তাহা খাইবো না, আমি তাহা হারাম করিবো না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪০৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عِبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ اَنَّ بَعِيْرًا مِنْ اِبِلِ الصَّدَقَةِ نَدَّ فَطَلَبُوْهُ فَلَمَّا اَعْيَاهُمْ اَنْ يَّأْخُذُوْهُ رَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَاَصَابَ فَقَتَلَهُ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَاَمَرَ بِاَكْلِهٖ ـ وَ قَالَ اِنَّ لَهَا اَوَابِدَ كَا وَابِدِ الْوُحُوْشِ فَاِذَا خَشِيْتُمْ بِهٰذَا الْبَعِيْرِ ثُمَّ كُلُوْهُ.

আবু হানীফা-সাঈদ-ইবায়া ইবনো বিফায়া-হজরত রাফেয় ইবনো খুদাইজ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সাদকার উটগুলির মধ্যে একটি উট পলায়ণ করিয়াছে। সবাই সেটিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। অতঃপর সে যখন তাহাদিগকে ধরা দেওয়া থেকে ক্লান্ত করিয়া দিয়াছে, তখন এক ব্যক্তি সেটিকে তীর মারিয়া দিয়াছে। তীর লাগিয়া উটটি মরিয়া গিয়াছে। অতঃপর সবাই হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, খাওয়া চলিবে কি না? হুজূর পাক তাহা খাইবার আদেশ করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন — নিশ্চয় ইহার হুকুম হইল জংগলী জানোয়ারের হুকুম। সুতরাং যখন তোমরা তাহার (ধরিবার) ব্যাপারে ভয় পাইবে, তখন তোমরা তাহাই করিবে যেমন এই উটটির সহিত করিয়াছো। অতঃপর তোমরা তাহা খাইবে।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ

মুজাস্‌সামা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪০৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুজাস্‌সামা (খাওয়া) থেকে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'মুজাস্‌সামা' বলা হইয়া থাকে সেই পশুকে যাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া লক্ষ্য করতঃ তীর মারা হইয়া থাকে। এইরূপ পশু মরিয়া গেলে তাহা ভক্ষণ করা হারাম। আরব দেশে আনন্দ করিবার জন্য পশুর সহিত এইরূপ ব্যবহার করা হইতো। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِالْمِرْوَةِ

পাথর দ্বারা জবাহ করা জায়েজ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪০৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ غُنَيْمَةً كَانَتْ لَهَا رَاعِيَّةٌ فَخَافَتْ عَلٰى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بِمِرْوَةٍ فَاَمَرَ هَا النَّبِيُّ ﷺ بِاَكْلِهَا.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত কায়াব ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে আসিয়া বলিয়াছেন - ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জনৈক মহিলা কিছু ছাগল চরাইতো। তাহার একটি ছাগলের প্রতি ভয় হইয়া ছিলো যে, মরিয়া যাইবে। সুতরাং সে পাথর দ্বারা ছাগলটি জবাহ করিয়া দিয়াছে। এই ছাগলটি খাওয়া চলিবে কি না? হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে তাহা খাইবার আদেশ দিয়াছেন।

হাদীস নং —৪০৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِيْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجَ غُلَامٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ قِبَلَ اُحُدٍ فَمَرَّ فِيْ طَرِيْقِهٖ

فَاصْطَادَ اَرْنَبًا فَلَمْ يَجِدْ مَا يَذْبَحُهَا فَذَبَحَهَا بِحَجَرٍ فَجَآءَ بِهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ عَلَّقَهَا بِيَدِهٖ فَاَمَرَهٗ بِاَكْلِهَا.

আবু হানীফা-হায়সাম-শা'বী-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - জনৈক আনসারী বালক উহুদ পাহাড়ের দিকে বাহির হইয়াছেন। সে তাহার রাস্তায় খাইবার সময়ে একটি খরগোশ শিকার করিয়াছে কিন্তু তাহা জবাহ করিবার মতো কিছু পায় নাই। অতঃপর সে একটি পাথর দ্বারা খরগোশটি জবাহ করিয়া দিয়াছে। তারপর সে খরগোশটিকে নিজের হাতের উপরে ঝুলাইয়া হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে আসিয়াছে। অতঃপর হুজূর পাক তাহাকে তাহা খাইবার হুকুম দিয়াছেন।

হাদীস নং —৪০৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَكَلَ مِنْ ذَبِيْحَةِ امْرَاَةٍ وَ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْمَرْاَةِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আলকামা-হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মহিলার জবাহ খাইয়াছেন এবং (যুদ্ধে) মহিলাকে কতল (হত্যা) করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابٌ فِىْ فَضِيْلَةِ اَيَّامِ عَشْرِ الْاَضْحٰى

জিলহাজের দশ দিনের ফজীলাত

হাদীস নং —৪০৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ مُسْلِمِ الْبَطِيْنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ اَيَّامِ عَشْرِ الْاَضْحٰى فَاَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

আবু হানীফা-মিখওয়াল-ইবনো রাশিদ-মুসলিম বাত্বীন — সাঈদ ইবনো জোবাইর হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলার নিকটে জিলহাজের দশ দিনের অপেক্ষা কোনো দিন উত্তম নয়। অতএব এই দিনগুলিতে বেশি করিয়া আল্লাহ্র জিকির করো।

হাদীস নং —৪০৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ جَابِرِا بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ ضَحّٰى بِكَبْشَيْنِ اَشْعَرَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَحَدُ هُمَا عَنْ نَفْسِهٖ وَ الْاٰخَرَ عَمَّنْ شَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ اُمَّتِهٖ.

আবু হানীফা-হায়সাম-আব্দুর রহমান ইবনো সাবিত-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম লোম বিহীন সাদা রঙের দুইটি দুম্বা কুরবানী করিয়াছেন — একটি হইল তাঁহার নিজের পক্ষ থেকে এবং আর একটি হইল তাঁহার সমস্ত কালেমা পাঠকারী উম্মাতের পক্ষ থেকে।

হাদীস নং —৪১০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ وَ الشَّعْبِىِّ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ اَنَّهٗ ذَبَحَ شَاةً قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ تَجْزِئُ عَنْكَ وَ لاَ تَجْزِئُ عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম ও শায়বী-হজরত আবু বোরদা ইবনো নাইয়ার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি নামাজের পূর্বে ছাগল কুরবানী করিয়াছেন। এই কথা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে বলা হইলে তিনি বলিয়াছেন — এই কুরবানী তোমার তরফ থেকে জায়েজ হইয়াছে এবং তোমার পরে কাহারো জন্য জায়েজ হইবে না।

হাদীস নং —৪১১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَ حَمَّادٍ اَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ اِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ لِيُوَسِّعَ مُوْسِعُكُمْ عَلٰى فَقِيْرِكُمْ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-আলকামাহ্-ইবনো মারসাদ ও হাম্মাদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা আব্দুল্লাহ্ ইবনো বুরাইদা হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমি তোমাদিগকে কুরবানীর মাংস তিন দিনের বেশি ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছি, এই জন্য যে, তোমাদের ধনী ব্যক্তি তোমাদের ফকীরকে (মাংস খাইতে) সুযোগ দিবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তিনটি জিনিস নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে সেই জিনিসগুলি জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। হুজূর পাক প্রথমে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, পরে তাহা জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। হুজূর পাক প্রথমে সেই সমস্ত পাত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, যাহাতে মদ তৈরি করা হইতো পরে সেগুলি ব্যবহার করা জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। হুজূর পাক প্রথমে কুরবানীর মাংস তিন দিনের বেশি খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, পরে তাহা জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বর্তমানে তিন দিনের বেশি কুরবানীর মাংস খাওয়া জায়েজ। তিন অংশ করা মুস্তাহাব। প্রয়োজনে সমস্ত মাংস খাওয়া জায়েজ। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ فَضِيْلَةِ الْخَلِّ

চাটনীর ফজীলাতের বিবরণ

হাদীস নং —৪১২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّهٗ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ قَرَّبَ اِلَيْهِ خُبْزًا وَ خَلًّا ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَا نَا عَنِ التَّكَلُّفِ وَ لَوْلَا ذٰلِكَ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ وَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْاِدَامُ اَلْخَلُّ.

আবু হানীফা ও মিস্‌য়ার - মুহারিব ইবনো দিসার - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি (মুহারিব) হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহুর নিকটে গিয়াছেন এবং তিনি মুহারিবের সামনে রুটি ও সিরকা (খাইবার জন্য) দিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন — নিশ্চয় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে কষ্ট করতঃ কাহারো জন্য কোন খাদ্য প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি এইরূপ না হইতো, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য কষ্ট করিতাম। তবে নিশ্চয় আমি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি - তরকারই হইল সিরকা।

হাদীস নং —৪১৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ اَلْاِدَامُ اَلْخَلُّ.

আবু হানীফা আবু যোবাইর হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — উত্তম তরকারই হইল সিরকা।

হাদীস নং —৪১৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِىْ مَعًى وَاحِدٍ.

আবু হানীফা নাফেয় হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — কাফের সাত আঁতে খাইয়া থাকে এবং মু'মিন খাইয়া থাকে একটি আঁতে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনেক সময়ে মানুষ কোন মেহমান পাইলে নিজের ঠাট্‌বাটকে বজায় রাখিবার জন্য সামর্থের বাহিরে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা হুজূর পাকের নিকটে অপছন্দ ছিলো। এইজন্য তিনি তাহা নিষেধ করিয়াছেন এবং সিরকা বা কোনো চাটনীকে প্রসংশা করিয়া দিয়াছেন যে, বাড়িতে চাটনী থাকিলে বিনা দ্বিধায় মেহমানের সামনে দেওয়া যাইতে পারে।

কাফের সাত আঁতে বা পেটে খাইয়া থাকে। যেহেতু কাফের বিনা 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠে খাদ্য খাইয়া থাকে। এই কারণে তাহার খাদ্যে অবর্কাত থাকে। ফলে সে বেশি খাদ্য খাইয়া থাকে। মু'মিনের খাদ্যে শয়তান শরীক হইয়া থাকে না। কারণ, সে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পাঠ করিয়া থাকে। ফলে তাহার খাদ্যে বর্কাত থাকে এবং সে অল্পে পরিতৃপ্ত হইয়া যায়। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الْاَكْلِ مُتَّكِئًا

হেলান দিয়া খাওয়া নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪১৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَّا اَنَا فَلَا اٰكُلُ مُتَّكِئًا اٰكُلُ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ وَ اَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْعَبْدُ وَ اَعْبُدُ رَبِّىْ حَتّٰى يَأْتِيَنِى الْيَقِيْنُ.

আবু হানীফা-আলী ইবনো আকসার হজরত আবু হুযাইফা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আমি তো হেলান দিয়া খাইয়া থাকিনা। আমি খাইয়া থাকি যেমন বিনয়ী বান্দা খাইয়া থাকে এবং আমি পান করিয়া থাকি যেমন বিনয়ী বান্দা পান করিয়া থাকে এবং আমি ইবাদত করিতে থাকিবো আমার প্রতিপালকের এই পর্যন্ত যে, আমার মৃত্যু আসিয়া যাইবে।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الشُّرْبِ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

সোনা ও চাঁদীর পাত্রে পান নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪১৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اَنْ نَاْكُلَ فِيْهَا وَ اَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَ الدِّيْبَاجَ قَالَ وَ هِىَ لِلْمُشْرِكِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-হজরত হুযায়ফা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে সোনা ও চাঁদীর পাত্রে পান করিতে এবং তাহাতে আহার করিতে এবং রেশম ও দীবাজ পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর তিনি বলিয়াছেন এই জিনিসগুলি হইল মুশরিকদের জন্য দুনিয়াতে ও তোমাদের জন্য আখিরাতে।

হাদীস নং —৪১৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ نَزَلْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ عَلٰى دِهْقَانَ بِالْمَدَائِنِ فَاَتٰى بِطَعَامٍ فَطَعِمْنَا ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَاَتٰى بِشَرَابٍ فِىْ اِنَاءِ فِضَّةٍ فَضَرَبَ بِهٖ وَجْهَهٗ فَسَاءَ نَا مَا صَنَعَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ لِمَا صَنَعْتُ بِهٖ هٰذَا فَقُلْنَا لَا فَقَالَ اِنِّىْ نَزَلْتُ عَلَيْهِ فِىْ الْعَامِ الْمَاضِىْ فَدَعَوْتُ بِشَرَابٍ فَاَتَانِىْ بِشَرَابٍ فِيْهِ فَاَخْبَرْتُهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَانَا اَنْ نَاْكُلَ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ اَنْ نَشْرَبَ فِيْهَا وَ اَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيْرَ وَ الدِّيْبَاجَ فَاِنَّهَا لِلْمُشْرِكِيْنَ فِى الدُّنْيَا وَ هِىَ لَنَا فِى الْاٰخِرَةِ.

আবু হানীফা-মুসলিম-আব্দুর রহমান ইবনো আবু লায়লা বলিয়াছেন — আমি হজরত হুযাইফা রাদী আল্লাহু আনহুর সহিতমাদিয়ানে এক দেহাতীর বাড়িতে অবস্থান করিয়াছি। সে আমাদের নিকটে খাদ্য আনিয়াছে এবং আমরা খাইয়াছি। অতঃপর হজরত হুযায়ফা পানি চাহিয়াছেন। সুতরাং সে চাঁদীর পাত্রে পানি আনিয়াছে। হজরত হুযায়ফা পানি তাহার মুখে মারিয়াছেন। তাঁহার এই কাজটি আমাদের অপছন্দ হইয়াছে। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন — তোমরা কি জানো, আমি কেন এইরূপ করিয়াছি? আমরা বলিয়াছি — না। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন — আমি গত বৎসর ইহার কাছে অবস্থান করিয়াছি এবং আমি পানি চাহিয়াছি, তখন সে আমাকে চাঁদীর পাত্রে করিয়া পানি দিয়াছে। অতঃপর আমি তাহাকে বলিয়াছি, হজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে সোনা ও চাঁদীর পাত্রে পানাহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং রেশম ও দীবাজ পরিধান করিতে। কারণ, এই জিনিষগুলি হইল মুশরিকদের জন্য দুনিয়াতে এবং আমাদের জন্য আখিরাতে।

হাদীস নং —৪১৮

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ اِسْتَسْقٰى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ مِنْ دِهْقَانَ فَاَتٰى بِشَرَابٍ فِىْ اِنَاءِ فِضَّةٍ فَاَخَذَ الْاِنَاءَ فَضَرَبَ بِهٖ وَجْهَهٗ وَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ نَشْرَبَ فِىْ اٰنِيَةِ الْفِضَّةِ.

হাম্মাদ - তাঁহার পিতা, (আবু হানীফা) - আবু ফারওয়াহ্ - আব্দুর রহমান ইবনো আবু লায়লা বলিয়াছেন — হজরত হুযায়ফা ইবনো ইয়ামান

pdf By Syed Mostafa Sakib

এক গ্রাম্য মানুষের কাছে পানি চাহিয়াছেন। সুতরাং সে চাঁদীর পাত্রে করিয়া পানি আনিয়াছে। হজরত হুযায়ফা পাত্রটি লইয়া তাহার মুখে মারিয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছেন, নিশ্চয় হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলইহি অ সাল্লাম আমাদিগকে চাঁদীর পাত্রে পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —৪১৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقٰى دِهْقَانًا فَاَتَاهُ بِهٖ فِىْ جَامِ فِضَّةٍ نَرْمٰى بِهٖ ثُمَّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ قَالَ هِىَ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ.

আবু হানীফা-হাকাম-ইবনো আবু লায়লা বলিয়াছেন, আমরা হজরত হুযায়ফার সহিত মাদিয়ানে ছিলাম। হুযায়ফা এক দেহাতীর নিকটে পানি চাহিয়াছেন। সে চাঁদীর পিয়ালাতে পানি আনিয়াছে। হজরত হুযায়ফা তাহা ফিকিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সোনা ও চাঁদীর পাত্রে পানাহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

হাদীস নং —৪২০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْحَنْتَمِ.

আবু হানীফা-নাফেয় - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুব্বা ও হিনতাম (নাবীয তৈরির জন্য ব্যবহার করিতে) নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'নাবীয' হইল এক প্রকার শরবত। দুব্বা ও হিনতাম হইল শারাবের পাত্র। ইসলামের প্রথম দিকে এই পাত্রগুলি ব্যবহার করিতে নিষেধ করা হইয়া ছিলো। পরে এই পাত্রগুলি ব্যবহার করা জায়েজ হইয়াছে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪২১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فِىْ زِيَارَةِ قَبْرِ اُمِّهٖ فَزُوْرُوْهَا وَ لَا تَقُوْلُوْا هُجْرًا وَ عَنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىِّ اَنْ تُمْسِكُوْا فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَ اِنَّا نَهَيْنَاكُمْ لِيُوَسِّعَ مُوْسِرُكُمْ عَلٰى فَقِيْرِكُمْ - وَ الْاٰنَ قَدْ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَكُلُوْا وَ تَزَوَّدُوْا - وَ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَ الْمُزَفَّتِ.

আবু হানীফা-আলকামা-সুলাইমান ইবনো বুরাইদা তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তোমাদিগকে কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছি। অবশ্য মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে তাঁহার মাতার কবর যিয়ারত করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অতএব তোমরাও

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবর যিয়ারত করো। কিন্তু কোন বে-শারাহ্ কথা বলিও না। (আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম) কুরবানীর মাংসকে তিন দিনের বেশি রাখিতে। ইহা এইজন্য যে তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা গরীবদিগকে (বেশি পাইবার) সুযোগ করিয়া দিবে। তবে এখন আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সবাইকে সুহাল দিয়াছেন। সুতরাং (প্রয়োজন হইলে সবই) খাও ও (প্রয়োজন হইলে সবই) রাখিয়া দাও। এবং (আমরা নিষেধ করিয়া ছিলাম) হিনতাম ও মুযাফ্ফাত্ পাত্রে পান করিতে (এখন যেগুলি ব্যবহার করো)।

হাদীস নং —৪২২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَ حَمَّادٍ حَدَّثَاهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِشْرَبُوْنِىْ فِىْ كُلِّ ظَرْفٍ فَاِنَّ الظَّرْفَ لاَيَحِلُّ شَيْئًا وَ لاَ يُحَرِّمُهُ.

আবু হানীফা-আলকামাহ্ ও হাম্মাদ-আব্দুল্লাহ্ ইবনো বুরাইদা-তাহার পিতা-তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা সমস্ত পাত্রে পান করো। কারণ, পাত্র না কোন জিনিষকে হালাল করিয়া থাকে, না কোন জিনিষকে হারাম করিয়া থাকে।

بَابُ شُرْبِ النَّبِيْذِ

নাবীয পান করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪২৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ طَعَامًا ثُمَّ دَعَابِنَبِيْذٍ فَشَرِبَ فَقُلْتُ رَحِمَكَ اللّٰهُ تَشْرَبُ النَّبِيْذَ وَ اْلاَمَّةُ تَقْتَدِىْ بِكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ النَّبِيْذَ وَ لَوْ لاَ اَنِّىْ رَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مَا شَرِبْتُهُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-হজরত আলকামা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুকে খানা খাইতে দেখিয়াছি। অতঃপর তিনি নাবীয চাহিয়াছেন এবং তাহা পান করিয়াছেন। তখন আমি বলিয়াছি, আল্লাহ আপনার প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন, আপনি নাবীয পান করিয়া থাকেন এবং মানুষ আপনাকে অনুসরণ করিয়া থাকে। হজরত ইবনো মাসউদ বলিয়াছেন — আমি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নাবীয পান করিতে দেখিয়াছি। আমি যদি তাহাকে পান করিতে না দেখিতাম, তাহা হইলে আমি তাহা পান করিতাম না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শুকনো আঙ্গুর অথবা শুকনো খেজুর পানিতে দীর্ঘক্ষণ ফেলিয়া রাখিলে উহার সুগন্ধ ও মিষ্টতা পানির মধ্যে চলিয়া যায়। এই পানিকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাবীয বলা হইয়া থাকে। নাবীয দেহের জন্য এক শক্তিশালী শরবত। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪২৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مِسْعَرٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَبِيْذِ الزَّبِيْبِ وَ التَّمَرِ وَ الْبُسْرِ وَ الثَّمَرِ.

আবু হানীফা ও মিসয়ার - আত্বা - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন আঙ্গুর ও খেজুর এবং কাঁচা ও পাকা খেজুরের (এক সঙ্গের) নাবীযকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাদীস পাকে যে জিনিষগুলির নাম উল্লেখ হইয়াছে সেগুলি থেকে পৃথক পৃথক ভাবে নাবীয তৈরি করা জায়েজ। কিন্তু সবগুলি একসঙ্গে নাবীয তৈরি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ, কোনোটি পাকা, কোনোটি কাঁচা, কোনোটি শুকনো ও কোনোটি তাজা; হইতে পারে যে, এইগুলির মধ্যে কোনটি আগে পচন ধরিয়া যাইবে। ফলে নেশা চলিয়া আসিবে। যাই হোক, সবগুলির সমষ্টিগত নাবীযের মধ্যে যদি নেশা না আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রকার নাবীয পান করা না জায়েজ হইবে না। ইহা ইমাম আবু হানীফার অভিমত। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪২৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لاَ تَشْرَبُوْا مُسْكِرًا.

আবু হানীফা-আলকামাহ ইবনো মারসাদ ও হাম্মাদ ইবনো আবু সুলাইমান-আব্দুল্লাহ্ ইবনো বুরাইদাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার পিতার থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা নেশা ওয়ালা জিনিষ পান করিও না।

হাদীস নং —৪২৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ شَدَّادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيْلُهَا وَ كَثِيْرُهَا وَ السُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

আবু হানীফা-আবু আওন-মোহাম্মাদ সাকাফী-আব্দুল্লাহ্ ইবনো শাদ্দাদ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — শারাব হারাম করা হইয়াছে কম হউক অথবা বেশি এবং প্রত্যেক নেশা বিশিষ্ট শারাব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ حُرْمَةِ اَكْلِ ثَمَنِ الْخَمْرِ

শারাবের পয়সা খাওয়া হারাম হইবার বিবরণ

হাদীস নং ৪২৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ اَبِىْ عَامِرِ الثَّقَفِىُّ اَنَّهٗ كَانَ يَهْدِىْ لِلنَّبِىِّ ﷺ فِىْ كُلِّ عَامٍ .

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো কায়েস-হামদানী-আবু আমির সাকাফী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি প্রতি বৎসর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এক কলসী আঙ্গুরী শারাব উপঢৌকন দিতেন।

كِتَابُ اللِّبَاسِ وَ الزِّيْنَةِ

পোষাক ও অলংকার অধ্যায়

بَابُ ذِكْرِ قَلَنْسُوَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ.

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের টুপির বিবরণ

হাদীস নং —৪২৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَلَنْسُوَةٌ شَامِيَةٌ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-আত্বা-হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি শামী টুপি ছিলো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

টুপি পরিধান করা সুন্নাত। গোল টুপি সুন্নাত, লম্বা নয়। এইরূপ কথা ঠিক নয়। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের টুপি কয়েক প্রকারের ছিলো। (অনুবাদক)

بَابُ السَّدْلِ

কাপড় ঝুলাইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪২৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْاَقْمَرِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلٍ ثَوْبَهٗ فَاَعْطَفَهٗ عَلَيْهِ.

আবু হানীফা-আলী ইবনো আকমার-হজরত আবু হুযায়ফা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এক ব্যক্তির কাছ থেকে অতিক্রম করিয়াছেন, যে ব্যক্তিটি তাহার কাপড়কে ঝুলাইয়া রাখিয়া ছিলো। তখন হুজূর পাক তাহার উপরে কাপড়টি উল্টাইয়া দিয়াছেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَبْسِ الْحَرِيْرِ وَ الدِّيْبَاجِ

রেশম ও মটকা পরিধান নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৩০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ لَبْسِ الْحَرِيْرِ وَ الدِّيْبَاجِ وَ قَالَ اِنَّمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهٗ.

আবু হানীফা-হাকাম ইবনো আবী লায়লা-হজরত হুযায়ফা রাদী অল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রেশম ও দীবাজ পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তি ইহা পরিধান করিবে যাহার আখিরাতে কোন অংশ নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রেশম ও দীবাজ পুরুষদের জন্য পরিধান করা হারাম। মহিলাদের জন্য জায়েজ। দীবাজও রেশমের একটি ভাগ। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেশম ব্যবহার করা জায়েজ রহিয়াছে, যাহা সম্পর্কে ফিকহের কিতাবে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। (অনুবাদক)

بَابُ بَيَانِ التَّمَاثِيْلِ

মূর্তি তৈরি করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৩১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهٗ اَنَّهٗ كَانَ عَلَّقَ فِىْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتْرًا فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَاَبْطَاَ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ اَتَاهُ فَقَالَ لَهٗ مَا اَبْطَاَكَ عَنِّىْ قَالَ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَ لاَ تَمَاثِيْلُ فَاَبْسِطِ السِّتْرَ وَ لاَ تُعَلِّقْهُ وَاقْطَعْ رُئُوْسَ التَّمَاثِيْلِ وَ اَخْرِجْ هٰذَا الْجِرْوَ.

আবু হানীফা-আবু ইসহাক-আসিম ইবনো জামরাহ্-হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বাড়িতে একটি পরদা লটকাইয়া দিয়াছেন, যাহাতে ছবি ছিলো। হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম আসিতে বিলম্ব করিয়াছেন। অতঃপর তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — আমার কাছে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে কেন? জিবরাঈল বলিয়াছেন, আমরা (ফিরিশতার জামায়াত) সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকি না যাহাতে কুকুর ও ছবিগুলি থাকে। সুতরাং আপনি পরদা খুলিয়া বিছাইয়া নিন এবং তাহা লটকাইয়া দিবেন না। আর ছবিগুলির মাথাগুলি কাটিয়া দিন এবং এই কুকুরের বাচ্চাটি বাহির করিয়া দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি থাকে সেই ঘরে খাস করিয়া হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম প্রবেশ করিয়া থাকেন না অথবা আমভাবে আল্লাহ্‌র রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করিয়া থাকেন না। অন্যথায় কিরমান কাতেবীন ও হজরত ইজরাঈল আলাইহিস্ সালাম সব ঘরে প্রবেশ করিয়া থাকেন। (অনুবাদক)

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

মেহেন্দী দ্বারা খিজাব করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৩২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِخْضِبُوْا شَعْرَكُمْ بِالْحِنَّاءِ وَ خَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা নিজেদের কেশকে মেহেন্দী দ্বারা খিজাব করো এবং আহ্‌লে কিতাবদের বিরোধীতা করো।

بَابُ الْخِضَابِ بِالْكَتَمِ

'কাতাম' দ্বারা খিজাব করিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৩৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْكِنْدِىِّ عَنْ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ اَلْحِنَّاءُ وَ الْكَتَمُ.

আবু হানীফা-ইয়াহিয়া-ইবনো আব্দুল্লাহ্ কুন্দী-আবুল আসওয়াদ-হজরত আবুজার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় মেহেন্দী ও কাতাম হইল সব চাইতে উত্তম জিনিস, যাহা দ্বারা তোমরা বার্দ্ধক্যকে পরিবর্তন করিয়া থাকো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কালো খিজাব হারাম। বাকী মেহেন্দী ও নীল ইত্যাদি সমস্ত খিজাব জায়েজ। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بَابُ الْاَخْذِ بِنَوَاحِى اللِّحْيَةِ

দাড়ির চারদিকে কাটিবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৩৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ اَنَّ اَبَا قُحَافَةَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَ لِحْيَتُهٗ قَدِ انْتَشَرَتْ قَالَ فَقَالَ لَوْ اَخَذْتُمْ وَ اَشَارَ اِلٰى نَوَاحِى لِحْيَتِهٖ.

আবু হানীফা-হায়সাম-জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত আবু কোহাফা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়াছেন এবং তাহার দাড়ির কেশ (খুব লম্বা হইবার কারণে চারিদিকে) ছড়াইয়া ছিলো। হুজূর পাক তাহার দাড়ির চারিদিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - যদি তোমরা ইহা কাটিয়া দিতে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আবু কোহাফা ছিলেন হজরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদী আল্লাহু আনহুর পিতা। ইঁনি মক্কা শরীফ বিজয়ের দিন হজরত আবু বাকারের সহিত হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে আসিয়া ছিলেন। তাহার দাড়ি ছিলো অত্যন্ত ঘন ও লম্বা। খুব লম্বা দাড়ি কাটিবার হুকুম রহিয়াছে। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার মুবারক দাড়ির চারিদিকে কাটিতেন। এক মুষ্টির ছোট করিয়া দাড়ি কাটা নাজায়েজ। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪৩৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ اُمِّ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض اَنَّهٗ قَالَ لَا بَأْسَ اَنْ تَصِلَ الْمَرْاَةُ شَعْرَهَا بِالصُّوْفِ اِنَّمَا نَهٰى بِالشَّعْرِ.

আবু হানীফা-হায়সাম-উম্মে সাওর-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন — মহিলার চুলে পশম মিলানোয় কোন দোষ নাই। অবশ্য তিনি চুলের সহিত চুল লাগাইতে নিষেধ করিয়াছেন।

كِتَابُ الطِّبِّ

চিকিৎসা অধ্যায়

بَابُ فَضْلِ الْمَرَضِ وَ الرُّقٰى وَ الدَّعْوَاتِ

রোগের ফজীলাত, মন্ত্র ও দুয়ার বিবরণ

হাদীস নং —৪৩৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَكْتُبُ لِلْاِنْسَانِ الدَّرَجَةَ الْعُلْيَا فِى الْجَنَّةِ وَ لَا يَكُوْنُ لَهٗ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُبْلِغُهَا فَلَا يَزَالُ يَبْتَلِيْهِ اللّٰهُ حَتّٰى يُبْلِغَهَا.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন.— আল্লাহ্ তাআলা এক বান্দার জন্য জান্নাতে উচ্চ দরজা লিখিয়া দিয়া থাকেন কিন্তু তাহার আমল এই প্রকার নয় যে, তাহাকে সেই দরজায় পৌছাইয়া দিবেন। সুতরাং সর্বদা তাহাকে আল্লাহ্ রোগাক্রান্ত করিয়া রাখিয়া থাকেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে সেই দরজায় পৌছাইয়া থাকেন।

হাদীস নং —৪৩৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ وَ هُوَ عَلٰى طَائِفَةٍ مِنَ الْخَيْرِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى لِمَلَائِكَتِهٖ اُكْتُبُوْا لِعَبْدِىْ مِثْلَ اَجْرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَ هُوَ صَحِيْحٌ .

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত ইবনো বুরায়দা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন কোন বান্দা রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় ভাল কাজ করিত, আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাগণকে বলিয়া থাকেন — তোমরা আমার বান্দার জন্য সেই সওয়াব লেখো, যাহা সে সুস্থাবস্থায় আমল করিত।

হাদীস নং —৪৩৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ دَآءٍ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى دَوَاءً فَاِذَا اَصَابَ الدَّآءَ دَوَاؤُهٗ بَرِئَ بِاِذْنِ اللّٰهِ.

আবু হানীফা ও মুকাতিল ইবনো সুলাইমান — আবু যোবাইর - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রত্যেক রোগের জন্য আল্লাহ্ তাআলা ঔষধ তৈরি করিয়াছেন। সুতরাং যখন রোগের সঠিক ঔষধ পৌছিয়া যায়, তখন আল্লাহ্র নির্দেশে সুস্থ হইয়া যায়।

হাদীস নং —৪৩৯

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً اِلَّا وَ ضَعَ لَهٗ دَوَاءً اِلَّا السَّامَ وَ الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تَخْلِطُ مِنْ كُلِّ شَجَرٍ.

হাম্মাদ তাহার-পিতা (আবু হানীফা)-কায়েস ইবনো মোসলেম - ত্বারিক ইবনো শিহাব - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা মৃত্যু ও বার্দ্ধক্য ছাড়া সমস্ত রোগের জন্য ঔষধ রাখিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের জন্য গরুর দুধ পান করা জরুরী। কারণ, দুধ হইল সমস্ত বৃক্ষের সারাংশ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪৪০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُنْزِلِ اللّٰهُ دَاءً اِلاَّ وَ اَنْزَلَ مَعَهُ الدَّوَاءَ اِلاَّ الْهَرَمَ فَعَلَيْكُمْ بِاَلْبَانِ الْبَقَرِ فَاِنَّهَا تَرُمُّ مِنَ الشَّجَرِ.

আবু হানীফা-ক্বায়েস - ত্বারিক - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা কোন রোগ অবতীর্ণ করেন নাই কিন্তু রোগ অবতীর্ণ করিবার সাথে সাথে ঔষধও অবতীর্ণ করিয়াছেন কিন্তু বার্দ্ধক্য (এর জন্য কোন ঔষধ নাই)। সুতরাং তোমাদের জন্য গরুর দুধ পান করা জরুরী। কারণ গরু সমস্ত বৃক্ষ খাইয়া থাকে।

হাদীস নং —৪৪১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جُعِلَ الشِّفَاءُ فِى الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ وَ الْحَجَامَةِ وَ الْعَسَلِ وَ مَاءِ السَّمَآءِ.

আবু হানীফা-আব্দুল্লাহ্-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — কালো জিরা, হাজামাত, মধু ও আসমানের পানিতে আরোগ্য রাখা হইয়াছে।

হাদীস নং —৪৪২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرٍو الْجَرْشِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ مِنَ الْمَنِّ الْكُمَاةُ وَ مَاؤُهَا سِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

আবু হানীফা-আব্দুল মালিক - আমরিল জারশী-সাঈদ ইবনো যায়েদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে , হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় খুম্বী (ব্যাঙের ছাতা) মান্ন বিশেষ এবং উহার পানি হইল চোখের জন্য আরোগ্য।

হাদীস নং —৪৪৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ لَمْ يَضُرُّهُ عَقْرَبٌ حَتّٰى يَمْسِىَ وَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَمْسِىْ لَمْ يَضُرُّهُ عَقْرَبٌ حَتّٰى يُصْبِحَ.

আবু হানীফা-হায়সাম-আবু সালিহ্-হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি সকাল বেলায় তিনবার পাঠ করিয়াছে —''আউজু বি কালিমা তিল্লাহিত তাম্মাতি' (আমি আল্লাহ্র পূর্ণ কালেমা থেকে আশ্রয় চাহিতেছি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিচ্ছু কামড়াইবে না এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যা বেলায় ইহা পাঠ করিয়াছে, তাহাকে সকাল পর্যন্ত বিচ্ছু কামড়াইবে না।

হাদীস নং —৪৪৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اُتِىَ بِمَرِيْضٍ يَدْعُوْلَهٗ يَقُوْلُ اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

আবু হানীফা-মুসলিম-ইবরাহীম-মাসরুক-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন কোন রুগীর কাছে শুভাগমন করিতেন, তখন তিনি তাহার জন্য দুয়া করত বলিতেন — "আযহিবিল বা'সা রব্বাল নাসি ইশ্‌ফে আন-তাশ্‌শাফী লা শিফায়া ইল্লাহ্ শিফাউকা শিফায়ান লা ইউগাদিরু সাকামান" মানুষের পরওয়ার দিগার! রোগ দূর করিয়া দাও এবং আরোগ্য দাও, নিশ্চয় তুমি হইলে আরোগ্যকারী, তোমারই আরোগ্য হইল আসল আরোগ্য যাহা কোন রোগীকে ত্যাগ করিয়া থাকে না।

হাদীস নং —৪৪৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَّذِلَّ نَفْسَهٗ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ

كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهٗ قَالَ يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ مَا لاَ يُطِيْقُ.

আবু হানীফা-আব্দুল্লাহ্-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — মু'মিনের জন্য উচিত নয় যে, নিজের নফ্‌সকে লাঞ্ছিত করিবে। জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে— ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মু'মিন কেমন করিয়া তাহার নফ্‌সকে লাঞ্ছিত করিয়া থাকে? হুজূর পাক বলিয়াছেন — নিজেকে এমন বিপদের মধ্যে ফেলিয়া দিবে, যাহা বর্দাশ্‌ত করিবার ক্ষমতা রাখিয়া থাকে না।

হাদীস নং —৪৪৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا رُزِقْتُ وَلَدًا قَطُّ وَ لاَ وُلِدَلِىْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَاَيْنَ اَنْتَ مِنْ كَثْرَةِ الْاِسْتِغْفَارِ وَ كَثْرَةِ الصَّدَقَةِ تُرْزَقُ بِهِمَا فَكَانَ الرَّجُلُ يُكْثِرُ الصَّدَقَةَ وَ يُكْثِرُ الْاِسْتِغْفَارَ قَالَ جَابِرٌ فَوُلِدَ لَهٗ تِسْعَةُ ذُكُوْرٍ.

আবু হানীফা-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — এক আনসারী ব্যক্তি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইয়া বলিয়াছেন — ইয়া রাসূলাল্লাহ্? আমার কখনো সন্তান নসীব হয় নাই এবং আমার সন্তান পয়দা হয় নাই। হুজূর পাক বলিয়াছেন — তুমি কোথায় রহিয়াছো! অধিক ইস্তিগ্‌ফারে ও অধিক সাদকায় তোমার সন্তান প্রদান করা হইবে। অতঃপর লোকটি অধিক পরিমাণে সাদকা ও অধিক পরিমানে ইস্তিগফার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হজরত জাবির বলিয়াছেন — লোকটির নয়টি পুত্র সন্তান হইয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪৪৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَلِمَ اَنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ لَهٗ فَهُوَ مَغْفُوْرٌ لَهٗ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল-আবু সালিহ — হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি জ্ঞাত রহিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন সে হইল ক্ষমাপ্রাপ্ত।

হাদীস নং —৪৪৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ وَ مِنْهُ السَّلَامُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-আবু অয়েল-হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা হইলেন শান্তি এবং তাহার থেকেই শান্তি।

كِتَابُ الْاَدَبُ

আদব অধ্যায়

بَابُ الْاَدَبُ

আদবের বিবরণ

হাদীস নং —৪৪৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْتَ وَ مَالُكَ لِاَبِيْكَ.

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদার-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তুমি ও তোমার সম্পদ হইল তোমার পিতার।

হাদীস নং —৪৫০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ يُرِيْدُ الْجِهَادَ فَقَالَ اَحَىٌّ وَ الِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ.

আবু হানীফা-আত্বা-তাহারা পিতা-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আনহু বলিয়াছেন — জনৈক ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশ্যে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন, হুজূর পাক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — তোমার মাতা পিতা কি জীবিত রহিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন — হ্যাঁ। হুজূর পাক বলিয়াছেন — তুমি তাহাদের (সেবা ইত্যাদি) বিষয়ে খুব চেষ্টা করো (ইহা হইল তোমার জন্য জিহাদ)।

হাদীস নং —৪৫১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ يَرْفَعُهُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ اَمَرَ بِالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

আবু হানীফা-যিয়াদ-তিনি হাদীসকে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন, নির্দেশ দিয়াছেন সমস্ত মুসলমানের জন্য কল্যাণ করিবার।

হাদীস নং —৪৫২

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْاَغَرِّ صَاحِبِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَ الْعَظْمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَلْقَيْتُهُ فِيْ جَهَنَّمَ.

আবু হানীফা-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-আত্বা ইবনো সায়েব-আবু হুরাইরার সঙ্গী-আবু মুসলিম আগার - হজরত আবু হুরাইরা রাদী

আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেন — দাম্ভিকতা হইল আমার চাদর এবং বড়াই হইল আমার তহবন্দ। সুতরাং এই দুইটি বিষয়ে যে আমার সহিত ঝগড়া করিবে তাহাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করিয়া দিবো।

হাদীস নং —৪৫৩

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ الْمُتَكَبِّرَ رَأْسُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ حَيْثُ كَانَ يَرْتَفِعُ بِرَأْسِهِ فِيْ تَابُوْتٍ مِنْ نَّارٍ مُقَفَّلٍ عَلَيْهِ وَ لَا يَخْرُجُ اَبَدًا مِنَ النَّارِ.

হাম্মাদ- তাহার পিতা (আবু হানীফা)- ইবরাহীম - মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদির বর্ণনা করিয়াছেন — তাহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, অহংকারীর মাথা (কিয়ামতের দিন) তাহার দুই পায়ের মাঝখানে হইবে এই জন্য যে, সে অহংকারকে মাথা দ্বারা প্রকাশ করিতো (অহংকারী) আগুনের একটি সিন্দুকের মধ্যে তালা বদ্ধ হইয়া থাকিবে এবং সে কখনো জাহান্নাম থেকে বাহির হইবে না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আল্লাহ্ ও রসূলের নিকট পিতা মাতার মর্যাদা বহু উচ্চে। তাহাদের যথার্থ সেবা করায় জিহাদের সমান সওয়াব পাওয়া যায়।

পুত্রের সম্পদ পিতারই সম্পদ। সুতরাং পিতা নিজের হিফাজতের জন্য পুত্রের বিনা অনুমতিতে তাহার সম্পদ ব্যবহার করিতে পারে।

সমস্ত মানুষকে সুপরামর্শ দেওয়া মুসলমানের একটি দ্বীনি দায়িত্ব। কাহার কোন বিষয়ে কুপরামর্শ দেওয়া আদৌ উচিৎ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অহংকার একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য শোভা পাইয়া থাকে। বান্দার জন্য অহংকার হইল সর্বনাশের কারণ। ইবলীশ অহংকারে ধ্বংস হইয়াছে। (অনুবাদক)

بَابُ الرِّفْقِ وَ الْخُلُقِ

নম্রতা ও উত্তম চরিত্রের বিবরণ

হাদীস নং —৪৫৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ قَالَ شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَ الْاَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرُ مَا اُعْطِيَ الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ.

আবু হানীফা-যিয়াদ-হজরত উসামা ইবনো শারীক রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হইয়াছি এবং গ্রাম্য লোকেরা তাঁহাকে কিছু প্রশ্ন করিতে ছিলো। তাহারা বলিয়াছে — ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বান্দাকে যাহা কিছু প্রদান করা হইয়াছে তন্মধ্যে উত্তম জিনিষ কী? হুজুর পাক বলিয়াছেন — উত্তম চরিত্র।

হাদীস নং —৪৫৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْاَنَّ الرِّفْقَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ يُرٰى

لَمَا رُئِىَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى خَلْقٌ اَحْسَنَ مِنْهُ وَ لَوْاَنَّ الْخُرْقَ خَلْقٌ يُرٰى لَمَارُئِىَ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَقْبَحَ مِنْهُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যদি নম্রতা ও উত্তম চরিত্র (মানব দেহে) দেখা যাইতো, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলা মাখলূকের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন জিনিষ দেখা যাইতো না। আর যদি মন্দ চরিত্র (কোন বস্তু বিশেষ ভাবে) দেখা যাইতো, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে ইহা অপেক্ষা কোন মন্দ জিনিষ দেখা যাইতো না।

হাদীস নং —৪৫৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَا اَخْرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسٍ لَهٗ قَطُّ بَلْ يَقْعُدُ مُسَاوِيًا لَهُمْ وَ لاَ تَنَاوَلَ اَحَدٌ يَدَهٗ فَيَتْرُكُهَا قَطُّ حَتّٰى يَكُوْنَ هُوَ يَدَعُهَا وَ مَا جَلَسَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَحَدٌ قَطُّ فَقَامَ حَتّٰى يَقُوْمَ قَبْلَهٗ.

আবু হানীফা-ইবরাহীম-হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কখনই তাহার সঙ্গীর সামনে নিজের হাঁটুকে বাড়াইয়া বসেন নাই বরং তাহাদের সমান হইয়া বসিতেন এবং কেহ কখন তাঁহার হাতকে ধরেন নাই যে, তিনি তাহা ছাড়াইয়া নিয়াছেন যতক্ষণ না সে নিজের হাতকে ছাড়াইয়া নিয়াছেন এবং কেহ কখন হুজূর সাল্লাল্লাহু

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলাইহি অ সাল্লামের সাথে বসেন নাই যে, তিনি উঠিয়া গিয়াছেন যতক্ষণ না সে তাঁহার পূর্বে উঠিয়াছে।

হাদীস নং —৪৫৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً نَادٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَنْزِلِهٖ فَقَالَ لَبَّيْكَ قَدْ اَجَبْتُكَ فَخَرَجَ اِلَيْهِ.

আবু হানীফা-আব্দুল্লাহ্-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জনৈক ব্যক্তি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ডাকিয়াছেন যখন তিনি তাহার বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। হুজূর পাক বলিয়াছেন — আমি উপস্থিত, আমি তোমার উত্তর দিয়াছি। অতঃপর তিনি লোকটির কাছে বাহির হইয়াছেন।

হাদীস নং —৪৫৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيْقَةَ قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ لِاُبَايِعَهٗ فَقَالَ اِنِّىْ لَسْتُ اُصَافِحُ النِّسَآءَ.

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদির-হজরত উমাইয়া বিনতে রাক্বীক্বাহ রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন-আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে বায়েত হইবার জন্য হাজির হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন — আমি রমণীদের সহিত হাত মিলাইয়া থাকি না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইসলামে বায়েত বা পীরী মুরিদী করা হইল একটি বিশেষ অধ্যায়। যাহারা এই অধ্যায়কে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া থাকে তাহারা গোমরাহ্। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পুরুষ ও মহিলা সবাইকে 'বায়েত' করিতেন। ক্বুরআন পাকেও বায়েত এর কথা উল্লেখ রহিয়াছে। অবশ্য মহিলাদের 'বায়েত' এর ব্যাপারটি খানিকটা স্বতন্ত্র। তাহাদের সহিত সরাসরি সাক্ষাতাকারে বায়েত করা ও তাহাদের হাতে হাত রাখিয়া মুসাফাহা করা নাজায়েজ। মহিলাদের পরদার মধ্যে থাকিয়া বায়েত গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমানে যে সমস্ত পীর সাহেব মহিলাগণকে বেপরদায় সামনে রাখিয়া বায়েত করিয়া থাকেন এবং মহিলাদের হাতে মুসাফাহা করিয়া থাকেন ও তাহাদের হাত থেকে সরাসরি সাক্ষাতাকারে কিছু লেনদেন করিয়া থাকেন তাহাদের হাতে মুরীদ হওয়াই হারাম। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪৫৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَ مُسْلِمٍ يَعْتَذِرُ اِلَيْهِ فَوِزْرُهٗ كَوِزْرِ صَاحِبِ مُكْسٍ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ مَا صَاحِبُ مُكْسٍ قَالَ عَشَّارٌ.

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত ইবনো বুরাইদা-তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের আপত্তি কবুল করে নাই, যে আপত্তি তাহার কাছে রাখিয়া ছিলো, তবে তাহার পাপ হইল 'সাহিবে মুগ্‌স' এর পাপের ন্যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে — ইয়া রাসূলাল্লাহ্! 'সাহিবে মুগস' কে? হুজূর পাক বলিয়াছেন — অত্যাচারী উশুর আদায়কারী।

হাদীস নং —৪৬০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهٗ فَوِزْرُهٗ كَوِزْرِ صَاحِبِ مُكْسٍ يَعْنِىْ عَشَّارًا.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে মুসলমানের কাছে তাহার কোন মুসলমান ভাই কোন ব্যাপারে কোন ন্যায়ত আপত্তি পেশ করিয়াছে কিন্তু সে সেই আপত্তিকে গ্রাহ্য করে নাই তাহার গোনাহ্ হইল অত্যাচারী উশুর আদায়কারীর ন্যায়।

হাদীস নং —৪৬১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِذَا اُتِىَ اَحَدُكُمْ بِطِيْبٍ فَلْيُصِبْ مِنْهُ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর - হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন তোমাদিগকে সুগন্ধ প্রদান করা হইবে, তখন তাহা অবশ্যই নিবে।

হাদীস নং —৪৬২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ النَّظَرِ فِى النُّجُوْمِ.

আবু হানীফা-আত্বা-হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইল্মে নুজূমে গভীর চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জ্যোতিষ বিদ্যাকে 'ইল্মে নুজূম' বলা হইয়া থাকে। কেবল প্রয়োজন মতো এই বিদ্যার পিছনে পড়া জায়েজ। খুব গভীরে যাওয়া আদৌ উচিৎ নয়। অন্ধকার রাতে জলে ও স্থলের সফরে এই বিদ্যায় অনেক উপকার পাওয়া যায়। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪৬৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّدْخُلَ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ لَمْ يَسْتُرْ عَوْرَتَهٗ مِنَ النَّاسِ كَانَ فِىْ لَعْنَةِ اللّٰهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْخَلْقِ اَجْمَعِيْنَ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — কোন ব্যক্তির জন্য হালাল নয়, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান আনিয়াছে যে, সে গোসল খানাতে বিনা তহবন্দে প্রবেশ করিবে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে মানুষের থেকে গোপন করিবে না, কিন্তু সে ব্যক্তি আল্লাহ্, ফিরিশতা ও সমস্ত সৃষ্টির অভিসম্পাতে থাকিবে।

হাদীস নং —৪৬৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ اَحَبُّ اَلْاَسْمَاءِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَبْدَ اللّٰهِ وَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

আবু হানীফা-নাফেয়-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে প্রিয় নাম হইল আব্দুল্লাহ্ ও আব্দুর রহমান।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমানে মানুষ অধিকাংশই সম্পূর্ণ নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে না। এই কারণে আব্দুর রহমান, আব্দুর রহীম ও গোলাম রসূল ইত্যাদি নাম রাখা উচিত নয়। কারণ, মানুষ 'আব্দুর রহমান' না বলিয়া শুধু রহমান ও 'গোলাম রসূল' না বলিয়া শুধু রসূল বলিয়া ডাকিতেছে। লা হাউলা আলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্! (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪৬৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِرُّ لاَ يُبْلٰى وَ اَلْاِثْمُ لاَ يُنْسٰى.

আবু হানীফা-নাফেয- হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নেকী নষ্ট হইয়া থাকে না এবং গোনাহ ভুলানো হইয়া থাকে না।

হাদীস নং —৪৬৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ قَعَدْنَا حَيْثُ اِنْتَهَى الْمَجْلِسُ.

আবু হানীফা-সিমাক-হজরত জাবির ইবনো সামুরাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমরা যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির হইতাম, তখন আমরা মজলিসের শেষ প্রান্তে বসিতাম।

হাদীস নং —৪৬৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَشْكُرُ اللّٰهَ مَنْ لاَّ يَشْكُرُ النَّاسَ.

আবু হানীফা-আত্বীয়া-হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি বান্দার কৃতজ্ঞ নয়, সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪৬৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَ الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু হানীফা আত্বীয়া — মুহারিব ইবনো দীনার - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তুমি অত্যাচার থেকে বিরত থাকো। কারণ, অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধাকারাকৃতি ধারণ করিবে।

হাদীস নং —৪৬৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ زَارَ قَوْمًا مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ دِيَارِهِمْ فَذَبَحُوْا لَهٗ شَاةً وَ صَنَعُوْا لَهٗ مِنْهَا طَعَامًا فَاَخَذَ مِنَ اللَّحْمِ شَيْئًا فَلاَكَهٗ فَمَضَغَهٗ سَاعَةً لاَ يُسِيْغُهٗ فَقَالَ مَا شَانُ هٰذَا اللَّحْمِ.

فَقَالُوْا شَاةٌ لِفُلاَنٍ ذَبَحْنَا هَا حَتّٰى يَجِىْءَ فَنُرْضِيَهٗ مِنْ ثَمَنِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِطْعَمُوْهَا الْاُسَرَآءَ.

আবু হানীফা-আসিস - হজরত আবু বোরদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম একদল আনসারীর সহিত তাহাদের বাড়ীতে দেখা করিয়াছেন। তাহারা হুজূর পাকের জন্য একটি ছাগল জবাহ করিয়াছেন এবং তাহা রান্না করিয়াছেন। হুজূর পাক তাহা থেকে এক টুকরা গোশ্ত নিয়াছেন এবং তাহা মুখে নিয়া বহুক্ষণ চিবাইয়াছেন কিন্তু তাহা গিলিয়া লইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বলিয়াছেন যে, এই গোশ্তটির অবস্থা কেমন? সবাই উত্তর দিয়াছেন — ছাগলটি ছিলো অমূক লোকের। তবে আমরা (তাহার বিনা অনুমতিতে) জবাহ করিয়াছি যে, মালিক আসিলে মূল্য দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিবো। তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — মাংস বন্দীদের খাওয়াইয়া দাও।

হাদীস নং —৪৭০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ.

আবু হানীফা-আলকামা - হজরত ইবনো বুরাইদা-তাঁহার পিতা বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ভাল কাজের পথ প্রদর্শক (সওয়াবের দিক দিয়া) ভাল কাজ সম্পন্নকারীর ন্যায়।

হাদীস নং —৪৭১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদী আল্লাহু আনহু বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ভাল কাজের পথ প্রদর্শক ভাল কাজ সম্পন্নকারীর ন্যায়।

হাদীস নং —৪৭২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَائَهُ رَجُلٌ فَاسْتَحْمَلَهُ فَقَالَ مَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكَ عَلَيْهِ وَ لٰكِنْ سَاَدُلُّكَ عَلٰى مَنْ يَحْمِلُكَ اِنْطَلِقْ اِلٰى مَقْبَرَةِ بَنِىْ فُلَانٍ فَاِنَّ فِيْهَا شَابًّا مِنَ الْاَنْصَارِ يَتَرَامٰى مَعَ اَصْحَابٍ لَهٗ وَ مَعَهٗ بَعِيْرٌ لَهٗ فَاسْتَحْمِلْهُ فَاِنَّهٗ سَيَحْمِلُكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاِذَا بِهٖ يَتَرَامٰى مَعَ اَصْحَابٍ لَهٗ فَقَصَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَحْلَفَهٗ بِاللّٰهِ لَقَدْ قَالَ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَحَلَفَ لَهٗ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلٰثًا ثُمَّ حَمَلَهٗ فَمَرَّ بِهٖ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ .

فَقَالَ فَاَخْبَرَهٗ الْخَبَرَ -

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنْطَلِقْ فَاِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهٖ.

আবু হানীফা-আলকামা - হজরত ইবনো বুরাইদা রাদী আল্লাহু আনহু-তাহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তি হুজূর পাকের কাছে একটি সওয়ারী

চাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন — আমার নিকটে নাই যে, আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিবো। কিন্তু আমি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলিয়া দিবো, যে তোমাকে সওয়ারী দিবে। অমুক গোত্রের কবরস্থানে যাও, সেখানে এক আনসারী যুবক রহিয়াছে, যে আপন সঙ্গীদের সাথে তীরান্দাজী করিতেছে এবং তাহার সঙ্গে রহিয়াছে একটি উট। অতএব তুমি তাহার নিকটে চাও, সে তোমাকে দিয়া দিবে। সুতরাং লোকটি গিয়া দেখিয়াছেন যে, সে তাহার সঙ্গীদের সহিত তীরান্দাজী করিতেছে। লোকটি তাহার কাছে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কথা বলিয়াছেন। তখন আনসারী তাহাকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে প্রকৃতই কি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইহা বলিয়াছেন? লোকটি তাহার কাছে দুইবার অথবা তিনবার কসম করিয়াছেন। অতঃপর আনসারী তাহাকে উট দিয়াছেন। অতঃপর লোকটি তাহা চাড়িয়া হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট আসিয়াছেন। লোকটি হুজূর পাকের কাছে ঘটনাটি শুনাইয়াছেন। তখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — চলিয়া যাও, ভাল কাজের পথ প্রদর্শক ভাল কাজ সম্পন্নকারীর ন্যায় (সওয়াব পাইয়া থাকে)।

হাদীস নং —৪৭৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

আবু হানীফা-আলকামা-হজরত ইবনো বুরাইদা-তাঁহার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — উত্তম জিহাদ হইল অত্যাচারী বাদশার সামনে সত্য কথা (দৃঢ়তার সহিত) বলা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪৭৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اِسْتَشَارَكَ فَاَشِرْهُ بِالرُّشْدِ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خُنْتَهُ.

আবু হানীফা-শায়বান - আব্দুল মালিক - তিনি জনৈক ব্যক্তির নিকট থেকে - হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহু অনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি তোমার কাছে পারমর্শ চাহিবে, তাহাকে সু পরামর্শ দাও। যদি তুমি এইরূপ না করিয়া থাকো, তবে নিশ্চয় তাহাকে খিয়ানত করিয়াছো।

হাদীস নং —৪৭৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ تَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ جَسَدٍ وَاحِدٍ اِذَا اشْتَكٰى الرَّأْسُ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُهُ بِالسَّهَرِ وَ الْحُمّٰى.

আবু হানীফা-হাসান - হজরত শা'বী বলিয়াছেন, আমি নো'মানকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি — ঈমানদারগণের উদাহরণ হইল আপশে

মুহাব্বাত করা ও একে অন্যের দুঃখ দেওয়াতে একই দেহের ন্যায় যখন মাথা যন্ত্রণা করিয়া থাকে, তখন সমস্ত দেহ জাগরণে ও জ্বরে সঙ্গী হইয়া থাকে।

হাদীস নং —৪৭৬

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوَرِّثُهُ وَ مَا زَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ حَتّٰى ظَلَنْتُ اَنَّ خِيَارَ اُمَّتِىْ لَا يَنَامُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-আব্দুর রহমান ইবনো হাযাম - হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সর্বদা অসীয়ত করিয়া থাকেন প্রতিবেশির হক্ব সম্পর্কে, এমন কি আমি ধারণা করিয়াছি যে, তিনি প্রতিবেশিকে অয়ারিস বানাইয়া দিবেন এবং জিবরাঈল আমাকে সর্বদা অসীয়ত করিয়া থাকেন। রাত জাগিবার সম্পর্কে, এমন কি আমি ধারণা করিয়াছি যে, আমার উম্মাতের বুজুর্গ ব্যক্তিগণ রাতে শয়ন করিবে না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইসলাম প্রতিবেশির দিকে অত্যন্ত খেয়াল রাখিয়াছে। এইজন্য প্রতিবেশির সহিত যথা সম্ভব সদ্ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে প্রতিবেশির কথা বলিতেন। তাহাজ্জুদের নামাজেরও খুবই গুরুত্ব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণ, এই নামাজের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিয়া থাকে। যখন দুনিয়া ঘুমের মধ্যে থাকে, তখন যে বান্দা নিদ্রাকে ত্যাগ করতঃ দরবারে ইলাহীতে হাযির হইয়া থাকে, তাহার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪৭৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ.

আবু হানীফা-হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ তাআলা অসহায় ব্যক্তির সাহায্য প্রার্থনা পছন্দ করিয়া থাকেন।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ

যামানাকে নিন্দা করা নিষেধ হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৭৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ.

আবু হানীফা-আব্দুল আযীয-হজরত আবু কাতাদা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা যামানাকে নিন্দা করিও না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলাই হইলেন যামানা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সব কিছুরই খালেক (সৃষ্টিকর্তা) হইলেন আল্লাহ্ তাআলা। অনুরূপ সমস্ত সৃষ্টির পরিচালকই হইলেন আল্লাহ্। সময়ের কোন হাত নাই। সুতরাং সময়কে নিন্দা করাই হইল আল্লাহ্ তাআলার নিন্দা করিবার নামান্তর। এইজন্য হাদীস পাকে যামানা বা সময়কে নিন্দা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৪৭৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ لِدْتُ سِنَةَ ثَمَا نِيْنَ وَ قَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اُنَيْسٍ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْكُوْفَةَ سِنَةَ اَرْبَعٍ وَ تِسْعِيْنَ وَ رَاَيْتُهٗ وَ سَمِعْتُ مِنْهُ وَ اَنَا ابْنُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ سِنَةً سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ حُبُّكَ الشَّىْءَ يُعْمِىْ وَ يُصِمُّ.

আবু হানীফা বলিয়াছেন — আমি আশি (৮০) হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাহাবা হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো উনাইস রাদী আল্লাহু আনহু চুরানব্বই (৯৪) হিজরীতে কুফায় শুভাগমন করিয়াছেন। আমি চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, একটি জিনিষের মুহাব্বাত তোমাকে অন্ধ করিয়া দিয়া থাকে এবং কালাও করিয়া দিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাস্তবে মানুষ যখন কোন জিনিষকে আন্তরিক ভাবে পছন্দ করিয়া থাকে, তখন তাহার কান সেই জিনিষের কোন বদনাম শুনিতে চাহিবে না এবং কোন দোষ দেখিতে পছন্দ করিবে না। এই কথাকে আল্লাহ্‌র রসূল সুন্দর করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তুমি যখন কোন জিনিষ পছন্দ করিয়া নিবে তখন তুমি অন্ধ ও কালা হইয়া যাইবে। (অনুবাদক)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشِّمَاتَةِ

কোন বিপদে সন্তুষ্ট না হইবার বিবরণ

হাদীস নং —৪৮০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُظْهِرَنَّ شِمَاتَةً لِاَخِيْكَ فَيُعَافِيْهِ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ اللّٰهُ.

আবু হানীফা বলিয়াছেন — আমি অসেলা ইবনো আসকা রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন — আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, তুমি তোমার ভায়ের বিপদে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিবে না। (অন্যথায়) আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে বিপদ মুক্ত করিয়া দিবেন এবং তোমাকে বিপদে ফেলিয়া দিবেন।

كِتَابُ الرِّقَاقِ

নরম হৃদয় অধ্যায়

হাদীস নং —৪৮১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِي الْاِنْسَانِ مُضْغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ وَ اِذَا سَقُمَتْ سَقُمَ بِهَا سَائِرُ الْجَسَدِ اَلَا وَ هِيَ الْقَلْبُ.

আবু হানীফা-হাসান-শা'বী-হজরত নো'মান ইবনো বাশীর রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — মানুষের মধ্যে একটি গোশ্‌তের টুকরা রহিয়াছে, যখন তাহা সংশোধন হইয়া যায় তখন তাহার কারণে সমস্ত দেহ সংশোধন হইয়া যায় এবং যখন তাহা অসুস্থ হইয়া যায় তখন সমস্ত দেহ অসুস্থ হইয়া যায়। সাবধান! সেই টুকরাটি হইল হৃদয়।

হাদীস নং —৪৮২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعْنَا ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهَا مِنْ خُبْزٍ مُتَتَابِعًا حَتّٰى فَارَقَ مُحَمَّدٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ﷺ وَ مَا زَالَتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا كُدْرَةٌ عُسْرَةٌ حَتّٰى فَارَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الدُّنْيَا فَلَمَّا فَارَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الدُّنْيَا صُبَّتْ عَلَيْنَا صَبًّا.

আবু হানীফা-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বর্ণনা করিয়াছেন — আমরা কখনো তিন দিন তিনি রাত পরপর পেট পূর্ণ করিয়া রুটি আহার করি নাই, শেষ পর্যন্ত হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং সব সময়ে দুনিয়া আমাদের জন্য দারিদ্রতাচ্ছন্ন ছিলো, শেষ পর্যন্ত হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর যখন হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন দুনিয়া আমাদের উপর (বিপদ হইয়া) পড়িয়া গিয়াছে।

হাদীস নং —৪৮৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيْ شَكَاةٍ شَكَاهَا فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى عَبَائَةٍ قُطْوَانِيَةٍ وَ مِرْفَقَةٍ مِنْ صُوْفٍ حَشْوُهَا اَذْخَرٌ فَقَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَ اُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كِسْرٰى وَ قَيْصَرُ عَلَى الدِّيْبَاجِ فَقَالَ يَا عُمَرُ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَ لَكُمُ الْاٰخِرَةُ ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ ؓ مَسَّهُ فَاِذَا هُوَ فِيْ شِدَّةِ الْحُمّٰى - فَقَالَ تَحَمَّ هٰكَذَا وَ اَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ - فَقَالَ اِنَّ اَشَدَّ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

بَلَاءً نَبِيُّهَا ثُمَّ الْخَيِّرُ ثُمَّ الْخَيِّرُ وَ كَذٰلِكَ كَانَتِ الْاَنْبِيَآءُ قَبْلَكُمْ وَ الْاُمَمُ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত উমার ইবনো খাত্তাব রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কাছে আসিয়াছেন, যখন হুজূর পাক অসুস্থাবস্থায় ছিলেন, এই সময়ে তিনি একটি কুতওয়ানী চাদরের উপরে শয়ন করিয়া ছিলেন এবং আযখার ঘাসে ভরা একটি বালিশের উপরে ভর করিয়া ছিলেন। হজরত উমার বলিয়াছেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার পিতা মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ পারস্য ও রোমের বাদশা রেশমের উপরে আরাম করিয়া থাকে (আর আপনার অবস্থা এই!)। হুজূর পাক বলিয়াছেন — উমার! তুমি কি ইহার প্রতি সন্তুষ্ট নয় যে, তাহাদের (কাফেরদের) জন্য হইবে দুনিয়া এবং তোমাদের জন্য হইল আখিরাত। অতঃপর হজরত উমার হুজূর পাককে স্পর্শ করিয়াছেন — তখন তিনি ছিলেন প্রচন্ড জ্বরের মধ্যে। হজরত উমার বলিয়াছেন — আপনার এত কঠিন জ্বর! অথচ আপনি হইলেন আল্লাহ্‌র রসূল। হুজূর পাক বলিয়াছেন — এই উম্মাতের নবী হইলেন সব চাইতে বিপদ গ্রস্ত। অতঃপর যে হইলেন বেশি নেক্‌কার, তারপর যে হইবেন বেশি নেক্‌কার। অনুরূপ অবস্থা ছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী নবীগণের ও উম্মাতের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الجِنَايَاتِ

পাপরাশি অধ্যায়

হাদীস নং —৪৮৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ عَفَا عَنْ دَمٍ لَمْ يَكُنْ لَهٗ ثَوَابٌ اِلاَّ الْجَنَّةَ.

আবু হানীফা -আত্বা-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যে ব্যক্তি কোন (হত্যা কাণ্ডের) রক্ত ক্ষমা করিয়াছে তাহার পুরস্কার হইল জান্নাত।

হাদীস নং —৪৮৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ دِيَةُ الْيَهُوْدِىِّ وَ النَّصْرَانِىِّ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.

আবু হানীফা-যোহরী-সাঈদ ইবনো মুসাইয়াব-হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ইহুদী ও ঈসায়ীদের রক্ত মূল্য হইল মুসলমানের রক্ত মূল্যের ন্যায়।

হাদীস নং —৪৮৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُسْتَقَادُ مِنَ الْجَرَاحِ حَتّٰى تَبْرَأَ.

আবু হানীফা-শা'বী-হজরত জাবির রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইাছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — ক্ষত বিক্ষতের কিসাস (প্রতিশোধ) নেওয়া যাইবে না যতক্ষণ না ক্ষত ভাল হইয়া যায়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রক্তের বদলে রক্ত নেওয়াকে কিসাস বলা হইয়া থাকে। কিসাস নেওয়া কোন অপরাধ নয়, বরং ইসলামী বিধান। তবে কিসাসকে ক্ষমা করিয়া দিয়া দিয়াত নিতে পারে। দিয়াত হইল কিসাসের বদলে টাকা পয়সা গ্রহণ করা। এই টাকা পয়সার পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। হজরত ইমাম শাফয়ী ও মালিকের নিকট দিয়াত হইল বার হাজার দিরহাম। ইমাম আবু হানীফার নিকটে দশ হাজার দিরহাম।

যদি কোন ব্যক্তি যখম হইয়া যায় এবং তাহার কিসাস নেওযার প্রয়োজন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার কিসাস কখন নেওয়া হইবে সে সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ রহিয়াছে। ক্ষতাবস্থায় কিসাস নেওয়া হইবে। কারণ, সে একজনের ক্ষত করিয়াছে কিংবা প্রাণ নিয়াছে। এই স্থানে ইমাম আবু হানীফার অভিমত হইল যে, তাহার যখম বা ক্ষত ভাল হইয়া যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা হইবে। কারণ, ক্ষতের উপরে ক্ষত করা হইল বিবেক বিরুদ্ধ কাজ। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الْاَحْكَامِ

বিচার অধ্যায়

হাদীস নং —৪৮৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلْاِمَارَةُ اَمَانَةٌ وَ هِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْىٌ وَ نَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَ هَا مِنْ حَقِّهَا وَ اَدّٰى الَّذِىْ عَلَيْهِ وَ اِلٰى ذٰلِكَ.

আবু হানীফা-হায়সাম-হাসান - হজরত আবু জার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — হে আবু জার! ফায়সালা হইল একটি আমানত এবং তাহা কিয়ামতের দিনে হইবে লাঞ্ছনা ও অনুতপ্তের কারণ। কিন্তু যে ব্যক্তি উহার হক্ক আদায় করিয়াছে (সে লাঞ্ছনা থেকে নিরাপদ হইবে) এবং হক্কদারের হক্ক আদায় করিয়াছে। তবে (আজকাল) ইহা কোথায়?

হাদীস নং —৪৮৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَرْفَعَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِمَامٌ عَادِلٌ.

আবু হানীফা-আত্বীয়া-হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সব চাইতে সম্মানিত হইবে ন্যায় পরায়ণ ইমাম।

হাদীস নং —৪৮৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَبِتٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْقُضَاةُ ثَلٰثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَ قَاضٍ يَقْضِىْ فِى النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يُوَكِّلُ بَعْضَهُمْ مَالَ بَعْضٍ - وَ قَاضٍ يَتْرُكُ عِلْمَهُ وَ يَقْضِىْ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَهٰذَانِ فِى النَّارِ - وَ قَاضٍ يَقْضِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ.

আবু হানীফা-হাসান ইবনো উবাইদুল্লাহ্-খুবাইব ইবনো সাবিত-হজরত বুরায়দা তাঁহার পিতা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — কাজী (বিচারক) তিন প্রকার। তন্মধ্যে দুই প্রকার কাজী হইবে জাহান্নামী। ইহাদের মধ্যে একজন কাজী, যে না জানিয়া মানুষের মধ্যে বিচার করিয়া থাকে এবং একজনের মাল অন্যজনকে খাওয়াইয়া থাকে এবং একজন কাজী নিজের জানাকে ত্যাগ করতঃ অন্যায় বিচার করিয়া থাকে। এই দুই শ্রেণীর কাজী হইবে জাহান্নামী। তৃতীয় প্রকার কাজী, যিনি আল্লাহ্‌র কিতাবানুসারে ফায়সালা করিয়া থাকে। এই কাজী হইবে জান্নাতী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪৯০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِىْ بَخْرَةَ اَنَّ اَبَاهُ كَتَبَ اِلَيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَقْضِى الْحَاكِمُ وَ هُوَ غَضْبَانُ.

আবু হানীফা-আব্দুল মালিক - হজরত আবু বাকরাহ্ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার পিতা তাঁহার কাছে লিখিয়াছেন যে, তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় ফায়সালা দিবে না।

হাদীস নং —৪৯১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلٰثَةٍ عَنِ الصَّبِّ حَتّٰى يُكْبَرَ وَ عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتّٰى يُفِيْقَ - وَ عَنِ النَّائِمِ حَتّٰى يَسْتَيْقِظَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তিন ব্যক্তির থেকে কলম উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে শিশুর বালেগ হইবার আগে পর্যন্ত, পাগলের সুস্থ হইবার পূর্ব পর্যন্ত ও নিদ্রিত ব্যক্তির জাগ্রত হইবার পূর্ব পর্যন্ত।

হাদীস নং —৪৯২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُدَّعٰى عَلَيْهِ اَوْلٰى بِالْيَمِيْنِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ.

আবু হানীফা-শা'বী-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে , হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — যখন দাবীদারের নিকটে সাক্ষী থাকিবে না তখন অস্বীকারকারীর থেকে কসম নেওয়া উত্তম।

হাদীস নং —৪৯৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ اَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ اَنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ اِشْتَرٰى مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَقِيْقًا فَتَقَاضَاه عَبْدُ اللّٰهِ فَقَالَ الْاَشْعَثُ اِبْتَعْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ الاَفٍ وَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا -

فَقَالَ اِجْعَلْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ فَقَالَ الْاَشْعَثُ اَنْتَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ.

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اُخْبِرُكَ بِقَضَاءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فِىْ الثَّمَنِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ وَ

pdf By Syed Mostafa Sakib

السِّلْعَةُ قَائِمَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ اَوْ يَتَرَادَّانِ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ - জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আশয়াস ইবনো কায়েস হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে একটি দাস ক্রয় করিয়াছেন। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ তাহার নিকট মূল্য চাহিয়াছেন। আশয়াস বলিয়াছেন — আমি আপনার নিকট থেকে দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করিয়াছি। তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ বলিয়াছেন, আমি তোমার হাতে কুড়ি হাজার দিরহামে বিক্রয় করিয়াছি। অতঃপর আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — আমার ও তোমার মাঝে যাহাকে ইচ্ছা বিচারক মানিয়া নাও (সেই আমাদের ফায়সালা করিয়া দিবে) আশয়াস বলিয়াছেন, আপনিই আমার ও আপনার মধ্যে বিচারক। অতঃপর হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন, আমি তোমাকে সেই ফায়সালার সংবাদ শোনাইতেছি যাহা আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিতেন, যখন দুইজন ক্রেতা ও বিক্রেতা দামে ঝগড়া করিবে এবং তাহাদের কাছে সাক্ষী না থাকে এবং বিক্রিত জিনিষ মৌজূদ থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হইবে অথবা তাহারা দুইজনে ক্রয় বিক্রয় বাতিল করিয়া দিবে।

হাদীস নং —৪৯৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ الْاَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ اِشْتَرٰى مِنَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَقِيْقًا مِنْ رَقِيْقِ الْاِمَارَةِ فَتَقَاضَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ فَاخْتَلَفَا فِيْهِ فَقَالَ الْاَشْعَثُ اِشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرَةِ الْاٰفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بِعْتُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ اَلْفًا فَقَالَ

عَبْدُ اللّٰهِ اِجْعَلْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ رَجُلاً - فَقَالَ الْاَشْعَثُ فَاِنِّىْ اَجْعَلُكَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ -

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَاِنِّىْ سَاَقْضِىْ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ بِقَضَاءٍ وَ سَمِعْتُهٗ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ فَاَمَّا اَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِىْ بِهٖ اَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ.

আবু হানীফা-কাসেম-তাহার পিতা-তাহার দাদার থেকে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত আসয়াস ইবনো কায়েস হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে রাজত্বের একটি গোলাম ক্রয় করিয়াছেন। হজরত আব্দুল্লাহ্ যখন তাহার নিকটে মূল্য চাহিয়াছেন, তখন তাহাদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। আসয়াস বলিয়াছেন — আমি আপনার থেকে দশ হাজার দিরহামে ক্রয় করিয়াছি। হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — আমি তোমার কাছে কুড়ি হাজার দিরহামে বিক্রয় করিয়াছি। হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — আমার ও তোমার মাঝে এক ব্যক্তিকে মানিয়া নাও (যিনি ফায়সালা করিয়া দিবেন)। আসয়াস বলিয়াছেন — আমার ও আপনার মাঝে আপনি হইলেন বিচারক। তখন হজরত আব্দুল্লাহ্ বলিয়াছেন — নিশ্চয় আমি আমার ও তোমার মাঝে সেই ফায়সালা করিবো, যাহা আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হইবে, তখন বিক্রেতার কথা হইবে গ্রহণ যোগ্য। এখন ক্রেতা বিক্রেতার কথা মানিয়া নিবে অথবা দুইজনে বিক্রয় বাতিল করিয়া দিবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

كِتَابُ الْفِتَنِ

ফিৎনা অধ্যায়

হাদীস নং —৪৯৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ يَحْيٰى عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَلَّ السَّيْفَ عَلٰى اُمَّتِىْ فَاِنَّ لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ السَّيْفَ.

আবু হানীফা-ইয়াহ্ইয়া-ইবনো হুমাইদ-হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের উপরে তলোয়ার উঠাইবে, তবে নিশ্চয় জাহান্নামের সাতটি দরওয়াজা রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি দরওয়াজা (বিশেষ ভাবে) তাহার জন্য, যে তলোয়ার তুলিয়াছে।

হাদীস নং —৪৯৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِى الْجُلَّاسِ قَالَ كُنْتُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ السَّبَائِى كَلَامًا عَظِيْمًا فَاَتَيْنَا بِهٖ عَلِيًّا وَ نَحْنُ نَهُزُّ عُنُقَهٗ فِىْ طَرِيْقِهٖ فَوَجَدْنَاهُ فِى الرَّحْبَةِ مُسْتَلْقِيًا عَلٰى ظَهْرِهٖ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى فَسَاَلَهٗ عَنِ الْكَلَامِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৪৯৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا اِلَيْهِ فِىْ نَاقَةٍ وَ قَدْ اَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهٗ فَقَضٰى بِهَا لِلَّذِىْ فِىْ يَدِهٖ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট থেকে বর্ণনা করিয়াছেন — দুই ব্যক্তি তাঁহার নিকটে একটি উটনী সম্পর্কে বিতর্ক করিয়াছে। দুইজনেই সাক্ষী কায়েম করিয়াছে যে, উটনীটি তাহার নিকটে পয়দা হইয়াছে। তখন তিনি ফায়সালা করিয়াছেন যে, উটনীটি তাহার যাহার হাতে রহিয়াছে।

হাদীস নং —৪৯৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرَيْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ اِخْتَصَمَ رَجُلَانِ فِىْ نَاقَةٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُقِيْمُ الْبَيِّنَةَ اَنَّهَا نَاقَةٌ نَتَجَهَا فَقَضٰى بِهَا النَّبِىُّ ﷺ لِلَّذِىْ هِىَ فِىْ يَدِهٖ.

আবু হানীফা-হায়সাম-জনৈক ব্যক্তি হজরত জাবির ইবনো আব্দুল্লাহ্ রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন — দুই ব্যক্তি একটি উট সম্পর্কে ঝগড়া করিয়াছে। তাহারা প্রত্যেকেই সাক্ষী প্রদান করিয়াছে যে, উটনীটি তাহার কাছে জন্ম নিয়াছে। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ফায়সালা করিয়াছেন যে, উটটি তাহার যাহার হাতে রহিয়াছে।

فَتَكَلَّمَ بِهٖ فَقَالَ اَتَرْوِيْهِ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْعَنْ كِتَابِهٖ اَوْعَنْ رَسُوْلِهٖ فَقَالَ لاَ قَالَ فَعَمَّا تَرْوِى قَالَ عَنْ نَفْسِىْ قَالَ اَمَا اَنَّكَ لَوْ رَوَيْتَ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى اَوْعَنْ كِتَابِهٖ اَوْعَنْ رَسُوْلِهٖ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَلَوْ رَوَيْتَهٗ عَنِّىْ اَوْ جَعْتُكَ عُقُوْبَةً فَكُنْتَ كَاذِبًا وَ لٰكِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ ثَلٰثُوْنَ كَذَّابًا وَ اَنْتَ مِنْهُمْ .

আবু হানীফা-হারিস-আবু জাল্লাস বলিয়াছেন — আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম, যাহারা আব্দুল্লাহ্ ইবনো সাবায়ীর থেকে একটি বড় কথা শুনিয়াছেন। অতঃপর আমরা তাহাকে লইয়া হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুর দরবারে আনিয়াছি রাস্তায় তাহার ঘাড়কে মুড়িয়া। আমরা হজরত আলীকে মসজিদের বারান্দায় চিৎ হইয়া শয়নাবস্থায় পাইয়াছি এবং তাঁহার একটি বা অন্য একটি পায়ের উপরে ছিলো। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — কথা কী? তখন তিনি পুনরায় ঘটনা বলিয়াছেন। হজরত আলী বলিয়াছেন — তুমি কি আল্লাহ্র অহী বর্ণনা করিতেছো অথবা তাহার কিতাবের কথা অথবা তাহার রসূলের কথা। সে বলিয়াছেন — না। অতঃপর শেরে খোদা বলিয়াছেন — কোথায় থেকে বলিতেছো? সে বলিয়াছে, আমি নিজের থেকে। হজরত আলী বলিয়াছেন — যদি তুমি দাবী করিয়া থাকো যে, আল্লাহ্র থেকে অথবা তাহার কিতাব থেকে অথবা তাহার রসূলের নিকট থেকে, তবে আমি তোমার গর্দান মারিয়া দিবো এবং যদি তুমি এই কথাকে আমার দিকে সম্বোধন করিয়া দিতে তাহা হইলে আমি তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম এবং তুমি হইতে মিথ্যাবাদী। কিন্তু আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, কিয়ামতের পূর্বে তিরিশজন (নবুওয়াতের দাবীতে) মিথ্যাবাদী হইবে এবং তুমি হইলে তাহাদের অন্তর্ভূক্ত।

হাদীস নং —৪৯৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَخْتَلِفُوْنَ اِلَى الْقُبُوْرِ فَيَضَعُوْنَ بُطُوْنَهُمْ عَلَيْهِ وَ يَقُوْلُوْنَ وَ دِدْنَا لَوْكُنَّا صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ يَكُوْنُ قَالَ لِشِدَّةِ الزَّمَانِ وَ كَثْرَةِ الْبَلَايَا وَ الْفِتَنِ.

আবু হানীফা-আব্দুর রহমান - হজরত আবু হুরাইরা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসিবে যে, তাহারা কবরগুলিকে জড়াইয়া ধরিবে এবং কবরের উপরে নিজেদের পেটগুলি রাখিয়া দিয়া বলিবে — যদি আমরা এই কবরবাসীর স্থানে হইতাম, তাহা হইলে ভাল হইতো? জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে — ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কেন হইবে? হুজূর পাক বলিয়াছেন — যুগের কঠিনতা, অধিক পরিমাণে বিপদ ও অশান্তির কারণে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন গায়েবের সংবাদ দাতা

pdf By Syed Mostafa Sakib

— ভবিষ্যত বক্তা। কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবে তাহা সম্পর্কে তিনি স্ববিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। হাদীসের কিতাবগুলিতে ফিৎনা ফাসাদ অধ্যায়ে যত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে সেগুলি হইল তাঁহার ভবিষ্যত বক্তা হইবার প্রমাণ। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন আজ সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তব হইতে চলিয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যত বাণীগুলির একটি অক্ষর বাস্তব না হইবার পূর্বে কিয়ামত কায়েম হইবে না। অবশ্য তাঁহার এই বিস্তীর্ণ জ্ঞান হইল খোদা প্রদত্ব। (অনুবাদক)

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীর অধ্যায়

হাদীস নং —৫০০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِىْ الضحٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ عَزَّوَجَلَّ الٓمّٓ قَالَ اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ وَ اَرٰى.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-আবু ফারওয়াহ - আত্বা ইবনো সাইব - আবু জোহা - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি — 'আলিফ, লাম, মীম' এর তাফসীরে বলিয়াছেন — 'আনাল্লাহু' আমি হইলাম এবং 'আল্লাহু আ'লামু অ আরা' আল্লাহ্ হইলেন সর্বজ্ঞ ও সব চাইতে বড় দর্শক।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আলিফ-লাম-মীম ও আলিফ-লাম-রা ইত্যাদি অক্ষরগুলিকে 'হুরুফে মুকাত্ তায়াত বা কাটা অক্ষর বলা হইয়া থাকে। এইগুলির প্রকৃত অর্থ কী, তাহা আল্লাহ্ তাআলা জ্ঞাত রহিয়াছেন। তবে এই কাটা অক্ষরগুলির জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে প্রদান করিয়াছেন কিনা, সে সম্পর্কে সঠিক অভিমত হইল যে, তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছে। অন্যথায় আয়াতের অবতরণ হইবে অনোর্থক। এই কথা নূরুল আনওয়ার মধ্যে বলা হইয়াছেন। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫০১

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ الضَّحَّاكِ ابْنِ مُزَاحِمٍ فَيَسْأَلُهٗ رَجُلٌ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ مَا كَانَ اِحْسَانُهٗ۔

قَالَ كَانَ اِذَا رَأَى رَجُلٌ مُضَيَّقًا عَلَيْهِ وَ سَّعَ عَلَيْهِ وَ اِذَا رَأَى مَرِيْضًا قَامَ عَلَيْهِ وَ اِذَا رَأَى مُحْتَاجًا سَأَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهٖ.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-সালমা ইবনো নুবাইত্ব বলিয়াছেন — আমি জাহ্হাক ইবনো মুযাহিম এর নিকট ছিলাম, জনৈক ব্যক্তি তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন — اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (নিশ্চয় আমি তোমাকে সৎ ব্যক্তি দেখিতেছি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হজরত ইউসুফের সততা কি ছিলো? তিনি বলিয়াছেন, যখন তিনি (ইউসুফ) কোন গরীব ব্যক্তিকে দেখিতেন তখন তাহাকে মাল দিয়া সাহায্য করিতেন, যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতেন, তখন তাহার সেবায় দাঁড়াইয়া যাইতেন, যখন কোন মুখাপেক্ষি ব্যক্তিকে দেখিতেন, তখন তিনি তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

হাদীস নং —৫০২

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ ثُمَّ قَرَأَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ـ اَلْمُتَفَرِّسِيْنَ.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-আত্বীয়া - হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — তোমরা ঈমানদারের দূরদুর্শীতাকে ভয় করো। কারণ, সে আল্লাহ্‌র নূরে দেখিয়া থাকে। অতঃপর হুজূর পাক পাঠ করিয়াছেন — اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ নিশ্চয় তাহাতে দুরদর্শীদের জন্য বহু নিদর্শন রহিয়াছে। এখানে 'মুতা অস্‌সেমীন' مُتَوَسِّمِيْن. এর তাফসীর হইল 'মুতা ফাররিসীন' مُتَفَرِّسِيْنَ (দুরদর্শীগণ)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"মুমিনে কামিল আল্লাহ্‌র নূরে দেখিয়া থাকেন"। উলামায় কিরাম

ইহার দুইটি অর্থ করিয়াছেন। কুরআন ও হাদীসের দলীল সমূহের মাধ্যমে প্রত্যেক জিনিষের সঠিক অবস্থা দেখিয়া থাকা। বান্দা যখন সৎ উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, তখন আল্লাহ্ পাক তাহার মধ্যে এমন প্রতিভা পয়দা করিয়া দিয়া থাকেন যে, সেই বান্দা নিজের দুরদর্শীতার নজরে সমস্ত জিনিষকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকে। ইহাকে বলা হইয়াছে আল্লাহ্‌র নূরে দেখা।

দ্বিতীয় অর্থে বলা হইয়াছে, মুমিন যখন অতিরিক্ত সাধনা করিয়া থাকে, তখন সে তাহার ঈমানী সাধনায় বিলায়েতের দরজায় পৌছিয়া আল্লাহ্‌র ওলী হইয়া যায় এবং তাহার বিলায়েতের নজরে সব কিছু দেখিয়া থাকে। এই বিলায়েতের নজরকে আল্লাহ্‌র নূর বলা হইয়াছে। এই স্থলে হজরত জুনাইদ বাগদাদী রহমাতুল্লাহ্ আলাইহির একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি, ইয়ামান দেশের এক ইহুদী হাদীস পাকে পড়িয়া ছিলো —"মুমিন আল্লাহ্‌র নূরে দেখিয়া থাকে।" সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নূরে দেখিয়া থাকে, নিশ্চয় তাহার নজরের বাহিরে কিছুই থাকিতে পারে না। এই হাদীস পাকের প্রতি ইয়ামানের ইহুদী অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াছে এবং পরীক্ষার জন্য তিনি তাহার পৈতাকে ঢাকিয়া মুসলমানী পোষাক পরিধান করতঃ ছদ্মবেশে বাগদাদ পৌছিয়াছে। কারণ, এই সময়ে বাগদাদ ছিলো বড় বড় আউলিয়ায় কিরামদিগের আবাস। তিনি বড় বড় ওলীদের দরবারে উপস্থিত হইয়া হাদীসটির অর্থ জানিতে চাহিলে প্রত্যেকেই হাদীসটির শাব্দিক অর্থ করিয়া দিয়াছেন ইহাতে ইহুদীর মনে সন্দেহ আসিয়া যায় যে, ইহারা কেহ তো আমাকে চিনিতে পারিলেন না। এই কারণে কেবল শাব্দিক অর্থ বলিতেছেন। তিনি শেষবারে হজরত জোনায়েদ বাগদাদীর দরবারে উপস্থিত হইয়া হাদীসটির অর্থ জানিতে চাহিলে তিনি হাদীসের শাব্দিক অর্থ না করিয়া প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন — হে ইয়ামানের ইহুদী! তোমার জুব্বাটি খুলিয়া ফেল এবং পৈতাটি ছিঁড়িয়া দাও, অতঃপর পাঠ করো — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্। এইবার ইহুদী হাদীসটির বাস্তবতা বুঝিতে পারিয়াছে যে, সত্যিই মু'মিন আল্লাহ্‌র নূরে দেখিয়া থাকেন। অতঃপর ইহুদী বলিয়াছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি ছাড়া কেহ আমাকে চিনিতে পারেন নাই। হাদীসটির প্রতি আমার সন্দেহ আসিয়া গিয়াছিল। হজরত জোনায়েদ বাগদাদী বলিয়াছেন - ইহা তোমার ভুল ধারণা। বাগদাদের প্রত্যেক ওলী তোমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা লওহে মাহফূজে দেখিয়াছেন যে, আমার নিকট তোমার ইসলাম গ্রহণ রহিয়াছে। এই কারণে তাহারা তোমার আসল অবস্থা প্রকাশ না করিয়া আমার দরবারে আসিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫০৩

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ.

হাম্মাদ তাহার পিতা (আবু হানীফা) আব্দুল মালিক — হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই আয়াত সম্পর্কে বলিয়াছেন —

فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

(তবে তোমার প্রতিপালকের কসম, নিশ্চয় আমি তাহাদের সবাইকে কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবো) ইহা হইল — لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'

হাদীস নং —৫০৪

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ زِرٍّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِجِبْرَئِيْلَ مَالَكَ تَزُوْرُنَا اَكْثَرَ مَا تَزُوْرُنَا قَالَ فَاَنْزَلَتْ بَعْدَ لَيَالٍ ـ وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-যির-সাঈদ ইবনো জুবাইর - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লামকে বলিয়াছেন — তোমার কি হইয়াছে যে, তুমি আমাদের সহিত বেশি বেশি সাক্ষাত করিতেছো না? ইহার কয়েক রাত পরে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে

وَ مَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهٗ مَا بَيْنَ اَيْرِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا — আমি অবতীর্ণ করিয়া থাকি না কিন্তু তোমার প্রতিপালকের নির্দেশে, তাহারই জন্য হইল যাহা আমার সামনে রহিয়াছে ও যাহা পিছনে রহিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত জিবরাঈলের নিকট হুজূর পাকের এই প্রশ্ন সেই সময়কার কথা যখন বেশ কিছু দিন তাঁহার নিকটে অহী আসা বন্ধ হইয়া ছিল। সেই সময় হুজূর পাকের মধ্যে হজরত জিবারঈলকে দেখিবার আগ্রহ হইয়া ছিলো। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৫০৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ الْمُنْكَرُ الَّذِىْ كَانُوْا يَأْتُوْنَ فِىْ نَادِيْهِمْ قَالَ كَانُوْا يَخْذِفُوْنَ النَّاسَ بِالنَّوَاةِ وَ الْحَصَاةِ وَ يَسْخَرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الطَّرِيْقِ.

আবু হানীফা-সিমাক - আবু সালিহ - হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন — আমি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সেই নোংরা কথাটি কি ছিলো যাহা তাহারা (লূত সম্প্রদায়) নিজেদের মজলিসে বলিতো? হুজূর পাক বলিয়াছেন — তাহারা মানুষের প্রতি আঁটি ও কাঁকর ফিঁকিতো এবং পথিকদের দেখিয়া ঠাট্টা করিতো।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাদীস পাকে খারাপ জিনিষের ব্যাখ্যা হইল পথচারীর উপরে বিভিন্ন দিক দিয়া অত্যাচার করা। যাহা ছিল লূত সম্প্রদায়ের বদ অভ্যাস। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫০৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهٗ قَرَأَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَ شَيْبَةً فَرَدَّ عَلَيْهِ وَ قَالَ قُلْ مِنْ ضُعْفٍ.

আবু হানীফা - আত্বীয়া - হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে এই আয়াত পাক পাঠ করিয়াছেন —

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا اَوْشَيْبَةً.

অতঃপর হুজূর পাক তাহার কিরাতকে ভুল বলিয়াছেন যে, আয়াত পাকে দোয়াদ অক্ষরটির জবর এর স্থলে পেশ দিয়া পাঠ করো।

হাদীস নং —৫০৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَ الْبَطْشَةُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ ﷺ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবু হানীফা-হায়সাম-শা'বী-মাসরুক - হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন — দুখান (ধোঁয়া) বাতশা (পাকাড়) এর অর্থ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের (জাহিরী) যুগে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হাদীস পাকে যে ধোঁয়া ও পাকাড় এর কথা বলা হইয়াছে, সে সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে এইগুলি প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যেমন একবার বড় ধরণের দুর্ভিক্ষ হইয়া ছিল। তাহাতে মানুষ নিরুপায় হইয়া হাড় পর্যন্ত খাইয়াছে এবং ক্ষুধা ও অনাহারের কঠিনতায় মানুষ আসমানের দিকে তাকাইয়া কেবল ধোঁয়া দেখিয়াছে, যাহা সাধারণতঃ হইয়া থাকে। ইহা হইল আল্লাহ্ তাআলার বড় পাকাড়।

আবার অনেকের ধারণায় কিয়ামতের দিন এইগুলি প্রকাশ পাইবে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫০৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَ هِبَةُ اللّٰهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ.

আবু হানীফা-হাম্মাদ-ইবরাহীম-আসওয়াদ-হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় তোমাদের সন্তানাদি হইল তোমাদের সঞ্চয়

এবং তোমাদের জন্য হইল আল্লাহ্র অবদান, যাহাকে ইচ্ছা কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র প্রদান করিয়া থাকেন।

হাদীস নং —৫০৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مَكِّيِّ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ لُهَيْعَةَ عَنْ اَبِىْ قَبِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُزَنِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىَ الدُّنْيَا بِمَا فِيْهَا بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ قُلْ يَا عِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا - فَقَالَ رَجُلٌ وَ مَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ اَشْرَكَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَلَا وَ مَنْ اَشْرَكَ.

আবু হানীফা-মাক্কী ইবনো ইবরাহীম - আবু লুহাইয়া-আবু ক্বাবীল - তিনি বলিয়াছেন — আমি আবু আব্দুর রহমান মুযানীকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি — তিনি বলিয়াছেন, আমি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হজরত সাওবান রাদী আল্লাহু আনহুকে বলিতে শুনিয়াছি — তিনি বলিয়াছেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আমি এই আয়াতের পরিবর্তে দুনিয়া ও দুনিয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিষকে পছন্দ করিয়া থাকিনা। (আয়াতের অনুবাদ) (প্রিয় পয়গম্বর!) তুমি বলো হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নৈরাশ হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। অতঃপর জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছেন — (ইয়া রাসূলাল্লাহ্!) যে ব্যক্তি শির্ক করিয়াছে (তাহার কি হইবে?) হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নীরব থাকিয়াছেন। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে — যে ব্যক্তি শির্ককরিয়াছে? হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নীরব থাকিয়াছেন। অতঃপর বলিয়াছেন — সাবধান! আর যে ব্যক্তি শির্ক করিয়াছে (তাহারও ক্ষমা হইয়া যাইবে)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

তওবার পরে সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা পূর্বে শির্ক করিয়াছে পরে তওবা করতঃ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে তাহার শির্কের গোনাহ্ ক্ষমা হইয়া যাইবে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫১০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِىْ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ وَحْشِيًّا لَمَّا قَتَلَ حَمْزَةَ مَكَثَ زَمَانًا ثُمَّ وَقَعَ فِىْ قَلْبِهِ الْاِسْلَامُ فَاَرْسَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَدْ وَقَعَ فِىْ قَلْبِهِ الْاِسْلَامُ وَ قَدْ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰى -

وَ الَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ

الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَ لاَ يَزْنُوْنَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا -

فَاِنِّىْ قَدْ فَعَلْتُهُنَّ جَمِيْعًا فَهَلْ لِىْ رُخْصَةٌ -

قَالَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْ لَهٗ - اِلاَّ مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - قَالَ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِهٰذِهِ فَلَمَّا قُرِأَتْ عَلَيْهِ قَالَ وَحْشِىٌّ اِنَّ فِىْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ شُرُوْطًا وَ اَخْشٰى اَنْ لاَّ اٰتِىَ بِهَا وَ لاَ اُحَقِّقُ اَنْ اَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا اَمْ لاَ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ اَلْيَنُ مِنْ هٰذَا يَا مُحَمَّدُ .

قَالَ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ .

قَالَ فَلَمَّا قُرِأَتْ لَهٗ قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَ اَنَا لاَ اَدْرِىْ لَعَلِّىْ اَنْ لاَ اَكُوْنَ فِىْ مَشِيَّةِ اِنْ شَاءَ فِى الْمَغْفِرَةِ وَ لَوْ كَانَتِ الْاٰيَةُ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ لِمَنْ شَاءَ كَانَ ذٰلِكَ فَهَلْ عِنْدَكَ شَىْءٌ

pdf By Syed Mostafa Sakib

اَوْسَعُ مِنْ ذٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ ـ فَنَزَلَ جِبْرَئِيْلُ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ بَعَثَ بِهَا اِلٰى وَحْشِيٍّ فَلَمَّا قُرِأَتْ عَلَيْهِ قَالَ اَمَّا هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَنِعْمَ ثُمَّ اَسْلَمَ فَاَرْسَلَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ قَدْ اَسْلَمْتُ فَاْذَنْ لِىْ فِىْ لِقَائِكَ فَاَرْسَلَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ وَارِ عَنِّىْ وَجْهَكَ فَاِنِّىْ لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَمْلاَءَ عَيْنِىْ مِنْ قَاتِلِ حَمْزَةَ عَمِّىْ قَالَ فَسَكَتَ وَحْشِىٌّ حَتّٰى كَتَبَ مُسَيْلَمَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ مُسَيْلَمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ اَشْرَكْتُ فِى الْاَرْضِ فَلِىَ نِصْفُ الْاَرْضِ وَ لِقُرَيْشٍ نِصْفُهَا غَيْرَ اَنَّ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَقَدِمَ بِكِتَابِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلاَنِ فَلَمَّا قُرِئَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابُ قَالَ لِلرَّسُوْلَيْنِ لَوْلاَ اَنَّكُمَا رَسُوْلاَنِ لَقَتَلْتُكُمَا ثُمَّ دَعَا بِعَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ اُكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُسَيْلَمَةَ

الْكَذَّابِ السَّلاَمُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ الْاَرْضَ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ .

قَالَ فَلَمَّا بَلَغَ وَحْشِيًّا مَا كَتَبَ مُسَيْلَمَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَخْرَجَ الْمِدْرَاعَ فَصَقَلَهٗ وَ هَمَّ بِقَتْلِ مُسَيْلَمَةَ فَلَمْ يَزَلْ عَلٰى عَزْمِ ذٰلِكَ حَتّٰى قَتَلَهٗ يَوْمَ الْيَمَامَةِ.

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো সায়েব কালবী - আবু সালেহ - হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, যখন অহশী ইবনো হারব হজরত হামযাহ রাদী আল্লাহু আনহুকে শহীদ করিয়াছেন, অতঃপর এক যুগ পর্যন্ত তিনি (কুফরের উপরে) কায়েম থাকিয়াছেন। তারপর তাহার অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করিবার ধারণা আসিয়াছে। সুতরাং তিনি এক ব্যক্তিকে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে পাঠাইয়াছেন যে, তাহার অন্তরে ইসলামের মুহাব্বাত স্থান পাইয়াছে। আর আমি শুনিয়াছি যে, আপনি আল্লাহ্ তাআলার এই বানী নকল করিয়া থাকেন (অনুবাদ) যাহারা আল্লাহ্র সাথে অন্যকে ইবাদত করিয়া থাকে না, না কোন প্রাণীকে হত্যা করিয়া থাকে আল্লাহ্ যাহা হারাম করিয়াছেন কিন্তু সত্য নির্দেশানুযায়ী, ব্যভিচার করিয়া থাকে না; যে ব্যক্তি এইরূপ কাজ করিবে সে গোনাহ্গার হইবে, তাহার শাস্তি কিয়ামতের দিন দ্বিগুণ করা হইবে এবং সে সেই শাস্তির মধ্যে লাঞ্ছিতাবস্থায় স্থায়ী ভাবে থাকিবে (অহশী বলিয়াছেন) নিশ্চয় আমি এই কাজগুলি সবই করিয়াছি, তবে কি আমার জন্য নাজাতের কোন রাস্তা রহিয়াছে?

pdf By Syed Mostafa Sakib

বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — অতঃপর হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন — মোহাম্মাদ! তুমি তাহাকে বলো (আয়াতের অনুবাদ) কিন্তু যে ব্যক্তি শির্ক থেকে তওবা করিয়াছে এবং ঈমান আনিয়াছে সৎকাজ করিয়াছে; সুতরাং তাহাদিগকে আল্লাহ্ তাআলা (অতীতের) গোনাহ্ সমূহ নেকীতে পরিবর্তন করিয়া দিয়া থাকেন এবং আল্লাহ্ হইলেন ক্ষমাশীল দয়াময়।

বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অহশীর নিকট এই আয়াত প্রেরণ করিয়াছেন। যখন এই আয়াত অহশীর নিকটে পাঠ করা হইয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন — এই আয়াতের মধ্যে অনেকগুলি শর্ত রহিয়াছে যেগুলি সম্পর্কে আমি ভয় করিতেছি যে, আমি সেগুলি পালন করিতে পারিবো না। আমি সুনিশ্চিয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না যে, আমি সৎকাজ করিতে পারিবো কি না? মোহাম্মাদ! তোমার কাছে কি ইহার থেকে কোন সহজ জিনিষ রহিয়াছে?

বর্ণনাকারী বলিয়াছেন, অতঃপর জিবরাঈল আলাইহিস সাল্লাম এই আয়াত নিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন — (আয়াতের অনুবাদ) নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমা করিবেন না যে, তাহার সহিত শরীক করা হইবে এবং তিনি ইহা ছাড়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই আয়াত পাক লিখিয়া অহশীর নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — যখন আয়াত পাক অহশীর কাছে পাঠ করা হইয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তাআলা তো তাহাকে ক্ষমা করিবার কথা বলিয়াছেন যাহাকে ইচ্ছা করিবেন। তবে আমার তো জানা নাই যে, আমি তাহার ইচ্ছার মধ্যে পড়িবো কি না? যদি তিনি তাহার ইচ্ছার কথা না বলিয়া এইরূপ বলিতেন যে, ইহা ছাড়া সবই ক্ষমা করিয়া দিবেন, তাহা হইলে ঠিক ছিলো। মোহাম্মাদ! তোমার নিকটে কি ইহা অপক্ষো আরো বিস্তীর্ণ কোন নির্দেশ রহিয়াছে? অতঃপর হজরত জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এই আয়াত নিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন — (আয়াতের অনুবাদ) প্রিয় পয়গম্বর! তুমি বলো

— হে আমার বান্দাগণ! যাহারা নিজেদের প্রাণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছো, তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হইবে না; নিশ্চয় আল্লাহ্ সমস্ত গোনাহ্ ক্ষমা করিয়া দিবেন; নিশ্চয় তিনি হইলেন ক্ষমাশীল দয়াময়।

বর্ণনাকারী বলিয়াছেন — হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই আয়াত পাক লিখিয়া অহশীর কাছে পাঠাইয়াছেন। অতঃপর যখন তাহার কাছে পাঠ করিয়া শোনানো হইয়াছে, তখন তিনি বলিয়াছেন — এই আয়াত হইল আমার মনেরই মতো। তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং একজন ব্যক্তিকে এই পয়গম দিয়া হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন — ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নিশ্চয় আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং আমাকে আপনার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি দিন। অতঃপর হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাহাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আমাকে মুখ দেখাইবে না। নিশ্চয় আমার মধ্যে ক্ষমতা নাই যে, আমার চাচা হজরত হামযার হত্যাকারীকে চক্ষু ভরিয়া দেখিতে পারিবো। অতঃপর অহশী নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত যখন মুসাইলামা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছে যে, নিশ্চয় আমি জমীনে অংশীদার হইয়াছি। সুতরাং আমার জন্য অর্ধেক জমীন এবং কুরাইশের জন্য অর্ধেক। কিন্তু কুরাইশ এমন একটি সম্প্রদায় যে, তাহারা (সর্বক্ষেত্রে) সীমা অতিক্রম করিয়া থাকে। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন - তাহার এই পত্র দুই ব্যক্তি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট আনিয়াছে। অতঃপর যখন তাহার পত্র হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে পাঠ করা হইয়াছে, তখন হুজূর পাক দুইজন দূতকে বলিয়াছেন - যদি তোমরা দুইজন দূত না হইয়া আসিতে, তবে আমি তোমাদিগকে কতল করিয়া করাইয়া দিতাম। অতঃপর হুজূর পাক হজরত আলী ইবনো আবু ত্বালেবকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, লেখো — 'বিস্মিল্লাহির রহমানির রাহীম" মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে মহা মিথ্যাবাদী মুসাইলামার কাছে শান্তি অবতীর্ণ হউক সেই সত্তার প্রতি, যে হিদায়েতের অনুসরণ করিয়াছে। অতঃপর কথা হইল যে, নিশ্চয় জমীন হইল আল্লাহ্র, তিনি তাহার বান্দাদের মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে উহার উত্তরাধিকারী করিয়া দিয়া থাকেন শুভ পরিণাম হইল খোদাভীরুদের জন্য এবং আল্লাহ্ তাআলা করুণা করিয়া থাকেন আমাদের সর্দার মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি। বর্ণনাকারী বলিয়াছেন— যখন অহশীর নিকটে এই পত্রের সংবাদ পৌছিয়াছে যাহা মুসাইলামা হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে লিখিয়াছে, তখন তিনি হারবা বাহির করতঃ শান দিয়াছেন এবং মুসাইলামকে কতল করিবার জন্য পাকা পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং এই অটল সিদ্ধান্তের উপর থাকিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত ইয়ামামার যুদ্ধের দিন তাহাকে কতল করিয়াছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান আয়াত পাক কেবল হজরত অহশীর জন্য খাস নয়, বরং সমস্ত মুসলমানের জন্য আম। ইসলাম গ্রহণ করিলে মানুষের সমস্ত পূর্ববর্তী গোনাহ্ মাফ হইয়া যায়।

অহশীর দ্বারায় দুইটি বড় কাজ হইয়া গিয়াছে। একটি হইল ইসলামের বিপক্ষে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরম শ্রদ্ধেয় চাচাজান হজরত হামযাহ্ রাদী আল্লাহু আনহুকে শহীদ করিয়া দেওয়া। আর একটি হইল ইসলামের স্বপক্ষে - হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরম শত্রু মহা মিথ্যাবাদী মুসাইলামাকে হত্যা করিয়া দেওয়া। নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসাইলামাকে হত্যা করিবার পর থেকে অহশী গৌরব করতঃ বলিতেন — কিয়ামতের ময়দানে হজরত হামযাহ্ রাদী আল্লাহু আনহুর শহীদ করিবার গোনাহ্ এক পাল্লায় উঠাইলে অপর পাল্লায় ইসলামের মহা শত্রু মুসাইলামার কতল করিবার সওয়াব উঠনো হইবে। ইয়া আল্লাহ্! আমাদের অসাবধানতায় যদি আমাদের থেকে কোন পাপের কাজ প্রকাশ হইয়া যায়, তবে ইহার পাশে আমাদের কোন সওয়াবের কাজ করিবার তৌফীক দান করিয়া দিও (অনুবাদক)।

হাদীস নং —৫১১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ سَلْمَةَ عَنْ اَبِىْ الزَّعْرَاءِ مِنْ اَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُخْرَجَنَّ بِشَفَاعَتِىْ مِنْ اَهْلِ الْاِيْمَانِ مِنَ النَّارِ حَتّٰى لاَ يَبْقٰى فِيْهَا اَحَدٌ اِلاَّ اَهْلُ هٰذِهِ الْاٰيَةِ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَ كُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ حَتّٰى اَتَانَا الْيَقِيْنَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ.

আবু হানীফা সালমা ইবনো মাসউদের এক সঙ্গী আবু যা'রা হজরত আব্দুল্লাহ্ ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - নিশ্চয় আমার শাফায়াতে ঈমানদারগণ জাহান্নাম থেকে বাহির হইবে, শেষ পর্যন্ত জাহান্নামে কেহ বাকী থাকিবে না। কিন্তু যাহাদের সম্পর্কে আয়াত পাকে বলা হইয়াছে — (আয়াতের অনুবাদ) কোন্ জিনিস তোমাদিগকে জাহান্নামে আনিয়াছে? তাহারা বলিবে — আমরা নামাজ পড়িতাম না, আমরা দরিদ্রকে অন্নদান করিতাম না, আমরা বির্তককারীদের সহিত বির্তকে লিপ্ত থাকিতাম ও আমরা কিয়ামতের দিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতাম, শেষ পর্যন্ত আমাদের কাছে মৃত্যু চলিয়া আসিয়াছে। সুতরাং শাফায়াতকারীদের শাফায়াত তাহাদের (কাফেরদের) কোন কাজে আসিবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

দুনিয়াতে হানাফী মাযহাব হইল সব চাইতে বড় মাযহাব। ইমাম আবু হানীফা হইলেন সব চাইতে বড় ইমাম। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার মাযহাবের শত্রুর শেষ নাই। ইমাম আবু হানীফাকে অনেকে অ কারণে দোষারোপ করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে মুতাযিলা বলিয়া কলঙ্ক করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আবার কেহ তাঁহাকে মুরজিয়া বলিয়া দিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, মু'তাযিলা ও মুরজিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ হইল গোমরাহ্। এই দলগুলির আক্বীদাহ্ সম্পূর্ণ ইসলামের বিপরীত। এই সমস্ত দলের সহিত ইমাম আবু হানীফার কোন সম্পর্কই ছিলো না। আল্লাহ্ তাআলা ইমাম আযম আবু হানীফাকে এক পবিত্র মনের মানুষ করিয়াছেন। তিনি ছিলেন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের এক অন্যতম মুজিযাহ্।

বর্তমান হাদীস পাক মুতাযিলা ও মুরজিয়া সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ধারণা হইল যে, গোনাহ্ কাবীরাহ্ করিলে মানুষ চির জাহান্নামী হইবে। জান্নাতের হাওয়া পর্যন্ত তাহাদের লাগিবেনা। কিন্তু হাদীস পাকে সাফ বলা হইয়াছে যে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াতে গোনাহ্গার ঈমানদারগণ জাহান্নাম থেকে বাহির হইয়া আসিবে। অনুরূপ মুরজিয়া সম্প্রদায়ের ধারণা হইল যে, যাহারা কেবল একবার কালেমা পাঠ করিয়া নিয়াছে তাহারা হইল জান্নাতী। জাহান্নামের সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই। হাজার গোনাহ্ করিলেও সাত খুন মাফ। কিন্তু বর্তমান হাদীস ইহাদের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ঈমানের পরে মানুষ কুফরী করিলে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশ কোন কাজে আসিবে না। অবশ্য কুফরী ও শির্কী ছাড়া অন্য কোন গোনাহ্ করিলে জাহান্নামে যাইবে, পরে পয়গম্বরের শাফায়াতে বাহির হইবে। এই স্থলে ইমাম আবু হানীফার অভিমত হইল হুবাহু হাদীস মুতাবিক। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫১২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لاَ يَبْقٰى فِى النَّارِ اِلاَّ مَنْ ذَكَرَهُ اللّٰهُ فِى هٰذِهِ الْاٰيَةِ مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَ اِلَى الشَّافِعِيْنَ.

হাম্মাদ - তাহার পিতা (ইমাম আবু হানীফা) - সালমা বিনতে কুহাইল - হজরত ইবনো মাসউদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, জাহান্নামে কেহ বাকী থাকিবে না কিন্তু তাহারা, যাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত পাকে বর্ণনা করিয়াছেন। (আয়াতের অনুবাদ) কে তোমাদের জাহান্নামে আনিয়াছে? — কোন শাফায়াতকারীর শাফায়াত তাহাদের কাজে আসিবে না পর্যন্ত।

হাদীস নং —৫১৩

حَمَّادٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ اَلْحُقْبُ ثَمَا نُوْنَ سَنَةً مِنْهَا سِتَّةُ اَيَّامٍ عَدَدَ اَيَّامِ الدُّنْيَا.

হাম্মাদ-তাহার পিতা (আবু হানীফা)-তাহার পিতা (সাবিত)-আবু সালেহ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আল হুক্বো, হইল আশি বৎসর। তন্মধ্যে ছয়টি দিন হইল দুনিয়ার সমস্ত দিনের সমান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৫১৪

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ قَالَ قُرِأَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰى قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর বর্ণনা করিয়াছেন — হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সামনে এই আয়াত পাক পাঠ করা হইয়াছে 'অ সদ্দাকা বিন হুসনা' হুজূর পাক বলিয়াছেন, ইহা হইল — 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আয়াত পাকে বলা হইয়াছে , যে ব্যক্তি সুন্দর কথাকে সমর্থন করিয়াছেন। এখানে সুন্দর কথার ব্যাখ্যায় হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, উহা হইল কালেমা তাওহীদ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'। কারণ, কালেমায় তাওহীদ ব্যতীত কোন ভাল ভালই নয়, কোন ইবাদত ইবাদতই নয়, সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের মূল হইল কালেমায় তাওহীদ। (অনুবাদক)

كِتَابُ الْوَصَايَا وَ الْفَرَائِضِ

অসীয়ত ও মীরাস অধ্যায়

হাদীস নং —৫১৫

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِىُّ ﷺ يَعُوْدُنِىْ فِىْ مَرَضٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُوْصِىْ بِمَالِىْ كُلِّهِ قَالَ لاَ ـ قُلْتُ فَنِصْفِهِ قَالَ لاَ ـ قُلْتُ فَثُلُثِهِ قَالَ وَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ لاَ تَدَعْ اَهْلَكَ يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

আবু হানীফা-আত্বা-তাহার পিতার থেকে-হজরত ইবনো আবু আক্কাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার নিকটে (আমার) অসুস্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য শুভাগমন করিয়াছেন। অতঃপর আমি বলিয়াছি - ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি (আল্লাহ্র রাস্তায়) আমার সম্পূর্ণ সম্পদ অসীয়ত করিবো? তিনি বলিয়াছেন — না। আমি (আবার) বলিয়াছি, উহার অর্ধেক? তিনি বলিয়াছেন — না। আমি আবার বলিয়াছি, এক তৃতীয়াংশ? তিনি বলিয়াছেন — তৃতীয়াংশ হইল অনেক। তোমার নিজস্ব পরিজনদিগকে এই অবস্থায় ত্যাগ করিও না যে, তাহারা মানুষের সামনে হাত পাতিয়া বেড়াইবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'অসীয়ত' এর শাব্দিক অর্থ হইল অঙ্গীকার। 'অসীয়ত' এর প্রচলিত অর্থ হইল সেই প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার যাহার সম্পর্ক হইল মরণের পরে। ইসলামের শুরুতে মালদার বা সম্পদশালী ব্যক্তির প্রতি অসীয়ত করা ফরজ ছিলো। কারণ, অসীয়ত অনুযায়ী মুর্দার সম্পত্তি বন্টন হইত। অতঃপর মীরাস সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ আসিবার পর অসীয়তের ফারজীয়াত বাতিল হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে অসীয়ত করা মুস্তাহাব মাত্র।

অয়ারিশ থাকিলে সমস্ত সম্পদ কাহারো জন্য অসীয়ত করা জায়েজ হইবে না। করিলেও তাহা কার্যকরি হইবে না। অনুরূপ অর্ধেক সম্পত্তির অসীয়ত বাতিল। এক তৃতীয়াংশের বেশি অসীয়ত করা জয়েজ নয়। তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অসীয়ত করিলে তাহা কার্যকরী হইবে। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫১৬

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِىَ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدَهُ اَوْ اَمَتَهُ.

আবু হানীফা-আবু যোবাইর-হজরত জাবের রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — মুসলমান খৃষ্টানের অয়ারিস হইবে না কিন্তু ইহাই যে, খৃষ্টান তাহার দাস অথবা তাহার দাসী হইবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইহাতে সমস্ত উলামায় কিরাম একমত যে, কোন কাফের কোন মুসলমানের অয়ারিস হইতে পারিবে না। কিন্তু কোন মুসলমান কোন

কাফেরের অয়ারিস হইতে পারিবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ সাহাবায় কিরাম, তাবেঈন ও চার মাযহাবের ইমামগণের অভিমত হইল যে, মুসলমান কাফেরের অয়ারিস নয় (অনুবাদক)।

হাদীস নং —৫১৭

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

আবু হানীফা-ত্বাউস-হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — প্রকৃত হক্বদারদের হক্ব আদায় করো। অতঃপর বাকী সম্পত্তি পাইবে নিকটস্ত পুরুষ মানুষ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আসহাবুল ফারায়েজ অথবা জাবিল ফুরুজ বলা হইয়া থাকে সেই সমস্ত নিকটবর্তী জনগণকে, যাহাদের অংশ আল্লাহ্‌ব কুরআনে অথবা হাদীস পাকে নির্ধারিত হইয়াছে। এই প্রকার অংশ হইল ছয় প্রকার। যথা — অর্ধাংশ, তৃতীয়াংশ, অষ্টমাংশ, দুই তৃতীয়াংশ, এক তৃতীয়াংশ ও ষষ্ঠাংশ। এই অংশগুলির হক্বদার হইল পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই ও বোন। বিস্তারিত ফারায়েজের কিতাবসমূহ। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫১৮

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ اَنَّ اِبْنَةً

pdf By Syed Mostafa Sakib

لِحَمْزَةَ اَعْتَقَتْ مَمْلُوْكًا فَمَاتَ فَتَرَكَ اِبْنَةً فَاَعْطَى النَّبِىُّ ﷺ

اَلاِبْنَةَ النِّصْفَ وَ اَعْطَى ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ.

আবু হানীফা-হাকাম - আব্দুল্লাহ্ ইবনো শাদ্দাদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হজরত হামযাহ রাদী আল্লাহু আনহুর কন্যা একটি গোলাম আযাদ করিয়াছেন। অতঃপর সেই গোলাম ইন্তেকাল করিয়াছে এবং ত্যাগ করিয়া গিয়াছে একটি কন্যা। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সেই কন্যাকে অর্ধেক অংশ দিয়াছেন এবং হজরত হামযার কন্যাকে বাকী অর্ধেক দিয়াছেন।

হাদীস নং —৫১৯

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا عَدَلَ مَنْ كَانَ يَعُوْلُ اَمْوَالَ الْيَتَامٰى فَلَمْ يَقْرَبُوْهَا وَ شَقَّ عَلَيْهِمْ حِفْظُهَا وَ خَافُوا الْاِثْمَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ فَنَزَلَتِ الْاٰيَةُ فَخَفَّفَتْ عَلَيْهِمْ-

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَ اِنْ تُخَالِطُوْهُمْ اَلْاٰيَةِ.

আবু হানীফা-হায়সাম - শায়বী মাসরুক - হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে — (অনুবাদ) (নিশ্চয় যাহারা ইয়াতীমদিগের সম্পদ অন্যায় করতঃ খাইয়া থাকে, তাহারা নিজেদের পেটে আগুন খাইয়া থাকে এবং অবিলম্বে তাহারা জাহান্নামে প্রবেশ করিবে) তবে যাহারা ইয়াতীমদের সম্পদ দেখা শোনা করিয়া থাকে তাহারা ইয়াতীমদের সম্পত্তির ধারে কাছে যায় নাই এবং তাহাদের সম্পদ হিফাজত করা তাহাদের কঠিন হইয়াছে এবং তাহারা নিজেদের প্রতি গোনাহগার হইবার ভয় করিয়াছে। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে এবং তাহাদের কষ্ট লঘু হইয়াছে — অনুবাদ — (প্রিয় পয়গম্বর) তাহারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বলো - তাহাদের জন্য সংশোধনই হইল উত্তম এবং যদি (খরচাদিতে) তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকো, তবে তাহারা হইল তোমাদের ভাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইয়াতীমদের সম্পদ সম্পর্কে যখন কঠোর নির্দেশ আসিয়া ছিলো, তখন যে সমস্ত মানুষ ইয়াতীমদের অভিভাবক হইয়া তাহাদের সম্পদ হিফাজত করিতো, তাহারা অতি সাবধানতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলো যে, ইয়াতীমদের পানাহার পর্যন্ত পৃথক করিয়া দিয়াছিলো, ফলে ইয়াতীমগণ পানাহার করিবার পর তাহাদের অবশিষ্ট খাদ্যাদি পড়িয়া থাকিবো এবং সেগুলি পরে নষ্ট হইয়া যাইতো। এই প্রকার সাবধানতা অবলম্বনে একদিকে অভিভাবকদের কষ্ট হইতো এবং অন্যদিকে ইয়াতীমদের মাল নষ্ট হইতো। সুতরাং যখন এই ব্যাপারে হুজূর পাকের পবিত্র দরবারে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তখন বর্তমান আয়াত পাক অবতীর্ণ হইয়াছে এবং অভিভাবকগণ পুণরায় ইয়াতীমদিগকে পানাহারে নিজেদের সঙ্গে করিয়া নিয়াছে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৫২০

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ.

আবু হানীফা-মোহাম্মাদ ইবনো মুনকাদির-হজরত আনাস ইবনো মালিক রাদি আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — বালেগ হইবার পরে ইয়াতীম নয়।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ইয়াতীম সেই শিশুকে বলা হইয়া থাকে যাহার পিতা ইন্তেকাল করিয়াছে। এই শিশু বালেগ হইবার পর আর ইয়াতীম থাকিবে না। (অনুবাদক)

كِتَابُ الْقِيَامَةِ وَ صِفَةِ الْجَنَّةِ

কিয়ামত ও জান্নাতের বিশেষত্ব অধ্যায়

হাদীস নং —৫২১

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذُوْحَسْرَةٍ وَ نَدَامَةٍ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল-আবু সালেহ-হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম

বলিয়াছেন — নিশ্চয় কিয়ামতের দিন হইল আফসোস ও অনুতপ্তের দিন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাস্তবে কিয়ামতের দিন মু'মিন ও কাফের সবার জন্য দুঃখ ও অনুতপ্তের দিন। অবশ্য কাফের ও মু'মিনের দুঃখ ও অনুতপ্ত এক প্রকার নয়। কাফেররা অতীত জীবনের উপরে দুঃখ করিবে ও নিজেদের কর্মফলের জন্য লজ্জিত হইবে যে, হায়! আমরা কেন দুনিয়াবী জীবনে ঈমান আনিয়া সৎ কাজ করিয়া ছিলাম না। অনরূপ ঈমানদারগণও দুঃখ প্রকাশ করিবে হায়! দুনিয়াবী জীবনে আমরা কেন প্রতি মুহূর্ত দ্বীনের কাজে ব্যয় করিয়া ছিলাম না। অন্যথায় আমাদের দরজা আরো বাড়িয়া যাইতো। অবশ্য ইহা তাহাদের জন্য কোন লজ্জার বিষয় নয়, বরং ইহা হইল তাহাদের মনের গভীর আবেগ। (অনুবাদক)

হাদীস নং —৫২২

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِىءٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْقِيٰمَةَ ذُوْحَسْرَةٍ وَ نَدَامَةٍ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল - আবু সালেহ - হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — নিশ্চয় কিয়ামত হইল দুঃখ ও লজ্জা সম্পন্ন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসের অর্থ বহনকারী। কেবল ভাষার দিক দিয়া সামান্য পার্থক্য। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীস নং —৫২৩

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ اِسْمَا عِيْلَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ مِنَ الْجَنَّةِ مَدِيْنَةً مِنْ مِسْكٍ اَذْخَرَ مَاؤُهَا السَّلْسَبِيْلُ وَ شَجَرُهَا خُلِقَتْ مِنْ نُوْرٍ فِيْهَا حُوْرٌ حِسَانٌ عَلٰى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا اَشْرَقَتْ فِى الْاَرْضِ لَاَضَائَتْ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَمَلأَتْ مِنْ طِيْبِ رِيْحِهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَنْ هٰذَا قَالَ لِمَنْ كَانَ سَمْحًا فِى التَّقَاضِىْ.

আবু হানীফা-ইসমাঈল - আবু সাহেল - হজরত উম্মে হানী রাদী আল্লাহু আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন — আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতে একটি মুশ্‌কে আযখারের শহর তৈরি করিয়াছেন, যাহার পানি হইল সুগন্ধময় এবং যাহার বৃক্ষ হইল নূরের তৈরি, যাহাতে হূর রহিয়াছে অতিসুন্দরী যে, তাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের সত্তরটি করিয়া কেশ খোঁপা হইবে। যদি তাহাদের মধ্যে একজন পৃথিবীতে মুখ দেখাইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত হইয়া যাইবে এবং আসমান ও জমীনের মাঝখানে সমস্ত শূন্যস্থান সুগন্ধময় হইয়া যাইবে। সাহাবায় কিরাম আবেদন করিয়াছেন — ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা

কাহার জন্য? হুজূর পাক বলিয়াছেন — ইহা তাহার জন্য, যে ব্যক্তি নরমভাবে ঋণ পরিশোধ চাহিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জান্নাত ও জান্নাতের সমস্ত ভোগ বিলাস হইল বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত। আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারগণের জন্য জান্নাত ও জান্নাতের ভোগ বিলাশ রাখিয়াছেন। কোন কাফের ইহার গন্ধ পর্যন্ত পাইবে না। আল্ হামদু লিল্লাহ্! ঈমানদারগণ নিজেদের ভিন্ন আমলের কারণে জান্নাতে ভিন্ন নিয়ামত পাইবে। কিন্তু বর্তমান হাদীসে যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল সেই সমস্ত ব্যক্তিরা পাইবে যাহারা নিজেদের হক্ব আদায় করিতে কোন সময়ে কাহারো প্রতি কঠোর ব্যবহার দেখাইয়া থাকে না। ঋণী ব্যক্তিকে .ঋণ পরিশোধের জন্য সুযোগ দিয়া থাকে অথবা আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ ঋণকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকে। (অনুবাদক)

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম এর অনুবাদ
(২) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৩) জুমায়ার সুন্নী খুতবাহ
(৪) কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(৫) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৬) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৮) দুয়ায় মোস্তফা
(৯) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১০) 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(১১) সেই মহানায়ক কে? (১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১৩) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খন্ড)
(১৫) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খন্ড)
(১৬) 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) মাসায়েলে কুরবানী
(১৮) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন কলম (২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২২) 'সুন্নী কলম' প্রত্রিকা তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত (২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে (২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মক্কা ও মদীনার মুসাফির
(৩১) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ

মূল্য - ১৭০

pdf By Syed Mostafa Sakib